মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] বৈশাখ, ১২৯৬ সাল। [১ম সংখ্যা

আশয়।

মালকোষ—মধ্যমান।*

আবার বাজিছে কেন ছেঁড়া ভাঙা তিন তারা ?
গাইছে বিষাদ গান উদাস আপন হারা !
বেসুরা আশার তারে, বেলয় আলাপ করে,
বেতালা সঙ্গীত ঝরে, বিহ্বল পাগল পারা !
আশার সুসার তান, মধুর বীণার গান—
আবার জুড়াবে প্রাণ, কবে পিবে সুধা-ধারা ?
কে আছে আপন জন, ভাবিয়ে আপন ধন,
যতনে করে আপন, হইয়ে আপন সারা !

* যদি কেহ ইচ্ছা করেন তিনি এই গানটী, আড়াঠেকা তালে, ভৈরবী, রামকেলি, যোগিঞা, আলেয়া, সিন্ধু, টোড়ী, সারঙ্গ, পুরবী, চিত্রাগৌরী, হাম্বির, কেদারা, পুরিয়া, কল্যাণ, ইমন্, জয়জয়ন্তী, কালাংড়া, সাহানা, বেহাগ, ললিত প্রভৃতি রাগিণীতে গাহিতে পারেন।

নলিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

"ও নলি—নলি—নলিনি—উঠনা মা, আর কত ঘুমাবে, তোমার রাম কাকা এসেছেন যে!"

মা ডাকিল—মেয়ে উঠিয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ মা—কাকা কৈ মা—"

"এই যে আমি!". এই বলিতে বলিতে একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ-বপু লম্বোদর পুরুষ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ কাকা, খুড়ীমা কি এখনই বাপের বাড়ী যাবেন?"

"হ্যাঁ সমস্ত প্রস্তুত, কেবল তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, অনেক দূর—সকালে না গেলে পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবে—"

"মা, তবে আমায় কাপড় পরিয়ে দাও, খুড়ীমা হয়তো কত রাগ ব

নলিনীর মাতা তখন ঘর হইতে একখানি নীলাম্বরী ঢাকাই আনিয়া নলিনীকে পরাইয়া দিলেন এবং দুই এক খানি অলঙ্কার যাহা ছিল তাহাও পরাইয়া দিয়া কন্যাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন—"মা বিদেশে যাইতেছ, সেখানে কাহারও সহিত ঝকড়া করিও না, রূঢ় কথা বলিয়া কাহারও মনে কষ্ট দিও না, তোমার খুড়ীমার অবাধ্য হইও না!" ইত্যাদি—নানাবিধ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ নলিনীর মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। নয়ন হইতে দর বিগলিত ধারে অশ্রু নিপতিত হইয়া নলিনীর গণ্ড, কেশ ও বস্ত্র সিক্ত হইয়া গেল। মা [illegible] ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহারও নয়ন হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগি[illegible]. সে কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন কাঁদ মা, আমি কি শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি, তাই তুমি কাঁদ্‌চো?"

মেয়ের কথা শুনিয়া মায়ের মুখে হাসি আসিল—তিনি বলিলেন—"মা জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত এক দিনের তরে তোমারে আমার কাছ ছাড়া করিনি

...দণ্ড তোরে না দেখ্‌লে আমার সংসার শূন্য বোধ হয়, জগৎ অন্ধকার ... এই দশ বার দিন কেমন ক'রে থাক্‌বো তাই ভেবেই কাঁদ্‌ছি—তোমা ... আর আমার কে আছে মা?" এই বলিয়া পুনরায় নলিনীর মুখ ...ম্বন করিলেন।

নলিনী কহিল "তবে মা আমি এখন যাই—খুড়ীমা কত রাগ ক'চ্ছেন!"

"এস মা—" এই বলিয়া তাহার মাতা তাহাকে সদর দরজা পর্য্যন্ত স... করিয়া লইয়া গেলেন। তৎপরে নলিনী ও তাহার রাম কাকা দুই জ... চলিয়া গেলে তাহার মাতা দরজায় দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর দে...ত লাগিলেন। যখন তাহারা অদৃশ্য হইল তখন তিনি একটী দীর্ঘ নি...া ত্যাগ করিয়া শূন্য মনে বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। জননীর স্নে... অপেক্ষা স্নেহ জগতে আর কি আছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

...াকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্...বাস করিতেন। হরিমোহন বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া এক জন...আত্মীয় কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের যত্নে মোটা-মু...সামান্য বিদ্যাশিক্ষাও করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে সকলেই যে লেখা ...শিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে এমন নহে। বিশেষতঃ ৩০।৪০ ... পূর্ব্বে আজ কালিকার ন্যায় ইংরাজি শিক্ষার এত আদরও ছিল না, ...উপাধিও ছিল না, এক্ষণে এম, এ, বি, এ, উপাধিধারীরা একটী পঁচিশ ... বেতনের কর্ম্মে পন ...ালাইত; কিন্তু তখন ইংরাজী ভাষার ফার্ষ্ট ...ঠ করিয়া কত...ক কৃতবিদ্য এবং হয়ত একটা আপিসের মুৎসুদ্দি ... বিপুল অর্থ উপার্জ্জন, য...ঃ খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন। অর্থোপা-... অদৃষ্ট সাপেক্ষ।

...রিমোহন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার আকৃতির এই এক... আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে, যে তাঁহাকে দেখিত সেই ভালবাসিত। যখন

তাঁহার পনের বৎসর বয়ঃক্রম তখন কলিকাতা নগরস্থ সিমুলিয়া নিবাসী জনৈক ভদ্র ব্যক্তির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; বিবাহের পর শ্বশুরের চেষ্টায়, একটী আপিষে তাঁহার সামান্য পনের টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম হইল। অদৃষ্ট চির দিন সমান থাকে না, হরিমোহনের তাহাই হইল; তাঁহার আকৃতি, কথা বার্ত্তা এবং কায কর্ম্ম দেখিয়া, আপিষের বড় সাহেব তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দয়ায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে হরিমোহন সেই আপিষের প্রধান কেরাণী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

হরিমোহন পূর্ব্বে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন এবং সেই কষ্টের ফল তাঁহাকে অন্যায় খরচ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছিল। তিনি প্রধান কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহার বরাহনগরস্থ পৈতৃক বাটী মেরামত করাইয়া তাঁহার পরিবার লইয়া আসিলেন। বাটী আসিবার কিছু দিন পরে তাঁহার একটি কন্যাসন্তান হইল, কন্যাটী দেখিতে অতিশয় রূপবতী, ধীর, শান্ত এবং কোমলাঙ্গী হইয়াছিল; হরিমোহন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নলিনী।

সংসারে কার চির দিন সুখে যায়? জগতে এমন ইতিহাস দেখিয়াছ যে যাহাতে চির সুখ বা চির দুঃখ কেহ ভোগ করিয়াছে? আজ যিনি রাজ রাজেশ্বর হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছেন, হয়ত কাল তিনি পথের ভিখারী হইতে পারেন! আবার যিনি এক মুষ্টি অন্নের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা প্রবৃত্ত, হয়ত তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারেন! মনুষ্যের ভাগ্যচক্র নিয়তই ঘূর্ণায়মান। তা যদি না হইত, সুখ কিম্বা দুঃখ চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে এ সংসার নরকাপেক্ষা ভীষণ হইয়া দাঁড়াইত। ভাগ্যের প্রসন্নতা দামিনী বিকাশের ন্যায়। নলিনীর বয়ঃক্রম সবে সাত বৎসর, এমন সময় তাহার পিতা বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইলেন; কত ডাক্তার, কত কবিরাজ, কত হাকিম বৈদ্য দেখিল, অর্থের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে দুরন্ত কালের করাল কবল হইতে ফিরাইতে পারিল না। যখন হরিমোহনের শেষ মুহূর্ত্ত—জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ, হৃদিশ্বাস ঘন বহিতেছিল, নিকটে স্ত্রী, পার্শ্বে স্নেহের পুতলী। নলিনীর তখন অল্প জ্ঞান হইয়াছিল—পিতার মুমূর্ষু কাল বুঝিতে পারিয়া ছল ছল চক্ষে অধোবদনে উপবিষ্ট

হইয়া পিতার কণ্ঠশ্বাসের বিকৃত শব্দ শ্রবণে ও নিদারুণ যন্ত্রণা-সূচক অধর ওষ্ঠ সঞ্চালন দেখিয়া আপনার ক্ষুদ্র করপল্লব দ্বারা পিতার মুখে চাপা দিতেছিল এবং নিবারণ করিতে না পারিয়া "বাবা! বাবা! ও বাবা!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল—হরিমোহনের দুই নয়ন হইতে দর দর ধারে অশ্রু নিপতিত হইয়া উপাধান সিক্ত হইতেছিল—সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণ বিদীর্ণ হয়! তিন দিনের দিন, তিনি তাঁহার কন্যা পরিবারকে কাঁদাইয়া, তাহাদিগকে অকূল পাথারে নিক্ষেপ করিয়া, সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া, ইহ জগৎ হইতে প্রস্থান করিলেন! হরিমোহনের গৃহ অন্ধকার হইল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুঃখ সুখ।

হরিমোহনে মৃত্যুর পর প্রায় চারি বৎসর অতীত হইয়াছে, নলিনী এক্ষণে একাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপ-রাশিও বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন, যুগ্ম ভ্রূযুগ, নিবিড় কাদম্বিনীর ন্যায় লম্বিত কেশরাশি, নিটোল রক্তাভ গণ্ডস্থল, সুগোল বাহু ও উরুদ্বয় এবং ক্ষীণ কটিদেশ দর্শন করিলে ধাতার একটি অভিনব সৃষ্টি বলিয়া ভ্রম হয়। সংসারে তাহার মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিল না, পূর্ব্বে দাস দাসী ছিল, কিন্তু হরিমোহনের মৃত্যুর পর তাহাদিগকে জবাব দেওয়া হইয়াছিল; হরিমোহনের পীড়িতাবস্থায় যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল—অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাতে কায়ক্লেশে তাহার জননী সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সুখের সময় অনেক আত্মীয় পাওয়া যায়, তখন অনেক মামাতো, পিসতুতো, খুড়তুতো ভাই—মামা, খুড়া, পিসী, মাসী বিস্তর সুখের পায়রা আসিয়া জুটে, কিন্তু দুঃখের সময় কাহাকেও পাওয়া যায় না। হরিমোহনের সংসারেও সেই ঘটনা হইল, যখন হরিমোহনের অবস্থা ভাল ছিল তখন মামা, পিসী, মাসী দুই দশটি আসিয়া তাঁহার সংসারের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল। বর্ষা আসিল—বসন্তের কোকিল উধাও হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল! হরিমোহনের মৃত্যুর পর আত্মীয় একে

একে উল্কা পতনের ন্যায় নিজ নিজ পথ দেখিলেন! তখন পীড়া হইলে এক মুষ্টি অন্ন বা একটু জল দিয়া জিজ্ঞাসা করে এমন লোক রহিল না! যাহা হউক নলিনীর মাতা নিজে গৃহকর্ম্ম করিতেন, সময় সময় নলিনীও তাঁহার সাহায্য করিত। যদি সংসারে অপর লোক থাকিত তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত কথোপকথনে মনের অনেক শান্তি ও কষ্টের অনেক লাঘব হইত, কিন্তু তাহা না থাকায় সর্ব্বদা চিন্তা তাঁহাকে দগ্ধ করে, রাত্রে নিদ্রা হয় না, যদি হইত তাহাও দুশ্চিন্তা পরিপূর্ণ। নিদ্রাবস্থায় সময় সময় নলিনী "বাবা! বাবা!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে, তাহাতে তাঁহার শোকের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে,—অন্তর পুড়িয়া যায়—নয়ন-জলে উপাধান ভিজিয়া যায়—পতির কথা মনে পড়ে—তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা—মধুমাখা প্রণয় সম্ভাষণ, ভাবিতে ভাবিতে নিশা অবসান হয়—আর ঘুম হয় না।

এই প্রকার নানারূপ চিন্তায়, পতিশোকে, অনিদ্রায়, শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে তাঁহার শরীর দিন দিন শীর্ণ, লাবণ্য মলিন, মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। শোক ও চিন্তা তাঁহাকে যৌবনে বৃদ্ধাবস্থায় পরিণত করিল।

এই সময় তাঁহার একটী আত্মীয় জুটিল। তাঁহাদিগের বাটীর পার্শ্বে রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন জ্ঞাতি বাস করিতেন, হরিমোহনের জীবিতাবস্থায় তাঁহার সহিত কোন কারণে মনান্তর হয়, কিন্তু মনান্তর ছিল বলিয়া যে তাঁহাদিগের বাটীতে আসা বন্ধ ছিল, তাহা নহে, তবে সদাসর্ব্বদা আসিতেন না—কখন কখন আসিতেন। কিন্তু হরিমোহনের মৃত্যুর পর হইতে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের বাটীতে আসিতেন, সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন এবং হাট বাজারও করিয়া দিতেন।

এই সময়ে রামনারায়ণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠক বর্গকে প্রদান করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি হরিমোহনের বাটীর পার্শ্বেই তাঁহার বাটী। বাড়ীটী এক-তালা—চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; বাটীর সম্মুখে বাগান ও পুষ্করিণী এবং বাটীর খিড়কিতেও একটি পুষ্করিণী; বাটীটী দেখিলে একজন উত্তম গৃহস্থ বলিয়া অনুমান হয়। রামনারায়ণকে প্রসব করিয়াই তাঁহার জননী সেই সূতিকা গৃহেই ইহলোক ত্যাগ করেন, সুতরাং তিনি তাঁহার পিতার অতি আদরের সন্তান হইয়াছিলেন; সেই আদরেই তিনি লেখা পড়া শিখিতে

পারেন নাই। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে একবার তাঁহাকে অনেক কষ্টে পাঠশালে দেওয়া হয় কিন্তু তিন চারি দিন পরে এক দিবস গুরু মহাশয়কে দুই চারি ঘা রুলের গুঁতা বকশিস্ দিয়া এবং পাঠশালা গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া তিনি বিদ্যার ষ্টুডেণ্টশিপ্ পাশ করেন। যাহা হউক কুলীনের সন্তান নিরক্ষর হইলেও বিবাহ বন্ধ থাকে না—ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে অম্বিকা কালনায় তাঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর বৎসরেই তাঁহার পিতার কাল হয়; তখন তিনি সংসারের কর্ত্তা হইলেন, পিতার সঞ্চিত অর্থ এবং জমিদারি যাহা ছিল তাহাতে সংসার নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহাকে কাহার দ্বারস্থ হইতে হইল না, সুতরাং তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা পরিমার্জ্জিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অল্প কাল মধ্যেই স্ত্রীর অতিশয় বশতাপন্ন হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্যামাঙ্গিনী, কাল হইলেও দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে; কিন্তু তাঁহার অন্তর অতিশয় ক্রূর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, হৃদয় শঠতা পরিপূর্ণ এবং কলহ-প্রিয়; তিনি যে তাঁহার গণ্ডমূর্খ স্বামির উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি! রামনারায়ণ তাসের আড্ডায়, দলাদলির ঘোঁটে এবং বাবু-মজলিসে বসিয়া স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ের সর্ব্বদা বক্তৃতা করিতেন বটে, কিন্তু বাটী প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাকে সে গুলি সদর দরজায় রাখিয়া আসিতে হইত, যদি কোন দিবস ভ্রম ক্রমে স্ত্রীকে উপদেশ দিতেন তবে তৎক্ষণাৎ সুমিষ্ট শতমুখীর আঘাতে তাঁহার সে ভ্রম ঘুচিয়া যাইত।

রামনারায়ণের সংসারে তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভিন্ন অপর লোক কেহই ছিল না, পাড়ার লোকও কলহের ভয়ে কেহই তাঁহার বাটীতে যাইত না। কিন্তু কি মনোভিলাষ সফল করিবার নিমিত্ত যে রামনারায়ণ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী হরিমোহনের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক এই সময় রামনারায়ণকে পাইয়া নলিনীর মাতার অনেক উপকার হইয়াছিল। তাঁহারা নলিনীকে স্নেহ করিতেন, নানাবিধ মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন, নলিনীও সর্ব্বদা তাঁহাদিগের বাটিতে যাইত। মাতা ও তাঁহাদিগের স্নেহে নলিনী সর্ব্বদা প্রফুল্ল অন্তরে বেড়াইয়া বেড়াইত, তাহাতে তাহার মাতা কথঞ্চিৎ সুখানুভব করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাপ মন্ত্রণা।

রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড অতীত হইয়াছে, কাদম্বিনী শূন্য নীল আকাশে কুমদিনীনাথ নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত হইয়া মৃদু মধুর আলোক বিকীরণ করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। নিশামণির সেই মনোমোহন হাসিতে বৃক্ষ, পত্র, কুসুমরাজি—জগতের চেতনাচেতন সকল পদার্থই হাসিতেছিল।

এইরূপ সময়ে রামনারায়ণ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছেন; এমন সময় দেখিতে পাইলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী সোৎসুক নয়নে দরজায় দাঁড়াইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন—তিনি নিকটে যাইলে অতি মধুর, প্রিয় সম্ভাষণ ও নানাবিধ মিষ্ট এবং সন্তোষজনক বাক্যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। পরে নানাবিধ খাদ্য আনিয়া তাঁহাকে জলযোগ করিতে দিলেন এবং পার্শ্বে বসিয়া হাস্য কৌতুক করিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ প্রত্যহই এইরূপ সময় জলযোগ করিতেন বটে, কিন্তু এরূপ আদর কোন দিন প্রাপ্ত হন নাই। যে সহধর্ম্মিণীর নিকট বিবাহ কালাবধি একাল পর্য্যন্ত সম্ভাষে কটুবাক্য এবং সম্মানে সম্মার্জ্জনী ভিন্ন অপর কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই—আজ হঠাৎ এরূপ ভাবান্তরে তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ঈশ্বর বুঝি তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। রামনারায়ণ প্রফুল্ল-মনে জলযোগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

এই রূপে তিন চারি দিবস গত হইলে এক দিবস সন্ধ্যার পর রামনারায়ণ জলযোগ করিতেছেন এবং সহধর্ম্মিণী পার্শ্বে বসিয়া নানাবিধ হাস্য কৌতুক করিতে করিতে কহিলেন—"একটা কথা বলিব রাখিবে?"

"কি কথা?"

"যদি রাখ তবে বলি!"

"তোমার কোন্ কথা আমি রাখি নাই বা তোমার কোন্ কর্ম্মে আমি অবহেলা করিয়াছি?"

"তা তো কর নাই,—তবে এটা নাকি শক্ত কথা, তাই বলিতে সাহস করিতেছিনা ।"

"বলই না কেন ?—শক্তাশক্ত পরে বিচার হইবে !"

"কথা আর কিছুই নহে—আমার এক ভাই আছে জান ?"

"জানি—"

"সে অন্ধ তাহাও জান ?"

"জানি—"

"আমাদিগের অবস্থা জান, অনেক টাকা ব্যয় না করিলে তাহার বিবাহ হইবে না, তত টাকাই বা কোথায় পাওয়া যাইবে আর কানা ছেলেকে মেয়েই বা কে দিবে ? বাবার শেষাবস্থা, মারও তাই,—খুড়া, জ্যেঠা কিম্বা আর ভাই ভগ্নীও নাই ; পিতা মাতার অবর্ত্তমানে তাহাকে একটু জল বা এক মুঠা ভাত রাঁধিয়া দেয় এরূপ লোক নাই—একা আমি—কিন্তু আমি যে নিজের সংসার ধর্ম্ম ফেলিয়া বাপের বাড়ী বসিয়া থাকিব, তাহাও হইবে না ! তাই বলিতেছিলাম যদি তাহার একটি বিবাহের সম্বন্ধ কর তাহা হইলে ভাল হয় ।"

"আচ্ছা—আমি বিশেষ রূপে চেষ্টা দেখিব—তবে হওয়া না হওয়া বলিতে পারি না !"

"সে কথায় মন ভেজেনা—আমি একটী পাত্রীর সন্ধান করিয়াছি !"

"কোথায় ?"

"এই গ্রামেই ।"

"এই গ্রামেই ?—কার মেয়ে ?"

"তাই বলিতেছিলাম সে বড় শক্ত কথা ।"

"তার আর শক্ত কথা কি ? যদি এই গ্রামেই হয় তবে যেমন করিয়া পারি ঠিক করিব । কার মেয়ে বল দেখি ?"

"বলিব ?"

"বল না শুনি—"

"রাগ করিবে না ?"

"রাগ করিব কেন ? বল !"

"তোমার ভাইঝি!"

"আমার ভাইঝি? আমার আবার ভাইঝি কে?"

"হাঁ তোমার ভাইঝি—তবে আপনার নয়!"

"কে?"

"নলিনী!"

"নলিনী? রামনারায়ণের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল—জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার মাতা স্বীকৃত হইয়াছে?"

"না—"

"তবে কি করিয়া হইবে? তুমি যে বলিলে আমি ঠিক করিয়াছি!"

"হাঁ—ঠিক করিয়াছি, যদি তুমি আমার কথা শুন আমার মতে কার্য্য কর—তাহা হইলে সব বলি।"

"আমিও তাহাই বলিতেছি, তোমার মতলব কি ভেঙ্গে বল—তার পর যাহা হয় হইবে।"

"না তা বলিব না, আগে প্রতিজ্ঞা কর—যাহা বলিব তাহা করিবে—তবে বলিব; নচেৎ আমার কথা আমার পেটের ভিতর পচিয়া যাইবে তত্রাচ কেহ শুনিতে পাইবে না। নিতান্ত অসহ্য হয় জলে ডুবিয়া অথবা গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিব!" এই কথা বলিতে বলিতে দুই তিন ফোঁটা নয়নাশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

"কাঁদ কেন? কান্নার তো কোন কথা হয় নাই!" এই বলিয়া রামনারায়ণ কোঁচার কাপড় দিয়া পত্নীর মুখ মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—"কি কথাটা বল শুনি!"

"আগে তুমি শপথ কর—তবে বলিব!"

রামনারায়ণ মহা বিভ্রাটে পড়িলেন, কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"চুপ করিয়া রহিলে যে?"

"কি করিব?"

"কি করিবেই তো—আমি পর, আমার উপর তোমার দয়া কি? আমি যদি তোমার আপনার হইতাম, কি আমার ভাই না হইয়া যদি তোমার ভাই

হইত, তাহা হইলে—এত দিন কি বিবাহের বাঁকি থাকিত ? কখনই নয়! পরের জন্য পর এত করিবে কেন ?” এই বলিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন।

রামনারায়ণ মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। তিনি তাঁহার গৃহিণীকে বিলক্ষণ জানিতেন; পত্নী মনে মনে যে কি সর্ব্বনাশের মতলব ঠিক করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া রামনারায়ণ আকুল হইলেন। যদিও রামনারায়ণ নিতান্ত মূর্খ এবং কাণ্ডজ্ঞান বিহীন ছিলেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় কলুষিত ছিল না, তিনি কোন দুঃসাহসিক কর্ম্ম বা কাহারও অনিষ্ট করিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে তুমুল আন্দোলন হইল, প্রতিজ্ঞা করিবেন না এই কথাই স্থির করিলেন। কিন্তু তাহা হইল না—হৃদয়ের কথা হৃদয়েই রহিল বা প্রিয়তমার নয়নজলে ভাসিয়া গেল। অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি ও স্ত্রীর বশতাপন্ন যে ব্যক্তি তাহার হৃদয়ের দৃঢ়তা কোথায় ? রামনারায়ণ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না ; সযত্নে সহধর্ম্মিণীকে পার্শ্বে বসাইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—“আমি শপথ করিতেছি যে তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, তাহাতে যদি আমায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় বা জীবন যায়—তাহাও স্বীকার, এই চূণের ঘরে বসিয়া—অগ্নি হাতে করিয়া (তিনি তখন তামাক খাইতেছিলেন) ও এই রাত্রিকালে এবং তুমি স্ত্রী তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া বলিতেছি!—এখন বল তোমার মতলব কি ?”

প্রতিজ্ঞা শুনিয়া গৃহিণী আশ্বস্ত হইলেন, চক্ষের জলে মুছিয়া ফেলিলেন এবং মধুর হাস্য করিয়া রামনারায়ণের মুখচুম্বন করিলেন। রামনারায়ণ হস্তে স্বর্গ পাইলেন—পাপিনীর পাপ ইচ্ছা পূর্ণ হইল। রামনারায়ণ কহিলেন—“এখন বল দেখি কথাটা কি ?”

তাঁহার স্ত্রী—একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিতে লাগিলেন—“আমি এক মতলব করিয়াছি,—নলিনীর বাপ মরিয়া গিয়াছে, মামার বাড়ীও কেহই নাই, এবং পাড়ার লোকে কেহই চক্ষু দিয়া দেখে না ; আত্মীয়ের মধ্যে আমরা দিন কতক দেওয়া থোয়া ক’রে মাগির ও ছুঁড়িটার মন ভুলাই, পরে কৌশল করিয়া ছুঁড়িটাকে আমার বাপের বাড়ী নিয়ে যাব এবং গিয়েই বিয়ে দিয়ে ফেল্‌বো! বিয়ে হ’লে তো আর ফেরান যাবে না—বিয়ে দিয়ে সেখানে রেখে আস্‌বো। এখানে এসে র’টিয়ে দেবো, যে, ওলাউঠায় ম’রে গিয়েছে!”

রামনারায়ণ কহিলেন—"পাঠাবে কেন ?"

"সে উপায় আমি করিব—তুমি বাবাকে একখান পত্র লেখ, যেন এখানে একবার আসেন।"

"যাহা ভাল হয় তাহাই কর, কিন্তু প্রকাশ যেন না হয়।"

"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, কেবল সময় সময় তুমি আমার সাহায্য করিলেই হবে!"

মন্ত্রণা স্থির হইল, নলিনীর অদৃষ্টাকাশে নিবিড় কাদম্বিনীর সঞ্চার হইতে লাগিল। হরিমোহনের স্বর্ণ কমল মরুভূমিতে রোপিত হইতে চলিল। পাঠক এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে কেন রামনারায়ণ ও তাহার সহধর্ম্মিণী হরিমোহনের পরিবারের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা ও নলিনীকে এত আদর করিতেছিলেন।

এই ঘটনার, কিছুদিন পরে রামনারায়ণের স্ত্রী রটাইয়া দিলেন তাঁহার ভায়ের বিবাহ, তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন এবং নলিনীর মাকে অনেক বুঝাইয়া এবং তাহার পুত্র কন্যা নাই—নলিনীকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি, যদি ১০।১৫ দিবসের জন্য আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে আমি লইয়া যাই,—ইত্যাদি বলিয়া কহিয়া অনেক কষ্টে মত করিলেন এবং পর দিবস যাইবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

বিপদ-ভঞ্জন।

ভৈরবী।

কোথায় হে দয়াল হরি, বিপদ-শরণ!
বিপদে পড়িয়ে আজু, করি হে স্মরণ!
বিপদে সুবুদ্ধি দাতা, তুমি হে বিপদ-ত্রাতা;
বিপদেতে রাখ পিতা, বিপদ-বারণ!
সংসার বিপদ-জাল, পাতক বিপদ-কাল,
বিপদ-জঞ্জালজাল, ঘটায় সঘন;—
বিপন্ন তাই কেঁদে বলে, অপদ ঐ পদতলে,
স্থান দিও হে অন্তকালে, বিপদ-নাশন!

স্বপ্ন।

সূচনা।

মনোহর বাসন্তী যামিনী!—
উচ্চ হ'তে চারু নিশামণি
ঢালিতেছে অমৃতের ধারা,
করি মোর প্রাণ মাতোয়ারা!
হিমকর-কর পরশনে,
সুশীতল মলয়-পবনে,
ইচ্ছা করে ছুটিয়া বেড়াই!
নগরের কলুষিত বায়ু
দিন দিন কেড়ে লয় আয়ুঃ;
হয় সাধ, লইতে নিঃশ্বাস,
আছে যথা বিশুদ্ধ বাতাস,
সেই খানে উড়ে চ'লে যাই!
বদ্ধভাব হ'য়ে অপনীত,
দেহে হ'ক্ জীবন সঞ্চিত,
দূরে যাক্ হৃদয়ের ভার,
হ'ক্ প্রাণে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার,
আর হেথা থেকে কাজ নাই।
এই ভাব হ'তেছিল মনে,
মনোহর শশী দরশনে;
ক্রমে অঙ্গ হইল অবশ,
অনুভবে নিদ্রার পরশ
বুঝিলাম, নয়ন উপরে;
শুইলাম সুখে নিদ্রাভরে।
ঘুমঘোরে দেখিনু স্বপন—

দেখি নাই কখন তেমন!
হায় কেন সে নিশা পোহাল!
হায় কেন স্বপন ফুরাল!
মহানিদ্রা-মাঝে যদি সেই স্বপ্ন পাই,
তাহা হ'লে মহানিদ্রা এখনি ঘুমাই!

প্রথম উচ্ছ্বাস।

অতি মনোহর বাসন্তী পূর্ণিমা,
অতি মনোহর শশীর গরিমা,—
আকাশ জুড়িয়া খেলিছে ভাতি!
সুনীল উজ্জ্বল বিমল আকাশ,—
যেন বা শূন্যেতে হ'য়েছে প্রকাশ—
অবচ্ছেদ হীন নীলকান্ত-পাঁতি।
তদুপরি শোভে চারু শশধর,—
লক্ষ কোহিনূর যেন থরে থর,
চক্রাকারে কেহ রেখেছে সাজায়ে;
অথবা হরির বিশাল উরসে,
যেন কৌস্তভের ছটার পরশে,
সুষমা-লহরী যেতেছে গড়া'য়ে!
কিম্বা যেন নীল কালিন্দীর জলে,
চারু কোকনদ বিকাশিয়া দলে,
ভাসিছে ধরিয়া অতুল শোভা।
অতি মনোহর বাসন্তী পূর্ণিমা,
অতি মনোহর শশীর গরিমা,—
আকাশ জুড়িয়া খেলিছে বিভা!
চাঁদের অতুল শোভাতে মজিয়া,
হৃদয় আমার যেতেছে গলিয়া;
হেনকালে নভঃ করিয়া আলা,

হেরিলাম যেন চাঁদেরে বেড়িয়া,
(মুগ্ধচিত্ত মোর বিভোল করিয়া)
শোভিল চিকণ তারকা-মালা !
নামিতে লাগিল ক্রমে সেই হার,
তারকার ক্রমে বাড়িয়া আকার,
বোধ হ'ল যেন চাঁদের সারি ;
আরো সেই মালা নামিতে লাগিল,
সেই চাঁদ আরো বাড়িয়া হইল
মালার আকারে শতেক নারী !

নহেক তাহারা মর্ত্ত্যবামা-সম,
তাহাদের সেই রূপ নিরুপম,
সাধ্য কি মানব হইয়ে আঁকি ;
বোধ হয় বিধি তরল চন্দ্রিকা
দিয়া পূর্ণ করি স্বর্গীয় তুলিকা,
তাহাদের অঙ্গে দেছেন মাখি।

স্বভাবতঃ গণ্ড অধর তা'দের
হেন সুরঞ্জিত, যেন অরুণের
প্রভাতের আভা ক'রেছে লেপন ;
তাহাদের দেহ এত সুকুমার,
অতি সুখস্পর্শ পবন-সঞ্চার
করে তাহাদের অঙ্গ-নিপীড়ন।

হাত ধরাধরি রচিয়াছে মালা ;
সব মুখ যেন এক ছাঁচে ঢালা,
সব মুখগুলি নিখুঁত নিটোল ;
দিব্য-স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ সব চোকে খেলে,
সরল কটাক্ষে সব চক্ষু হেলে,—
সবে ধীরা, কিন্তু নয়ন বিলোল,।

সুচিকণ কেশ খেলিয়া খেলিয়া,
ঘাড়ে, বুকে, পিঠে, প'ড়েছে ঝাঁপিয়া,
ভালে শোভে কিবা অলকারাজি!
তাহাতে জড়িত দিব্য-ফুল হার,
কেমনে বর্ণিব তাহার বাহার,—
মেঘেতে বিজলী,—তারেও লাজি!

আর কণ্ঠগুলি রজত ধবল—
কিবা সুগঠন, কেমন কোমল!
ঈষৎ বাঁকিয়া র'য়েছে বামে!
অস্থি বিনা বিধি দিয়া সুধাসার,
গড়েছে সুগোল বাহু সুকুমার,
অঙ্গুলি, স্বর্গীয় চম্পকদামে!

আর সে উরস্—সুষমা-নিলয়,—
মধুর মন্দার মুকুল নিচয়
জিনিয়া, যথায় চারু পয়োধর,
প্রভায় চৌদিক্ করে বিভাসিত,
মকরন্দে করে দিক্ আমোদিত,—
সে উরস্ হায়, কেমন সুন্দর!

আর সেই কটী, বলয়-প্রমাণ,
বিপুল নিতম্ব, শোভার নিধান,
সুগঠিত পীন উরু-নিচয়!
আর সেই ক্ষুদ্র চরণ কোমল,
স্পর্শ করে নাই কভু ধরাতল,—
তারাই বা কত মাধুরী ময়!

নাহি অঙ্গে কারো বিচিত্র বসন,
নাহি কারু-কৃত রতন-ভূষণ,
কেবল কুসুমে সেজেছে তারা;

এক এক সূক্ষ্ম হরিত বসন,
প্রত্যেকের অঙ্গ করি আচ্ছাদন,
চাপিয়া রেখেছে রূপের ধারা।
পৃষ্ঠদেশে পক্ষ নাহি তাহাদের,—
ইচ্ছাগতি তারা,—এই ত্রিলোকের
কোথাও তাদের অগতি নাই;
চিরকাল তারা কিশোর বয়সী,
চিরকাল তারা সমান রূপসী,
সবাই স্বাধীনা,—সতী সবাই।
ধীরে ধীরে তারা নামিয়া আসিল,
আমারে ঘেরিয়া সবে দাঁড়াইল—
আমি ত তখন দেখিয়া অবাক্!
দাঁড়ায়ে রহিনু হতবুদ্ধি-প্রায়,
উৎফুল্ল-নয়ন, লোমাঞ্চিত-কায়,—
হৃদয়ে কে যেন দিতেছে পাক!
সহসা মাতায়ে বিশ্ব চরাচর,
উছলি আমার হৃদয়-কন্দর,
পরাণ আমার প্লাবিত করি,
যেন শত শত সুধার নির্ঝর,
ঝরিল হইতে শতেক অধর;—
বহিল স্বর্গীয় গীত-লহরী।

(গীত)

"ওই যে অনন্ত সুনীল গগন,
ওই পথে মোরা করি বিচরণ;
অধীনতা মোরা জানি না কেমন,
জানি না—জানিতে চাহিনা হে।
ওই যে চন্দ্রমা শোভার আধার,
হোথা আমাদের নিবাস সবার,—

কিন্তু যথা ইচ্ছা মোদের সঞ্চার,—
একঠাঁই সদা থাকি না হে।
"তারায় তারায় নিয়ত বেড়াই,
মনের সুখেতে সদা গান গাই,—
আমাদের মনে কোন কষ্ট নাই,
সদাই প্রফুল্ল, সদাই সুখী।
আমাদের শান্তিময়ী রাজধানী;
নিরুপম রূপগুণবতী রাণী
বিরাজেন তথা—নাম বীণাপাণি,
বীণাসহ গান করে সুমুখী।
"যবে রমণীর অঙ্গুলি তাঁহার,
বীণা-তন্ত্রী 'পরে করয়ে বিহার,
শুনিলে তখন সে বীণা-ঝঙ্কার,
ত্রিদশ অবধি মাতিয়া উঠে;
তাহে যদি সেই উচ্চ-সুকোমল
সঙ্গীতের ধারা—পীযূষ-নির্ম্মল!—
উঠে পূর্ণ করি নভঃ জল স্থল,
কার না অঙ্গে পুলক ফুটে?
"এ হেন দেবীর যথা অধিষ্ঠান—
আনন্দের উৎস, সুখের নিধান,—
তথায় যাইতে কার না পরাণ
বিষম আগ্রহে কাতর হয়?
উঠ তবে, উঠ ভাবুক-প্রবর,
যদি আমাদের হবে সহচর,
বাসনার বলে ভেদিয়া অম্বর
চল চন্দ্রলোকে,—নাহিক ভয়।
"এই ধরাতল নহে তব স্থান,—
নিরঙ্কুশ-গতি চাহে তব প্রাণ,—

এ বায়ু-মণ্ডলে নিঃশ্বাস-আদান,
বুঝেছি তোমার অতৃপ্তিকর;
চল তবে ওই পবিত্র সদনে,
পূর্ণ স্বাধীনতা বাঞ্ছা যদি মনে;
পাবে নব বল,—গগনে গগনে
ভ্রমিবে, ইচ্ছায় করিয়া ভর।"

(ক্রমশঃ)

মজ ওরে মন।

মুলতান—আড়াঠেকা।

হরির পদারবিন্দে মজ ওরে মন!
প্রেম-সুখ শান্তি-সুধা ভরা সে চরণ।
সে কমলে অলি যারা, অনন্ত পিপাসু তারা,
অতৃপ্ত নিরাশা মনে ফিরে না কখন।
এমন কমল ভুলে, কেন রে নীরস ফুলে,
মধুর আশায় ভ্রান্ত ভ্রম অনুক্ষণ?
কমলে কণ্টক হেরি, কেন মন যাও ফিরি,
যতন যাতনা বিনা মিলে কি রতন?
হরিনাম রসামৃত, পান কর অবিরত,
সবল হইবে আত্মা—ক্ষুধা যাবে মন!
সংসারের কশাঘাতে, হবেনা অস্থির হ'তে,
নিরাশায় দহিবে না জীবন কখন!

প্রেম ও প্রাণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম চিত্র।

কলিকাতার অনতিদূরে তরঙ্গায়িত ভাগীরথীর তীরস্থিত একটী উদ্যানে একটী যুবক আর একটী যুবতী বসিয়া আছেন। উদ্যানস্থিত সৌধমালা ভাগীরথীর তরঙ্গখেলা দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছে—আর সেই হাসি চন্দ্রের বিমল কিরণমালার সহিত মিশিয়া ভাগীরথীর বক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে।

সৌধমালার মধ্য হইতে একটী যুবতীর সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। হারমোনিয়মের সুমিষ্ট সুরের সহিত মিষ্টতর সুর মিশাইয়া যুবতী গাহিলেন—

কেন মম উচাটন মন?
কার তরে ঝরিছে নয়ন?
যাহার লাগিয়ে, ভুলিনু সংসার,
তার অনাদর বুকে বাজে রে;
সে কভু হাসিয়ে, আদর না করে—
যার হাসি দেখে প্রাণ গলে রে!

যুবতীর গান শেষ হইতে না হইতে যুবক তাঁহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন— "পারুল! এই কি তোমার গান? তোমায় কে অনাদর ক'র্‌লে?"

যুবতী আদরে গলিয়া লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আমি গান গাইতেছি—আমি কি তোমার কথা বলিতেছি?"

যুবক নীরব হইলেন—যুবতী আবার গাহিতে লাগিলেন—

স্বরগের কোলে, চাঁদের বিকাশ,
সে বিকাশ শোভা নাহি পায় রে!
সে হাসি দেখিয়ে, জগৎ ভুলিয়ে,
জীয়ে আছি আমি মরমে ম'রে!
যার মুখ দেখি, পাসরি যাতনা—
সে কেন যাতনা দেয় রে?

যুবক আবার ব্যগ্রতা সহকারে বলিয়া উঠিলেন—"কেন পাগল কর পারুল! তোমার কি আর কোন গান নাই?"

"তুমি ওরূপ ক'রলে আমি গাইতে পার্‌ব না!"

"না তোমায় আর কিছু ব'ল্‌বো না, তুমি গাও—তোমার যাহা ইচ্ছা গাও!" এই বলিয়া যুবক নিরুত্তর যইলেন। যুবতী আবার গাহিতে লাগিলেন—

কেন প্রাণ ধায় তার স্মৃতি ল'য়ে,
কেন বা হৃদয়ে তাহার ভাবনা?
কেন মন সদা পাগলিনী হ'য়ে,
তাহার আদর চায় রে—
সে কভু আমার, হবেনা রে আর—
তার সমাদর কভু পাব না—
তার ভালবাসা বিজলী সমান—
কভু হাসে কভু চ'লে যায় রে!

যুবতী চুপ করিলেন; যুবক বলিয়া উঠিলেন—"তোমার কি শেষ হ'লো?"

যুবতী একটু অভিমান দেখাইয়া বলিলেন—"হাঁ, কেন তুমি কি বাঁচ্‌লে?"

যুবক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"কেন আমি কি তাই ব'ল্‌ছি?"

ভাগীরথী যুবক যুবতীর এই ক্রীড়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন এবং বলিলেন—"সংসারে এ সুখ চিরকাল থাক্‌বে না!"

দ্বিতীয় চিত্র।

মুরশিদাবাদে গঙ্গার ঘাটে একদিন একটী যুবক নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। যুবকটীর বয়স পঁচিশ কিম্বা ছাব্বিশ বৎসর হইবে—গৌরবর্ণ, মলিন বেশ কিন্তু মুখের ভাব এবং সাধারণ আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ইনি কোন সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত। গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ অনল-কণা বর্ষণ করিতেছে—সমুদায় সংসার শ্মশানের ন্যায় হুহু করিতেছে—

প্রকৃতির এই ভীষণভাবের মধ্যে নগরাভিমুখে গমন করিতে করিতে যুবক অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—"এখন যাই কোথায়? গৃহ ছাড়িলাম, সংসার ছাড়িলাম, পরিবার ছাড়িলাম, এখন যাই কোথা? এখানে এমন কে পরিচিত আছে যাহার আশ্রয় গ্রহণ করি!" এই কয়টী কথা আপনার মনে বলিয়া তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

"সংসারে মানুষের উপর যে নির্ভর করে সে অত্যন্ত মূর্খ!" যুবকটী এই ভাবিতে ভাবিতে নগরে প্রবেশ করিলেন—পরে ইতঃস্ততঃ করিয়া একটী হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে এক দিন থাকিয়া ভাবিলেন—"যাহা কিছু সম্বল ছিল সমুদায় তো গেল—এখন কোথায় যাই —ইহারা তো আর বিনাপয়সায় থাকিতে দেবে না।"

তবুও হোটেলে দুই এক দিন থাকিয়া যুবক কর্ম্মকাজের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। মুরশিদাবাদের প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারীগণের নিকট যাইতে আরম্ভ করিলেন। কাহার সহিত দেখা হইল—কাহারও সহিত বা দেখা হইল না—কিন্তু দেখা হইয়াও কোন কাজ হইল না—সকলেই তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন "আজ কাল কোন চাকরী খালি নাই— আর গবর্ণমেণ্টের চাকরী পাওয়া তোমার পক্ষে একটী দুষ্কর ব্যাপার!"

যুবকটী তবুও নিরাশ না হইয়া জমীদারের কর্ম্মচারীদিগের সহিত দেখা করিতে আরম্ভ করিলেন। অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়। তাঁহাকে সে দিগেও নিরাশার বিভীষিকা দেখিতে হইল। প্রধান কর্ম্মচারীগণ বলিলেন "আমাদের দুই একটী মুহুরীগিরির কাজ খালি আছে—তাহাতে আমাদের ইংরাজি নবিষের দরকার নাই।" জমীদারের আমলাদিগের ইংরাজী জানা লোকের উপর একটী স্বতঃপ্রসূত ঘৃণা আছে। তাহাদের মনে বিশ্বাস যে ইংরাজী জানা লোকেরা কোন কাজের নহে—বিশেষ জমীদারীর কাজ কর্ম্ম, তাহারা কোন মতেই বুঝিতে পারে না।

সবস্থানেই এরূপ হতাশপ্রদ উত্তর পাইয়া যুবকটী নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন—ভাবিলেন "সংসারে বুঝি গরীবের প্রতি এইরূপই অত্যাচার হইয়া থাকে; যাহা হউক মানুষের উপর আর নির্ভর করিব না।" হোটেলওয়ালা খোরাকী বাকি পড়িয়াছে বলিয়া তাগাদা ও ক্রমে অবমাননা করিতে

লাগিল। সমুদায় কষ্ট তিনি সহ্য করিয়াছেন, একষ্ট আর সহ্য করিতে পারিলেন না—পরে অনন্যোপায় হইয়া মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন "এ সংসারে কি আর আমার স্থান হইবে না?"

(ক্রমশঃ)

যুগল রূপ।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ত্রিভঙ্গিম ঠাম, হৃদয় নিকুঞ্জে মম,
দেখাও হে বঙ্কিম শ্যাম!
চরণে নুপূর বেড়া, কটিতটে পীত ধড়া,
শিরে শিখি-পুচ্ছ চূড়া, তাহে মণি-দাম! ১।
একা উদয় নয় হে হরি, দেখ্‌তে সাধ্ যুগল্ মাধুরী,
বামে যেন ব্রজেশ্বরী, রাধারে হেরি!
যে রূপে শ্রীবৃন্দাবনে, মধুর্ লীলা নিধুবনে,
সেই রূপে বংশীবদনে, পূরাও মনস্কাম! ২।
বামে হেলা ডাইনে হেলা, যুগল্ কণ্ঠে বনমালা,
শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গে মেলা, মেঘে চপলা!
না চাহি ইন্দ্রত্ব পদ, পায় যেন মন ষটপদ,
সুধু পদ-শতচ্ছদ, মধু অনুপম! ৩।

ভ্রমণ।

(বাবু মনোমোহন বসুর দৈনিক লিপি হইতে উদ্ধৃত)

শুক্রবার, ১৪ই মাঘ, ১২৯৪। ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৮৮।

অদ্য দুই প্রহরের ট্রেণে কাশী যাত্রা করি। হাবড়া ষ্টেশনে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় সঙ্গে আসিয়া, গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া যান। আমার সহযাত্রী আমার স্ত্রী, আমার পৌত্র শ্রীমান্ বরেন্দ্রকৃষ্ণ, আমার পিস্‌তুতা ভগ্নীর জ্যেষ্ঠা পুত্র-বধূ ও ঐ বধূমাতার ঝি এবং আমার প্রিয়ভৃত্য কুমেদা-চরণ ধাওয়া। * *।

আমাদের বিছানার একটী বড় মোট ও একটা বিলাতী তোরঙ্গ ব্রেক্‌-ভ্যানে লগেজ হিসাবে যায়, অবশিষ্ট দুইটা তোরঙ্গ ও বস্ত্রাদি আমাদের সমভিব্যাহারে গাড়ির মধ্যে যায়।

বর্দ্ধমানে আসিয়া কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করি। ট্রেণের পথে যাহা যাহা দেখাইবার উপযুক্ত তত্তাবৎ স্ত্রীগণকে দেখাইয়া ও তত্তাবতের বিবরণাদি যাহা তাঁহারা বুঝিতে না পারেন, তাহা বলিয়া বুঝাইয়া পরমামোদে গমন হইল। দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিক অনেক কথা তাঁহারা বুঝিবেন না বলিয়া তদালোচনা করিতে পারি নাই—হায়! কবে আমাদের সহযাত্রী সঙ্গিনী ভদ্রমহিলাগণ সে পক্ষে পারদর্শিতা দেখাইয়া সঙ্গী পুরুষের সহস্র গুণে অধিকতর আনন্দবর্দ্ধন করিবেন।

পথে যাহা যাহা দেখিলাম ও যে যে বিষয়ে কথোপকথন করিলাম, তাহা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত, চর্ব্বিত ও আলোচিত হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ সুধীপ্রবর বাবু ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় তাঁহার ভ্রমণ পুস্তকে যে সব উৎকৃষ্ট বর্ণনা ইংরাজিতে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাতব্য তাবৎ বিষয়ই প্রায় সুন্দর চিত্রিত আছে; সুতরাং সে পক্ষে অধিক প্রয়াস পাওয়া তত আবশ্যক নয়। তবে সে সব সম্বন্ধে আমার নিজের চিত্তভাব যখন যেমন হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইব।

গাড়িতে পরম সুখেই আসিতেছিলাম; কেবল দুইটী কারণে যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ততই কিছু অসুবিধা ও কষ্ট পাইতে লাগিলাম। তাহার প্রথম কারণ শীতাধিক্য। পূর্ব্বে কয়দিন বাদলা হওয়াতে, শীত বেশী পড়িয়াছে, বিশেষ যতই উপর অঞ্চলে গাড়ি আসিতে ও রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই বঙ্গদেশাপেক্ষা অধিকতর শীতানুভব হইতে লাগিল। আমাদের গাত্রে উত্তম শীতবস্ত্র ছিল, তথাপি হাড়ে হাড়ে কাঁপাইতে লাগিল। আমি তবু ঘন ঘন তামাকু সেবনে কথঞ্চিৎ গরম হইতে ছিলাম, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে তাহাও অভাব। বালক পৌত্রটী ও বালিকা বধূমাতাকে গাড়ির খোলে শয্যা পাতিয়া শোয়াইয়া রাখাতে, তাহারা সমস্ত রাত্রি উত্তমরূপে ঘুমাইল; বেঞ্চের উপর আমার পত্নী ও ঝি একপ্রকার নিদ্রা ভোগ করিলেন। কিন্তু আমার আর কুমেদের মূলেই ঘুমাইবার জো ছিল না, কেন না প্রতি ষ্টেসনে লোকের এত ভিড় এবং আমাদের গাড়িতে উঠিবার জন্য পুনঃ পুনঃ এত আক্রমণ, যে, তন্নিবারণ উদ্দেশে দ্বার রক্ষায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। উহাই দ্বিতীয় কারণ। * *। পরদিন গ্রহণ—প্রায় সকল লোকই গ্রহণের দিন কাশীধামে স্নানদানোৎসুক হইয়া, ঐ রাত্রে দলে দলে সকল ষ্টেসনে আইসে। রেলকর্ত্তাদের বেশী গাড়ী দেওয়া উচিত ছিল। ষ্টেসন ম্যাষ্টারেরা একবার আসিয়া কোন বন্দোবস্তই করিল না, সুতরাং বলপূর্ব্বক যে যে গাড়িতে পারিল, উঠিল। কোন কোন গাড়িতে ১৪।১৫।১৬ জনেরও অধিক লোক হইল, অথচ ১০ জনের অধিক লওয়া নিয়ম নয়। হায় মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর এ যন্ত্রণার কথা সংবাদ পত্রে, দরখাস্ত ও গবর্ণমেণ্টের আদেশ-লিপিতে সর্ব্বদা বিবৃত হইলেও রেলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ভ্রূক্ষেপও করেন না। যদিও আমার বেশভূষা উত্তম থাকাতে গাড়ির দ্বারে আমাকে দেখিয়া লোক জন চলিয়া গেল এবং তাহাতে আমার গাড়ি নিরাপদ রহিল, কিন্তু অন্যান্য গাড়ির দুর্দ্দশা ও অসহনীয় ক্লেশ দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল। তবু ভাল শীতকাল, এ যদি গ্রীষ্মঋতু হইত, তবে কি ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ঘটিত, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়।

শনিবার, ১৫ই মাঘ, ১২৯৪। ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৮৮।

অদ্য কোথায় ১১টা ৫৩ মিনিটে (মান্দ্রাজ ১১টা ২০ মিনিট) মোগল

সরাইতে পৌঁছিব; না একেবারে বেলা ২টার সময় আসিলাম। মনে করিয়াছিলাম, একেবারে কাশীতে ১টা ১॥০ টার সময় পৌঁছিয়া স্নানাহার করিব, ঐ কারণে অর্থাৎ গাড়ি বিলম্বে আসাতে তাহার ব্যাঘাত ঘটিল। মোগল সরাইতে নামিয়া শুনিলাম একঘণ্টা তথায় অপেক্ষা করিতে হইবে। অতএব স্নান ও জলযোগ অনায়াসে হইতে পারিত, কিন্তু লোকের এত ভিড় যে তাহাও সম্পূর্ণ রূপে ঘটিয়া উঠিল না। গাড়ি থামিবা মাত্র লটবহর গুলা মুটেরা ষ্টেসনের কম্পাউণ্ডের এমন এক স্থানে রাখিল যে, যদিও স্থানটী নিরাপদ, পরিষ্কার ও মনোরম, তথাপি যাত্রীদলে তিন দিক্ এরূপে বেষ্টন করিয়া রহিল যে আমরা আর পার্শ্বপরিবর্ত্তনেরও স্থান বা সুবিধা পাইলাম না। ওদিগে ষ্টেসনের ভিতরকার ফটক দুইটী বন্ধ করিয়া তথায় পাহারা বসিল, মুটেদের আর পাওয়া গেল না, সুতরাং বাজারে যাইতে পারিলাম না—অকষ্ট বন্ধনে পড়িয়া সেই এক স্থানেই বদ্ধ থাকিলাম—তবে এক এক জন করিয়া যাহার যা কিছু দরকার সারিয়া আসিল। * *। ক্রমে যত বিলম্ব হইতে লাগিল যাত্রী লোক সকল বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীরা অধীর হইয়া উঠিল, এককালে শত শত লোক অদম্য ভাবে ভিতরের ফটক আক্রমণার্থ দৌড়িল, আমরা ফটকের নিকটে থাকাতে চাপন ভয়ে ভীত অবস্থায় বহুক্ষণ যাপনের পর এবং ষ্টেসনের এক বাবুকে বিস্তর বুঝাইবার পর অন্য পথ দিয়া যাত্রীগকে কাশী-গামী গাড়ির দিগে যাইতে দিল; সে পথ খুব পরিসর, বড় বড় গাছ বিশিষ্ট ময়দানের মতন, সুতরাং বহুলোক হইলেও হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি বড় হইল না, তথাপি মুটের জন্য অপেক্ষা করিয়া আমরা প্রায় সর্ব্ব পশ্চাতে গেলাম। এরূপ স্থলে মুটেরা কসাইবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে, অনেক পয়সা লয়, মনে জানে যাত্রীদের তখন গত্যন্তর নাই, অন্য মুটেরা ষ্টেসনে প্রবেশ করিতে পায় না। এসকল বিষয়ে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের তাচ্ছিল্য নিতান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণতুল্য দোষাবহ। কিন্তু গরীব নেটিভ দল আর পশুদল তাঁহাদের চক্ষে সমান—পশুগণের প্রতিও তাঁহারা এতদপেক্ষা সদয়! ফলতঃ যে তৃতীয় শ্রেণীর পয়সা হইতেই এত লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ, সেই নিম্নস্তরের প্রতি শতবিধ অত্যাচার ও তাহাদের অসীম কষ্ট নিবারণ পক্ষে কর্ত্তারা শিথিল-যত্ন হইয়া বহুকাল হইতে মহাপাপ

করিতেছেন। বিশ্বনিয়ন্তার অলংঘ্য নিয়মানুসারে কেহই কোন নৈতিক অপরাধ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে না, অতএব শীঘ্র বা বিলম্বে হউক এই ত্রুটির সমুচিত ফললাভ করিতেই হইবে। পাপের দণ্ড কখন কিরূপে ঘটে তাহা বুঝা মানববুদ্ধির সাধ্য কি? এই মহা পাপেরও দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত যে কি হইবে, তাহা এখন কিরূপে বলিব?

ঐ দিনের অত্যাচার বর্ণনার এখনও পরিসমাপ্তি হয় নাই। আমরা ঐ রূপে তো গাড়ির কাছে গেলাম, গিয়া দেখি গাড়িতে উঠা, বিশেষ স্ত্রীলোকের পক্ষে, বড়ই দুষ্কর। অর্থাৎ প্লাটফরম নাই, এত দিন হইল ঐ রেল চলিতেছে, তথাপি প্লাট্‌ফরমের নাম গন্ধ বা কোন উদ্যোগ দেখিলাম না—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের প্লাট্‌ফরম অতি নিকটে, না হয় যত দিন আউড রোহিলখণ্ডের প্লাট্‌ফরম তৈয়ার হইতেছে, ততদিন সেই প্লাট্‌ফরম বাবহারের ব্যবস্থা হউক, তাহাও নয়। গাড়ি গুলি খুব বড় বড়, প্রশস্ত ও উচ্চ, তাহাতে উঠিতে যেন পাহাড়ে উঠিতে হয়। আবার যে গাড়িতে যাই, সেই গাড়িই পূর্ণ। কুলিরা পয়সা চাহিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত, অগত্যা আমরা তাহাতেই সম্মত, এমন সময়ে এক ষ্টেসন-বাবুকে পাইয়া স্থান চাওয়াতে তিনি দয়া করিয়া (তাঁহার কর্ত্তব্য কাজ, তবু যেন দয়া বোধ হইল) অনেক কষ্টে একখানি শকটে আমাদের স্থান করিয়া দিলেন। * *। গাড়িগুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়াদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ভাল ও প্রশস্ত। সুতরাং সুখ সুবিধা সকলই ঘটিল। মনে করিলাম, অতঃপর কয় মিনিটের মধ্যেই সুখে কাশী পৌঁছিব। কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের অমার্জ্জনীয় অপরাধে সেই সুখ, দুঃখে পরিণত হইল। ঐ যে যাত্রীগণকে গাড়িতে উঠাইয়া চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, আর জন প্রাণীরও দেখা নাই—ঠিক যেন উপকথার রাক্ষসী-ভক্ষিত পুরীর মতন স্থানটা এককালে জনশূন্য হইয়া উঠিল! অনতি দূরস্থ রেল সকলের উপর ফোঁস ফাঁস শব্দে (২।৩ খান আরোহী-শকট সুদ্ধ) এঞ্জিন কয়খান বার বার যাতায়াত করিতেছে দেখিতে পাইলাম এবং কিছু দূরে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের বাসস্থানের বারিকের মত ঘরে একজন সাহেব ও দুই তিন জন চাকর বাকর মাত্র যাহা দেখা যাইতে লাগিল, নচেৎ এককালে জনশূন্য।

এই ভাবে যখন এক ঘণ্টা গত হইল, তখন ঐ রূপে কারাবদ্ধ শত শত

যাত্রী অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল, কেবল বিরক্তি ও রাগের চীৎকার ইত্যাদি শ্রুত হইতে লাগিল। চাবিবন্ধ এবং অনেক উচু হইতে নামিতে হয়, সুতরাং দৌড়িয়া গিয়া কাণ্ডখানা কি, তাহা যে দেখিয়া আসিব, তাহাও ঘটিল না। স্নানাহার অভাবে ও গত রজনীর জাগরণে দেহ বড়ই জ্বালাতন, তদুপরি এই অভাবনীয় যন্ত্রণা-দায়ক ব্যাপার, কিন্তু ধৈর্য্য বৈ উপায় কি? ক্রমে প্রায় দুই ঘণ্টা এই অসহনীয় অবস্থায় অতিবাহনের পর একজন ইউরোপীয় গার্ড দেখা দিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র আমি জ্বলিয়া উঠিয়া ইংরাজীতে ভৎর্সনা ও অনুযোগ করিলাম। প্রথমে সে ব্যক্তি একটু ঠাট্টার সুরে উত্তর দিল, পরে যখন কড়া কড়া অথবা মিঠাকড়া গোটা কতক শুনাইয়া দিলাম ও রিপোর্টের কথা বলিলাম, তখন নরম হইয়া সবিনয়ে বলিল, "বাবু, আমি কি করিব, একাজ আমা হইতে হয় নাই; যাহা হউক আর দেরি নাই, ড্রাইভার ঐ উঠিল, এই দেখুন তাহাকে ছাড়িবার সঙ্কেত করিতেছি, মাপ করিবেন, ইত্যাদি।" ফলতঃ ইংরাজীওয়ালা একজন একটু তেজ দেখাইল ও রিপোর্টের কথা বলিল বলিয়াই ঐ টুকু নরম সরম যাহা হইল, নচেৎ ভেড়া ছাগল পালের প্রতি মেষপালকের ব্যবহার অপেক্ষাও নেটিভ লোকের প্রতি ইহাদের আচরণ অধিক প্রশংসনীয় নয়! আমিও ঐ গার্ড সাহেবকে বলিয়াছিলাম, "এ ট্রেণে যদি ইউরোপীয় লোক থাকিত তবে কি তোমরা এরূপ করিতে সাহসী হইত? এ নাকি নেটিভ ভেড়ার পাল পাইয়াছ, যাহা ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু জানিও এ অপরাধের জবাবদিহি করিতে অবশ্যই বাধ্য হইবে।"

ঐ কথোপকথনের ফল অতি শীঘ্র গাড়ি ছাড়া হইল দেখিয়া গাড়ি সুদ্ধ তাবল্লোক আমার অনুরাগ করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিয়া দুঃখ হইল, এত লোকের মধ্যে প্রতিকারের চেষ্টা বা সাহস বা প্রবৃত্তি কাহারও নাই। আমরা যে যার কাজে গেলাম, সে অত্যাচার ভুলিলাম, আবার সেইরূপ আপনারা পীড়িত হইব বা স্বদেশীয় জনগণ পুনঃ পুনঃ পীড়িত হইবে জানিয়াও তাহার কিছুই কেহ করিল না। এই ঔদাসীন্য জন্যই আমাদের এই অবনতি—এই দুর্দ্দশা—এই চিরন্তন হীনতা!

কাশীর ডফারিণ পুল চমৎকার নির্ম্মাণ। তাহা পার হইয়াই কাশীর

ষ্টেসনে প্রায় ৫টার সময় উপস্থিত হইলাম। এখানে ঘোটক শকট বড়ই কম, আমরা তো পাইলামনা, কাজেই নৌকাভাড়া করিলাম, * *। নৌকা-ওয়ালারাও তেমনি ভয়ানক লোক, জো পাইয়া অনেক ভাড়া লইল। * * তদ্বাদে নৌকার ছাদে দুইজন ব্রাহ্ম যুবককে অতিরিক্ত পয়সা লইয়া উঠাইল। আমি যখন সমগ্র নৌকা ভাড়া করিয়াছি, তখন তাহারা তাহা ন্যায়মত পারে না, কিন্তু কে কলহ করে? যাহা হউক ঐ দুই ব্রাহ্মযুবক কিয়দ্দূর নৌকা চলিবার পর সঙ্গীত ও উপাসনার্থ আমার অনুমতি চাহিলেন। আমি বলিলাম, "এমন উত্তম বিষয়ে আমার অনুমতি কেন?" তাঁহারা বলিলেন "মহাশয়! এ কাজে অনেকেই মহা বিরক্ত হন, বিশেষ আপনার সঙ্গে স্ত্রীলোক, এই কারণেই অনুমতি চাওয়া।" যাহা হউক তাঁহারা ছাদে বসিয়া সুস্বরে সঙ্গীত গাইয়া আমাদের পথশ্রান্তির প্রচুর শান্তি বিধানে সমর্থ হইলেন। আমি সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তাঁহারা পথের এক ঘাটে নামিলেন।

নৌকা হইতে আমার সহযাত্রীগণকে কাশীর গঙ্গাতীরের শোভা সমস্ত দেখাইয়া অনেক ঘাটাদির পরিচয় দিতে দিতে মহা সুখে চলিলাম। পূর্ণিমার চন্দ্র-কর-বিধৌত কাশীর সৌধমালা ও ঘাট ইত্যাদির যে কি অতুল রমণীয় শোভা, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বর্ণনাদ্বারা সম্যক্ বুঝাইয়া দিই, এমন শক্তি ও সময় আমার নাই। বিশেষতঃ এই দৈনিক লিপি বিবিধ কাজের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি লেখা, সকল কথা ও ঘটনা এতন্মধ্যে প্রার্থনীয় রূপে লিখিয়া উঠা ভার। কেবল "মেমো" স্বরূপ ইহাতে যখন তখন কিছু কিছু লিখিয়া রাখা মাত্র।

রাত্রি ৮টার সময় ঘাটে পৌঁছিয়া, দেবনাথপুরা পল্লীস্থ আমার একটী আত্মীয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। * *। আমরা আসিব পূর্ব্ব হইতেই কথা ছিল, কিন্তু আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় বহু ঘটিকা অতীত হওয়াতে, তাঁহারা আর আমাদের আগমন প্রত্যাশা করেন নাই। রজনীতে অন্নাদি আহারান্তে শুইয়া পড়িয়া বাঁচিলাম। অত্যন্ত ক্লান্তির পর খুব সুনিদ্রাই ভোগ করিলাম। স্নান আর কাহারও হইল না।　　　　(ক্রমশঃ)

ভুলিবার নয়।

সিন্ধুমুখী টোড়ী—মধ্যমান।

আশার আশায় থাকি, বুক বাঁধি প্রাণ ঢাকি,
আশাপথ নিরখিয়ে বসিলাম গিরি শিরে।
ছায়া রেখে চ'লে গেল, ছায়া স্মৃতি রেখে গেল,
ছায়ার ছায়ায় থাকি দেখি যদি আসে ফিরে।
আর কিছু নাহি চাই, মুখ খানি যেন পাই,
হাসি মুখ দেখে দেখে ভাসিব সুখের নীরে;
তারে ভুলিবার নয়, সে আমার প্রাণময়,
সাধ ক'রে মিশায়েছি তার প্রাণে পরাণীরে।

উষার নক্ষত্র।

অনন্ত গগন কোলে নিশ্চল বসিয়া,
নীরব সঙ্গীত সুধা নক্ষত্র নিকর
ঢালে যবে ধীরে ধীরে শান্তি মিশাইয়া,
গাঢ় নিদ্রোত্থিত-প্রায় ধরার উপর,
কে তুমি সুহাসে মরি, পূরিয়া বদন,
পূরব গগনে আসি দাও দরশন?

কে তুমি? তোমাকে দেখি কেন নিশীথিনী,
ভাসায় ধরণীবক্ষ কাঁদিয়া কাঁদিয়া?
মলিন-আননা হায়!—ফুল্ল কুমুদিনী!
কেন বা নলিনী-হৃদি উঠে গো নাচিয়া?
তারাবলী ধীরে ধীরে বদন লুকায়,
কি কহি নিশার কাণে অফুট ভাষায়?

জানি আমি প্রিয়সখা তুমি গো ঊষার ;
　　জানাইতে যামিনীর বিচ্ছেদ সময়,
মুছাইতে নলিনীর দুঃখ-অশ্রু-ধার,
　　হাসি হাসি ঊষা সহ হও গো উদয় ।
ঊষা সহ প্রেমালাপ করিয়া শ্রবণ,
লাজে দুখে ঢাকে মুখ নিশাসখীগণ !

হেরি তব আগমন ফুলবালাগণ,
　　ধীরে ধীরে সুবিমল উঠে গো হাসিয়া,
মধুর সুতানে করে ভ্রমর গুঞ্জন,
　　সুস্বনে জাগায় জীবে বিহঙ্গ গাহিয়া ।
প্রেমের সঙ্গীত ধারা করিয়া বহন,
মাতায় জগৎ স্নিগ্ধ সুমন্দ পবন ।

দেখিতে দেখিতে সব যায় ফুরাইয়া,
　　এই হাসি—এই কান্না, সকলি স্বপন !
কাঁদালে অন্যেরে, পুনঃ আপনি কাঁদিয়া,
　　ঊষা সহ কেন তুমি হও অদর্শন ?
সংসারে এ রীতি সুধু না বলি তোমায় ;
এই আছে এই নাই ছায়াবাজী প্রায় !

ক্ষণজীবী ঊষানাথ ! শিখাও মানবে,
　　সংসারের ধন মান সকলি অসার—
চিরস্থায়ী কিছু নয় এই মর ভবে—
　　এই ত উজ্জ্বল তুমি কি দশা তোমার ?
প্রকৃতি ঐশ্বর্য্য দিয়া পূজিল তোমায়,
তুমি চলি গেলে তাহা রহিল কোথায় ?

শিখাও মানবে তব প্রগাঢ় প্রণয়—
　　মনে মনে বাঁধা যাহে জীবনে জীবন,

গেলে ঊষা হেরে যবে তপন উদয়
তুমিও তাহার সহ করহ গমন।
এ সুদৃঢ় ভালবাসা শিখিলে কোথায়?
করনা শিক্ষিত মোরে ও প্রেম শিক্ষায়!

ঊষানাথ! তোমার ও পবিত্র অন্তরে,
বিমল অনন্ত প্রেম দেখিবারে পাই;
তাই আমি নিশা অন্তে কত হর্ষ ভরে,
শুদ্ধমনে অনিমেষ তোমা পানে চাই।
বলনা নক্ষত্র আমি সুধাই তোমারে,
কিরূপে পারিব ওই প্রেম শিখিবারে?

কত দিন হাসিমুখ দেখিনা তোমার—*
ঊষা ছেড়ে কোথা তুমি করহ গমন?
কেন ব্যথা দেও তুমি হৃদয়ে ঊষার?
জানিনা প্রেমের রীতি এ আর কেমন!
প্রেম তত্ত্ব মানবে কি কর প্রদর্শন—
কি সুখ বিচ্ছেদ অন্তে হইলে মিলন?

অথবা ঊষার কাছে পাইতে আদর,
কিছু দিন তরে তুমি দেওনা দর্শন!
অদৃশ্য থাকিয়া তুমি ভ্রম কি অম্বর,
বুঝিতে বিচ্ছেদে তব ঊষা সতী-মন?
আবার সরল হাসি দেখি মনে হয়,
নাহি জানে কপটতা তোমার হৃদয়।

তপস্বিনী সন্ধ্যা যবে দিবা অস্ত হ'লে,
গম্ভীর মূরতি ধরি ধ্যানে নিমগন;
তখনো সিন্দূর রেখা র'য়েছে কুন্তলে,

* শুক্রতারা ৬ মাস ঊষা ও ৬মাস সন্ধ্যাকালে উদয় হয়।

দেখি তুমি কত দিন কর আগমন।
একে একে তারা গুলি উঠে গো ফুটিয়া,
বিমল পবিত্র হাসি তোমার দেখিয়া।

সুনীল বিমানাসনে একান্তে বসিয়া,
সন্ধ্যা সহ গাও তুমি অস্ফুট সঙ্গীত—
পুত্র যথা মাতা সহ উঠে গো গাহিয়া,
সুদূরে বিমল শশী দেখিয়া উদিত।
সুধু না দম্পতী-প্রেম তোমাতে ফুটিত—
গভীর অনন্ত প্রেম হৃদয়ে দীপিত!

রাজা গণেশ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

৮০৬ হিজরি অথবা ১৪০১ খৃষ্টাব্দের শীত ঋতুর প্রাক্কাল। ঘন চিকুরাবৃত সুন্দরী রমণীর সুন্দর মুখের মত, ঘোর ঘনাচ্ছন্ন আকাশের চাঁদের মত, উত্তর-বঙ্গ-রাজধানী দিনাজপুরী আজ্ঞ ঈষদন্ধকারময়ী উষার সেই দিগন্তব্যাপী কুজ্ঝটিকাজাল ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে গর্ব্বিত ভাবে দণ্ডায়মান আছে।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব সাহাবুদ্দিন আবুল মজঃফর বাজিতসাহের এই সম্পূর্ণ পরিখা-বেষ্টিত পরম রমণীয় নগরী এখনও সুষুপ্তির কোমলাঙ্কে শায়িত, এখনও বিশ্রামের শান্তিমাখা কোলে বিলুপ্ত—দিনাজপুরী যেন নির্জ্জীব; কেবল মাত্র রাজপুরীর চতুর্দ্দিগে ও নগরপালের কর্ত্তৃত্বাধীন কতিপয় স্থলে প্রতিহারী বৃন্দের নিয়মিত পদ-চারণ শব্দ, কথঞ্চিৎ সেই ভাবের ব্যত্যয় ঘটাইতেছে।

ক্রমে যখন একটীর পর একটী করিয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে দিক্‌পতির সেই সোণামাখা, সেই হাসিমাখা কিরণমালা আসিয়া, ধরিত্রীর ধূসর বদন হইতে

প্রথমে তিমিরাবগুণ্ঠন, পরে কুজ্ঝটিকাবরণ অল্পে অল্পে সরাইয়া দিল, যখন উত্তুঙ্গ দুর্গশিরে, প্রাসাদের হৈম চূড়ে ও সৌধাবলীর বিচিত্র অলিন্দোপরে, সেই নবোদিত সৌরকরজাল ঝকিতে লাগিল, তখন বোধ হইল কে যেন সুন্দরীর সুন্দর মুখ হইতে কেশদাম অপসারিত করিল, যেন আকাশের চাঁদ মেঘমুক্ত হইল।

যদিও অত্যুচ্চ হর্ম্ম্য-চূড়ে বা বিটপী-শিরে বালাংশুর অংশুমালা প্রতিভাত হইতেছে, দুর্গের মৃত্তিকা নিম্নস্থ কারাগার সমূহে তখনও ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিতেছে।

এই ভীষণ স্থানের একটী ভীষণ গৃহে—সেই ঘন তমসাচ্ছন্ন ভয়াবহ কারাগৃহের এক পার্শ্বে, জঘন্য তৃণ শয্যোপরি উপবিষ্ট দুইজন—বিশেষ নিরীক্ষণ করিলে একজনকে দেখিতে পাওয়া যায়—আর এক জন যে আছে তাহা জানাও যায় না!

একজনের বর্ণ অত্যুজ্জ্বল গৌর—সেই দুর্ভেদ্য তমঃজালও ভেদ করিয়া রূপ যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে! আর একজনের বর্ণ ঘোর শ্যাম—সেই নিবিড় তমোরাশির সহিত কালরূপ সম্পূর্ণ মিশাইয়া গিয়াছে!

সুন্দর কহিল, "ভাই, আর তো পারি না!"

কাল, জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিল, "যদি সমস্ত রাত কাটিয়া থাকে, তবে আর অল্পক্ষণের জন্য অধীর হও কেন?"

সুন্দর সোদ্বেগে কহিল, "কংশ, আমি বুঝিতেছি, আর এক দণ্ডের ভিতর আমাদের এ জন্মের সকল লীলাই ফুরাইবে, কিন্তু কি জানি কেন ভাই, কি জানি কেন, আমার প্রাণ এক একবার কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! ভাইরে, মার আমার কি হবে? পাপী বোধ হয় তাঁকে হত্যা ক'রবে! ভাই আমার প্রাণের ভগ্নী তোমার আদরের অন্নদার কি হবে? তুমি——"

কংশনারায়ণ বন্ধুর কথায় সবেগে বাধা দিয়া কহিলেন, "রাঘব, আর ব'লোনা, আর এ প্রাণে আগুণ জেলোনা! কি জানি, এখনি যখন তার কাছে নিয়ে যাবে, যদি সেই পাপিষ্ঠের মুণ্ডই ছিঁড়ে ফেলি!" এই বলিয়াই কংশনারায়ণ সলম্ফে গাত্রোত্থান করিলেন ও মত্তহস্তীবৎ গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আপনা

আপনিই বলিলেন, "না, না, তা হবে না! বাজিতসাহ, তুমি শত পাপের পাপী হইলেও আমার অবধ্য—যদি তুমি আমার অন্নদাতা প্রভু না হইতে, তবে জানিও যে এত দিন পৃথিবীকে তোমার ও পাপদেহ বহন করিতে দিতাম না! যাক্ অন্তিমকালে ভাই একবার ভগবানের নামটা কর—এত কাল এত কষ্টে যে অপূর্ব্ব শিক্ষা ক'রেছিলে, আজ তাহা সফল কর!"

রাঘব রায় বহু কষ্টে একবার উদ্যম করিয়া কম্পিত কণ্ঠে গান ধরিলেন—সুমিষ্ট স্বরে মধুর গান—কিন্তু সে সুধামাখা সঙ্গীত-ধ্বনি গৃহের বাহিরে যাইল না—গৃহের বায়ুতেই উৎপন্ন, গৃহের বায়ুতেই বিলীন হইতে লাগিল। রাঘব রায় গাহিলেন—

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অন্তরের ধন সে যে কি বা নাহি জানে?
অজানা জানালে তারে হাসে সুধু মনে!
কে বা কার্য্য কে কারণ, কে বা দেহ কে জীবন,
সুখ শান্তি দুখ জ্ঞান, কে জাগায় প্রাণে? ১।
যার যে করম ফল, এ ভবে পথ সম্বল,
ধন বুদ্ধি বিদ্যা বল, কিছুই না মানে!
থাকয়ে সুকৃতি যদি, এ ঘোর বিপদ-নদী,
কর পার কৃপানিধি, কৃপাকণা দানে! ২।

সহসা কারা-দ্বারের বৃহৎ অর্গল-মোচনের গভীর নাদে ও ভীষণ লৌহ-শৃঙ্খলের বিকট ঝন্ ঝন্ শব্দে কারাগৃহ পরিপূরিত হইল। ভয়ঙ্কর শব্দে সেই ভীম কবাট উন্মুক্ত হইল।

নবাবের পরম বিশ্বাসভাজন প্রিয়পাত্র গোলাম খোজা, জনৈক রক্ষক সহ গৃহে প্রবেশ করিল। রক্ষকের হস্তস্থ আলোকে গৃহ আলোকিত হইল ও খোজার হস্তস্থ একখানি ক্ষুদ্র নিষ্কোষ তরবারি ভয়ানক ঝকিতে লাগিল।

বোধ হয় অনেকেই জানেন, এই গোলাম খোজা এক মহবলপরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিল ও বাজিতসাহ কর্ত্তৃক বিংশতি সহস্র অশ্বের অধিনায়ক পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কংশনারায়ণ খোজার প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গৃহের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাঘব রায় খোজার করস্থিত করাল করবাল দেখিয়াই বুঝিলেন, যে, এই শেষ! তিনি অন্তিম সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "গোলাম, তুমি আমার পিতৃভৃত্য—বাবা তোমাকে অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন—আজ তার ভাল শোধ দিলে!"

খোজা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "কুমার, কি ক'রবো? এখন যার নিমক খাইতেছি, তার গুণ গাইতেই হবে! নবাবকে অনেক বুঝালেম, কিন্তু—"

কংশনারায়ণ সদম্ভে বলিলেন, "তবে বিলম্ব কেন? আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি!"

খোজাও সদম্ভে উত্তর করিল, "আর বড় অধিক বিলম্ব নাই. প্রথমে তোমার মস্তক পাঠাইতেই নবাবের হুকুম!"

কংশনারায়ণের চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "পাপি, তবে তোর মহাপাপী মনিবের হুকুম তামিল ক'র্‌তে আর বিলম্ব ক'রিস্‌নে—কি জানি যদি আমার পূর্ব্বে তোর মস্তকই প্রেরিত হয়!"

একপ্রকার ভয়ানক বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসিয়া খোজা ভয়ানক বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক স্বরে কহিল "এতক্ষণ বিলম্ব ক'র্‌ছি, তোমাকে একটা সুখবর শোনাব ব'লে—কাল তোমার অন্নদাকে নবাব পেঁড়ো পাঠিয়েছেন!"

কংশনারায়ণ ও রাঘব রায় দুইজনেই সবিস্ময়ে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পেঁড়ো!"

কংশনারায়ণ এত উচ্চরবে "পেঁড়ো!" বলিয়া উঠিয়াছিলেন, যে, খোজা রাঘবের কথা শুনিতে পাইয়াছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু সে পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্রূপ-কর্কশস্বরে কহিল, "রাজকুমারী নবাব নাজিমের খাসবেগম হই——"

খোজার মুখের কথা মুখেই রহিল—ভয়ঙ্কর চীৎকারের সহিত একটী ভয়ানক শব্দ হইল—গৃহ সম্পূর্ণ অন্ধকার হইল!

(ক্রমশঃ)
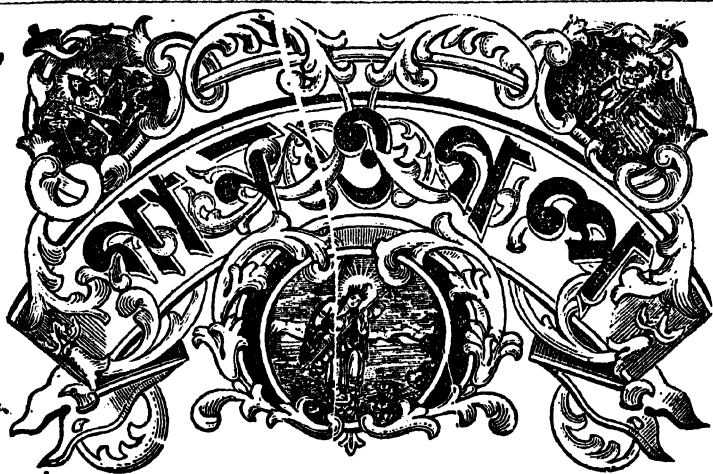
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড]　　　জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬ সাল।　　　[২য় সংখ্যা

স্বদেশ-যাত্রাকালে প্রবাসী।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

শীতান্তে মলয় ধীর সমীরে শরীর যথা;
প্রবাসে স্বদেশ নামে অন্তর সিহরে তথা!

মরি কি মধুর নাম, স্বর্গ হ'তে অনুপম,
যাহার মমতা মম, মরমে মরমে গাঁথা!

সদন্ত যার কুশল, শুনিতে প্রাণ চঞ্চল,
সাধিতে তার মঙ্গল, না পারিলে জন্ম বৃথা!

চল মন মনোরঙ্গে, হেরিতে জননী বঙ্গে,
মিলে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে, ভাবি তাঁর হিত কথা!

স্বপ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

থামিল সঙ্গীত ;—ক্ষণকাল পরে,
বিস্ময়ের ভাব কমিলে অন্তরে,
কহিতে লাগিনু আমি মুক্তস্বরে—
মানবের কণ্ঠ যত মিষ্ট হয়।
দুই শত চক্ষু—কিবা মনোহর !—
নিক্ষিপ্ত হইল আমার উপর,
তাহার প্রভায় মম কলেবর,
হ'ল অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় !
একশত চারু সরস অধর,
ওষ্ঠ হ'তে হ'লো ঈষৎ অন্তর,
দশনের পাঁতি—মুকুতা-নিকর—
সেই অবকাশে ঈষৎ ভাসিল।
অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা ধরি বামাগণ,
অতুল মাধুরী করি প্রদর্শন,
নীরবে সকলে হ'য়ে একমন,
আমার বচন শুনিতে লাগিল !
"একি অপরূপ হেরিনু নয়নে !
একি অদ্ভুত শুনিনু শ্রবণে !
একি নব ভাব উপজিল মনে !—
নিদ্রাবেশে একি দেখি স্বপন ?
কে হও তোমরা ?—পেয়ে পরিচয়,
ঘুচিল না কই আমার সংশয় ;
বল বামাকুল হইয়ে সদয়,
মতিভ্রম—না এ প্রকৃত ঘটন ?

"যথার্থ কি ওই চারু নিশামণি,
রাখিয়াছে অঙ্কে বিশ্ব-বিমোহিনী,
মধুরতাময়ী এ সব কামিনী?—
চন্দ্রলোক হেন সুখের স্থান?
তবে যে শুনেছি নব্য বৈজ্ঞানিক,
চন্দ্রে জীব-শূন্য করিয়াছে ঠিক্,—
যন্ত্র-যুক্তি-বল সবি কি অলীক?—
বিজ্ঞান কি স্বধু অন্ধ-অনুমান?
"এও কি সম্ভবে?—একোনবিংশতি
শতাব্দীর শেষ!—অতুল উন্নতি
ল'ভেছে বিজ্ঞান; তার দৃঢ়গতি
সত্যপথ হ'তে হবে বিচলিত?
বায়ু-বারি-হীন, অগ্নি-গিরিময়,
ভীষণ শ্মশান, বৈজ্ঞানিক কয়;
সে চন্দ্রমা হেন সুষমা-নিলয়?—
এ সন্দেহ মোর কর অপনীত!"
একটি রমণী ঈষৎ হাসিল,
মোর পানে কিছু সরিয়া আসিল,
ধীরে ধীরে মোরে কহিতে লাগিল—
"সন্দেহ বিস্ময় কর পরিহার;
সমস্ত প্রকৃত, নহেক স্বপন,
নহে ভ্রান্ত তব নয়ন, শ্রবণ,
আমরা স্বরূপ করেছি জ্ঞাপন,—
অচিরেই দ্বিধা ঘুচিবে তোমার।
"অর্দ্ধভাগ শুধু ওই চন্দ্রমার
পৃথিবীর পানে রহে অনিবার,
অপর অংশের কোন সমাচার
বলিতে পারে কি তোমার বিজ্ঞান?

অংশ মাত্র দেখে সমগ্র-আভাস,
সকল সময় হয় কি প্রকাশ?
নাহি যে চন্দ্রেতে জীবের আবাস,
অংশ দেখে কিসে হ'ল অনুমান?
"তোমরা চন্দ্রের দেখ একদেশ,
নাহি তথা বটে জীবনের লেশ,
কিন্তু প্রকৃতির চারুতম বেশ
নয়ন ভুলায় অপর ভাগে।
লইয়া কুসুম-সৌরভ সম্ভার,
শীতল পবন বহে অনিবার;
মধুর সঙ্গীত দেয় উপহার
সুদৃশ্য বিহগ,—নিত্য নব রাগে।
"স্বভাবের যাহা সুন্দর, মহান্,—
প্রীত হৃদি যাহে, উন্নত পরাণ,—
সকলি তথায় আছে মূর্ত্তিমান,—
আরো কত যাহা ভাবনি মনে।
কবির স্বরগ সেই সুখ স্থান,
কথায় কিরূপে করিব বাখান?
চাহ যদি দেখে জুড়াইতে প্রাণ,
চল ত্বরা করি মোদের সনে।"
এ হেন নির্ব্বন্ধ দেখিয়া আমার
হইল বিশেষ কৌতুক সঞ্চার;
বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া আর,
যাইতে তথায় দিলাম সম্মতি।
বারেক চাহিনু গগনের পানে,—
অনিবার্য্য ইচ্ছা উপজিল প্রাণে
যাইবারে সেই রমণীয় স্থানে;—
অমনি শূন্যেতে হ'ল মোর গতি! (ক্রমশঃ)

নিরাশ প্রেম।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

পরাণ সঁপিনু যারে সেত প্রাণ সঁপিল না!
আঁখি জল সার হ'ল প্রেমতৃষা মিটিল না!
যারে দিনু ভালবাসা,　　সেই হ'ল প্রাণনাশা,
মিছা পর-প্রেম-আশা, মন-আশা মিটিল না!
আমি সুখী যার সুখে,　　সে হাসে আমার দুখে,
না বুঝে পরের মন, আর ভালবাসিব না!
সুধা ব'লে বিষ খেয়ে,　　গেল প্রাণ শুকাইয়ে,
তবু তার সে হৃদয়ে, প্রতিঘাত হইল না!

নলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নৌকাডুবি।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণ, সূর্য্যদেব সমস্ত দিবস খরতর কিরণ বরিষণে মেদিনীকে দগ্ধ করিয়া অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতেছেন। দিন-নাথকে অস্তাচলে যাইতে দেখিয়া পক্ষীগণ স্বীয় স্বীয় কুলায় মধ্যে আগমন করিতে লাগিল।

পৃথিবী নিস্তব্ধ, বাতাসের নাম মাত্র নাই। বৃক্ষের কথা দূরে থাক—ভাগীরথীর নির্ম্মল জল স্থির—গম্ভীর, একটী মাত্র স্রোত নাই; যেন কোন একটী ভয়ানক দুর্য্যোগ সহ্য করিবার নিমিত্ত প্রকৃতি প্রস্তুত হইয়া আছে।

এই সময় ভাগীরথীর বক্ষে এক খানি ক্ষুদ্র পান্‌সি তিনজন মাত্র আরোহী লইয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে। পাঠক এই নৌকায় আমাদিগের নলিনী, তাঁহার খুড়িমা এবং তাঁহার পিতা কলিকাতা হইতে কাল্‌নায় পিত্রালয়ে যাইতেছেন। তিন জনেই নিদ্রাগত।

পশ্চিম দিগে মেঘ উঠিল, পরিচালিত বায়ু দ্বারা অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাহা চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মেদিনী নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইল, ভাগীরথীর নির্ম্মল জল মসী অপেক্ষাও গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিল। মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল, তৎপরে ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হইয়া মেদিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। দুই তিন ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে না পড়িতে ভীষণবেগে বায়ু বহিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। গঙ্গায় তুফান উঠিল, তিন চারি হস্ত স্ফীত হইয়া গঙ্গার জল বায়ুদেবের সহিত মল্লযুদ্ধ বাঁধাইয়া দিল। ক্রমে বৃষ্টি কিঞ্চিৎ অল্প হইল কিন্তু বাতাস দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল। নৌকা আর রক্ষা হয় না। যে সময় বজ্র পতন হইয়াছিল, সেই সময় আরোহীদিগের চেতনা হইয়াছিল; চেতনা প্রাপ্ত হইয়া এই দুর্য্যোগ দেখিয়া সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। নলিনী কখন নৌকায় উঠে নাই, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে, ইহার মধ্যে সে কখন বাটীর বাহির হয় নাই; এই বিপদ দেখিয়া তাহার প্রফুল্ল আনন মলিন হইয়া গেল, বুক দুর দুর করিতে লাগিল, নয়ন হইতে দর দর ধারে অশ্রু বাহির হইয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। জননীর কথা তাহার মনে পড়িল—তাঁহার স্নেহ, ভালবাসা—বিদায়কালীন সমস্ত কথা একে একে স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল, সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার রোদনে তাহার খুড়িমাও কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, ভাবিতে লাগিলেন বুঝি তাঁহারই পাপে আজ এ দুর্গতি হইল।

মনুষ্য যখন দুষ্কর্ম্মে রত হয় তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সেই অবস্থায় যদি বিপদে পতিত হয়, তখন তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়—নিজের দুষ্কর্ম্ম দেখিতে পায় এবং অনুতাপ তাহার হৃদয় দগ্ধ করে—সে তখন শত সহস্র বার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করে! বিপদে না পড়িলে জীবের জ্ঞান এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গায়ত্রী ও দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—দারুণ বাত্যায় খুদ্র নৌকা খানি জাহ্নবীর গর্ভে নিমগ্ন হইল। নৌকা জলমগ্ন হয় দেখিয়া যখন দাঁড়ী মাঝিরা ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে, সেই সময় নলিনী প্রাণ ভয়ে বেগে বাহির হইয়া এক জন দাঁড়ীর পা

দুখানা জড়াইয়া ধরিল—তাহার ভরসা দাঁড়ী তাহাকে কূলে উঠাইয়া দিবে; কিন্তু এ সংসারে কয়জন নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া, পরকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয়? দাঁড়ী সজোরে পা ছাড়াইয়া সন্তরণ করিয়া প্রস্থান করিল। নলিনী কিছুক্ষণ হাত পা ছুঁড়িল—একবার হতাশ নয়নে চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, যদি কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যতদূর তাহার দৃষ্টি চলে দেখিল—একখানিও নৌকা নাই—কেবল উত্তাল তরঙ্গরাশি উপর্য্যুপরি হইয়া চলিয়াছে! তাহার হস্ত পদ শিথিল হইয়া আসিল—কলেবর অবশ হইল—একটী অন্তিম আর্ত্তনাদ ছাড়িয়া নলিনীবালা ভাগীরথীর অনন্ত গর্ভে মিশাইয়া গেল! ওদিগে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পাপমতি দুহিতা সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাষাণে করুণা।

ঝড় থামিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও ধরিয়া গেল। আকাশে চাঁদ উঠিল—বরুণ পবনে জগতের কি অনিষ্ট করিয়াছে তাহা দেখিবার জন্যই যেন পূর্ব্ব গগনে উঁকি মারিতে লাগিল। নিশানাথকে উদিত দেখিয়া পবন ভয়ে আস্তে আস্তে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ গুলিকে সরাইয়া হিমালয়ের গহ্বরে রাখিয়া আসিল। আকাশ নির্ম্মল হইল। পবনের কার্য্য দেখিয়া নিশামণি হাসিল—সেই হাসি জলে, স্থলে, বৃক্ষশিরে সকল স্থানেই পতিত হইল—সকলেই হাসিল, ধরা শান্ত ভাব ধারণ করিল। ভাগীরথীর এখন আর সে ভীষণ ভাব নাই—প্রশান্ত ও গম্ভীর ভাবে বিমল কৌমুদিরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া জাহ্নবী-তরঙ্গ মৃদু পবনহিল্লোলে নাচিতে নাচিতে তর তর শব্দে উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে।

যে স্থানে আমাদের নলিনী জল নিমগ্না হইয়াছিল, তাহার কিয়দ্দূরে একটা জঙ্গলের ভিতর একখানি ছিপ বাঁধা ছিল। ছিপ খানি লম্বে প্রায় পঞ্চাশ হাত এবং প্রস্থে প্রায় দুই কিম্বা আড়াই হস্ত হইবে। ছিপ খানি আরোহী শূন্য। কিছুক্ষণ পরে প্রায় ২০।২৫ জন লোক ছিপের নিকট

আসিয়া উপস্থিত হইল। যে স্থানে ছিপটী বাঁধা ছিল সে স্থানটী নীচু অর্থাৎ চর কুল এবং ছিপের খোঁটাও জলমধ্যে..প্রোথিত ছিল। সুতরাং জল অতিক্রম করিয়া আরোহীদিগকে ছিপে উঠিতে হইল। উহার মধ্যে একজন ছিপের খোঁটা তুলিতে গিয়া দেখে যে তাহার ধারে একটী বালিকা-দেহ পতিত রহিয়াছে, সে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"ওরে একটা মড়ারে?"

ইহা শুনিয়া অপর একজন জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়ে মানুষ না পুরুষ মানুষ?"

উত্তর হইল—"মেয়ে মানুষ রে! গায় গহনা আছে, বোধ হয় জলে ডুবে ম'রেছে, ভারি সুন্দর!"

তৃতীয় এক ব্যক্তি উত্তর করিল—"আজ আমাদের যাত্রা শুভ, ওটারে নিয়ে আয় পুড়িয়ে যাব!"

প্রথম ব্যক্তি কহিল—"আমি একলা পারবো কেন, তোরা আর দুজন আয়!"

এই কথা শুনিয়া দল হইতে আর ২।৩ জন সেই স্থানে আসিল এবং তিন জনে মৃতাকে স্কন্ধে করিল এবং অপর ব্যক্তি খোঁটা তুলিয়া দড়ি হাতে করিয়া চলিল। সকলে আসিয়া ছিপে উঠিল এবং অবিলম্বে ছিপ খুলিয়া দিল।

পাঠক! এই সময় আরোহীদিগের কিঞ্চিৎ পরিচয় আপনাকে দিব। বাঁকুড়া জেলার কোন গণ্ড গ্রামে ইহাদিগের বাস, ইহারা সকলেই দস্যু। দিবসে চাষ বাস করে এবং রাত্রে এইরূপ দলবদ্ধ হইয়া নৌকালুট এবং কখন কখন লোকের বাড়ীতে পর্য্যন্তও ডাকাতি করে। তখন লোকের অস্ত্রের অভাব ছিল না, হুগলি, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় প্রায় প্রত্যেক গৃহেই অস্ত্র থাকিত। এখনকার মত তখন পাস করিতে হইত না, কারণ ইংরাজ তখন রেশমের মহাজন। ঐ সকল জেলায় যত দস্যু-ভয় ছিল এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; এখনও—স্থানে স্থানে আছে। কিন্তু তাহা খুব কম এবং অস্ত্রের পরিবর্ত্তে লাঠি ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক উক্ত দস্যুগণ জাতিতে সকলেই কৈবর্ত্ত, উহাদের দলের সর্দ্দারের নাম হরি।

হরির বয়স ৪০।৪২ বৎসর, দেখিতে উত্তম গৌরবর্ণ, গঠন দোহারা, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নত বক্ষঃস্থল, প্রশস্ত ললাট, দেখিলে দস্যু বলিয়া বিবেচনা হয় না। হরি সদ্দারের প্রতাপে বাঘে গরুতে এক স্থানে জল পান করিত। হরি দস্যু বটে কিন্তু তাহার অনেকগুলি মহৎ গুণ ছিল, সে দয়ালু, দাতা এবং বিশেষ বাধা না পাইলে লোকের জীবন হরণ করিত না। আর স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার তাহার দলে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, যে এই নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য করিত সে বিশেষ রূপে শাস্তি পাইত।

উহারা প্রত্যহই দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইত এবং গঙ্গায় আসিয়া কাল্না প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া প্রস্থান করিত। আজও সেইরূপ আসিয়াছিল, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির দরুণ আসল কর্ম্মে ব্যাঘাত হওয়ায়, উহারা ঝড়ের সময় উঠিয়া নিকটবর্ত্তী দোকানে ছিল এবং ঝড় থামিলে নৌকায় প্রত্যাগমন করিতেছিল।

বালিকাটীকে উহারা নৌকায় তুলিয়া যে স্থানে রাখিয়াছিল, তাহার পার্শ্বেই হরি বসিয়াছিল; সে এক দৃষ্টে বালিকার অপরূপ রূপলাবণ্য, বিমল বদন দ্যুতি, আলুলায়িত কেশ পাশ দেখিতেছিল; দেখিতে দেখিতে, তাহার অন্তঃকরণে বড়ই করুণা সঞ্চার হইল, সে নিরাশ হৃদয়ে বালিকার বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিল; কিছুক্ষণ পরে হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিল, পুনরায় হৃদয়ে হস্তার্পণ করিল এবং ঈষৎ বিস্মিত হইয়া সঙ্গীদিগকে নৌকা তীরে লাগাইতে আজ্ঞা করিল। অবিলম্বে হুকুম তামিল হইল, নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল।

তখন হরি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"ভাই সকল, আমরা অনেক জীবন নষ্ট করিয়াছি, অতএব এস, আজ এই বালিকার জীবন দান করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি।" এই বলিয়া বালিকাকে বক্ষে ধারণ করিয়া একলম্ফে তীরে উত্তীর্ণ হইল। তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল, একজন কহিল—"সদ্দার, ওযে ম'রে গিয়েছে, ওকে বাঁচাবে কেমন ক'রে ?"

উত্তর—"না এখনও মরে নাই, চেষ্টা ক'র্‌লে বাঁচ্‌তে পারে।" এই বলিয়া হরি আগুন করিবার আদেশ দিল এবং নিজে বালিকাকে লইয়া ঘুরাইতে

লাগিল; কিছুক্ষণ ঘুরাইবার পর, বালিকার মুখ হইতে অনর্গল জল নির্গত হইতে লাগিল। যখন উদর হইতে সমস্ত জল নির্গত হইয়া গেল, তখন অগ্নির নিকটে আনিয়া হরি তাহাকে উত্তম রূপে সেঁকিতে লাগিল এবং এক ব্যক্তিকে দুগ্ধের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিল। প্রায় তিন ঘণ্টা পরিশ্রমের পর বালিকার শরীর উষ্ণ হইল, মৃদু ভাবে ধমণীতে শোণিত বহিতে লাগিল এবং অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। ক্রমে অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন হরি তাহার মুখে একটু একটু করিয়া দুগ্ধ দিতে লাগিল, ক্রমে দুগ্ধ উদরস্থ হইল; রোগী একবার নয়ন উন্মীলন করিল এবং চতুর্দ্দিগে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

যাহাকে দাহ করিতে লইয়া যাইতেছিল, তাহাকে জীবিতা দেখিয়া দস্যু দলের সকলেই বিস্মিত এবং আনন্দিত হইল এবং উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আর হরি—যাহার অপরিসীম যত্নে ও পরিশ্রমে বালিকা জীবন লাভ করিল—তাহার যে কি আনন্দ হইল তাহা পাঠক অনুভব করিয়া লউন।

বালিকাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেখিয়া হরি ভাবিল বুঝি তাহার মোহ হইয়াছে, তখন সে আস্তে আস্তে পুনরায় তাহার মুখে দুগ্ধ দিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে অল্প জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, তাহাকে আর সেখানে রাখা যুক্তি সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, নৌকায় উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। নৌকায় আসিতে আসিতে বালিকার উত্তম জ্ঞান হইল; অপরিচিত মনুষ্য, অপরিচিত নৌকা এবং কি প্রকারে ইহাদিগের হস্তে পতিত হইলাম বা ইহারা কে, ইত্যাদি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় বালিকা ভীতি-বিহ্বল চিত্তে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাকে এরূপ ভীত দেখিয়া হরি সস্নেহ বচনে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল—"ভয় কি মা, তুমি অতি উত্তম স্থানে আছ, তোমার কোন ভয় নাই।"

ক্রমে নৌকা আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল, হরি বালিকাকে লইয়া গেল এবং অপর সকলে নিজ নিজ গৃহে গমন করিল।

(ক্রমশঃ)

বাঞ্ছিত ধন।

ইমনকল্যাণ—তেওট।

শোন ভ্রান্ত মন!
ছাড় বিষয় বাসনা সংসার স্বপন!
সংসারে সুখের আশা, জান নাকি মৃগতৃষা,
প্রাণের পিপাসা হেথা মিটে না কখন!
ধরিয়া নিবৃত্তি অসি, নাশরে প্রবৃত্তি দাসী,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ হবে অন্তর্দ্ধান!
সংসারে ভঙ্গুর সবি, কি সুখে এখানে রবি,
স্ত্রী পুত্র আত্মীয় সব ছায়ার মতন!
হরি পদ করি ধ্যান, লভরে মন দিব্য জ্ঞান,
পাবে সে বাঞ্ছিত ধন চির শান্তি নিকেতন!

প্রেম ও প্রাণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম চিত্র।

কলিকাতার নিকট-স্থিত কোন পল্লীগ্রামে হরনাথ রায় নামক এক জন জমীদার বাস করিতেন; তাঁহার অর্থের সীমা ছিল না,—যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন—নানাবিধ সুখ উপভোগের জন্য কলিকাতায় বাড়ী ক্রয় করিলেন এবং গঙ্গার ধারে কয়েকটী উপবন বেষ্টিত বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। হরনাথ বাবুর বিহারীলাল নামে একটী পুত্র ছিল। ইনি প্রায় সমুদায় সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। জমীদারের বা বড় মানুষের ভাগ্যে যাহা প্রায় ঘটে না, হরনাথ বাবুর অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার পুত্র বিহারীলাল পিতার যত্নে এবং স্বীয় অধ্যবসায়ের গুণে ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। বড় মানুষের ছেলে,

কোন কাজ কর্ম্ম করিবার ভাবনা নাই। দিন রাত্রি কেবল পড়া শুনা লইয়াই ব্যস্ত। বি, এ, পাস হইলেই পুত্রের বিবাহ দিবেন বলিয়া হরনাথ বাবু পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পুত্রের মনোমত পাত্রী আর খুঁজিয়া পান না। বৈদ্যদের মধ্যে সুন্দরী পাত্রীর অভাব নাই, তবুও বিহারী-লালের মনোমত পাত্রী আর পান না। সুন্দরী, শিক্ষিতা, বয়স্থা, সমুদায় গুণ যাহা ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেরা প্রায়ই খুঁজিয়া থাকেন তাহা প্রায়ই একা-ধারে পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। বিশেষ হরনাথ বাবু কুলীন খুঁজিতেছিলেন। অনেক কষ্টে একটী পাত্রী পাওয়া গেল—বিহারীলালের মনোমত হইল এবং বিবাহ কার্য্য অতিশয় জাঁক জমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

পারুলের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া বিহারীলাল সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সংসারে যাহার ভাবনা নাই তাহার আর সুখের অভাব কি? পিতা বর্ত্তমান, মাতা বর্ত্তমান—বিহারীলাল সংসার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া স্ত্রীর সহিত দিবারাত্রি আমোদে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মেম রাখিয়া স্ত্রীকে গান ও লেখাপড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। স্বামীর যত্নে পারুল নানাবিধ গুণে অলঙ্কৃতা হইয়া চন্দ্রকলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পারুল ও বিহারীলালের আর সুখের সীমা রহিল না। পরস্পরে উভয়ের গুণে বিমোহিত হইয়া সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ভাল ভাল পুস্তক পাঠ, সঙ্গীত, এক সঙ্গে গল্প এইরূপ আমোদ প্রমোদে উভয়ের আর সুখের সীমা রহিল না। হরনাথ বাবু পুত্রের এইরূপ সুখ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে হরনাথ বাবুর মৃত্যু হইল। সুতরাং বিষয়ের সমুদায় ভার বিহারীলালের মস্তকে পড়িল। পিতার শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেলে তিনি বিষয়ের সমুদায় কাজ কর্ম্ম বুঝিয়া লইলেন এবং উৎসাহের সহিত সমুদায় কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বিহারীলালের বিদ্যা, গুণ এবং সুচরিত্র দেখিয়া দেশের লোকের আর প্রশংসার সীমা রহিল না।

দ্বিতীয় চিত্র।

বড়লোকের ছেলে বিষয় পাইলে লোকের দৃষ্টি তাহার উপর যেমন পড়িয়া থাকে বিহারীলালের প্রতিও লোকের সেইরূপ দৃষ্টি পড়িল। এখন সকলেই তাঁহার নিকট কোন না কোন অভিসন্ধি লইয়া যাতয়াত আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিহারীলাল তাঁহাদের সঙ্গে বড় মিশিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু কি করিবেন, কার্য্যের অনুরোধে এবং সাধারণের প্রশংসার অনুরোধে জগতে অনেক সময় অনেক করিতে হয়। বিষয়াদির কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া যে অবশিষ্ট সময় পাইতেন তাহা তিনি তাঁহার পত্নীর সহবাসেই অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু এখন দুই এক জন লোক আসিলেই সে সময়ের কিছু নষ্ট করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে হইত। পারুল ইহা ভাল বাসিতেন না।

বিহারীলালের মুকুন্দনাথ নামে এক ভগ্নীপতি ছিলেন। তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি উভয়েই তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেন। বিহারীলাল পূর্ব্বে প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতেন এই জন্যই মুকুন্দনাথের সহিত তাঁহার বড় দেখা শুনা হইত না। মুকুন্দনাথ বরাবরই তাঁহার জমীদারী সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম করিতেন। বিহারীলাল জমীদারী প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সমুদায় কাজকর্ম্ম করিতেন। ক্রমে ক্রমে মুকুন্দনাথের সহিত বিহারীলালের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিল। একে নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে আবার বিষয় কর্ম্মের যোগ—ইহাতে আর আত্মীয়তা না হইয়া থাকিতে পারে? মুকুন্দনাথও খুব চেষ্টা করিয়া বিহারীলালের সহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। মুকুন্দনাথ বড় নিজের কাজকর্ম্ম করিতেন না; প্রায়ই বিহারীলালের সঙ্গে দিন যাপন করিতেন।

এইরূপ করিয়া বিহারীলালের অনেক বন্ধু জুটিয়া গেল। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা সমস্ত দিনই তাঁহার নিকট বয়স্যগণের সমাগম। পূর্ব্বে পড়া শুনা লইয়া যেরূপ ব্যস্ত থাকিতেন—এখন আর সেরূপ নাই। গল্প ও আমোদের প্রতি তাঁহার মন আসক্ত হইল। অর্থের দোষ অনেক—সংসারে কোন বিষয়ের প্রাচুর্য্য থাকা ভাল নহে। বিহারীলালের কিছুরই অভাব ছিল না—সুতরাং যাহা অভিরুচি তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি

গান বাজনা নানাবিধ আমোদে মাতিলেন—এখন প্রায়ই বন্ধুদিগের সহিত গান বাজনা প্রভৃতি আমোদ করিতে লাগিলেন। সম্পদের সময় বন্ধু কোথা হইতে আইসে লোকে তাহা বলিতে পারে না। যাঁহাদের সহিত কোন কালে তাঁহার পরিচয় ছিল না, এখন তাঁহারা বিহারীলালের পরম আত্মীয় হইয়া উঠিলেন। কিসে বিহারীলালের মনস্তুষ্টি হয়—কিসে বিহারীলাল আমোদ পান, তাঁহারা দিবা রাত্রি এই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সংসারে সংসর্গ হইতে যে কত শত মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে তাহা আর ইয়ত্তা করা যায় না। সাধু অসাধু, চরিত্রবান দুশ্চরিত্র, ধনী গরীব—এ সমুদায়ই অনেক সময় এমন কি অধিকাংশ সময় সংসর্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিহারীলাল তাঁহার সাময়িক বন্ধুদিগের সহিত আমোদে মাতিতে মাতিতে ক্রমশঃ অলস হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আর বিষয়ের কাজকর্ম্ম ভাল লাগিত না। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের উপর কাজকর্ম্মের ভার দিয়া নানাবিধ ক্রীড়া ও কৌতুকে মাতিয়া দিন রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বৈঠকখানায় আর লোকের অভাব নাই—সকলেই বন্ধু—সকলেই বাবুর আত্মীয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে জমীদারীর সামান্য সামান্য কাজ পর্য্যন্ত স্বহস্তে করিতেন, তিনি এখন প্রধান প্রধান কার্য্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন—সময়ের স্রোতে পরিবর্ত্তন এইরূপই হইয়া থাকে। যে বিহারীলাল পূর্ব্বে দিন রাত্রি কাজ কর্ম্ম করিতে ভাল বাসিতেন, তাঁহারই এখন কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য হইয়া উঠিল।

একদিন বিহারীলালের বাড়ীর উপরের ঘরে বিহারী এবং পারুল বসিয়া আছেন। উভয়েই নিস্তব্ধ—বিহারীলাল নিস্তব্ধ হইয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছেন, পারুল নিস্তব্ধ হইয়া বিহারীলালের মুখের দিগে তাকাইয়া আছেন। অল্পক্ষণ পরে পারুল বিহারীলালের হাত ধরিয়া বলিলেন "তুমি কলিকাতায় যাইবে কেন?"

বিহারীলাল। এত পরিচয় তোমাকে দিতে পারি না—

পারুল। আচ্ছা যাবে যাও, কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে—

"আমার একা যাইতে হইলে কোন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন নাই, আর তোমাকে লইয়া যাইতে হইলে আবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

"পূর্ব্বে আমাকে লইতে হইলে কোন বন্দোবস্ত করিতে হইত না, এখন হয়! তোমরা পুরুষমানুষ তোমার দোষ কি, সকল দোষ স্ত্রীলোকের আর আমার অদৃষ্টের—"

"তোমার ওই তো দোষ—প্রতি কথায় সন্দেহ—"

"এখন আমার অনেক দোষই হবে, পূর্ব্বে কিন্তু কোন দোষ ছিল না—"

"তোমার সঙ্গে আর ব'কৃতে পারিনে—তোমার যাহা ইচ্ছা কর।"

"আমার ইচ্ছায় তো আর কাজ হবে না—তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।"

"আমার ইচ্ছা শোন তো তোমায় নিয়ে যাওয়া হবে না!"

এই বলিয়া বিহারীলাল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় পারুল অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন—"কোথায় যাও—শুনে যাও, আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা ব'ল্‌বো না—"

বিহারীলাল কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন—পারুল বালিসে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন "সংসারে কি আমার এই সুখ?"

পৃথিবীর পরিবর্ত্তন এইরূপ। যে পারুলের জন্য বিহারীলাল পূর্ব্বে সমুদায় সংসার বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন—আজ তিনি তাহার কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করিলেন না! স্বামীর অনাদর স্ত্রীলোকের বুকে বড় লাগে।

পারুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "হে ঈশ্বর আমার এ যন্ত্রণার কবে শেষ হবে—আমার জ্বালা কি আর যাবে না?" অনেকক্ষণ ধরিয়া মনে মনে কত কি বলিলেন এবং কাঁদিলেন—পরে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

বিহারীলাল বাটীর বাহিরে যাইয়া চাকরদিগকে কলিকাতা যাইবার সমুদায় প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সমুদায় প্রস্তুত হইলে তিনি আহারাদি করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় আর পারুলের সঙ্গে দেখা করিলেন না, দেখা করিবার তত প্রয়োজনও মনে করিলেন না।

(ক্রমশঃ)

কুসুমে কীট।

নিথর গগনে শশধর আর
স্নমধুর হাসে হেস না হে—
নীল-সরোবরে রজত-কমল—
ভেস না ভেস না ভেস না হে—
আঁধার ধরায় বিমল কৌমুদী—
অমৃতের ধারা—ঢেল না হে—
তারকার হারে—হীরক প্রদীপ—
দিগন্ত উজলি জ্বেল না হে!

মধু-ভরা-ফুল ফুটিয়া কাননে
প্রাণাকুল আর ক'রো না হে!
মধুকর-দল প্রসূনের পাশে
স্নমধুর-তান ধ'রো না হে।
মধু-সখা পিক রসাল-কাননে
মধু-গীত আর গেও না হে!
কল্ কল্ নাদে অয়ি কল্লোলিনি
নাচায়ে লহরী যেওনা হে!

মেছুর সমীর মধুর হিল্লোলে
কাঁপায়ে কানন নেচনা হে!
মধুরে—উজলে—তরু মনোহর
শর শর স্বর ক'রো না হে!
শিশিরের কণা মুকুতার মত
নব-দূর্ব্বা শিরে থেকো না হে!
সরস কমল সে বিমল ভাতি
রবির কিরণে ধ'রো না হে!

প্রকৃতির শোভা আর মনোলোভা
হ'ও না হ'ও না হ'ও না হে!
সে মধুর হাসি মধুর বয়ানে
দিগন্ত ভরিয়ে নিও না হে!
সাধে কি এ বলি—সে মুখ আমার
অনন্তের স্রোতে ভেসেছে হে!
তাই অমিয়ে গরল শশাঙ্কে অনল
আলোকে আঁধার ঘ'টেছে হে!

আঁধার—আঁধার চারিধার, হায়,
আঁধারের স্রোত বহিছে হে!
এ পোড়া হৃদয় নৈরাশ্যের নীরে
কাতারে কাতারে ডুবিছে হে—
মরমে মরিছে সরমে কাঁদিছে
নয়ন-আসারে ভাসিছে হে,—
কাঁদিছে পরাণ—নিয়ত হৃদয়
প্রেয়সী-বিহনে দহিছে হে!
হায়,
পশিয়াছে কীট হৃদয়-কুসুমে হে!

ভ্রমণ।

(বাবু মনোমোহন বসুর দৈনিক লিপি হইতে উদ্ধৃত)

১৬ই মাঘ, ১২৯৪। রবিবার, ২৮শে জানুয়ারি ১৮৮৮।

অদ্য রবিবার। প্রাতে গত দিবসের ক্লান্তি জন্য কুত্রাপি যাই নাই; বাসায় ছিলাম। * *। বৈকালে * * কাশীর পশ্চিম বিভাগস্থ নূতন রাস্তা দিয়া দক্ষিণাভিমুখে ভ্রমণ করিলাম। দুর্গাবাটীর পথে বড়ারের রাণী স্থাপিত এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিলাম। যেমন সুন্দর মন্দির, মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেব দেবী

মূর্ত্তিগুলি তেমনি মনোহারিণী। এ মন্দির-প্রতিষ্ঠা বেশী দিন হয় নাই। মন্দিরে প্রবেশমাত্রেই গহ্বর মধ্যে অপূর্ব্ব ও বৃহৎ শিবলিঙ্গ—অর্দ্ধমূর্ত্তি দৃশ্যমান। ইহা মন্দিরের দরদালান ন্যায় স্থানে। মন্দিরটী যেমন সুদৃশ্য, তেমনি আলো ও বায়ুপূর্ণ—অন্যান্য দেবমন্দিরের ন্যায় অন্ধকূপবৎ নহে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রধান স্থানে ভগবান কেশবের চতুর্ভুজ পাষাণমূর্ত্তি—কৃষ্ণমর্ম্মর-রচিত, সুগঠিত—চতুর্হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভমান। বিগ্রহটী ছোট নন, অথচ খুব প্রকাণ্ডও নহেন, তাহাতে আরো ভাল দেখায়—বিগ্রহের সাম্যমূর্ত্তি ভক্তের ভক্তি উদ্রেক পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহারই বাম পার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূরে ভিত্তির কুলাঙ্গি মধ্যে ভগবতী-মূর্ত্তি, শ্বেতমর্ম্মরে গঠিত, নিতান্ত ছোট নন—কি সুন্দর মুখশ্রী, আর এক কোণে পার্ব্বতী মূর্ত্তি, তাহাও ঐ রূপ শ্বেতমর্ম্মরে অতি সুন্দর; এই উভয় মূর্ত্তিরই শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য, দেবীমাধুর্য্য, দেবীভাব, স্বভাবোপযোগিতাময় নাসা, কর্ণ, গণ্ড ইত্যাদি কি সুন্দর, কি আনন্দজনক, কি শ্রদ্ধা উত্তেজক! বিশেষতঃ বিম্বাধর যুগল যেন প্রকৃত প্রস্তাবেই মৃদু মধুর হাস্য হাসিতেছে! দেশী শিল্পী দ্বারা যে আজ কাল পাষাণোপরি এমন অতুলিত স্বভাব সৌন্দর্য্যময় মনোহর মূর্ত্তি খোদিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বেশ ভূষা ও বর্ণ প্রভৃতি তেমনি সুন্দর। কেবল একটী মাত্র ত্রুটি বিশেষ রূপে লক্ষিত হইল যে, বদনের সহিত অবয়বের পরিমাণসামঞ্জস্য ঠিক রক্ষা হয় নাই। অর্থাৎ বদনদ্বয় যত বড় হইয়াছে, দেহদ্বয় সে পরিমাণে কিছু ছোট হইয়াছে—হয় মুখ দুখানি আর একটু ছোট, নতুবা বপু ও হস্ত পদাদি আর একটু একটু বড় করা উচিত ছিল। যাহা হউক, সাধারণতঃ সাধারণের দৃষ্টিতে এই দুই মূর্ত্তি অতি অপূর্ব্ব বলিয়াই অনুভূত হইবে—হইবে কেন, হইতেছে! সেই মন্দিরাভ্যন্তরে দক্ষিণ দিগে অপরাপর দেব দেবী মূর্ত্তিও উত্তম দেখিলাম। মন্দির গৃহের দক্ষিণে অপর এক ক্ষুদ্র বিভাগে, কাশীবাসী নগ্ন সাধু জীবিত ও বিখ্যাত ভাস্করানন্দ স্বামীর অবিকল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। দণ্ডেক পরে উক্ত স্বামীজীকে যখন মনে মনে আসলের সঙ্গে নকলের তুলনা করিয়া দেখিলাম, তখন দেশীয় ভাস্কর দ্বারা যে এরূপ হইয়াছে, ইহাতে বিস্মিত এবং ভারতের ভাবী আশয়ে আশান্বিত ও আনন্দিত হইলাম। ঐ মূর্ত্তির নিকটে

এক সুবেশ পুটুপাণি যুবক মূর্ত্তি দেখিলাম। জানিলাম ইনি বড়ার দেশের রাজপুত্র। হয়ত ভাস্করানন্দ স্বামীকে অন্যান্য অনেক রাজা রাজড়ার ন্যায় তিনি গুরু করিয়াছেন, অথবা তাঁহার পরম ভক্ত হইয়াছেন।

উহা দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে কাশীর চিরপ্রসিদ্ধ দুর্গা বাড়ীতে গিয়া ভবানী দেবী দর্শন করিলাম। দুর্গাবাড়ী সকলের পরিচিত তীর্থ স্থান এবং সচরাচর দেব মন্দিরাদি যেমন হইয়া থাকে, তদপেক্ষা এস্থলে বিশেষ কিছু লক্ষিত না হওয়াতে, তদ্বর্ণনায় ক্ষান্ত রহিলাম। কেবল একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য বোধ হইতেছে। এ স্থলে পূর্ব্বে সহস্র সহস্র বানর বানরী বাস করিত। রামের অনুচর ও সহচর হইয়া দুর্গাভবনে কেন যে তাহারা বাস-ভবন করিয়াছিল, তাহা পুরাণতত্ত্ববিদেরাই কহিতে পারেন। কিন্তু দলে দলে কপিকুল যে ভোজ্য জন্য যাত্রীকুলকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত, তাহা পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই রামানুচর সম্প্রদায়ের মধ্যে ৫।৬টী ক্ষুদ্রাবয়বের নমুনা মাত্র দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলাম। হায়! এবার তাহারা কেহই জলপানের নিমিত্ত আমাদের কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিল না। যে কয়টীকে দেখিলাম, সে কয়টীও নিজ দুর্গাবাটীতে বা দুর্গাবাটীর সম্মুখে রাস্তায় নয়, দুর্গাবাটীর সন্নিহিত যে গজগিরি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, যে পুকুরের চতুর্দ্দিগেই পাষাণ দ্বারা সোপান নির্ম্মিত—সোপান আবার অন্যত্র সরোবরের ঘাটের ন্যায় নহে, এককালে সমস্ত দৈর্ঘ্য প্রাশস্ত্য ব্যাপিয়া লম্বা লম্বা ধাপ—দুর্গাবাটীর পশ্চাতে যে সোপান শ্রেণী, তাহার উপরেই ঐ ৫।৬টী কপিবংশজ ক্ষীণদেহ জীব কুণ্ঠিত ভাবে অবস্থান করিতে-ছিল—নিকটে বড় বড় ২।৩টী তেঁতুল গাছে, তাহাই তাহাদিগের বাসস্থান। পূর্ব্বে সে স্থানে তেজস্বী কপিগণের লম্ফ ঝম্ফ বিকট দন্ত ও ভয়ানক কিচি মিচি রবে দিঙ্মণ্ডল ও যাত্রীমণ্ডল সন্ত্রস্ত থাকিত, আজ কিনা তাহারই জীবিত চিহ্নরূপী কয়টী প্রাণী অতি সঙ্কুচিত ভাবে কোন মতে জীবন ধারণ করিতেছে মাত্র। আমরা যখন ঘুরিয়া দুর্গাবাটীর পশ্চাৎ ভূমিখণ্ডে গেলাম, তখন আর এক দল বাবুও তথায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গেও ২।৩টী বালক ছিল। তাহারই মধ্যে এক বালক একটী বানরকে তাড়া দিল বা মারিল, দেখি নাই। কিন্তু এরূপ পূর্ব্বে হইলে কপিদল দল বাঁধিয়া, এককালে দশাস্যের

লঙ্কা আক্রমণের ন্যায় অত্যাচারীগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দফা রফা করিত। অদ্য হায় তৎপরিবর্ত্তে নল নীল গয় গবাক্ষের বংশধরেরা কিনা উভলেজে, পলায়মান হইল। এ লজ্জা কি রাখিবার স্থান আছে? * *। কেন এমন দশা ঘটিল তাহা প্রশ্ন দ্বারা যাহা জানিয়াছি তাহা এই ;—

একদা দুই জন বিবি দুর্গাবাড়ী দেখিতে যান। বানরেরা, হায়, বানুরে বুদ্ধিবশে দেশে যে বিবিরাই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সেই বিবিদের বস্ত্র ধরিয়া টানে বা ছিঁড়িয়া দেয়। আর কি রক্ষা আছে? বিবিরা যাইয়া সাহেবদলে এই অত্যাচারের বর্ণনা দ্বারা অবশ্যই দুষ্ট-দমনার্থ অনুরোধ করিয়া থাকিবেন। নতুবা মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর কেন এতকালের পর সেই সময়েই কপিবংশ ধ্বংসের নিমিত্ত মিউনিসিপালিটীতে প্রস্তাব করিবেন? কাশীর মহারাজা ইহা শুনিয়া তাঁহার ধর্ম্মসংস্কারে আঘাত পাইয়া সেই বানর নিপাতন নিবারণ ও তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের নির্ব্বাসন দণ্ডের নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কয়েক সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিলেন। সেই অর্থ ব্যয়ে ফাঁদ সকল প্রস্তুত হইল। নির্ব্বোধ বানরেরা আহারের লোভে দলে দলে ফাঁদে পড়িতে লাগিল। মহারাজার এলাকাধীন চকাই নামা জঙ্গলে (যথায় গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি বড় বড় সাহেব লোককে তিনি শীকারার্থ লইয়া যান) তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইতে লাগিল। কত গুলা বানর ভয় পাইয়া পলাইয়া কাশীসহরের মধ্যে লুকাইল। সেই কারণে কাশীবাসীগণ তদবধি বানরের ভয়ানক দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেছে। সর্ব্বদাই তাহাদের ঘরে দ্বারে বানরগণ আসিয়া খাদ্য হরণ ও জিনিষ পত্র নষ্ট ভষ্ট ও মলত্যাগাদি উপদ্রব করিতেছে। বিশেষতঃ শয্যা ও বস্ত্রাদি এই সুন্দর অবস্থায় ছিল, পরক্ষণেই নাই বা ছিন্ন ভিন্ন কদর্য্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সে যাহা হউক, তদবধি দুর্গাবাড়ী কপিশূন্য অথবা নামে মাত্র কপির আশ্রয় স্থান হইয়া আছে।

দুর্গাবাড়ীর পশ্চাতে এক বড়লোকের বাগানে সাধু ভাস্করানন্দ অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা তাঁহার দর্শন মানসে তথায় গেলাম। গিয়া দেখি কতকগুলি শুষ্ক তৃণ ও পলের উপর তিনি বসিয়া আছেন। কিন্তু বসিবার স্থানটী অনাচ্ছাদিত নয়, দিব্য পাষাণময় থামওয়ালা লম্বা গৃহ—কিন্তু দ্বার

জানালা নাই,—তাহারই পশ্চিম প্রান্তে তিনি উপবিষ্ট, কতকগুলি ভদ্র হিন্দুস্থানী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন; বিচালির পল অনেক দূর পর্য্যন্ত বিছানো, তদুপরি স্বামীজী ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না, কেবল উত্তম পরিচ্ছদধারী এক যুবা-পুরুষ তাঁহারই সম্মুখে ঐ পল শয্যায় উপবিষ্ট। আমরা যাইবা মাত্র স্বামীজী তাঁহার দক্ষিণে ঘরের মধ্যে বসিবার জন্য আমাদিগের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া বসিলাম। শুনিলাম—স্বামীজী নিজেও পরিচয় দিলেন যে ঐ যুবক, কাশ্মীরাধিপতির মধ্যম ভ্রাতা। আরো শুনিলাম, রাজভ্রাতা স্বামীজীর নিকট মন্ত্রগ্রহণার্থ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। যুবক রাজকুমার ক্ষীণদেহ। দেখিতে মধ্যমবিদ রকম। শান্ত সুবুদ্ধি ও সুশীল ভাবাপন্ন। বোধ হয় ঐ রাজকুমারের সঙ্গেই স্বামীজী বিরলে কথোপকথন করিতে ইচ্ছুক, নচেৎ আমাদিগকে শীঘ্র উঠিয়া যাইবার অনুরোধ হইবে কেন? আমরা দুই একটী আলাপের পরই উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। "রাজদর্শন ও সাধুদর্শন এককালে ঘটিল, অতএব আমাদের আজ সুপ্রভাত" এই ভাবের কথা বলিয়া বিদায় লইলাম। রাজকুমার শিষ্টাচারের অঙ্গভঙ্গী ও দুই এক বাক্যে আমাদের সেই সৌজন্যের উত্তর দিলেন। আমার কিন্তু মনে এই ভাবটী জাগিল যে, সাধুই হউন, আর সামান্য জনই হউন, বড়লোকের বেশী খাতির করা রোগটার হাতে কেহই অব্যাহতি পান না—সাম্য-দর্শনরূপ উচ্চভাবে অবিকল ও যথার্থ পরিচালিত হওয়া বড়ই দুষ্কর। (ক্রমশঃ)

কমলে কামিনী।

(শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক কর্ণধারকে কমলে কামিনী প্রদর্শন)

যোগিঞা ভৈঁর—কাওয়ালি।

মরি, এরূপের্ তুলনা আর্ হয়্না!
কর্ণধার গো, বামা কার্ গো, রূপের্ সার্ গো, চমৎকার্ গো!
নিরখি পুলকে আঁখি, পলকে আর্ চায়্না!

প্রতি পলকে পলকে, দামিনী যেন ঝলকে,
ঝমকে চমকে, চ'কে সয়্না সয়্না!
হিরণ্ময় লাবণ্য, হেরিয়ে জীবন ধন্য,
এ কন্যা সামান্যা, মনে লয়্না লয়্না! ১।

অস্থল অতল দহে, কেমনে কমল রহে,
মোহে মন্ তার্ ভাব্ পায়্না পায়্না!
তাহে নারী কৃশোদরী, মত্তকরী করে ধরি,
উগারিছে গ্রাস করি খায়্না খায়্না!
গ্রাসে নাহি নড়ে গণ্ড, এমন অদ্ভুত কাণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ডময়্ কোন শাস্ত্র কয়্না কয়্না! ২।

করী নারী পদ্মোপর, কেমনে সহিছে ভর,
মধুকর ভর যার সয়্না সয়্না!
মৃদু হাসি বিম্বাধরে, কটাক্ষে অমিয় ক্ষরে,
কিন্তু কোন দিগে ফিরে চায়্না চায়্না!
হেন জ্ঞান হয়্ অন্তরে, এ যদি বারেক হেরে,
যমভয় যায় দূরে, রয়্না রয়্না! ৩।

রাজা গণেশ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

একটী ক্ষুদ্রতম অনল-স্ফুলিঙ্গ উপযুক্ত স্থানে পতিত হইলে সহস্র গৃহ দাহ করিতে সক্ষম—একটী সূক্ষ্মতম সীবনী উপযুক্ত স্থানে বিদ্ধ হইলে মদমত্ত বারণকেও নিমেষে হনন করিতে সক্ষম—একটী মাত্র বাক্য-বাণ উপযুক্ত অস্ত্রে আঘাত করিলে মানুষকে উন্মাদ-বিচলিত করিতে সক্ষম।

মর্ম্মাহত কংশনারায়ণ এত অমানুষিক বেগে খোজার উপর আসিয়া

পড়িয়াছিলেন, যে, খোজার মুখের কথা মুখেই রহিল! বিকট চীৎকার করিয়া খোজা পশ্চাদ্বর্ত্তী ভৃত্যের উপর পড়িয়া গেল—তাহার হস্তস্থ তরবারি ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ভূমে নিপতিত হইল! ভৃত্যও "বাবারে" বলিয়া ধরাশায়ী হইল—খোজার পর্ব্বতপ্রমাণ দেহের চাপে সে নিশ্চল ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল! তাহার পতন মাত্রেই তাহার হস্তস্থ আলোকাধার চূর্ণ ও আলোক নির্ব্বাপিত হইল।

তখন আর আলোকের তত অধিক প্রয়োজনও ছিল না। তখন প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়াছে—কারামধ্যে দিবালোক অল্প—অতি অল্প প্রবেশ করিতেছে।

খোজাকে ভূতলশায়ী করিয়াই কংশনারায়ণ চকিতের ন্যায় তাহার বক্ষোপরি বাম জানু স্থাপন করিয়া, বাম হস্তে গলা চাপিয়া ধরিলেন ও দক্ষিণ হস্তে অদূরনিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র তরবারখানি লইয়া তাহার তীক্ষাগ্রভাগ তাহার বক্ষের উপর ধারণ করিলেন—তরবারির তীক্ষ্ণ ফলক খোজার চর্ম্মে ঈষৎ বিদ্ধ হইয়া রহিল।

ইত্যবসরে কংশনারায়ণ বজ্র-গম্ভীরস্বরে খোজাকে কহিলেন, "নড়িলেই মরিবে!"

প্রথমে রাঘব ব্যাপার কি বুঝিতে পারেন নাই; এরূপ বিদ্যুদ্বেগে কংশনারায়ণ খোজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন ও আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলি এত শীঘ্র সমাহিত হইয়া গেল, যে, যখন তিনি বন্ধুর সাহায্যে আসিলেন, তখন কংশনারায়ণ খোজাকে দ্বিতীয়বার সেই রূপে দৃঢ় শাসন ভঙ্গীতে বলিতেছেন, "নড়িলেই মরিবে!"

ঐ পুনরুক্তির কারণ,—খোজা কংশকে একবার ঠেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল!—প্রথমে খোজাও কিছু বুঝিতে পারে নাই ব্যাপার কি?—যখন বুঝিল, তখন ক্রোধান্ধ হইয়া কংশকে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবা মাত্র, তাহার বক্ষে তরবারির তীক্ষাগ্র বিদ্ধ হইল—সে কংশনারায়ণের অসীম সাহস, প্রভূত বল ও সুদৃঢ় সংকল্প জানিত সুতরাং আর দ্বিতীয় চেষ্টা করিল না।

খোজাকে দ্বিতীয়বার ভয় প্রদর্শন করিয়াই কংশনারায়ণ, হতবুদ্ধিপ্রায় রাঘবরায়কে বলিলেন, "আর বিলম্ব কেন, ভাই? শীঘ্র কাজ শেষ কর!"

রাঘব, কংশের কথায় সর্ব্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত—মহাব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "কি ক'র্‌তে হবে?"

"ঘরে আমাদের বস্ত্রাদি যা কিছু আছে দেও—শীঘ্র দেও, পাপিষ্ঠকে বন্ধন করি!"

কারাগৃহের ব্যবহার্য্য যে যে বস্ত্রাদি ছিল তৎসমুদয় আনয়ন করিয়া রাঘব রায়, কংশনারায়ণের উপদেশ মত খোজার পদদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন; খোজা অল্প মাত্রায় বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কংশনারায়ণ একবার দৃঢ়গম্ভীর স্বরে "সাবধান" বলিবা মাত্র পুনরায় স্থির হইয়া রহিল।

পদবন্ধন শেষ হইলে কংশনারায়ণ খোজার বক্ষ হইতে জানু উত্তোলন করিলেন ও রাঘবের হস্তে তরবারি প্রদান করিয়া, খোজার হস্তদ্বয় সবলে পশ্চাদ্ভাগে লইয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন; তৎপরে তিনি বস্ত্র দ্বারা তাহার মুখবন্ধনে উদ্যত হইলে, রাঘব রায় কহিলেন, "ভাই, আর কেন?"

কংশনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "রাঘব, এই বড় দুঃখ তোমরা এখনও এই নরাধমকে চিন্‌লেনা, কালসর্পের মুখবন্ধন ক'র্‌বো না তো কার মুখ বাঁধ্‌বো? ইহাকে কিছুতেই বিশ্বাস নাই!"

যে কথা সেই কায—কংশনারায়ণ খোজার মুখ বন্ধন করিয়া, তাহার অঙ্গরাখার জেব হইতে ক্ষুদ্র লৌহশৃঙ্খল-বদ্ধ কতকগুলি কুঞ্চিকা বাহির করিলেন ও খোজার অঙ্গুলী হইতে একটী অদ্ভুত-গঠন বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া লইলেন। অঙ্গুরী লইবার কালে খোজা হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিস্তর বাধা দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কংশনারায়ণ অনায়াসেই কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইলেন।

সহসা কি একটা শব্দে তিনি মুখোত্তলন করিয়া তাঁহার বন্ধুর কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন—দেখেন, রাঘব রায় তাঁহাদের কলসী হইতে জল লইয়া, সেই সংজ্ঞাহীন রক্ষকের মুখে সিঞ্চন করিতেছেন! ক্ষণপরে বিস্ময়ের ভাব অন্তর্হিত হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ভাই, তোমার দয়ার শরীর চিরকালই পরের দুঃখে গ'লে যায়! তোমার সরল প্রাণ চিরকালই পরের দুঃখে কাঁদে! কিন্তু আজ আর তা হ'লে চ'ল্‌ছে না! রক্ষকের জ্ঞান হ'লে যে আমাদের পলায়ন অসম্ভব হবে, তা কি জান না?

এখন এস, আর বিলম্ব ক'রো না!—" এই বলিয়া রাঘবরায়ের হস্ত ধারণ করিয়া কংশনারায়ণ ত্বরিতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ও বাহির হইতে দ্বারের অর্গল ও কুঞ্চিকাবদ্ধ করিয়া দিলেন।

কারাগৃহ নীরব—কেবল দুইটী চক্ষু সেই ঈষদন্ধকার ভেদ করিয়া ভীষণ ভাবে জ্বলিতে লাগিল—ক্ষোভে ও অপমানে, ক্রোধে ও অভিমানে!

(ক্রমশঃ)

প্রভাত সঙ্গীত।

ভৈরব—একতালা।

প্রভাত হইল, জাগিল ধরা,
প্রাণ শুধু নাহি জাগিল।
মোহের ঘোরেতে, রহি অচেতন,
জ্ঞান আঁখি নাহি মিলিল!

গাহিছে দোয়েল, পাপিয়া কোকিল,
গাহিছে বিহগগণ।
ঈশগুণ গান করিতে পরাণ
এখনো কেন না মাতিল?

হাসিল চামেলি, মল্লিকা সেফালি,
হাসিল নলিনী হ'য়ে কুতূহলী;
হৃদয় কাননে, ভকতি প্রসূন—
ফুটি কেন নাহি হাসিল?

প্রাতঃ-বাল ভানু, রক্তিম কিরণে,
নাশিয়া আঁধার উদিল গগনে,
হৃদয় আমার অন্ধকার ঘনে,
আবরিয়া গাঢ় রহিল!

সুমন্দ প্রবাহে, বহিল সমীর,
টুপ্ টাপ টুপ্ পড়িছে শিশির,
শান্তির সমীরে, নয়নের নীর—
কেন নাহি মম ঝরিল?

দেখ রে নয়ন জ্ঞান আঁখি মেলি,
থাকিওনা আর মোহে অচেতন,
প্রাণ বিহঙ্গম, গাও অবিরাম,
ঈশগান, করি একতান মন!
পূজ তাঁরে ভকতি প্রসূনে—
মাথাইয়ে শ্রদ্ধা সলিল!

বিবেক তপন, হৃদয়ে উদিয়া,
মূঢ়তা আঁধার দিক্ ঘুচাইয়া,
বহুক হৃদয়ে, শান্তি সমীরণ,
প্রেমের আবেশে ঝরুক নয়ন!
নীরবে থেকোনা, ডাক তাঁরে মন,
দেখ পাখী সব গাহিল!

ভালবাসি!

কীর্ত্তন সুরে।

ভালবাসি এই জানি!
কেন ভালবাসি কি জানি?
দেখাবার হ'লে, হৃদিপট তুলে, দেখাতাম খুলে,
ভালবাসি কত খানি!
'ভালবাসা' 'ভালবাসা' এ ভুবন ভরিয়ে,
উঠিছে মধুর রব, জড় জীব জন্তু সব,
ভালবাসা গায় মেখে আছে ধরা জুড়িয়ে!

হায় কি মধুর না জানি!
সেই ভালবাসা,
হায় কত মধুর না জানি!
বাস না বাস ভাল আমারে,
কিছু ক্ষতি নাই,
তাহে কিছু ক্ষতি নাই,
আমার তাহে কিছু ক্ষতি নাই,
শুধু এই চাই,
সদা এই চাই,
হৃদয়ের ধন ব'লে, আদরে হৃদয় খুলে,
হৃদয়ে লইব তুলে;
হৃদয়ের ভালবাসা সব দিব তোমারে!
আমার হৃদয় মণি!
তোমায় বড় ভালবাসি, আমি এই তো জানি!
কেন এত ভালবাসি কি জানি?

বিদায় কর!

জংলা ঝিঁঝিট—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

কি জানি ভজন আমি অভাজন অকিঞ্চন?
দীন হীন জ্ঞান হীন যাচি তব শ্রীচরণ!
শুন প্রভু জগৎ-স্বামী, অকৃতি অধম আমি,
হেন জনে তার যদি জানি হে অধম-তারণ!
দাঁড়াইয়ে করপুটে, আছি তব সন্নিকটে,
ভিখারী-বাসনা আজ করিতে হবে পূরণ!
উপহার আঁখি জল, দিতেছি হে অবিরল,
বিদায় কর অনাথেরে অনাথ দীন শরণ।

কি দিবে ?

জংলা পিলু—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

ভিখারী এসেছে আজ তোমার দ্বারে!
কি দিবে হে তাহারে?
চাহিনা অন্ন, প্রেম সুধা ভিন্ন,
তোমারি প্রেম অগ্রগণ্য!
তব নাম গান, করি অনুক্ষণ,
জীবন যেন কাল হরে!
অতুল সৃজন, দেখিয়ে নয়ন,
না মুদে যেন হে কখন!
দিবা বিভাবরী, অন্তর আমারি,
তোমারি ধ্যান করে!

গা তোলো!

গৌরী—ঝাঁপতাল।

গা তোলো পথিক মন ক্রমে হ'ল অন্ধকার!
বিষয় পাদপমূলে কত নিদ্রা যাবে আর?
কু আশা কণ্টকচয়, বিস্তৃত এ পথ ময়,
তাহে নিশি তমোময়, চলে যাওয়া হবে ভার!
আঁখি মুদি আছ শুয়ে, স্বপনেতে রাজা হ'য়ে,
তরিবে যে কি উপায়ে, না চিন্তিলে একবার।
সম্মুখে আয়ু কানন, উত্তরিতে হবে মন,
জান না এ মহাবন কাল ভূতের অধিকার?
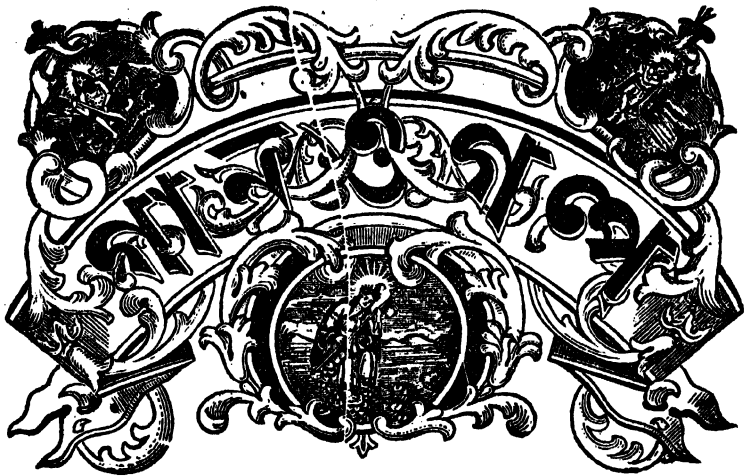
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] আষাঢ়, ১২৯৬ সাল। [৩য় সংখ্যা

জীবন।

চারি ভাগ।

হায় ছেলেবেলা আজ হ'য়েছে স্বপন—
মরমের কোণে যেন খেলিছে স্বপন!
কি সুন্দর কি সুখের ছিল অল্প ক্ষণ!
জীবনে সকালবেলা সে বসন্তকাল!

বাড়িল বয়স—ছুটে আইল যৌবন—
নাচিল হৃদয়—কত রসেতে মগন!—
জ্বালিল অন্তরে আত্মা আশা-হুতাশন!—
জীবনে নিদাঘবেলা, সে নিদাঘকাল!

বাড়িল বয়স—ধীরে প্রৌঢ়ের জীবন,
অতৃপ্ত লালসা ল'য়ে করে আগমন!—
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগে অনুক্ষণ!—
জীবনে বিকালবেলা সে প্রাবৃট্‌কাল!

বাড়িল বয়স—আরো ধীরে স্থবির-জীবন,
অন্তিম বাসনা সনে দিল দরশন!—
বিভুগুণ-গান, ধ্যান—হরির চরণ!—
জীবনে সাঁজের বেলা, সেই শীতকাল!

নলিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দস্যুহস্তে।

হরির বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত, চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, বাড়ীটী একতালা। বাটীর সম্মুখে দালান, দুই ধারে দুইটি বৈঠকখানা উত্তম রূপে সজ্জিত, বাটীর ভিতর ৬।৭টী কুঠারি, বাহিরে পুষ্করিণী এবং আম্র কানন। চতুর্দ্দিগে মাঠ।

পরিবারের মধ্যে হরির বৃদ্ধা জননী, প্রৌঢ়া সহধর্ম্মিণী এবং বিংশতি বৎসরের এক পুত্র, নাম নিধিরাম।

লোকে কথায় বলে, "বাপ্‌কা বেটা!"—কিন্তু সকল স্থানে তাহা খাটে কৈ? একজন দয়ালু, দানধর্ম্মরত, সত্যপরায়ণ এবং বিদ্বান্; কিন্তু তাঁহার পুত্র, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক এবং গুণ্ডা। এ প্রকার সহস্র সহস্র উপমার অভাব নাই। সংসারের নিয়মই এই—এক সংসারে দুইটী মনুষ্য এক প্রকৃতির হয় না।

যখন সংসারের এই নিয়ম তখন হরির পুত্র হরির ন্যায় দাতা পরোপকারী এবং দয়ালু হইবে কেন? সে মাতাল, বেশ্যাসক্ত এবং সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি—চেহারাও তদ্রূপ। রাত্রিতে প্রায় বাড়ী থাকে না, আজও ছিল না। হরির সহধর্ম্মিণীর স্বভাব মন্দ নহে, আর তাহার মাতা বৃদ্ধা তাহার কথা স্বতন্ত্র।

বালিকাকে সে দিবস হরি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। উত্তমরূপ জলযোগ করিয়া যাহাতে তাহার সুনিদ্রা হয় তাহার সহধর্ম্মিণীকে সে বিষয়

যত্ন করিতে কহিল এবং যে প্রকারে কন্যাটীকে পাইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিল। পরদিবস প্রাতে নিয়মিত কর্ম্ম সমাপনের পর, হরি এবং তাহার সহধর্ম্মিণী বালিকাকে নিকটে বসাইয়া মধুর বচনে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

হরি জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি মা ?"

"আমার নাম নলিনী।"

"বাড়ী কোথায় ?"

"বরানগর।"

"তোমার বাপের নাম কি ?"

"হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।"

"তিনি কি কায করেন ?"

"সাহেবের বাড়ী কায ক'রতেন, চারি বৎসর হ'ল তিনি মারা গিয়েছেন।"

"তোমার মা আছেন ?"

"আছেন।"

পিতা মাতার কথা মনে হওয়াতে নলিনীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, নয়ন হইতে শতধারে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। নলিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া হরি তাহাকে কোলে লইয়া চক্ষু মুছাইয়া সস্নেহ বচনে কহিল, "কেন মা কাঁদিছ কেন ? ভয় কি ? আমি তোমাকে তোমার মার কাছে পৌঁছিয়া দিব।"

হরির সান্ত্বনা বাক্যে নলিনী কিঞ্চিৎ শান্ত হইল; হরি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইতেছিলে ?"

"খুড়িমার বাপের বাড়ী।"

"সঙ্গে কে কে ছিল ?"

"খুড়িমা, আর তাঁর বাবা।"

"তোমার আপন খুড়িমা ?"

"না।"

"তবে কি রকম ?"

"আমাদের বাড়ীর পাশে তাঁর বাড়ী।"

"তোমার মা তাঁর সঙ্গে পাঠালেন ?"

"হ্যাঁ, তাঁর ভায়ের বিয়ে ব'লে।"

"তাঁরা কি বাঁচতে পেরেছেন ?"

"তা ব'ল্‌তে পারিনে, যখন ঝড়ে নৌকো ডুবু ডুবু হ'ল তখন আমি বেরিয়ে এসে একটা মাঝির পা জ'ড়িয়ে ধ'র্‌লুম, যদি সে আমাকে বাঁচায়, কিন্তু সে আমায় ঠেলে ফেলে দিয়ে পালাল, আর খুড়িমা আর তাঁর বাবা নৌকার ভিতর থেকে বেরুতে পার্‌লেন্ না! আমি জলে প'ড়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগ্‌লুম, নৌকাখানা ত'লিয়ে গেল, আমিও ডুবে গেলুম।"

"আচ্ছা তুমি আমার কাছে থাক, তোমার কোন ভয় নেই, আমি তোমাকে আমার মেয়ের মতন রাথ্‌বো, আর শীঘ্র তোমাকে বাটী রেখে আস্‌বো।"

এই বলিয়া হরি প্রস্থান করিল, তাহার স্ত্রী নলিনীকে লইয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল।

এইরূপে প্রায় এক মাস অতীত হইয়াছে, হরি এবং তাহার স্ত্রীর যত্নে নলিনী অনেক সুস্থ এবং শান্তিলাভ করিয়াছে। হরির পুত্র নিধিরাম প্রত্যহ দুইবেলা আহারের সময় আসে এবং আহার করিয়া চলিয়া যায়; তাহার দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত হরি তাহাকে দেখিতে পারিত না। সে দুই বেলাই নলিনীকে দেখিতে পাইত, কিন্তু পিতার ভয়ে কিছু বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। এক দিবস তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা ও মেয়েটী কে ?"

তাহার মা জানিত—আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। দুষ্ট যখন জানিতে পারিল যে নলিনী তাহাদিগের আত্মীয়া নহে, তখন তাহার অতীব আনন্দ হইল। সে নিজের আড্ডায় গিয়া সঙ্গীদিগকে সংবাদ জানাইল এবং নলিনীর রূপ গুণ ব্যাখ্যা করিয়া কহিল, "ভাই আমি তো পাগল হয়েছি, যে অবধি তারে দেখিছি সেই অবধি আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়েছে। কেবল দিবানিশি তার ভাবনায় আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্চে! যদি তোমরা আমাকে বাঁচাতে চাও তবে কোন গতিকে তাকে আমার কাছে ল'য়ে এস তাতে যে খরচ হবে তা আমি দিব।"

তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ব্যাকুল দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া কহিল, সত্বর সুযোগ মতে তাহাকে আনিয়া দিবে। সঙ্গীদিগের প্রবোধ বাক্যে নিধিরাম কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিল বটে, কিন্তু সে এবং তাহার সঙ্গীরা সকলেই জানিত যে হরি যদি জানিতে পারে তাহা হইলে কাহারো কাঁচা মাথা থাকিবে না। সকলেই চেষ্টায় রহিল কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কিছু করিতে পারিল না।

উক্ত পরামর্শের পর প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইয়াছে, একদিবস রাত্রে হরি দল বল লইয়া ডাকাতি করিতে গিয়াছে, প্রত্যহই ঐরূপ যায় কিন্তু সে দিবস আর ফিরিল না বা তাহার পর দিবসও আসিল না। হরি না আসাতে বাটীর সকলেই উদ্বিগ্ন হইল। ক্রমে রাষ্ট্র হইল হরি সদ্দার ধরা পড়িয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণে তাহার বৃদ্ধা জননী এবং স্ত্রীর হৃদয় যে কি পর্য্যন্ত ব্যাঁকুল হইল তাহা ব্যক্ত করা যায় না। কি করিবে—চোরের মায়ের কান্না—নীরবে সহ্য করিতে হইল।

তাহার পর দিবস রাত্রে নলিনী এবং হরির স্ত্রী রোয়াকে শুইয়া আছে, শীতল সমীরস্পর্শে নলিনীর গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছে, কিন্তু হরির স্ত্রীর চক্ষে নিদ্রা নাই। পতির চিন্তা, তাহার অদৃষ্টে কি আছে, কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে বা মুক্ত হইতে পারিবে কিনা ইত্যাদি নানা রকম দুশ্চিন্তায় তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, সুতরাং নিদ্রা হইতেছে না। এইরূপ চিন্তায় নিমগ্না, এমন সময় নিধিরাম আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধিরাম আসিয়া কহিল, "মা—ভাত দে।"

জননী আস্তে আস্তে উঠিয়া তাহাকে ভাত দিতে গেল; হরির সম্বন্ধে কোন কথা তাহাকে বলিল না, কারণ সে জানিত তাহাকে বলা আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা, কোন ফল নাই। নিধিরাম আহার করিতে গেল, তাহার জননীও গেল, বাহিরে আর কেহই রহিল না, কেবল মাত্র নলিনী নিদ্রাগত। এমন সময় তিন চারি জন দস্যু আসিয়া নিদ্রিতা নলিনীকে লইয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণ পরে নিধিরাম আহার করিয়া চলিয়া গেল, তাহার জননী বাহিরে আসিল; বাহিরে আসিয়া দেখে নলিনী তথায় নাই, ভাবিল কোথায় গিয়াছে, এখনি আসিবে, এইরূপ ভাবিয়া সেই

স্থানে উপবেশন করিল; ক্রমে একদণ্ড দুইদণ্ড করিয়া একঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, তত্রাচ নলিনী প্রত্যাগমন করিল না দেখিয়া তাহার মনে মনে সন্দেহ হইল, সে উঠিল, উঠিয়া দাসীকে লইয়া বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণীর ধার পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিল কিন্তু কোথাও তাহার দেখা পাইল না, নিকটেও মনুষ্য নাই যে তাহাদের ডাকিয়া সাহায্য প্রার্থনা করে; কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং সেই স্থানে উপবেশন করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে যামিনী প্রভাত হইল তথাপি নলিনী ফিরিল না। বৃদ্ধা ও দাসী নিকটে বসিয়া রহিল, তাহারাও ঘুমাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

দস্যুরা নলিনীকে হরণ করিয়া লইয়া কিয়দ্দূর যাইলে তাহার চেতনা হইল। সে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখে বিকটাকার চারিজন মনুষ্য তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সে ভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। পাপিষ্ঠেরা চীৎকারে ভীত হইয়া দৃঢ় রূপে তাহার মুখ বন্ধন করিয়া নিজের গ্রাম হইতে প্রায় ২।৩ ক্রোশ অন্তরে একটা নিবিড় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই স্থানে একখানি উলুর ঘর, তাহার চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; প্রাচীর এত উচ্চ যে বাহির হইতে তাহার ভিতর ঘর আছে এমত বোধ হয় না।

দস্যুরা নলিনীকে লইয়া সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া মুখের বন্ধন খুলিয়া দিয়া কহিল, "চেঁচা শালি, এখন যত চেঁচাতে পারিস্!" এই বলিয়া তাহারা বসিল।

অপর একজন কহিল—"শালি কি ভার, যেন লোহার মুগুর, আমার কাঁধটা ব্যথা হয়ে গেছে, বাবা এর শোধ তুলতে পারি তবে আপ্‌শোষ্ যাবে, পরিশ্রমের সফল হবে।"

আর একজন কহিল "নিধে শালার কপাল ভাল, শালা ঘরে বসে এমন

সাগর ছেঁচা মাণিক পেয়েছে! শালাকে কিন্তু একা ভোগ ক'র্‌তে দেওয়া হবে না।"

এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি এবং রসিকতা শ্রবণে নলিনী ভয়ে নীরব, স্পন্দন-রহিত—জড় পদার্থের ন্যায় হইয়া রহিল—মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিল, নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নিধিরাম হাঁস ফাঁস করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। নিধিরামকে দেখিয়া নলিনীর কিঞ্চিৎ সাহসের সঞ্চার হইল ভাবিল সে বুঝি তাহারই অন্বেষণে আসিয়াছে, এই ধারণা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল এবং তীরবৎ বেগে উঠিয়া গিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ওগো, এই চোরেরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে, তুমি শীঘ্র বাড়ী নিয়ে চল, মা হয়তো কত খুঁজ্‌ছেন্।"

নিধিরাম কিছু থতমত খাইয়া গেল, কি বলিবে—কি বলিয়া তাহার কথার উত্তর দিবে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জোগাইল না, সে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

দস্যুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"নিধিরাম তোমার প্রাণের বোন্‌কে শিগ্‌গির বাড়ী নিয়ে যাও।"

এই কথায় সকলে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ নিধিরাম বুঝিল, বুঝিয়া বজ্রমুষ্টিতে নলিনীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "সুন্দরি! তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? এখানে তোমার ভয়ের তো কোন কারণ নেই, তুমি এই ঘরের ভিতর ব'সো!" এই বলিয়া নলিনীকে কথা কহিবার সাবকাশ না দিয়া বলপূর্ব্বক ঘরের ভিতর পূরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নলিনী পুনর্ব্বার কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু সে বিজন স্থানে ক্রন্দনে কি ফল হইবে? নলিনীকে গৃহজাত করিয়া নিধিরাম তাহার সঙ্গী-দিগের সহিত আসিয়া মিশিল। নানাবিধ কথা চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তামাকু এবং গঞ্জিকা মুহু'মুহু' পুড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কিরূপে নলিনীকে আয়ত্বাধীন করা যায় তাহার কথা উঠিল, চারি জনে চারি প্রকার পরামর্শ দিল, কিন্তু তাহা মনোমত হইল না; পরিশেষে বলপ্রকাশ স্থির হইল এবং সেই রায় বাহাল রহিল। তখন নিধিরাম

কহিল "আমি ভাই সাদা চ'খে কিছু ব'ল্‌তে পার্‌বো না—মামার বাড়ী থেকে একবার ঘুরে এস।" এই বলিয়া ঝনাৎ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিল। একজন সেই টাকাটা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, এদিগে রীতিমত গাঁজা চলিতে লাগিল। খানিক পরে তিন বোতল মদ আসিল, তখন সকলে চক্রাকার হইয়া বসিল এবং তাহার ভিতর হইতে একটা বোতল লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

প্রচণ্ড রৌদ্রে মেদিনী দগ্ধ হইয়া আছে, দুই চারি ফোঁটা বারি পতনে উষ্ণতার শমতা না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। উহাদিগেরও তদ্রূপ অবস্থা হইল। নেশা হইল না দেখিয়া পুনরায় আর একটা বোতল বাহির হইল—ক্রমে সেই চারি বোতল সুধাই উদরস্থ হইল, তৎসঙ্গে ৫।৬ ছিলিম গাঁজা উড়িয়া গেল। নেশায় পূর্ণ মাত্রা—যে যেস্থানে বসিয়াছিল সে সেই স্থানেই ঢলিয়া পড়িল। পতন মাত্রেই গাঢ় নিদ্রা। কেবল নিধিরাম শুইল না, সে আস্তে আস্তে উঠিল, কিন্তু পদদ্বয় দেহভার বহনে অসমর্থ হইয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিল; পুনরায় উঠিল, আবার পড়িয়া গেল। তখন সে দাঁড়াইতে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া বুকে হাঁটিয়া গিয়া দরজা ধরিল এবং তাহাতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও শিকল খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

নলিনীকে ঘরে পূরিয়া পাপিষ্ঠেরা মদ খাইতে খাইতে তাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিতেছিল নলিনী তাহা সমুদায় শুনিয়াছিল, তার পর যখন দরজা খোলার শব্দ পাইল তখন প্রবল বায়ু বিতাড়িত তাল পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল, ভয়ে ঘরের এক কোণে যাইয়া লুক্কাইত হইল। নিধিরাম দেয়াল ধরিয়া তাহাকে খুঁজিতে লাগিল এবং যে স্থানে সে লুকাইয়া ছিল সেই স্থানে যাইয়া তাহাকে পাইয়া দুই হস্তে দৃঢ় রূপে ধারণ করিল। সে ভয়ে কাষ্ঠবৎ হইয়া রহিল। নিধিরাম কহিল—"সুন্দরি—বাবা—তোমার জন্যে অনেক কষ্ট পাইয়াছি, ভাগগিস্ বাবা ধরা পড়িয়াছিল—তাই আজ"—বলিতে বলিতে তাহাকে সজোরে আকর্ষণ করিল।

নলিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না,—লাঙ্গুলবিমর্দ্দিত ফণিণীর ন্যায়

গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং সজোরে তাহার হাত ছাড়াইয়া দূরে দাঁড়াইয়া, সুদৃঢ় স্বরে কহিল—"শোন নিধিরাম, তুমি মনে ইহা স্থান দিওনা যে বালিকা পাইয়া, বলে আমার সতীত্ব নাশ করিবে, আমাকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড কর, আমার এক একটি অঙ্গচ্ছেদন করিয়া তাহাতে লবণ প্রদান কর কিম্বা জীবিতাবস্থায় আমাকে অনলে নিক্ষেপ কর, আমি অম্লান বদনে সহ্য করিব, তথাপি পাপকার্য্যে আমাকে লওয়াইতে পারিবে না। তোমার পিতা সাধু, তিনি আমাকে নদীগর্ভ হইতে উঠাইয়া জীবন দান করিয়াছেন এবং নিজের কন্যার ন্যায় পালন করিতেছেন, কিন্তু তুমি তাঁহার এমনি সৎপুত্র যে বলপূর্ব্বক একজন নিরাশ্রয়া বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। যাহা হউক এখন যদি নিজের মঙ্গল চাও, সত্বর আমাকে বাটী রাখিয়া আইস নচেৎ তোমার ভাল হইবে না!"

কে কাহার কথা শুনে—সুরাপানে উন্মত্ত নিধিরামের কর্ণে নলিনীর কথার এক বর্ণও প্রবেশ করিল না। যতক্ষণ সে কথা কহিতেছিল ততক্ষণ সে তাহার মুখের দিগে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া ছিল; যখন সে বলিল "আমাকে বাটী রাখিয়া আইস," সে তাহার বিপরীত ভাবিল,—মনে করিল সে বুঝি তাহাকে নিকটে ডাকিতেছে। সে তখন—"প্রাণ—পিয়ে—এই যে আমি—" এই কথা বলিতে বলিতে হাত বাড়াইতে বাড়াইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাকে পুনরায় অগ্রসর হইতে দেখিয়া নলিনী সরোষে দুরাত্মার বক্ষস্থলে সজোরে পদাঘাত করিল, একে সুরাপানে দাঁড়াইতে অশক্ত, তাহাতে এই ভীম পদাঘাতে সে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। নলিনী তাহাকে পতিত দেখিয়া পলায়নের এই উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া সত্বর পদে বাহিরে আসিল ও পাছে সে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করে এই ভয়ে দরজায় শিকলি টানিয়া দিল; পরে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে অপর চারি ব্যক্তি রোয়াকে শুইয়া আছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ভয়, পাছে তাহারা জাগ্রত হইয়া পুনরায় তাহাকে ধরে, সে কাঁপিতে কাঁপিতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দ্রুতগতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরি ও নলিনীর মা।

"হরি সর্দ্দার ধরা পড়িয়াছে," জনরবটী সম্পূর্ণ অলীক। হরি ধরা পড়ে নাই। সেই দিবস, যে দিবস হইতে হরি বাটী ফিরে নাই—সেই দিবস প্রাতে গুপ্তচরের মুখে হরি সংবাদ পায় যে বীরভূম হইতে একজন ইংরাজ অনেক গুলি অর্থ লইয়া কলিকাতায় যাইবে; অপরাহ্ণ চারিটার সময় ভাঁটা হইবে, সেই সময় সাহেবের বোট খুলিয়া যাইবে, এবং ইহাও কহিল যে প্রায় ৪০ জন অস্ত্রধারী তাঁহার সঙ্গে সেই নৌকায় যাইবে। হরি এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার দলস্থ সমুদায় লোককে চারিটার মধ্যে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিল। পাঠক পূর্ব্বে হরির দলে ২৫।২৬ জন লোক দেখিয়াছেন, কিন্তু উহার দলে আরও লোক ছিল, তাহারা ভিন্ন গ্রামের; তাহাতে প্রায় ৪০।৫০ জন মনুষ্য ছিল। তাহারা স্থল পথে দস্যুতা করিত, তাহারা হরির নির্ব্বাচিত একজন লোকের দ্বারায় পরিচালিত হইত। সে দিবস হরি সকল লোক একত্রিত করিয়া তিন খানি ছিপ লইয়া যাত্রা করিল। বাটী হইতে যাত্রা করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিতে তাহার প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল, তথায় আসিয়া হরি শুনিল অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে নৌকা খুলিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া হরি দ্রুতবেগে ছিপ খুলিয়া দিল। খানিক দূর আসিলেই হরি দেখিতে পাইল বোটখানি অনুকূল পবনে পাল উড়াইয়া তীরবেগে চলিয়াছে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাকে ধরা দুঃসাধ্য। তখন হরিও পাল তুলিতে আজ্ঞা দিল, অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনখানি ছিপে পাল উঠিল। পাল এবং বোটের জোরে ছিপ কয়খানি পবনগমনে যাইতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর সূর্য্যদেব বিশ্রাম লাভের অবকাশ পাইলেন। দিননাথের বিরহে কাতর হইয়া কমলিনী আঁখি মুদ্রিত করিল, প্রকৃতি মলিন বসনে আবৃতা হইয়া নিজের বিষাদের পরিচয় দিলেন। প্রকৃতিকে বিষাদিনী দেখিয়াই যেন আকাশে নক্ষত্রগুলি হাসিয়া উঠিল। খলের স্বভাব পরের মন্দ দেখিলে আপনি সুখী হয়।

এইরূপ সময় হরির ছিপ আসিয়া বোটের দুইশত হস্ত দূরে উপস্থিত

হইল। বোটের উপর একজন হিন্দুস্থানী বসিয়া গোঁপে চাড়া দিতে দিতে সান্ধ্যসমীরণে গলা মিশাইয়া বিকৃত কণ্ঠে গান গাইতেছিল, অপর ব্যক্তিরা বোটের ভিতর বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি হঠাৎ ছিপের উপরে পড়িল, সে ডাকাতের নৌকা দেখিয়া উপর হইতে ডাকিয়া সাহেবকে কহিল—"হুজুর, বোম্বেটিয়াকা লা পিছু লাগা।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কয়ঠো হ্যায়?"

উত্তর—"তিনঠো।"

সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা কলিন—"কেৎনা আদমি হ্যায়?"

উত্তরহইল—"বহুত হ্যায়, আন্ধারমে ঠিক মালুম হোতা নেই।"

"কেত্তা দূর হ্যায়?"

"লগিজ মে আয়া" বলিয়া হিন্দুস্থানী হাঁকিল, "ছিপ তফাৎ।"

সোঁ করিয়া একটি তীর আসিয়া পাঁড়েজির জানু বিদ্ধ করিল। সে তখন চীৎকার করিয়া কহিল, "হুজুর শালা লোক তীর ছোড়্‌তা হ্যায়,—হামারা পাঁওমে বিঁধ দিয়া" বলিয়া বন্ধুক ছুঁড়িল। পুনরায় তীর আসিয়া পাঁড়েজীর হস্ত বিদ্ধ করিল, হাত হইতে বন্দুক পড়িয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বন্দুক উঠাইতে গেল—পরক্ষণেই চীৎকার করিয়া নৌকার উপর পতিত হইল, দস্যু নিক্ষিপ্ত শর তাহার মস্তক ভেদ করিয়াছে। সাহেব গতিক ভাল নহে দেখিয়া সমস্ত লোক জনকে বোটের ভিতর রাখিলেন এবং বন্দুক প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। ছিপ ক্রমে নিকটে আসিল—যখন বিশ হাত দূরে—অমনি গুড়ুম—গুড়ুম—গুম করিয়া একেবারে ৩০টী বন্দুকের আওয়াজ হইল। সে সঙ্গে প্রায় ১০।১৫ জন দস্যু সলিলশায়ী হইল।

বোটে যে এত বন্দুক আছে হরি একথা পূর্ব্বে ভাবে নাই। বাঁশী বাজিল—ছিপ্ উজাইয়া পুনরায় দুই শত হস্ত দূরে গেল এবং তথা হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় শর বর্ষণ হইতে লাগিল। ছিপ হটিয়া যাওয়াতে সাহেবের সাহস হইল, মাঝিকে হুকুম দিলেন—"ডবল পাল উঠাও!—" অবিলম্বে ডবল পাল উঠিল, নৌকা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে চলিতে লাগিল কিন্তু ছিপ পিছন ছাড়িল না; সেই দুইশত হস্ত দূর হইতে অবিরাম তীর পড়িতে লাগিল। এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে সমস্ত রাত্র হরি তাহাঁদিগের সঙ্গে

সঙ্গে যাইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যখন প্রভাত হইল তখন ছিপ জঙ্গলের ভিতর রাখিয়া সকলে স্থলে উঠিল। দিবসের আলোক দেখিয়া সাহেব বাহিরে আসিলেন এবং নৌকার ছাদের উপর উঠিয়া দস্যুদিগের নৌকা দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু যতদূর তাঁহার দৃষ্টি চলে দেখিলেন, অনন্ত নীল অম্বুরাশি প্রভাতের মৃদু সমীরণে নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে চলিয়াছে। নৌকা বা দস্যুর চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। তখন নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ভিতরে আসিয়া প্রফুল্ল মনে সুরাদেবীর অর্চ্চনা করিতে বসিলেন। নৌকা ক্রমে অদৃশ্য হইল।

হরির দল ডেঙ্গায় উঠিয়া কেহ বাবু, কেহ চাকর, কেহ ফকির ইত্যাদি নানাপ্রকার বেশে সকলে গ্রামে প্রবেশ করিল। হরি, বাবু সাজিয়াছে, নিকটবর্ত্তী একখানা দোকানে গিয়া বসিল; দোকানদার ভদ্রলোক দেখিয়া সমাদর করিল। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হরি কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া তামাকু খাইতে খাইতে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিল "এস্থানের নাম কি?"

দোকানদার উত্তর করিল, "বরানগর।"

বরাহনগরের নাম শুনিয়া হরির নলিনীর কথা মনে হইল, ভাবিল যদি এখানে আসিয়াছি তবে নলিনীর জননীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইব; এই ভাবিয়া দোকানদারকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"এইখানে হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন্ বাড়ী বলিতে পার?"

উত্তর হইল—"পারি।"

হরি কহিল, "যদি একটু কষ্ট করিয়া সেই বাড়িটী দেখাইয়া দেও তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

দোকানদার তখন একটী বালককে হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাটী দেখাইয়া দিতে কহিল, সে হরিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাড়ী দেখাইয়া দিয়া আসিল।

বাটীর অবস্থা দেখিয়া হরির বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দালানে জঙ্গল হইয়াছে, মেরামত অভাবে প্রাচীর এবং ছাদ পড়িয়া যাইতেছে— উঠানে জঙ্গল—বাটীর ভিতর ঢুকিলে তাহাতে মানুষ আছে বলিয়া বিবেচনা

হয় না। বাটীর ভিতর ঢুকিয়া হরির হৃৎকম্প হইতে লাগিল—ভাবিল বুঝি নলিনীর মাতা জীবিতা নাই। হরি ভীতি-বিহ্বলস্বরে ডাকিল "মা!"

কাহারও সাড়া শব্দ নাই—কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় ডাকিল, "মা—ওমা—মাগো!"

বহু দিবস পরে "মা" শব্দ শুনিয়া নলিনীর জননী রোদন করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন, কিন্তু একজন অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হরি, নলিনীর জননীকে দেখিল—কি দেখিল—কয়খানি মাত্র অস্থি স্তরে স্তরে সাজাইয়া, একখানি মলিন বসন পরাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল—নয়ন-সলিলে বক্ষ ভিজিয়া গেল, সে কহিল, "মা আপনি বাহিরে আসুন, আমার সম্মুখে কিছুমাত্র লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই—আপনার নলিনীও যেমন আমাকেও তদ্রূপ জ্ঞান করুন।"

ভস্মাবৃত অনলে ফুৎকার দিলে যেরূপ জ্বলিয়া উঠে, নলিনীর কথা স্মরণ হওয়াতে তাহার মাতার হৃদয়ানল জ্বলিয়া উঠিল। তথা হইতে "নলিনীরে, তুই কোথায় গেলি।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার রোদন-শব্দ শুনিয়া রামনারায়ণ নিজ বাটী হইতে ছুটিয়া আসিলেন।

রামনারায়ণের এখন আর সে স্বভাব নাই, তিনি এখন অতি নিরীহ হইয়াছেন; এখন সর্ব্বদা নলিনীর বাটীতে থাকেন এবং তাহার জননীকে সান্ত্বনা করেন। পূর্ব্বে স্ত্রীর পরামর্শে কপট হৃদয়ে আত্মীয়তা করিতেন এখন তাহা সারল্যে পরিণত হইয়াছে, তাঁহার আর কেহ নাই, নলিনীর জননীরও আর কেহই নাই, দুইজনে সমদুঃখভাগী সুতরাং উভয়ে উভয়ের সাহায্য করেন। নলিনীর মাতা কষ্টেসৃষ্টে এক মুঠা অন্ন রাঁধিয়া দিতেন, রামনারায়ণ হাট বাজার করিতেন।

উপযুক্ত সন্তান মরিয়া যাউক, রাজ্যেশ্বর স্বামী কালগ্রাসে পতিত হউন—প্রাণাধিকা প্রিয়তমা হৃদয়-পিঞ্জর শূন্য করিয়া উড়িয়া যাউক—তোমার সর্ব্বনাশ হউক—তাহাতে উদরের কি? প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে উদরের সেবা করিতেই হইবে। এমন লোক দেখাইতে পার যে পতি পুত্র অথবা প্রিয়তমা বিয়োগে আহার পরিত্যাগ করিয়াছে?

কখনই নয়!—তা যদি পারিত তাহা হইলে কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী থাকিত না।

রামনারায়ণ আসিয়া দেখিলেন, একজন অপরিচিত ভদ্রলোক রোয়াকে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের নিবাস?"

হরি, ব্রাহ্মণ দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, "বাঁকুড়া জেলায়।"

রাম। আপনার নাম?

হরি। হরিচরণ দাস—আমরা কৈবর্ত্ত।

রাম। এখানে কোথায় আসা হ'য়েছে?

হরি। এইখানেই আসা হ'য়েছে।

রাম। এই স্থানে?

হরি। আজ্ঞা হাঁ।

রাম। কাহার নিকট?

হরি। হরিমোহন বাবুর নিকট।

রাম। তাঁহার সঙ্গে কি আপনার আলাপ ছিল?

হরি। কোন সময়ে আমি কলিকাতায় আসিয়া বিপদে পড়ি, তিনি আমাকে উদ্ধার করেন, সেই অবধি আমি তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতাম।

রাম। তিনি চারি বৎসর হইল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

হরি। আজ্ঞা হাঁ তাহা শুনিয়াছি,—তাঁহার একটী কন্যা ছিল?

রাম। দুঃখের কপালে সুখ হয় না—গত বৈশাখ মাসের শেষে আমার পরিবার তাহার সহোদরের বিবাহ উপলক্ষে পিত্রালয়ে যাইতেছিল, পথে ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া সকলেই মারা পড়িয়াছে।

হরি। সকলেই?

রাম। হ্যাঁ সকলেই।

হরি। আপনারা এ বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন?

রাম। হ্যাঁ—আমি নিজে শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিলাম, তথায় গিয়া শুনিলাম তাহারা পৌঁছায় নাই, সেখানে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইলাম না, পরে ফিরিয়া আসিবার সময়

যে মাঝিরা তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছিল তাহাদের সহিত দেখা হইল— জিজ্ঞাসা করায় তাহারা সবিশেষ কহিল।

হরি। দেখুন আমি একটি কন্যা মৃতাবস্থায় পাইয়া তাহাকে জীবিত করিয়াছি—তাহারও নাম নলিনী। আপনি যেরূপ বলিলেন, সেও সেইরূপ কহিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়—সেই নলিনীই আপনাদের এবং সেই বিষয় তত্ত্ব লইবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছি—হরিমোহন বাবুর সঙ্গে আমার কখনও আলাপ ছিল না; আমি নলিনীর মুখে শুনিয়া জানিতে পারিয়াছি।

এই বলিয়া নলিনীকে যেরূপে পাইয়াছিল এবং যেরূপে তাহাকে জীবিতা করিয়াছে ও তাহার রূপ গুণের বিষয় সমুদায় পরিচয় দিল।

নলিনীর মাতা এই সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন, অনেক পরিশ্রমের পর তাঁহার চেতনা সম্পাদন হইল। চেতনা হইলে উঠিয়া হরিকে কোটী কোটী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহার পুরস্কার আমি তোমায় দিতে পারিলাম না, কারণ আমি দুঃখী, কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে ইহার উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন!"

হরি কহিল, "মা, আমি পুরস্কারের কর্ম্ম কিছুই করি নাই—মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছি, যদি না করিতাম, তাহা হইলে পাপের ভাগী হইতে হইত, অতএব সে বিষয়ের জন্য আপনি কিছু ক্ষুণ্ণ হইবেন না।" ইত্যাদি মিষ্ট প্রবোধ বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

রামনারায়ণ পরিবারের মৃত্যুতে বড় দুঃখিত হয়েন নাই, কিন্তু নলিনীর কারণে হৃদয়ে অতিশয় বেদনা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার কুশল সংবাদ পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। শোকের সাগরে সুখের ঝড় বহিল। নলিনীর সংবাদ শ্রবণে তাহার জননী রুগ্নদেহে আজ দ্বিগুণ বল পাইয়াছেন, আজ তাঁহার যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে, তিনি উঠিয়া পাকশালে যাইলেন। ক্রমে সকলে আহারাদি করিয়া বসিয়া নলিনী সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইল—রজনী তমসাবরণে আবৃত হইল,—এই সময় হরি কহিল, "মা আমি তবে যাই!"

"না বাবা—আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"আপনি স্ত্রীলোক—বিশেষতঃ রুগ্নশরীর—এ অবস্থায় কিছুতেই আমি আপনাকে লইয়া যাইতে পারি না।"

নলিনীর মাতা পুনঃ পুনঃ যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু হরি বিনীত বচনে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল। পরিশেষে স্থির হইল রামনারায়ণ তাহার সঙ্গে যাইবেন, কিন্তু দুই চারি দিবস পরে; কারণ তাঁহার বাটীর একটা ব্যবস্থা না করিয়া যাইতে পারেন না। অগত্যা স্থির হইল হরিকে ২।৪ দিবস থাকিতে হইবে। হরি উঠিয়া বাহিরে গেল—পথে একজন ফকিরের সহিত দেখা হইল—তাহাকে কহিল,—"তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও!"

"আপনি?"

"আমার ৪।৫ দিবস বিলম্ব হইবে।"

"আমরা সকলে যাইব?"

"হ্যাঁ—কেবল আমার নিজের গ্রামের দল থাকিবে!"

"যে আজ্ঞা!"

"পথে যেন কোন গোলমাল না হয়—বরাবর বাড়ী যাইবে!"

"যে আজ্ঞা!"

ভিক্ষুক প্রস্থান করিল, হরি বাটী ফিরিয়া আসিল। এই নিমিত্তই হরির বাটী যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি ফিরিয়া দেশে গেল, তাহারা ভিন্ন গ্রামের, সুতরাং তাহার বাটীতে খবর পায় নাই। বিপক্ষে রটাইয়া দিল "হরি ধরা পড়িয়াছে।" চারি পাঁচ দিবস পরে রামনারায়ণকে লইয়া হরি বাটী যাত্রা করিল।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন ।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ।

আপনার গতি নাহি হ'লো অনুভব ;—
হ'ল জ্ঞান, যেন ধরা　নামিতে লাগিল ত্বরা ;
দেখিতে দেখিতে নদী, ভূধর, প্রান্তর,
সাগর, অরণ্য, গ্রাম, বীথিকা, নগর,
একখানি দৃশ্যে যেন মিশাইল সব।

মেঘগুলি যেন কাছে নামিয়া আসিল ;
ঘন বাষ্প-সমাবেশ,　ক্রমে মোর অধোদেশ,
ঢাকিল,—বিলুপ্ত হ'লো ধরণীর পট ;
গ্রহ তারাগণ ক্রমে হইল নিকট,
বিশাল বর্ত্তুলে শশী বাড়িতে লাগিল।

অদ্ভুত রসেতে মগ্ন পরাণ আমার,—
হৃদয় চকিত করি,　হেনকালে এক নারী,
ধীরে ধীরে সুধাবাক্যে কহিল আমারে,
"কি ভাব ভাবুকবর?—আমা সবাকারে
তোষ সম্ভাষণে,—মৌন কর পরিহার।"

কি কথা কহিব কিছু আসিল না মনে।
ক্ষণেক চিন্তার পর　কহিলাম, "অবসর
দিলে যদি অকিঞ্চনে, অয়ি গুণবতি,
জিজ্ঞাসি বারতা এক করিয়া মিনতি,
তোষ, সাধ্বি, দয়া করি বাণী-বিতরণে।

"কহ মোরে সুধামুখী সুরাঙ্গনা-গণ,
কেবা কোন্-নাম ধর,　কি কার্য্য সাধন কর?
জানিতে একান্ত মোর হ'য়েছে বাসনা,

কৃপা করি পূর্ণ কর এ মোর প্রার্থনা।"
শুনি তারা একে একে কহিল বচন।—
"ফুল-দেবী নাম মোর; আমার ইচ্ছায়
ফোটে ফুল বনে বনে, তোষে যত জীব-গণে,—
রূপেতে নয়ন তোষে, বাসে ঘ্রাণেন্দ্রিয়;
কাহার নিকটে ফুল নহে বল প্রিয়?—
আমি দিই ফুলরাশি রাণীর সেবায়।"
আসিল অপরা, দিল হেন পরিচয়;—
"আমি হই খগ-দেবী, নিয়ত রাণীরে সেবি
গা(ও)য়াইয়া পাখিকুলে সুমধুর গান,—
শুনিয়া কা'র না বল মেতে ওঠে প্রাণ?—
তুমি ত ভাবুক,—তব অবিদিত নয়।"
"নির্ঝর-দেবতা আমি; রাণীর চরণে
শীত-স্বচ্ছ বারি দিয়া, দিই সদা প্রক্ষালিয়া;
পূরিয়া তটিনী-কোল তুলিয়া হিল্লোল,
কখন শুনাই তাঁরে মধুর কল্লোলে;—
সরস শ্যামল আমি রাখি ক্ষেত্র-গণে।"
আসিল অপরা, "কে তুমি?" কহিনু আমি।
"মারুত-দেবতা নাম, পরশি, কুসুম-দাম,
মধুর পবন পেয়ে আমার আদেশ,
রাণীরে ব্যজন করে কাঁপাইয়া কেশ;—
চন্দ্রের অর্দ্ধেক সুখ মোর অনুগামী।"
"আমি কাদম্বিনী-দেবী; আমার ইঙ্গিতে
রাখিতে নিখিল সৃষ্টি, মেঘে করে বারি-বৃষ্টি,
চপলা চমকে রূপে ধাঁধিয়া নয়ন;
শোভাময় বিশ্ব শুধু আমার কারণ।—
রাণীরে করাই স্নান স্ফটিক-বারিতে।"

"আমি গিরি-দেবী ; আমি দিলে অনুমতি,
স্তবকে স্তবকে শিলা সাজে, তদুপরি লীলা
করিবারে মাঝে মাঝে যান বীণাপাণি।
আপনার গুণ আমি কেমনে বাখানি,—
সকলে চেনে না, মোরে চেনে মহামতি।"

"সিন্ধু-দেবী আমি ; হ'লে আমার বাসনা,
অনন্ত সাগর বক্ষে, বীচি-মালা লক্ষে লক্ষে
ভীষণ হুঙ্কার-সহ তোলে ফেনচয়,—
দেখিয়া প্রফুল্ল হয় রাণীর হৃদয়।—
ক্ষুদ্রে নাহি চেনে মোরে, চেনে বীর-মনাঃ।"

"তুমি কে গো সুধামুখি, প্রফুল্ল আননা ?
বিস্ফারিত আঁখি দুটি ! অধরে সুহাস জুটি,
ক'রেছে মধুরতর মধুর বদন !"
"হাসির দেবতা আমি, হাসাই ভুবন।"—
মধু-মাখা কথা মুখে আর সরিল না।

"আর তুমি, নতমুখি ?—সঙ্কুচিত হ'য়ে
স'রে গেছ এক পাশে,—তোষ মোরে সুধা-ভাষে।"
নত-মুখে ধীরে ধীরে লজ্জাবতী সতী
কহিল বীণার স্বরে—"আমি হই রতি।"
আর না সরিল বাণী—লজ্জা-পরাজয়ে।

কতই বলিব আর ? নিরুপম সুখ
উপজিল মম মনে, যবে সুরবালা-গণে
নিজ নিজ পরিচয় কহিতে লাগিল,
অপূর্ব্ব শান্তির ভাব হৃদয়ে জাগিল !—
দূরে গেলে জীবনের যত সব দুখ।

সহসা বিস্ময়ে পূর্ণ হইল মানস ;
ফিরিল সবার কায়,—ছিল মানদণ্ড-প্রায়,

সে ভাব ত্যজিয়া হ'ল তুলাদণ্ড-প্রায়;
আবার ঘূরিল;—এবে ধরণী মাথায়,
শশী গেল পদতলে,—ঘূরিল নভস্!

ঊর্দ্ধে চাহিলাম; ধরা প্রকাণ্ড চন্দ্রমা-
সম শোভিছে অম্বরে; মাঝে মাঝে জলধরে
ঢাকিছে উজ্জ্বল বিম্ব,—অপূর্ব্ব-দর্শন!
লক্ষ লক্ষ তারা তা'রে ক'রেছে বেষ্টন;—
মাটির পৃথিবী,—দূরে এমন সুষমা!

চাহিলাম অধোভাগে; যোজন বিস্তারি
বিরাজিছে শশধর; তাহাতে রবির কর
পড়েছে প্রচুর-ভাবে,—করে ঝলমল।
ইতস্ততঃ প'ড়ে আছে পর্ব্বত সকল,
মৃতদেহ যথা, দেশে হ'লে মহামারী।

কোথাও গভীর গর্ত্ত—তামস-নিলয়,—
পশে না আলোক তথা,—যেন কোন গুপ্ত-ব্যথা
হৃদয়ে ধরিয়া শশী করিছে পোষণ,
কাহারো নিকটে নাহি করিবে জ্ঞাপন।—
ক্রমেতে মাটির শশী নয়নে উদয়!

যতদূর দৃষ্টি যায় করিনু দর্শন;
সে নহে মৃত্তিকা;—ক্ষার-প্রস্তর-অঙ্গার-সার,
কর্কশ, কঠিন, সব তাম্রের বরণ;
জলে নাহি সিক্ত হয়, বজ্র বিদারণ,—
"কঠিন অনল" যাহে ব'লেছে মিল্টন্।

কামিনীর কমনীয় বদন-মণ্ডল,—
তুমি তার সমতুল, হেরিয়াছে কবি-কুল,
হে শশি, তোমার, হায়, হেন পোড়াদশা!

তোমারে দেখিতে কত হইত লালসা,
ভাবিতেছি এবে, হায় কেন দেখা হ'ল!
শোভার আদর্শ তুমি ছিলে কল্পনায়;
হায় কেন দেখিলাম, কল্পনার পরিণাম
হুতাশে মিশা'ল; কিন্তু শিক্ষা দিলে, শশি,
দূরের সৌন্দর্য্য যায় কাছে গেলে খসি;—
আর না ভুলিব কভু দূরের শোভায়।

কহিল রমণী এক "কি ভাবিছ মনে?
আমাদের বাক্যচয়, হ'য়েছে কি অপ্রত্যয়?—
ব'লেছি অপর পৃষ্ঠে আছে সুখস্থান;
চল শূন্যপথে করি তথায় প্রয়াণ,
নতুবা কঠিন মাটি লাগিবে চরণে।"

আগত বিষণ্ণ-ভাব করিনু দমন।
অর্দ্ধ-শশী আবর্ত্তন করিয়া, বিস্ময়ে মন
হইল পূরিত;—হেরিলাম তথাকার
বায়ুর উপরে যেন তড়িতের সার
আলোক-তরঙ্গ রঙ্গে করিছে ভ্রমণ।

কোথাও প্রগাঢ়-ভাবে হ'য়েছে সঞ্চিত,
কোথাও মৃদুল জ্যোতিঃ,—খেলিছে বিরল ভাতি,
কোথাও আবর্ত্ত-প্রায় হ'তেছে ঘূর্ণিত;—
আলোক-সাগর যেন হয় প্রবাহিত,—
অতি লঘু—অতি স্নিগ্ধ—অতি সুললিত!

অলৌকিক গীত-ধারা পূরিয়া গগন,
নাচিয়া নাচিয়া ধীরে, মিশিয়া নৈশ সমীরে,
সুকোমল, সুমধুর, শ্রবণে পশিল;—
প্রাণ যেন দেহ ছেড়ে প্রস্থান করিল,
সেই গীত আসি, যেন হইল জীবন!

শূন্য হ'তে নামিলাম বামা-গণ সনে;—
(তাহারাও প্রত্যুত্তরে, গাহিল সুধার স্বরে,—
দুই গীত-ধারা মিশি, এক নব তান
উঠিল,—শুনিয়া যেন পাইনু নির্ব্বাণ!)
নূতন জগৎ এক খুলিল নয়নে!

(ক্রমশঃ)

ভ্রমণ।

(বাবু মনোমোহন বসুর দৈনিক লিপি হইতে উদ্ধৃত)

১৭ই মাঘ, ১২৯৪। সোমবার, ২৯শে জানুয়ারি, ১৮৮৮।

প্রাতে (কিছু বেলা হইলে) * * মানমন্দিরে গেলাম। যে মানমন্দির ইতিহাস বর্ণিত মারবারাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জয় সিংহের অদ্ভুত কীর্ত্তি—মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি কয়েক স্থলে স্থাপিত জ্যোতিষ্কগণের গতি বিধি সন্দর্শন ও সমালোচনার্থ কয়টী মানমন্দিরের মধ্যে কাশীর মানমন্দিরটীও বিশেষরূপে বিখ্যাত। এস্থলে জ্যোতিষ শাস্ত্র সংক্রান্ত কতপ্রকারের যন্ত্রাদি ছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না—রেবরেণ্ড ডফ্ প্রভৃতি কত বড় বড় বিদ্বান্ ও জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ এই মানমন্দিরে আসিয়া, দেখিয়া অবাক হইতেন। কিন্তু হায় সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই—পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ যা যৎকিঞ্চিৎ পাষাণের মণ্ডল অর্দ্ধমণ্ডলাদি অর্থহীন ভাবে পড়িয়া আছে মাত্র, সেরূপ যন্ত্রাবলী, রাশি চক্রাদি ও গণনার উপায় প্রভৃতি কিছুই আর নাই। যেমন কোন জীবের অস্থি দর্শনে লোকে তাহাদের পূর্ব্ব অস্তিত্ব জানিতে পারে মাত্র, এই মানমন্দিরে এখন যাহা আছে, প্রায় তাহাই বটে। ৩৭।৩৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন কাশীধামে আসি, তখনও যাহা যাহা ছিল, এক্ষণে সে সবও অদৃশ্য হইয়াছে। মানমন্দিরের বাড়ীটী উত্তম, ঠিক গঙ্গার উপরে, তাহার ঘাটও উত্তম, সম্প্রতি বাড়ীটী মেরামত হইয়াছে, রক্ষক লোকজনও আছে, কিন্তু আসল বস্তু নাই—সে পক্ষে কাহারো যত্ন নাই—কাহারো দৃষ্টি নাই। যে যাহার রসগ্রাহী নয়, তাহার

দ্বারা তাহার গুণ-গ্রাহিতা বা যত্ন আশা করাই বৃথা। ভূতপূর্ব্ব জয়পুর-রাজ নানা বিষয়ে রাজগুণমালায় ভূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। অন্ততঃ পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বলিয়া তৎরক্ষার চেষ্টা পাওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। ভরসা করি বর্ত্তমান মহারাজ এখন যতটা পারেন সে পক্ষে চেষ্টা পাইবেন। কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়াও নিতান্তই পাগলের মতন বকিতেছি!—যে কাজে ইংরাজেরা গৌরব না করেন, সে কাজে ভারতের কেহ কি আর উৎসাহী হয়? যদিও ইংরাজ স্বদেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহানুরাগী, কিন্তু দেশীয় রাজার স্থাপিত তদ্বিষয়ক কীর্ত্তি সম্বন্ধে তাহার অনুরাগের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং তাঁহাদের ক্রীতদাসবর্গের নিকটেই বা তদ্রূপ আশা কোথায়? মান-মন্দিরের উপর, নীচে, বারাণ্ডা ও সৌধ-শেখরের ছাদ বেড়াইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তথা হইতে আসিয়া উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ডাক্তারের ডাক্তারখানায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া * * গল্পাদি হইল। স্থানটী এখন সুন্দর হইয়াছে; গোদাবরী নামে কাশীসহরের মধ্যস্থলে জলপ্রবাহ-হীন মলপরিপূর্ণ খালের ন্যায় যে নদী ছিল, অথবা বর্ষাকালে সরু নদী ও অন্যকালে, কদর্য্য-দৃশ্য ও দুর্গন্ধ পদার্থ পূরিত ঐরূপ শুষ্ক গভীর প্রণালী যাহা ছিল এবং যাহা, (৩৮ বৎসর ও ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি দুইবার কাশীতে আসি) দেখিয়া বড়ই বিরক্ত এবং কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অনুযোগ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, এখন সেই নরক-প্রণালী বুজাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে সুপ্রশস্ত সুচারু বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহারই ধারে উমেশ বাবুর ঐ ডাক্তারখানা। দশাশ্বমেধ ঘাট পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার শেষ হইয়াছে, তাহারই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিগে বাঙ্গালীটোলা এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিগে হিন্দুস্থানী-পল্লী, চক এবং বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব, গোপাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবস্থান। ফলতঃ ঐ রাস্তাটী কাশী নগরকে যেন দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া অসংখ্য সঙ্কীর্ণ গলিময়ী পুরীর শ্বাস প্রশ্বাসের সুন্দর যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। যখন গোদাবরী নামা ভয়ঙ্করী নালা বিদ্যমান ছিল, তখন দশাশ্বমেধের ঘাটটীও অতি কদর্য্য ও ন্যক্কার জনক স্থান ছিল, এখন ঐ একমাত্র চারু বর্ত্মের গুণে সেই ঘাট ও পার্শ্ববর্ত্তী ঘোড়াঘাট অতি সুরম্য

নদী-পুলিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘাটের উপরে অথচ ঘাট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ফলমূল তরকারী মৎস্যের বাজার, রাস্তার ধারে ও একটী পোতার উপর প্রতিদিন বসাতে এবং প্রায় চারিদিগেই নানাবিধ দেশী বিলাতী পণ্যদ্রব্যের সুন্দর সুন্দর বিপণি-সকল স্থাপিত হওয়াতে স্থানটী কি জনতায় কি রম্যতায় কি সদ্বায়ু সমাগম পক্ষে, অতি উত্তম ও ভ্রমণের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ পূর্ব্ব কদর্য্যতা-মূলক স্মৃতির সাহায্যে এই সন্দর্শন আরো মনোহর রূপে লক্ষ্যণীয় হইতেছে। রাস্তাটী খুব প্রশস্ত, সুনির্ম্মিত, প্রত্যহ জলসিঞ্চিত এবং তাহার উভয় পার্শ্বে পাষাণ-পয়ঃপ্রণালী ও ফুট-পাথে সুশোভিত।

এই স্থান হইতে ঐ রাস্তা বাহিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া চলিলাম। কিয়দ্দূরে চৌমাথা। সেই চৌমাথায় উত্তর দিগে কাশীর মহারাজা একটী সুন্দর শিবমন্দির নির্ম্মাণ ও নানা দেবমূর্ত্তির সংস্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের উপরিভাগ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু নিম্নভাগ যেরূপ সুগঠিত হইয়াছে, তাহাতে উপর যে তদুপযুক্ত সুচারু হইবে, তাহা দর্শনমাত্রই বুঝা গেল— তাহার উপকরণাদিও তথায় প্রস্তুত রহিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তর আরো সুন্দর, নানা বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত শিল্পজ পদার্থে সুসজ্জিত। তবে সত্য বলিতে গেলে কলিকাতায় গৌরীবেড় নামক পল্লীতে পরেশনাথের নব মন্দিরের (কি বাহির কি ভিতর) নিকট ইহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির বা চৌতারটী বড় না হইলেও সুন্দর হইয়াছে।

উহা দর্শনান্তে ঐ রাস্তার মোড় ফিরিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া আপনাদের দেবনাথপুরার বাসভবনে অনেক বেলায় ফিরিয়া আসিয়া স্নান ভোজন করিলাম।

বৈকালে নারদ ঘাট বা অমৃত রায়ের ঘাট হইতে নৌকা চড়িয়া গঙ্গায় উত্তর মুখে চলিলাম। * *। দিবাভাগে কাশীর গঙ্গাতীরস্থ অপূর্ব্ব ও অত্যুচ্চ সৌধমালা ও অতুলনীয় ঘাট পরম্পরার অলৌকিক শোভা দেখিতে দেখিতে মহা হর্ষে আমরা রেলওয়ের ডফারিন্ পুলের নিম্ন দিয়া সেই অদ্ভুত সেতু পার হইয়া আদিকেশবের ঘাটে তরণী লাগাইলাম। আদিকেশবের মন্দিরে উঠিতে যেন পাহাড়ে উঠিতে হয়, স্ত্রীগণের বিশেষতঃ প্রাচীনাদিগের

তচুখানে কিছু কষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আদিকেশব ঠাকুর দর্শনে সে ক্লেশ ক্লেশ বলিয়াই আর বোধ হয় না। কেশবদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিটী কৃষ্ণপ্রস্তরে সুন্দর গঠিত এবং স্থানটীও অতি নির্জ্জন ও মনোহর। কাশীর তীর্থ-যাত্রীগণকে অগ্রে এই আদিকেশবের দর্শনপূজন করিয়া তবে গিয়া বিশ্বেশ্বরাদি দর্শন করিতে হয়। এতদ্দ্বারা শৈব বৈষ্ণবের বৈরভাব যাহা অনেকে কীর্ত্তন করিতে ভালবাসেন তাহাতো বুঝাইতেছে না—বরং শৈবগণও যে বৈষ্ণব তাহাই বুঝাইতেছে। নতুবা শৈব সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানে কেশবের এত গৌরব কদাচ ঘটিত না। যাহারা ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া শৈব বা গোঁড়া বৈষ্ণব, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, নতুবা যাহারা যথার্থ ভক্ত, তাহাদের নিকট হরিহরের অভেদ ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বর স্বয়ং বারাণসীর একমাত্র অধীশ্বর হইয়াও কেশবদেবের এত মান বৃদ্ধি করা তাঁহার মতন যোগীশ্বরের উচিত কার্য্যই হইয়াছে। কিন্তু ইহাতো রূপকের কথা, প্রকৃত কথা এই যে, শৈবগণ অসহিষ্ণু ধর্ম্ম গোঁড়া নয়, বরং গোঁড়া বৈষ্ণবেরাই বিশিষ্টরূপে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কাশীতে যেমন কেশবের বহু মান, বৃন্দাবনে তেমন শিবের বহু মান আছে কি না, তাহা যতক্ষণ বৃন্দাবনে না যাইতেছি, ততক্ষণ বলিতে পারিতেছি না।

আদিকেশবের পরেই বরুণা; এই ক্ষুদ্র নদী কাশীকে পশ্চিম ও উত্তরে বেষ্টন করিয়া জাহ্নবীর অঙ্গে গা ঢালিয়াছে। কাশীর দক্ষিণে অসী নদীও ঐ রূপে সুরধুনীর সঙ্গে মিশিয়াছে। সুতরাং ক্ষুদ্রকায়া অসী ও বরুণা এবং প্রবলতরঙ্গা গঙ্গা, এই তিনে মিলিয়া কাশীকে একটী দ্বীপ করিয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় এই নিমিত্তই কাশী পৃথ্বী ছাড়া স্থান বলিয়া কল্পিত হইয়াছে এবং গঙ্গার ধারে কাশী যেরূপ উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত, তদ্দর্শনে মহাশূলীর ত্রিশূলোপরি স্থাপিত বলিয়া যে বর্ণনা আছে, তাহা বড় মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, ঐ বরুণার মধ্যে নৌকাযোগে ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বর্ষা ব্যতীত সে আশা সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বর্ষা ব্যতীত অন্যকালে অসী বরুণাতে জল থাকে না, এখন মাঘ মাসে যাহা একটু কর্দ্দমযুক্ত জল দৃষ্ট হইল, আর কিছুদিন পরে সে সামান্য সিক্ত অবস্থাও থাকিবে না। সুতরাং ঐ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ঐ মোহানা পার

হইয়া উত্তরাভিমুখে সুপ্রসিদ্ধা ও সুপণ্ডিতা তপস্বিনী মা-জীর আশ্রম দর্শনে চলিলাম। বরুণাসঙ্গম হইতে কিছু দূর গিয়াই সে আশ্রম পাইলাম এবং সপরিজনে তাঁহার দর্শনবন্দন আলাপাদি করিয়া চরিতার্থ হইলাম। তাঁহার পবিত্র ও শান্তিময় আশ্রম ও তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার সহিত ও আশ্রমবাসী অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সাধু আলাপে মন মোহিত হইল। শ্যামাচরণ বাবু নামে মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বতন উকীল বাবু এক্ষণে পরমার্থ পথের পথিক হইয়া ঐ আশ্রম মধ্যে জপতপাদি সাধনোপযুক্ত একটী কাঁচা পাকা সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন, তাঁহার সহিত নানা কথোপকথনেও সুখী হইলাম। আমার পরমাত্মীয় বন্ধু কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয় এই মা-জীর একজন পরম ভক্ত, তিনি এবং আর দুই তিন জন ভক্তেই তাঁহার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করেন, এজন্য অন্য কাহারো দান তিনি গ্রহণ করেন না। পূর্ব্ব বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ঐ ভাদুড়ী মহাশয়ের যত্ন ও ব্যয়ে মা-জীর আশ্রমের নিম্নে যে ইষ্টক-পোস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা প্রবল ভঙ্গা তরঙ্গময়ী গঙ্গা গ্রাস করিয়াছেন, তজ্জন্য আশ্রমটীর এখন বিলক্ষণ পতনাশঙ্কা হওয়াতে উক্ত বাবুর যত্নে পুনর্ব্বার ভালরূপে পোস্ত বাঁধার উদ্যোগ হইতেছে। রেলওয়ে সংক্রান্ত একজন বাবু ইঞ্জিনিয়ারের বুদ্ধি সাহায্যে তাহা এবার নির্ম্মিত হইবে; তাহার জন্য অতি উত্তম ইট কতকগুলি আনীত হইয়াছে দেখিলাম। আরো শুনিলাম কলিকাতার বিখ্যাত দাতা ধনী বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মাহাশয় (এখন তিনি কাশীতে) ঐ পবিত্র আশ্রম ও পোস্ত সুদৃঢ় ও সুচারুরূপে নির্ম্মাণার্থ প্রচুর সাহায্যদানে প্রস্তুত হইয়াছেন।

আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া আমরা নৌকাযোগে বাসে ফিরিয়া আসিলাম। * *

(ক্রমশঃ)

সান্ত্বনা-সঙ্গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

কেন বল সই,　　ক'রিলি পীরিতি,
লইলি মস্তকে কলঙ্ক-ডালা?
প্রণয়-অমৃতে,　　উঠিল গরল,
ভাঙিল সে আশা সুখের ভেলা!
করিয়ে কে সাধ,　　বললো সজনি,
করে পর সাথে প্রাণের খেলা?
মনের মতন,　　মিলে কি রতন,
জগতে—তাই তু' দুখিনী বালা!
সর্ব্বস্ব সঁপিয়ে,　　সেবিবি যাহারে,
ফিরে সে চাবেনা—কেবল ছলা!
অবোধ যে জন,　　আশার প্রবোধে,
পরের পীরিতে আপন ভোলা!
পীরিতি মরম,　　জানে কি সকলে,
সকল কুসুমে মধু কি ঢালা?
সুখের পীরিতে,　　কাঁদিয়ে কি কভু,
নিবে তৃষানল—প্রাণের জ্বালা?
না বুঝিয়ে মন,　　সঁপে যারা প্রাণ,
এমনি লাঞ্ছিত চরণে ঠেলা!
তাহার লাগিয়ে,　　কি হবে কাঁদিয়ে,
ছিঁড়িয়ে যে গেছে প্রেমের মালা!

বাসনা।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সতত তাহারি লাগি উচাটন মন!
হেরিবারে সেই মুখ সতত মনন!
সঁপেছি পরাণ যারে, কেমনে ভুলিব তারে,
নারীর পিয়াসা নহে পুরুষ মতন!
আশার আশায় বল, র'ব আর কতকাল,
বিষম বিরহে প্রাণ বাঁচে কতদিন?
অন্য আশ নাহি আর, শুধু তারে একবার,
প্রাণভরে নেহারিয়ে জুড়াব জীবন!

কৌতুক-কণা।

১। সে দিন কলিকাতায় একটী বিদ্যোৎসাহী সভার অধিবেশন হয়; বক্তৃতার বিষয় "শিক্ষা"। বক্তা গাত্রোত্থান করিয়া আরম্ভ করিলেন, "সভাপতি মহাশয়, আজ আমি শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলাম; শিক্ষা, মানব জীবনের রক্ষা-কবচ; শিক্ষা না থাকিলে হয়ত আজ আমি আপনার মত মূর্খ হইয়া থাকিতাম!—"

২। আমাদের পাশের বাড়ীতে একজনের একটী কুকুর ছিল; প্রত্যহ দুপুর বেলা কুকুরের চীৎকারে আমাদের বাড়ী তিষ্ঠান ভার! একদিন নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে, কুকুর-স্বামীকে ডাকাইয়া, ঐরূপ বিকট চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল "কুকুরটার ল্যেজ কাট্‌বার সময় ঐ রকম চেঁচায়!" আমি বলিলাম "ল্যেজ কাটা তো এক দিনে হয়—তোমার কুকুর রোজ এই সময় চেঁচায় কেন?" সে উত্তর দিল "আজ্ঞে, একেবারে বেশী কাট্‌লে ম'রে যাবে ব'লে, রোজ একটু একটু স'য়ে স'য়ে কাটি!"
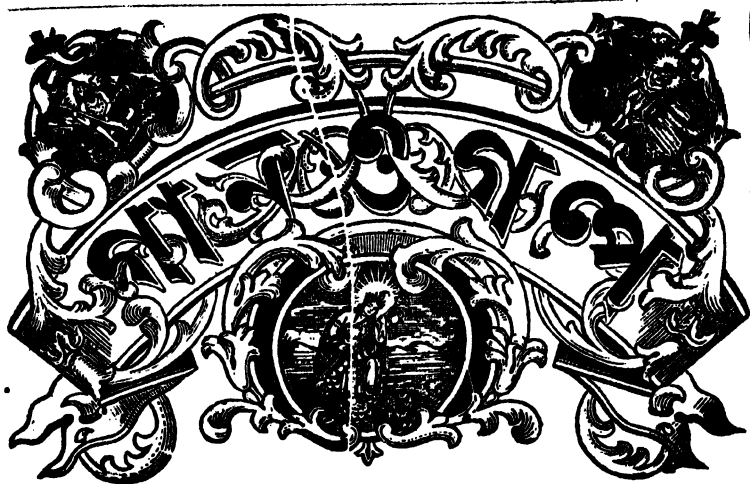
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] শ্রাবণ, ১২৯৬ সাল। [৪র্থ সংখ্যা

আবেগ।

আসোয়ারি—পটতাল।

কত আশা পুষে রেখেছি, কত তারে ভালবেসেছি,
কত কথা মনে ভেবেছি, বলিতে তো পারি না!
সে যখন চোকোচোকি হয়, পোড়া চোক কত চেয়ে রয়,
সে যখন কাছে এসে বসে, বলিতে তো পারি না!
সে যখন আমার লাগিয়ে, পিয়া ব'লে কাছে আসে ধেয়ে,
তখনও পরাণ খুলিয়ে, বলিতে তো পারি না!
সে যখন ফুলমালা ল'য়ে, দেয় মম গলায় প'রিয়ে,
তখনও পরাণ খুলিয়ে, বলিতে তো পারি না!
আমি ভাবি সে আমার প্রাণ, সে ভাবুক আমি তার প্রাণ,
আমার প্রাণের হাসিতে, সে যেনরে কাঁদে না।
আমি যদি সেথা চ'লে যাই, তারে যেন সাথে নিতে পাই,
যুগল ভাঙিয়ে যেন কেউ, পৃথিবীতে থাকে না!

সুরদাস।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সুরদাস...অযোধ্যার নিকটস্থ ব্রহ্মপুর গ্রামের একটী দরিদ্র ক্ষত্র সন্তান।

শ্রীপতিস্বামী (কৃষ্ণদাস)...সুপ্রসিদ্ধ আশানন্দের শিষ্য।

রামভজন রায়...প্রতাপগড়ের রাজা।

গণেশ সিংহ...প্রতাপগড়ের মন্ত্রী।

শম্ভুসিংহ...বারাণসীর রাজা।

মহাদেব সিংহ...শম্ভুসিংহের কনিষ্ঠ।

অজিৎ সিংহ...শম্ভুসিংহের পুত্র।

গোলামকাদের...জোয়ানপুরের নবাব।

গোলাম আলী...গোলামকাদেরের কনিষ্ঠ।

রহমন...গোলামকাদেরের বয়স্য।

বটুকভৈরব...দস্যুদলপতি।

মন্ত্রী।...বারাণসীরাজের মন্ত্রী।

স্ত্রীগণ।

তারাদেবী...সুরদাসের মাতা।

ভুবনেশ্বরী...বারাণসীর রাণী।

জয়া...ভুবনেশ্বরীর কন্যা।

চণ্ডালিনী, তারাদেবীর প্রতিবাসিনী, বালকগণ, রাখালগণ, শিষ্যগণ, নগরবাসীগণ, দস্যুগণ, নর্ত্তকীগণ, কারাধ্যক্ষগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

১ম স্ত্রী। কি দিদি! নাইতে যাচ্চ না কি?

২য় স্ত্রী। হ্যাঁ বোন্। তুমি কোথায় যাচ্চ?

১ম স্ত্রী। আমিও নাইতে যাচ্চি। দেখ দিদি, আজকালকার ছেলেগুলো কি ডাঙ্পিটে! শিবের জ্বালায় তো টেঁকা ভার!

২য় স্ত্রী। ও অমন ভাই, হয়ে থাকে—সব ছেলে কি সমান হয় ভাই! ছেলের জাত অমন দুষ্ট হোক। কিন্তু সুরদাসটা কি ভাই! ছেলে যেন

বুড়ো! এখনি অত বুড়োমি ভাল নয়! উনি এখুনই আবার হরিনামের মালা নিয়ে জপ করেন! আর কথাবার্ত্তা যেন পাকা, পাকা! আমি আমার ছেলেকে স্থুরোর সঙ্গে খেল্‌তে বারণ করে দিয়েছি।

১ম স্ত্রী। আমিও অনেক দিন দিয়েছি। আমি স্থুরোকে অনেক দিন থেকে জানি। চল দিদি, বেলা হ'ল।

২য় স্ত্রী। চল, আমারও ঢের কাজ আছে।

[প্রস্থান।

বালকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম বা। ভাই, তুই কতটা ডিঙোতে পারিস ?

২য় বা। আমি তোর চেয়ে অনেক পারি।

১ম বা। আচ্ছা, আয় ডিঙো।

(উভয়ের লম্ফপ্রদান)

২য় বা। দেখ্, আমি তোকে জিতেচি।

১ম বা। আচ্ছা, আবার আয়্।

(উভয়ের পুনর্ব্বার লম্ফপ্রদান)

স্থুরদাসের প্রবেশ।

স্থুর। তোরা কি খেল্‌ছিস্ ভাই ?

১ম বা। আমরা যা খেলি না, তোমার কি ?

২য় বা। তুমি ভাই, আমাদের সঙ্গে কথা কোয়না।

স্থুর। কেন ভাই ?

১ম বা। আমরা তোমার সঙ্গে খেল্‌বো না—তোমার সঙ্গে আড়ি—তুমি যাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ করগে।

২য় বা। চল্ ভাই, আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

স্থুর। আমার উপর রাগ ক'রলে কেন ভাই? আমি কি করিছি? (স্বগত) আমি তো কোন অপরাধ করিনি। (চিন্তা)

তৃতীয় বালকের প্রবেশ।

৩য় বা। স্থুরদাস কি ভাব্‌ছ? আমি তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌বো।

সুর। কি কথা ভাই?

৩য় বা। তোমার সঙ্গে আমি খেল্‌বোনা ভাই!

সু। কেন ভাই?

৩য় বা। মা ভাই বারণ ক'রেছে।

সু। কেন ভাই! আমি তোমার কি করিছি?

৩য় বা। মা বলে, সুরদাস যেন বুড়ো। কেবল হরিনাম নিয়েই আছে। বলে, ছেলে মানুষের অত পাকামি ভাল নয়।

সুর। (গীত)

হরিনামে বাধা আছে, তা'ত ভাই, জানিনা!
হরিনামে যে ব্যথা পাবে, তার কাছে হরি ব'ল্‌বো না!
বনের যত পশু পাখী ক'রেছে হরির কাজ,
মানুষ হয়ে থাক্‌বো ব'সে তাই বড় পায় লাজ!
আমার মন প্রাণ হরি বলে কি করিব বলনা?

৩য় বা। তুই কাঁদ্‌ছিস্! কাঁদিস্‌নে ভাই, আমি মাকে লুকিয়ে তোর সঙ্গে খেলা ক'র্‌বো।

সু। তুমি ভাই, বাড়ী যাও। তোমার মা দেখ্‌লে ব'কবে।

৩য় বা। তবে এখন যাই। আবার আস্‌বো এখন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ বালকের প্রবেশ।

৪র্থ বা। এই যে সুরদাস! পথে দাঁড়িয়ে কেন? আমরা আর কেউ তোমার সঙ্গে খেল্‌বো না—তুমি হরিনাম করগে না—সময় ব'য়ে যাচ্চে যে।

[প্রস্থান।

সু। হ্যাঁ ভাই, ঠিক্ ব'লেচ। (গীত)

সাধের খেলা ফুরাল আমার!
কৃষ্ণ নাম করি ব'লে অপরাধী হ'য়েছি সবার!
ছিল প্রাণের সখা যারা, ঘৃণার চখে দেখে তারা,
নির্জ্জনে নীরবে এবার, হরিনাম ক'র্‌ব সার।
খেলা ঘর ফেল্‌বো ভেঙ্গে, ধূলাখেলা খেল্‌বোনা আর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—সুরদাসের কুটীর।

সুরদাসের প্রবেশ।

সুর। (গীত)

বাসনাবন্ধন ঘুচাও না কেন মন ?
বাসনাতরঙ্গে কেন হইতেছ জ্বালাতন ?
বুদ্ধিমান্ ব'লে তোমার আছে অভিমান ;
কিন্তু তোমার কর্ম্ম দেখে লাজে হাসে সর্ব্বজন।
যদি চাও সুখ শান্তি, নাশিয়ে সুখের ভ্রান্তি,
হরি নাম কর সার, বিপথে ঘূরোনা আর,
লোক-নিন্দায় কাণ দিওনা ছেড়ো না হরির চরণ।

মা, মা, ওমা !

(নেপথ্যে) সুরদাস ?

তারাদেবীর প্রবেশ।

তারা। এতক্ষণ কোথায় ছিলি বাপ ?

সুর। আমি মা, সরযূর ধারে গিয়েছিলেম।

তারা। নদীর ধারে কেন গেছ্‌লি বাপ ?

সুর। দেখ মা, সেখানে কত সাধু, কত গোসাঞি সব স্নান ক'রছেন। কোন গোসাঞি শিবপূজা ক'রছেন, কেউ শিবস্তোত্র প'ড়ছেন, সাধুরা কৃষ্ণস্তব ক'রছেন, আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলেম।

তারা। তুই আজ খেল্‌তে যাস্‌নি বাপ ?

সুর। আমি আর খেলি না মা !

তারা। কেন বাবা ?

সুর। (গীত)

ওমা, চিরদিন কি ধূলাখেলা ভাল লাগে ?
মিছে খেলায় মাতি যদি, হরির চরণ ভাব্‌বো কবে ?
ওমা, শুনেছি পুরাণে মধুর কাহিনী—
শৈশবে প্রহ্লাদ ধ্রুব, বিকালো প্রাণ কৃষ্ণপদে ;
তাই ছেড়েছি ছেলেখেলা, মন দিয়েছি হরির আগে।

তারা। হাঁরে সুরদাস! তুই এসব কথা কোথায় শিখ্‌লি? (স্বগত) আহা! বাছার আমার এখনই কৃষ্ণে মতি হ'য়েছে। যদি হরি বাঁচিয়ে রাখেন, সুরো আমার পরম হরিভক্ত হবে। (প্রকাশ্যে) চল বাবা, খাবে চল—বেলা হ'য়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—কুটীরস্থ অঙ্গন।

তারাদেবী আসীনা।

তারা। আজ আমার মনটা বড় চঞ্চল হ'য়েছে। মন এমন আকুল হ'ল কেন? সুরদাস আমার দুধের ছেলে—এ সকল তত্ত্বকথা কোথা থেকে শিখ্‌লে? বাছা আমার যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে—কোন আবদারই নাই। কিন্তু এর হরিভক্তি দেখে ধ্রুবের কথা মনে পড়ে! পাছে আমার সুরদাস ধ্রুবের মত মাকে কাঁদায়। (অশ্রুত্যাগ)

একজন বৃদ্ধার প্রবেশ।

এস দিদি, এস!

বৃদ্ধা। এদিগে একবার এসেছিলেম, তাই মনে করলেম, তারাকে দেখে যাই।

তারা। বোস দিদি—এসেছ বেশ ক'রেছ।

বৃ। তোর সুরো কোথায়?

তা। এই ছিল—খেয়ে কোথায় গেছে।

বৃ। দেখ্‌ বোন্‌, তোর ছেলেটী কি শান্ত! কারও সঙ্গে ঝগড়া নাই, মারামারি নাই; আহা, বেঁচে থাক্‌! তোর সুরদাস তোকে সুখী ক'র্‌বে। সুরো তোর রাজা হবে!

তা। শুধু বেঁচে থাক্‌। রাজা হ'য়ে কাজ নাই।

বৃদ্ধা। আরও দেখ্‌, তোর ছেলের এখনি কৃষ্ণে মতি হ'য়েছে। কৃষ্ণ কথা শুন্‌তে বড় ভালবাসে। কৃষ্ণনাম হ'লে একমনে শোনে। আমি অমন কতবার দেখেছি, সুরো একমনে ভাগবত পাঠ শুন্‌ছে। অন্য ছেলে গুলো যেন বাঁদর লাফায়!

তা। দিদি, বেঁচে থাকাই মূল!

র। তা ব'ই কি! তবে এখন আসি।

তা। এস দিদি!

[প্রস্থান।

স্মরদাসের প্রবেশ।

দুপুরবেলা রোদে কোথাও যেয়োনা বাপ। ঘরে থাক। বৈকালে খেল্‌তে যেয়ো, গোপাল তোমায় ডেকেছে। সে আজ এখানে এসেছিল।

[প্রস্থান।

স্ম। আচ্ছা মা! (গীত)

আমার এমন দিন কি হবে, গোপাল আমার আস্‌বে কাছে।
বসায়ে তায় হৃদাসনে, খেলিব আপন মনে,
চোখে চোখে রাখবো তারে হৃদয় ছাড়ি উঠে পাছে।
যেখানে যাই দেখি তারে, আছে সে সকল স্থানে,
আমি জেনেও জানিনা তারে, গোপাল পিছে পিছে আছে।

তারাদেবীর পুনঃপ্রবেশ।

তা। এস বাবা, ঘুমোবে।

(উভয়ের কুটীরে উপবেশন)

নদীর ধারে যেয়োনা বাপ! যদি দৈবাৎ প'ড়ে যাও, কে ধ'র্‌বে বাবা? কে তোমায় খুঁজ্‌বে? আমাদের কে আছে?

স্ম। কেন মা, আমাদের হরি আছে! তুমিই তো একদিন ব'লেছিলে, "যার কেউ নাই, তার হরি আছে।"

তা। তবু বাপ, লোকে বলে "সাবধানের বিনাশ নেই।"

স্ম। মা, সাবধান হ'লেই বা কি? হরির ইচ্ছা কেহ লঙ্ঘন ক'র্‌তে পারে না। তিনি যদি সাবধান না করেন, কে সাবধান হবে? তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।

তা। (স্বগত) আহা! বাছা আমার এখনই হরির মহিমা বুঝেছে। হরি-কথা শুন্‌লে বাছার চোখে জল আসে। এর হরিভক্তি দেখে আমার আনন্দ হয় বটে, কিন্তু ভয়ও হয়—পাছে আমার স্মরদাস কৃষ্ণপ্রেমে সন্ন্যাসী

হয়, পাছে সুরদাস জগৎপিতাকে পেয়ে দুঃখিনী মাকে ভুলে যায়! না না তা হবে না। সুরদাসের যেরূপ মাতৃভক্তি, তাতে আমাকে ফেলে পালাবে না!

সু। কি ভাব্‌ছ মা?

তা। কিছু না বাবা! তুমি শোও।

(উভয়ের শয়ন)

সু। (স্বগত) মা প'ড়েই ঘুমেয়েছে। এইবার পালাই। (উঠিয়া) আমি যাব বটে, কিন্তু আমার মার দশা কি হবে? মা আমায় না দেখে কত কাঁদ্‌বে। মা আমার জন্য কাঁদ্‌বে একথা মনে হ'লে আমার হরির কাছে যেতেও মন উঠে না, আমার ঘর ছেড়ে যেতে মন কেমন করে। কিন্তু না গেলেও তো মন প্রবোধ মানে না। আমার ঘরের কাছে হরির লীলাভূমি অযোধ্যা। অযোধ্যা দেখ্‌তে প্রাণ যেন উন্মত্ত হ'য়েছে। এত কাছে হরির লীলা স্থান র'য়েছে, তবু আঁখি তাতে বঞ্চিত হবে? না, আর কিছু ভাব্‌বো না। আমি এখনই যাত্রা করি। যার কেউ নাই তার হরি আছেন। হরি আছেন, মার কোন বিপদ্ হবে না। (জনান্তিকে) মা, মা, ওমা, মা!

তা। উঁঃ!

সু। আমি গোপালের কাছে যাই মা!

তা। এখন না বাবা!

সু। না—এখনই যাই মা—বেলা গেল যে।

তা। তবে যাও।

সু। (স্বগত) এইবার চ'লে যাই। মা ব'ল্লে যাও—আমি যাই। অধিক আর কিছু ভাব্‌বো না। তা হ'লে যেতে সাহস হবে না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—প্রান্তর-মধ্যস্থ পথ।

সুরদাসের প্রবেশ।

সু। (গীত)

মা আমায় বিদায় দেছে, মমতায় দিনু বিসর্জ্জন!
হরিগুণ গান গেয়ে পথে পথে ক'র্‌ব বিচরণ!

আছে পথে ক্লেশ, বিপদ অশেষ, তাতে কিবা ভয় ?
ভাব্‌লে হরি, হৃদয় মাঝে বিপদ্ কোথা রয় !
হরি নাম সুধাপানে ক্ষুৎপিপাসা দূরে যায় !
ছেড়েছি মমতা মায়া, হরির মায়া হ'ক পূরণ !

এর মধ্যেই কতদূর এসে প'ড়েছি। কাল নিশ্চয় অযোধ্যায় পৌঁছুতে পা'রবো। আহা! মা আমায় না দেখে কতই ভাব্‌বে। কত কাঁদবে! আমার এক একবার ইচ্ছা হয় ঘরে ফিরে যাই! কিন্তু ঘরে ফির্‌লে আমার আর তীর্থদর্শন হবে না। না, আমি ফির্‌বো না। আমাকে না দেখে প্রথম প্রথম মার কষ্ট অসহ্য হবে বটে, কিন্তু সকলই তো ক্রমে ক্রমে স'য়ে যায়। আমি এই বয়সে পিতৃহীন হ'য়েছি, কিন্তু এর মধ্যেই তো বাবাকে ভুলে গেছি! কই বাবাকে তো আর ভাবি না, আর তো তাঁর জন্য কাঁদি না। সময়ে সবই সয়। মাও আমাকে ভুলে যাবে। কিন্তু মার যে আর কেউ নাই। আমি গেলে মার কি হবে? আমি গেলে মা কি ধ'রে সংসারে থাক্‌বে! (অশ্রুত্যাগ) অশ্রু! তুই মায়ার বন্ধন। তুই আমার কাল হ'লি! বুঝি আমার হরি দেখা হ'ল না! হরি! আমায় বল দেও—এ মায়ার বন্ধন বড় কঠিন—আমি এখনও ইহাকে কাট্‌তে পারিনি! না—আমার মন মিছে অস্থির হ'চ্ছে। আমি তীর্থদর্শন ক'রে আবার মার কাছে যাব। আমি তো একেবারে মাকে ছেড়ে যাই নি।

রাখালবালকগণের প্রবেশ।

১ম রাখাল। দেখ্ ভাই, কেমন একটী সুন্দর ছেলে!

২য় রাখাল। হাঁ ভাই, ছেলেটী বেশ! ও বোধ হয় আমাদেরই মত দুঃখী; নইলে এত রোদে ঘুরছে কেন?

সু। (গীত)

রাখালরাজের গুণ, গাওনা ও ভাই, রাখালগণ!
ব্রজে যত ছিল রাখাল, রাজা তাদের ছিল গোপাল,
যাঁর গুণে ক্ষুধায় তারা, পেতো রসাল বনফল;
যাঁর নামে মরুভূমে মিলিত শীতলজল;
শুন্‌লে যাঁর বাঁশীরব, ঘুচ্‌তো ভব-বন্ধন!

২য় রা। রাখালরাজ কে? কিষণজী?

সু। হাঁ ভাই, কিষণজী!

৩য় রা। কিষণজী তো চোর!

সু। হাঁ ভাই, তিনি চোর—তিনি জগতের পাপতাপ হরণ করেন। এমন চোর আর নাই।

৩য় রা। তুমি এত কিষণভক্ত কেন? রামকে গুরু করনা কেন? রাম আমাদের গুরু।

সু। ভাই, রাম আমারও গুরু। যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ। রাম কৃষ্ণে কি ভেদ আছে? ত্রেতায় রাম—দ্বাপরে কৃষ্ণ।

২য় রা। তুমি ভাই, এত রোদে কোথায় যাচ্চ?

সু। আমি অযোধ্যায় যাচ্চি ভাই!

২য় রা। একলা? যদি ডাকাতে ধরে?

সু। হরি আছেন, তিনিই রক্ষা ক'রবেন। তাঁর যা ইচ্ছা তা হবেই হবে। (গমনোদ্যোত)

সকলে। এত রোদে কোথা যাবে? এই গাছতলায় একটু বোস না।

সু। ভাই, ব'স্‌ছি, কিন্তু তোমরা আমার কাছে আগে প্রতিজ্ঞা কর—কখন কৃষ্ণনিন্দা ক'র্‌বে না, আর যেখানে কৃষ্ণনিন্দা হবে সেখানে থাকবে না!

সকলে। আচ্ছা ভাই—চল ঐ বড় গাছটার তলায় বসি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য—কুটীর সম্মুখ।

তারাদেবীর প্রবেশ।

তারা। সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, এখনও সুরদাস এলোনা কেন? ব'ল্লে গোপালের কাছে যাই। কই গোপালের কাছে তো যায়নি! গোপাল যে আবার ডাক্‌তে এসেছিল। তবে সুরদাস কোথায় গেল? আমার সুরদাস সন্ধ্যা হ'লে ত কখন কোথায়ও থাকে না। তবে কি সুরদাস আমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছে! সে যে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে! আমি তাকে কোথায় বিদায় দিলেম! (রোদন)

(নেপথ্যে বৃক্ষপত্রের শব্দ)

না, না, সুরদাস কোথায় যাবে? ঐ আস্‌চে! এত দেরি কেন বাপ? কই ওতো সুরদাস নয়! ও যে কুকুরটা দৌড়ে গেল! তবে বুঝি সুরদাস আমাকে ছেড়ে গেল! নইলে এতক্ষণ আস্‌তো। সুরো কোথায় গেলি বাপ্! (অশ্রু মোচন করিয়া) আজ প্রায় এক মাস ধ'রে সুরদাস কি যেন ভাবে। মনে যেন সুখ নাই। কেবল সদাই আন্‌মনা থাকে। কারও সঙ্গে খেলা করে না। সদাই এক্‌লা নির্জ্জনে থাকে। আমি কতবার সুরোর চ'খে জল দেখিছি। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলে 'কই মা ও কিছু নয়।' তাকে অনেকবার চক্ষু মুদিত ক'রে ধ্যান ক'র্‌তেও দেখেছি। বাবার আমার ছেলেবেলা থেকে কৃষ্ণে মতি হ'য়েছে। কেউ রামায়ণ প'ড়্‌লে, মহাভারত প'ড়্‌লে কৃষ্ণগুণ গাইলে এক মনে শোনে। যেখানে ধর্ম্মের কথা হয় সেখানে সুরদাস আগে যায়। আমি সেদিন যা ভেবেছিলেম আজ তাই ঘ'টেছে। আমার সুরদাস কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ছেড়েছে—আমার সুরো হরি-সেবা ক'র্‌তে মাকে ছেড়ে গেছে!—(রোদন)

(নেপথ্যে পদশব্দ)

কে আস্‌চে? আমার এমন কপাল কি, যে আমার সুরদাস ঘরে ফিরে আস্‌বে?

বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর প্রবেশ।

বৃ। তোর ছেলে ঘরে আসেনি তাই কাঁদচিস্?

তা। (সরোদনে) দিদি, সুরদাস আমায় ছেড়ে গেছে! আমার আর কেউ নেই!

বৃ। যাবে কোথা? এখনি আস্‌বে তুই ভাবিস্‌নে। এই তো সন্ধ্যা।

তা। না দিদি, আমার মন কদিন ধ'রে বড় খারাপ হ'য়েছে। আমি সদাই যেন সুরোকে হারাই হারাই মনে ক'র্‌তেম। আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি সুরদাস এখানে নাই। এখানে থাক্‌লে অবশ্য এতক্ষণ আস্‌তো।

বৃ। আচ্ছা আয় দেখি, একবার পাড়ায় খোঁজ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রামাৎদিগের মঠ সম্মুখস্থ পথ।

স্থরদাস ও একজন পথিকের প্রবেশ।

প। কোথা যাচ্ছ বাপু।

সু। আমি রামচন্দ্রের দর্শনে যাচ্চি। কোন্ পথে যাব ব'ল্‌তে পারেন।

প। আমার সঙ্গে চল—আমার সঙ্গে চল। আমিও সেখানে যাব। দেখ ও সকল স্থানে একলা যেতে নাই। বিশেষ তুমি ছেলেমানুষ। তোমার সঙ্গেও কেউ নাই। আর দেখ ওদিগে কেমন বাজী হ'চ্চে। দেখ্‌বে তো আমার সঙ্গে এস। তারপর রামচন্দ্র দর্শন ক'রো।

সু। আপনি যান, আমি যাব না।

প। এঃ! তুমি ছেলেমানুষ! আচ্ছা চল তোমার সঙ্গেই যাচ্চি। দেখ, যদি তোমার সঙ্গে কিছু থাকে—বুঝেছ কি না—আমার কাছে দাও। এখানে বড় ডাকাতের ভয়! আমার কাছে দিলে কেউ জান্‌তেও পার্‌বে না, কোথায় রেখেছি। আর তুমি যখন যা চাইবে, তখনি তাই পাবে।

সু। আমার কাছে কিছু নেই।

প। (স্বগত) ছেলেটা পাকা! নেহাত যা ভেবেছিলেম তা নয়! (প্রকাশ্যে) আর একটা কথা। দেখ আমরা যেখানে যাচ্চি সে অনেক দূর! আগে চল ঐ দিগে যাই। ওখানে বেশ গান বাজনা হ'চ্চে শুনিগে। তার পর খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে রামচন্দ্র দর্শন ক'র্‌তে যাব এখন।

সু। না, আমি, আগে দর্শন ক'র্‌বো।

প। আ ম'লো! ভণ্ড বেটারা আবার এদিগে আস্‌চে যে! তবে আমি যাই। [প্রস্থান।

সু। (গীত)

"ত্যজ মন হরি বিমুখন্ কো সঙ্গ।"

দূরে মহান্ত শ্রীপতিস্বামী ও শিষ্যগণের প্রবেশ।

শ্রীপতি। তোমরা সকলে আয়োজন ক'রে রাখ। আমি কালই

অযোধ্যা পরিত্যাগ ক'রবো। এখানে আর অধিক দিন থাকা হবে না। বৃন্দাবন, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানের মঠে এখনও যাওয়া হয়নি। রামেশ্বর প্রভৃতি দক্ষিণাপথের বৈষ্ণব তীর্থে এবৎসর আর যাওয়া হ'লনা দেখ্‌ছি। শীঘ্র না যাত্রা ক'র্‌লে আগামী মাঘী-পূর্ণিমায় প্রয়াগে স্নান করা হবে না।

১ম শিষ্য। আমি এখনই আপনার জন্য সমস্ত আয়োজন ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রছি। কাল অপরাহ্ণে আপনি যাত্রা ক'র্‌তে পারবেন। দেখুন একটী বালক কি গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে এদিগে আস্‌ছে।

শ্রীপতি। এ সুকুমার বালকটী কে? বোধ হয় অযোধ্যার কোন দরিদ্রের সন্তান। আসুক জিজ্ঞাসা ক'রছি।

(নেপথ্যে গীত)

"ত্যজ মন হরি বিমুখন্ কো সঙ্গ।
যাকে সঙ্গ্ কুমতি উপজৎ হৈ করত ভজন্‌মে ভঙ্গ।"

আহা! কি সুন্দরই গাইছে! মন, যে হরি বিমুখ, তার সঙ্গ ত্যাগ কর—কেননা, তাহার সহবাসে কুমতি উৎপন্ন হয়, আর হরিসাধনায় ব্যাঘাত জন্মে। আহা কি সুন্দর ভাব! শিশুর মুখে এমন রসাল হরিগুণ গান আরও মধুর। এ নিশ্চয়ই পরম হরিভক্ত। আমি এর ভাবে বুঝ্‌তে পার্‌চি যে, এর হৃদয় হরিপ্রেমে পরিপূর্ণ। কোন দিগে চাইছে না, কেবল একমনে গাইছে। আবার শোন—

"কাগহি কাহ কপূর চুনায়ে, শ্বান্ নহায়ে গঙ্গ;
খর্‌কো কাহ অরগজা লেপন, মরকট ভূষণ অঙ্গ;
সুমতি সুসঙ্গতি তিনহি ন ভাবত পিয়ত বিষয় রসভঙ্গ।"

আহা কি মধুর! কাককে যদি কর্পূর সেবন করান যায়, কুকুরকে যদি গঙ্গাস্নান করান যায়, গাধাকে যদি গন্ধদ্রব্য মাখান যায়, আর বাঁদরকে যদি ভূষণ পরাণ যায়, তাহা হইলে ইহাতে তাহাদের কখন সুমতি হয় না, তাঁহারা কেবল বিষয়রসরূপ ভাঙ্‌পানে উন্মত্ত থাকে। এ বালকটী হৃদয়ের সঙ্গে এই গানটী গাচ্ছে! এর মনপ্রাণ যেন এই গানে মগ্ন র'য়েছে! এ ভবিষ্যতে একজন পরম সাধু হবে।

সুরদাসের প্রবেশ।

সু। (মহান্তকে প্রণাম)

শ্রী। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার হরিভক্তি অচলা হউক। কি গাহিতেছিলে আবার গাও দেখি—তোমার গানে আমরা বড়ই আনন্দলাভ ক'রেছি।

সুর। (গীত) "ত্যজ মন হরি বিমুখন্ কো সঙ্গ।" ইত্যাদি।

শ্রী। এ গানটী কি তোমার নিজের রচনা ?

সুর। (অস্ফুট ও বিনীত ভাবে) আজ্ঞা।

শ্রী। অতি উত্তম রচনা হ'য়েছে। হরির ইচ্ছায় তুমি এর পর অনেক উৎকৃষ্ট গীত রচনা ক'রবে। এই শৈশবকালেই তোমার কবিত্বশক্তি ও হরিভক্তির যথেষ্ট পরিচয় পেলেম। তোমার নাম ?

সু। সুরদাস—আমি সাধুগণের দাস।

শ্রী। (স্বগত) আহা, কথাগুলি বিনয়ে মাথা !

সু। মহাভাগ, রামচন্দ্রের মন্দির কোন্ পথে ?—এখান থেকে কতদূর ? নিকটে কি ?

শ্রী। অতি নিকটে—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—তোমার নিবাস ?

সু। ব্রহ্মপুর।

শ্রী। অযোধ্যায় নয় ? এখানে কার সঙ্গে এসেছ ?

সু। একলা।

শ্রী। একলা ? তোমার কেউ নাই ?

সু। আমার মা আছেন। আমার অযোধ্যা দেখ্‌তে বড় মন হ'ল। মাকে ব'ল্‌লে, মা তো ছেড়ে দেবেন না—তাই লুকিয়ে এসেছি।

শ্রী। বালক, এ কাজ ভাল কর নাই। তিনি কত ভাব্‌বেন, তোমার জন্য কত কাঁদ্‌বেন, তা কি জাননা ?

সু। আমা বিনা জননীর আর কেহ নাই তা জানি—আমায় না দেখে মা অনেক কাঁদ্‌বেন, অনেক দুঃখ ক'রবেন তাও জানি,—

কিন্তু, মহাভাগ, শোক চিরস্থায়ী নয়,
এ সংসারে সময়ে সকলি স'হে যায়।

বিশেষতঃ—কি বলিব জ্ঞানহীন আমি—
দেখুন ভাবিয়া,—তত্ত্বজ্ঞ আপনি প্রভো—
কেবা কার পিতা মাতা, কেবা কার সুত ?
কেবা কার মিত্র, কেবা কার শত্রু ? সবে
বিজড়িত মায়া মোহে ! তাই মুগ্ধ নর
বিপদে প্রকাশে শোক, সম্পদে হরষ।
মরণ নিশ্চয় যদি, কি হেতু মমতা ?
মিছা এ সংসার সুখে দিয়া বিসর্জ্জন,
সত্য পরমার্থে কেন নাহি দিব মন ?
হের শমনের চর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে !
কয়দিন তরে এ সংসার, জ্ঞানিবর ?
পুত্রাদির মায়া ডোরে, বিষয়ের ভোগে
নর বিজড়িত এত, সে ডোর কঠিন
ছিন্ন করি মুক্ত হ'তে পারে না সহজে।
কিন্তু বিষয়ের ভোগে, বাধা যদি পায়,
কোথা হ'তে তত্ত্বজ্ঞান উদয়ে হৃদয়ে !
ধনী ধন নাশে, অসার ভাবয়ে ধনে ;
পিতা পুত্র নাশে ভাবে অসার সংসার !
দেখিয়া শুনিয়া হেন, বিষয়ের ভোগে
বিলিপ্ত থাকিবে কেবা ? কিন্তু মায়া ঘোরে
মুগ্ধ হ'য়ে বুঝিয়াও বুঝে না মানব।
জননী আমার, আমা বিনা কিছুদিন
করিবেন শোক। কিন্তু সংসার আশায়
অবশেষে দিয়া জলাঞ্জলি, হরিনাম
শুধু করিবেন সার !

কিন্তু আমি যখন গৃহত্যাগ করি, তখন এত ভাবি নাই। তখন তীর্থ দর্শনে মন এত ব্যাকুল হ'ল যে আমি আর স্থির থাক্‌তে পার্‌লেম না। কেবল আস্‌বার সময় একবার মনে হ'ল মাকে কে দেখ্‌বে ? কিন্তু তখনি

মনে ক'র্‌লেম, কেন হরি আছেন—অধিক ভাব্‌লে ভাবনা বৃদ্ধি হবে, তা হ'লে আমার তীর্থ দেখা হবে না, এই ভেবে গৃহত্যাগ ক'র্‌লেম।

২য় শিষ্য। (স্বগত) ছেলে নয় তো বুড়োর বাবা! এমন পাকা ছেলে আমার বাবার বয়সে দেখিনি! ছেলেটা আস্ত জ্যেঠা! ভণ্ডামি দেখ্ না কত! উনি তীর্থ দর্শন ক'র্‌বেন!

শ্রী। (ঈষৎ হাসিয়া) বালক, তীর্থ দর্শন কি বালকের কাজ? তোমার কি এখন সাধনার সময়?

সু। কবে ক'র্‌বো তবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন?
হরি সাধনায় কালাকাল কিবা?
যদি বাল্যকাল কাটাব খেলায়,
বিষয়ের ভোগে কাটাব যৌবন,
রোগের চিন্তায় কাটাইব জরা,
কবে তবে হবে হরির সাধনা?
মৃত্যুকাল নহে নিশ্চিত যখন,
বাল্যকাল হ'তে হরির চরণে
প্রাণ সমর্পণ উচিত কি নয়?
প্রভো, আজ যদি উড়ে প্রাণ-পাখী
কে তবে করিবে হরির সাধনা?
বৃথায় তা হ'লে যাইবে জীবন।

শ্রী। আচ্ছা, তুমি জান হরি কিরূপ? তাঁর কি গুণ? তাঁকে কি ক'রে ডাক্‌তে হয়!

সু। (গীত) তাঁরে বুঝা ভারি।
জানিনা তিনি পুরুষ কি নারী!
যখন না দেখে হৃদয় কাঁদে,
মা ব'লে ডাকি তাঁকে;
যখন বিষয় বিপদে পড়ি,
তখন বলি কোথায় বিপদ-ভয়-হারি!
তিনি সগুণ কি নির্গুণ বুঝ্‌তে নারি!

হীনমতি শিশু জানিবে কেমনে,
কেমন শ্রীহরি ? শুনেছি অগম্য,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরূপী হৃষীকেশ—
কথন পুরুষ, কথন প্রকৃতি !
মা বলিয়া ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব পাইল ;
পিতা ব'লে ডাকি দেবের মণ্ডলী
পাইল নিস্তার অসুর সঙ্কটে ;
পুত্র ভাবে ডাকি নন্দ যশোমতী,
ভব-ডোর হ'তে হইল উদ্ধার ;
মিত্র ভাবে ডাকি গুহক চণ্ডাল,
মরি, আর যত ব্রজের রাখাল,
আনন্দে গোলোকে করিল প্রয়াণ ;
পতিভাবে ডাকি ব্রজবালাকুল,
অনায়াসে গেল বৈকুণ্ঠধামে।
যেবা যেই ভাবে, ভাবে ভগবানে,
সেই ভাবে তার পূরান কামনা।

শ্রী। বালক, এ সকল কথা তোমায় কে শিখালে ?

(আলিঙ্গন করণ)

সু। আমি সাধুগণের মুখ থেকে শুনেছি। আর, ব্রহ্মপুরে একজন বৃদ্ধ আছেন, তিনি যখন ধর্ম্ম কথা বলেন, আমি তাঁর কাছে ব'সে শুনি।

শ্রী। (স্বগত) এর মুখ থেকে যে সকল কথা বা'র হ'ল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হ'চ্ছে এর বাল্যকালেই বৈরাগ্য সঞ্চার হ'য়েছে, এ যে পরম ভক্ত হবে তা'তে আর সন্দেহের লেশও নাই। এর উপর দেখে যা' মনে ক'রেছিলেম এর ভিতরেও তাই। মুখ খানি যেমন কোমল, কণ্ঠ যেমন সুধাময়, অন্তর তদপেক্ষাও সুন্দর! ইহাকে যদি শিষ্য ক'রতে পারি তবে গুরুনাম গ্রহণ সার্থক! (প্রকাশ্যে) তোমার দীক্ষা হয়েছে ?

সু। আজ্ঞা না।

শ্রী। তবে আমি তোমায় দীক্ষিত ক'র্‌বো। তোমার ইচ্ছা আছে ?

সু। আমি অতি হীন, ক্ষুদ্রমতি। আপনার শিষ্য হবার যোগ্য নই।

শ্রী। তুমি অতি উপযুক্ত পাত্র—তোমার মত পরম বৈষ্ণবকে দীক্ষা দেওয়া আমাদের মত শাস্ত্রজ্ঞান-গর্ব্বিত মানবের ধৃষ্টতা মাত্র। আমাদের তেমন দৃঢ় ভক্তি কই? শাস্ত্রের আলোচনা ক'রে আমাদের হৃদয় কঠিন হ'য়ে গেছে। আমাদের সকলই ভণ্ডামি। দেখ আজ তিথিও ভাল আছে। আমি আজই তোমায় এই হরির লীলাভূমি অযোধ্যায় দীক্ষিত ক'রবো। চল, সরযূতে স্নান ক'রে রামচন্দ্র দর্শন ক'রে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মঠের অভ্যন্তরস্থ কুটীরে ধ্যানমগ্ন সুরদাস।

শ্রীপতি স্বামীর প্রবেশ।

শ্রী। সুরদাস, সুরদাস, উঠ বেলা গেল।

সু। (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া প্রণাম করণ) বেলা গেল প্রভু? আমার তো ভাল ক'রে হরি চিন্তা করা হয়নি।

শ্রী। আজিকার মত হ'য়েছে। আমি তোমাকে দুই দণ্ড মাত্র ইষ্ট মন্ত্র জপ ক'র্‌তে ব'লেছিলেম। তুমি এক প্রহরেরও অধিক কাল ধ্যান-মগ্ন আছ, এখন উঠ।

সু। (যোড়হস্তে) অজ্ঞান বালকে ক্ষম গুরুদেব!

নাহি জানি—
দুই দণ্ড হ'ল অতীত কখন্—
তব আজ্ঞামত, একমনে বসিলাম
গুরো, চিন্তিতে হরির অভয় চরণ।
ক্রমে মধুপানে মধুকর প্রায়
মন প্রাণ মম উঠিল মাতিয়া।
নব হর্ষ লাভে বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষার!—
হেন সুখত্যাগ না চাহিল মন।
তাই জানি নাই, বেলা অবসান—
নিজগুণে দাসে করহ মার্জ্জনা!

শ্রী। আছি আনন্দিত বিনয়ে তোমার।

দেখি নাই ভক্তি বালকের হেন!
শিশু, শিষ্য নহ, সহোদর মোর—
সবে মোরা একই হরির সন্তান!
কি সাধনা, কিবা জ্ঞান আছে মোর,
শিখাব তোমায়? আপনি কেশব
গুরু তব—গুরু ব'ল না আমায়।

সু। কেন প্রভো! বয়োজ্যেষ্ঠে গুরু সম গণি;
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ সম গুরুর প্রধান।
দাস নাম মম—রব দাস চিরকাল!
ভাল বুঝি জনক আমার, রেখেছেন
নাম স্থরদাস; সহোদর সম যদি
বাসিতে বাসনা মোরে, হে সাধুপ্রধান!
দাস সম দেখো এই কনিষ্ঠ সোদরে!
দাস নামে গর্ব্ব মোর, দাস নামে প্রীতি;
জানি সাধুসেবা হরিসেবার সোপান!

শ্রী। ধন্য শিশু, ধন্য বিনয় তোমার!
বিনয় তোমার অঙ্গের ভূষণ,
বিনয় তোমার হৃদি, প্রাণ মন!
বিনয়ে মেদিনী করিবে বিজয়!
কিন্তু, ধিক্, শত ধিক্ মোরে,
বিনয় বিহীন মূঢ় নর আমি!
ছিল আগে মোর নাম কৃষ্ণদাস;
দাস নাম ভাল না লাগিল মোরে—
মহান্ত শ্রীপতি নাম ক'রেছি ধারণ!
যে অমূল্য বিনয় ভূষণ,
হৃদয়ে ছুলিছে তোর, রে বালক,
অংশ তার দেরে দক্ষিণা আমার,
চরিতার্থ হোক গর্ব্বিত মহান্ত।

বৃথায় কেবল কাটাইনু কাল!
জপ তপ ত্যজি শাস্ত্র আলাপন,
কেন নাহি শিখিনু বিনয় এই শিশুর মতন?

[উভয়ের প্রস্থান।

শিষ্যগণের প্রবেশ।

১ম শিষ্য। সুরদাসকে দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়!

২য় শিষ্য। গুরুদেব তো সুরদাস সুরদাস ক'রে পাগল হ'য়েছেন। আমি প্রথমে একে ভণ্ড মনে ক'রেছিলেম। কিন্তু এখন তো ভণ্ড ব'লে মনে হয় না।

১ম শি। রাম রাম! এর মুখ খানি কেমন প্রফুল্ল, কেমন আনন্দময়, কেমন পবিত্রতাময়! কণ্ঠস্বর কেমন মধুমাখা! একি কখন ভণ্ড হ'তে পারে? ভাই, এ যে সরলতার পবিত্র মূর্ত্তি! বালকে কখন ধার্ম্মিকের ভাণ করে না।

২য় শি। গুরুদেবের প্রয়াগযাত্রার উদ্যোগ করিগে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুরদাস ও শ্রীপতিস্বামীর পুনঃ প্রবেশ।

শ্রী। সুরদাস, আমি কাল প্রয়াগ যাত্রা ক'র্‌বো। তুমি কোথায় যাবে? বাড়ী যাবে কি?

সুর। না প্রভো, বাড়ী যাবনা। যখন এসেছি, তখন বারাণসী দেখে বাড়ী যাব ইচ্ছা ক'র্‌ছি। এখন বাড়ী গেলে আর কাশী দেখা হবে না।

শ্রী। তুমি হরির অনুগৃহীত। তোমার কাজে আমি বাধা দিবনা। হরির ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হবে। কিন্তু এখান থেকে বারাণসী যে অনেক দূর। তুমি একলা কি ক'রে যাবে? তুমি তো পথ জাননা।

সু। কেন, যাত্রীদের সঙ্গে যাব। অনেকে তো এখানে থেকে কাশী যাচ্চে।

শ্রী। আচ্ছা। কিছু পাথেয় ল'য়ে যাও। তোমার কাছে তো কিছু নাই।

সু। (যোড় হস্তে) আমাকে ক্ষমা করুন। আমার অর্থে প্রয়োজন

নাই। আপনি অন্ধ, খঞ্জ ও অথর্ব্বদিগকে এই অর্থ দান করুন। আমার চক্ষু কর্ণ ও হস্তপদাদি থাকৃতে দান গ্রহণ ক'র্‌লে হরির কাছে অপরাধী হব।

আছে বনে নানা বনফল,
সরসীতে সুশীতল জল,—
ক্ষুধা তৃষ্ণা হবে নিবারণ।
অর্থ শুধু অনর্থের মূল!

শ্রী। তোমার কুশল হউক—আবার দেখা হবে। (স্বগত) আমার মন কিন্তু একে ছেড়ে দিতে চায় না। আমি কি বাতুল হ'লেম? আমি কি উদাসীন হ'য়ে মায়ার কুহকে প'ড়বো?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—বনমধ্যে কুটীর সম্মুখ।

স্বরদাসের প্রবেশ।

স্বর। এখন ঝড় একটু থেমেছে। আর সকল যাত্রীরা যে কোথায় গেল তা তো দেখ্‌তে পেলেম না। এখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, বনের মধ্যে কোথায় যাব? যাই দেখি, এই কুটীরে যদি আশ্রয় পাই। (কুটীরে প্রবেশ ও প্রত্যাবর্ত্তন) এ যে বদ্‌মায়েসের আড্ডা! এরা সব মদ খাচ্চে!

(নেপথ্যে) কেরে এখানে?

মদ্যপায়ীদিগের প্রবেশ।

১ম। কেরে তুই?

স্ব। আমি স্বরদাস।

২য়। তুমি সুরাদাস! বেশ, বেশ! আমরাও সুরাদাস!

সকলে। তবে বেশ মিলেচে! তুমি আমাদের কাছে থাক না।

৩য়। (একপাত্র মদিরা আনিয়া) তুমি কষ্ট ক'রে যখন এসেছ, একটু সুধা থাও, ঠাণ্ডা হবে।

স্ব। একে মানুষ মোহ ঘোরেই আচ্ছন্ন, তা'র উপর আবার সুরা?

২য়। না খেলে ছাড়ান ছোড়ান নেই! খেতেই হবে!

সু। (গীত)

হরিপ্রেম সুধাপানে মত্ত কর মন।
তা হ'লে সুরায় হবেনা প্রয়োজন!
তাতে নাহি হয়, দেহ মন ক্ষয়,
তাতে মনঃকরী বাঁধা থাকে হয়না উচ্ছৃঙ্খল;
তাহে কভু নাই অকাল মরণ!
ফেল, ফেল, ফেল সুরা এ যে বিষম গরল!
এ হিতাহিত জ্ঞান হরে, মানবেরে পশু করে,
অকালে আনয়ে জরা সর্ব্বনাশ করে সংঘটন।

(সকলের নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ অবস্থায় হস্ত হইতে সুরাপাত্র স্খলিত হওন)

এইবার পালাই! এ পাপস্থানে আর তিলমাত্র থাকা কর্ত্তব্য নয়!

[প্রস্থান।

১ম। কি রে? সব অবাক্ হ'লি যে! ভেল্কি লাগ্‌ল না কি? মদটা সব ফেলে দিলি! আহাহা!

২য়। আঁা আঁা, তাইতো! ছোঁড়াটা গেল কোথায়? চল্‌তো খুঁজে দেখি।

৩য়। না ভাই, আমি যাব না! সে ছোঁড়া নয়—ভূত! সে নিশ্চয়ই কোন ভেল্কি জানে, নইলে এর মধ্যে কোথায় পালাল!

২য়। আমার গাটাও কাঁপ্‌চে। আরে বাবারে বেহ্মদত্যি রে!

(সকলের চীৎকার ও পলায়ন)

চতুর্থ দৃশ্য—প্রতাপগড়ের পথ।

তীর্থ যাত্রীদিগের প্রবেশ।

১ম যাত্রী। সর্ব্বনাশ হ'লরে! সর্ব্বনাশ হ'ল! পালা সব পালা!

২য় যা। ওমা কি হবে মা! কোথা যাব মা!

৩য়। ওরে বাবারে আমি কোথা যাব!

সুর। ভয় কি? হরি আছেন, রক্ষা ক'র্‌বেন! মধুসূদনকে ডাক।

১ম যা। হ্যাঁ! হরি আছেন! হরি এখানে ব'সে আছেন! ড়াকাতের হাঁকুনি শুন্‌ছিস্ না! হরি তোকে এসে রক্ষে ক'রবেন! তুই তবে থাক্।

৪র্থ যা। ছেলেটা এক সঙ!

৩য়। এদিগে চল, এদিগে চল।

[সকলের প্রস্থান।

দস্যুগণের প্রবেশ।

১ম দস্যু। দেখ্, সব চুপ্! হাঁকা হাঁকির কর্ম্ম নয়। সব কাজ হাঁকা হাঁকিতে হাঁসিল হয় না। এরা আছে অনেকগুলো।

২য় দ। হ্যাঁ! আমিও তাই ব'ল্ছিলেম।

১ম দ। আবার! চুপ্!

৩য় দ। ওটা ঐ রকম!

১ম দ। আরে মোলো! ব'ল্লে সব বাড়ায়! সব লুকো।

[সকলের অন্তর্দ্ধান।

স্থরদাসের প্রবেশ।

স্থ। পৃথিবীতে সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত। কে কা'র পানে চায়? সকলেই নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালাল। যা করেন হরি। যদি ডাকাতের হাতে মৃত্যু হরির ইচ্ছা হয়, কা'র সাধ্য নিবারণ ক'র্বে? হরির ইচ্ছা বিনা কে কা'কে মারে?

[প্রস্থান।

দুইজন যাত্রীর বেগে প্রবেশ।

১ম যা। ওরে মাল্লেরে! মাল্লেরে!

[প্রস্থান।

২য় যা। ও বাবা গেছিরে! হাত ভেঙ্গে দিয়েছে রে!

[প্রস্থান।

স্থরদাসের হাত ধরিয়া একজন দস্যুর প্রবেশ।

দস্যু। [illegible], এখনও বল্‌চি, তোর কাছে যা আছে দিয়ে পালা। তোকে আমার মার্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌চে না—দরকারও নেই।

স্থ।
আছে সঙ্গে মোর অমূল্য রতন,
সারভূত ধন হৃদয়ের মম!
লহ মালা, কর গলে পরিধান।

এতে ভক্তিরসে গলিবে হৃদয়,
কঠিন অন্তর হইবে কোমল,
পাশব প্রকৃতি দূর হ'য়ে যাবে,
প্রেমের লহরী উঠিবে উথলি!
হরিনাম মালা করিয়া ধারণ,
চৌর বৃত্তি ছাড়ি, মাত কৃষ্ণ প্রেমে।

(তুলসীর মালা প্রদান)

দ। (মালা দূরে ফেলিয়া দিয়া) সহজে না দিলে জোর ক'রে লব। এখানে ভণ্ডামি! (অনুসন্ধান) তোর কাছে কিছু নেই? তবে তোরে সর্দ্দারের কাছে নিয়ে যাই। আজ তোকে মা কালীর কাছে বলী দেবো। চল্! (গমনোদ্যোগ)

সু। দাঁড়াও ক্ষণেক ভাই! এই ভিক্ষা মাগি—
সাধের আমার তুলসীর মালা
ভূমিতে লোটায়, তুলে লই হৃদে!
মালা গলে দিয়ে মরিব হরিষে।

[মালা উত্তোলন ও উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য—ভীমামন্দির সম্মুখ।

বৃক্ষমূলে দস্যুগণ, বন্দিগণ, ও সুরদাস।

১ম দ। ভৈরবজীকে খবর দে।

২য় দ। খবর দেওয়া হ'য়েচে।

৩য় দ। আজ বহুদিন পরে ভীমার নিকট নরবলী হবে। আজ মা আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হবেন।

সু। মোহ মুগ্ধ নর!
হের পরম বৈষ্ণবী জননী আমার!
নিরীহ নরের রক্তে তৃপ্তি নাহি তাঁর!
বৃথা ভ্রমে পাপপঙ্কে হইছ মগন—
মজিছ আপনি, মজাইছ অন্যজনে।

৩য় দ। এ নিন্দুকের জিব কেটে দেতো রে!

সু। আমার যা কর্‌বার কর, কিন্তু এই লোকদিগকে ছেড়ে দাও। এদের যা ছিল সব ত নিয়েছ, এখন প্রাণে মেরো না।

১ম দ। তাইতো! তুই কিছু চাস্‌নে? তোর ভয় হ'চ্ছে না?

সু। (সুরে) জগতজননী কালবিনাশিনী সমুখে দাঁড়ায়ে মোর!
অভয় চরণ দেখেছি যখন কেটেছে ভবভয়-ডোর!
অসুর ঘাতিনী কলুষনাশিনী ভেঙ্গেছে মোহের ঘোর।

১ম দ। তোর্ মরণ নিকট।

সু। (গীত)

মরণ সময়ে সবে শুনাও কৃষ্ণ নাম!—
প্রাণ পাখী যাবার সময় শুনে যাক্,
তা'হলে ভুল্‌বেনাকো হরিগুণধাম।
ছিল সাধ যাব বৃন্দাবনে,
ক্ষমা চাইবো মা'র চরণে,
সে সাধ নিবিল মনে, পূরিল না মনস্কাম!

শ্যামার সন্তোষ হেতু নিজ রক্ত দিব উপহার—মরণে না ডরি। জননীর তনু, জননীরে দিব, তাহে ব্যথা কিবা?

বটুক ভৈরবের প্রবেশ।

বটুক। তুই রাধাকৃষ্ণের ভক্ত নাকি? কালীকে ভজ্—পরকালে ভাল হবে।

সুর। কালীকৃষ্ণে, হরিহরে ভেদ নাহি জানি।
হরির—
স'হারিণী শক্তি কালী, প্রেমশক্তি রাধা!
শুন, প্রেমময়ী রাধা, ষোড়শীর রূপে
প্রেমের বন্ধনে জীবে রেখেছে বাঁধিয়া।
রাখিছে সংসার কালী মৃত্যুর শাসনে।

ব। সে কি? ছিছি! কৃষ্ণ কালী এক!

সু। সুধাও—সাক্ষাতে আছে জগতজননী,—

ক্ষীরোদ সাগরে কেবা অনন্ত শয়নে
অনন্তের রূপে ভেসেছিল অসহায় ?
কেবা সৃজন-পালন সংহার কারণ
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রূপ করিল ধারণ ?
কেবা মীনরূপ ধরি উদ্ধারিল বেদ ?
কেবা কূর্ম্মরূপ ধরি রাখিল মেদিনী ?
কেবা বরাহ আকার করিয়া ধারণ
প্রলয় সলিল হ'তে উদ্ধারিল ধরা ?
কেবা শ্যামল সুন্দর বামনের রূপে
মহাবল বলিরাজে করিল বন্ধন ?
কেবা, আধ নরাকার, আধ সিংহরূপে,
ভক্তে উদ্ধারিতে রাখিতে ভক্তের কথা,
(আহা, জুড়াতে ভক্তের মরমের ব্যথা !)
অগ্নি, বিষ, গিরি, জলে রাখিল প্রহ্লাদে ?
কেবা নাশিয়ে দুর্জ্জনে ভূভার হরণে,
ধরিল পরশুরাম-মূরতি অনল ?
কেবা নীল নীরদ রূপে জুড়াইতে মহী,
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন হেতু,
নয়নাভিরাম রামরূপ করিল ধারণ ?
কেবা ত্যজি ধনুর্ব্বাণ, অসি খরশাণ,
বেণু ল'য়ে করে গাইল প্রেমের গান ?—
ফেলে মুণ্ডমালা, পরি বনফুলমালা,
কালিন্দীর কূলে বসি, বাজাইয়া বাঁশী,
ব্রজনরনারীকুলে, ব্রজের রাখালে,
ব্রজপুর-পশুপাখী, ব্রজপুর-শাখী,
মরি, শিখাইল সবে স্নেহ ভক্তি প্রেম ?
দেখ সুধাইয়া মায়—হয় কিম্বা নয়—
যে হরি প্রহ্লাদ ধ্রুবে দিয়াছেন কোল,

যেই হরি মধু-মুর-কৈটভ-নরক—
হিরণ্যকশিপু-বক্রদন্ত শিশুপাল—
দুষ্ট দশানন-কংস-কেশিবিমথন,
সেই হরি চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী, শুম্ভ-
নিশুম্ভঘাতিনী নৃমুণ্ডমালিনী রূপে
সম্মুখে তোমার! শ্যাম শ্যামা ভিন্ন নহে
কদাচন! ছাড় মোহ, বুঝিবে নিশ্চয়।

বটুক। চোরের সঙ্গে মা কালীর তুলনা?

সুর। সংসারের রহস্য বিষম!
দুর্ব্বৃত্ত তস্কর চোরে করে ঘৃণা!
যদি কৃষ্ণ চোর, তোমরাও তো চোর, তবে কৃষ্ণকে ঘৃণা ক'র্‌চ কেন? যদি চুরী এতই মন্দ, তবে এ বৃত্তি ত্যাগ কর না কেন?

বটু। (স্বগত) কথাগুলো ব'ল্‌চে ঠিক! এর কথা শুনে আমার প্রাণের ভিতর কেমন ক'রে উঠ্‌লো! আমরা কি রাক্ষস! মানুষ হ'য়ে মানুষ বধ করি! দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করা এই দণ্ডেই উচিত। কি খাব? কেন, বনের পশুপাখীগুলো কি খায়? আর নরহত্যায় কাজ নেই। কিন্তু এ বালকটা কে? আমাদের নাম শুনে লোকে অজ্ঞান হয়। একে বলী দেওয়া হবে এ শুনেছে; তবুও ভয় নেই! এর এমন কি বল আছে যে, এ বালক হ'য়ে আমাদের কাছে এত সাহস দেখাচ্চে! অন্ধকারে—নিবিড় বনে, তায় দস্যুর সম্মুখে বন্ধন দশায়—এ বালকের ভয় নাই! এ নিশ্চয় কোন দেবতা ছলনা ক'রে এসেছে; নইলে মানুষের এত সাহস হয় না! (প্রকাশ্যে) একটা আলো নিয়ায় তো দেখি।

একজন দস্যুর প্রস্থান ও আলোক লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

ব। (সুরদাসের মুখ দেখিয়া) আহা! এ যে দেবতার মুখ! এমন রূপ তো কখন দেখিনি! (বন্ধন মোচন করিয়া) তুমি যাও। (দস্যুদিগের প্রতি) দে রে দে, সকলকে ছেড়ে দে। একজন বনের পথ দেখিয়ে দিয়ে আয়।

[বন্দীদিগের বন্ধন মোচন ও প্রস্থান।

১ম দ। (২য় দস্যুর প্রতি) বলি হ'লো কি রে!

ব। দেখ ভাই, আমি আর এ কার্য্য ক'র্‌বো না।

সকলে। কেন? কেন? এর কারণ কি ওস্তাদজি? আমরা তবে কোথায় যাব? কি ক'রে পেট চ'ল্‌বে?

ব। দেখ, আমরা মা কালীর উপাসক। আমরা সকলে কৃষ্ণকে চোর ব'লে ঘৃণা করি। কিন্তু আমরা নিজে সেই চোর! যে কাজের জন্য পরকে ঘৃণা করা যায়, সেই কাজ নিজে করা কাপুরুষের কর্ম্ম। আর এ জঘন্য কাজ ক'রব না। আজ বালক আমায় উত্তম শিক্ষা দিয়েচে—আজ আমার পুনর্জ্জন্ম।

১ম দ। কেন, আমরা ত চোর নই। আমরা বল পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করি। দেখুন বাদশা ব্যাটারা, নবাব ব্যাটারা আমাদের বুকে হাঁটু দিয়ে টাকা নিচ্চে।

ব। আমরা চোর নই তবে কি? যদি চোর নই তো অন্ধকার নইলে পথে বা'র হইনে কেন? নির্জন বনে বাস করি কেন? লোকালয় ছেড়েচি কেন? আলোকে ভয় করি কেন? সর্ব্বদাই চঞ্চল কেন? আমরা তো বনের বাঘ ভাল্লুক। তুমি ব'ল্‌চ আমরা ডাকাত?—ওঃ সে আরও ভয়ানক! ডাকাত শুধু চোর নয়—নরঘাতক! তোমাদের যা ইচ্ছে হয় কর—আমি এই দণ্ডেই এই বন ত্যাগ ক'রব। ভিক্ষা ক'রে খাব। অনেক সাধু আছে, ভিক্ষা ক'র্‌লে ভিক্ষা মিল্‌বে। কিন্তু ডাকাতী আর নয়!

১ম দ। ক'র্‌তে গেলুম এক, হ'য়ে গেল আর!

[বটুক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ব। (করযোড়ে) তারা, কি হ'বে আমার?

কাঁপে প্রাণ স্মরিলে পূর্ব্বের কথা!
চৌর্য্য, নরহত্যা, নৃশংস আচারে আজন্ম নিরত আছি,
কে করিবে করুণা তোমা বিনা?
ভরসা তোমার চরণ দুখানি।
তুমি যদি ঠেল পায়, অন্য পথ নাই!
মা যদি ঘৃণা করে, দাঁড়াব কোথায়? [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য—নিবিড় অরণ্য।

সুরদাসের প্রবেশ।

সু। এ যে নিবিড় বন! আমি কোথায় এসে প'ড়লেম! মনে ক'রে-ছিলেম এদিগে এলে বনের পথ পাব; কিন্তু কই, এ যে আরও ঘোর বনে এসে প'ড়েচি। উঃ! কি বন! কোন দিগেও মানুষের পায়ের দাগ দেখা যায় না! (দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওটা কি? একটা বাঘের মত দেখ্‌চি না! হাঁ, সত্যই তো বাঘ—তবে আর পরিত্রাণ নেই! আমি এই বাঘের পেটেই যাব। মা, তোমায় যেমন কাঁদিয়ে এসেছি, আজ তার প্রতিফল পাব! তোমার সুরদাসকে আর দেখ্‌তে পাবে না! সুরদাসের পরমায়ু শেষ হ'ল! হরির কি ইচ্ছা আমার বাঘে খাবে? যদি তাই হয়, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক! এতে আমার কোন দুঃখ নেই। আমার রক্ত মাংসে তবুও তো তাঁহারই সৃষ্ট একটা প্রাণীর তৃপ্তি হবে। পূর্ব্বজন্মে যদি নরহত্যা ক'রে থাকি, অবশ্য এইরূপেই ম'র্‌তে হবে! মরবার সময় একবার হরিগুণ গাই।

(গীত)

বনের পশু, শোন্‌রে হরিনাম!
তোর হিংস্র স্বভাব নাহি রবে গলিবে পরাণ।
হবে সফল পশু জীবন,
ঘুচিবে তোর পশু জনম,
হরিনামের মালা গলে কর পরিধান!
ধ'রেছ শরীর সুরঙ্গ সুন্দর,
সুন্দরতর তব হইবে অন্তর;
দয়াল হরি আমার তোরে ক'র্‌বে পরিত্রাণ!

(ব্যাঘ্রের নিকটে গমন ও গলায় হরিনামের মালা অর্পণ।
ব্যাঘ্রের নিঃশব্দে পশ্চাদ্গমন।)

সু। হরিনামের এমনি মাহাত্ম্য, যে, বনের হিংস্রক পশু বশ হয়। হরিনাম ক'রলে বনেও ভয় নেই, সাগরেও ভয় নেই। এই হরির পায়ে মন দিয়ে অগ্নিতে, সমুদ্রে, পর্ব্বত চাপনে, পর্ব্বত থেকে প'ড়ে, বিষপান

ক'রে কিছুতেই প্রহ্লাদের মৃত্যু হয়নি! হরিনামের গুণে বাঘের হৃদয়ে যে দয়া হবে তা'তে আশ্চর্য্য কি!

(গীত)

হরিনাম অপার্থিব ধন, অতুল রতন!
হরিনাম কি গুণ ধরে, পাষাণে কোমল করে,
এ নামে গলে পশুর মন।
ডাকলে হরি প্রীতি ভরে, হরি কি থাকৃতে পারে,
ভক্তের বাঞ্ছা করে পূরণ।
হরিনামে বিপদ্ যাবে দেখবো কাশী বৃন্দাবন!

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য—বনমধ্যস্থ অস্পষ্ট পথ।

সুরদাসের প্রবেশ।

সু। (গীত)

জয় জয় ভবসাগর পারকারী!
জয় শিব কৃপাময় অশিবহারী!
জয় দুষ্কৃত-শাসন, দীন-ভকত-রঞ্জন,
জয় বিশ্ব-কারণ, জয় আনন্দ-বর্দ্ধন,
জয় জয় নিত্যানন্দ গোলোক বিহারী।

এই বার বোধ হয় গ্রামের পথ পাব। এখানে বন ততটা নিবিড়ও নয়, আর মানুষের পায়ের দাগের অস্পষ্ট পথও দেখা যাচ্চে। কিন্তু পথের দাগ তো তিন চারটে আছে; এখন কোন্ পথে গেলে শীঘ্র গ্রামে যাওয়া যায়!

(গীত)

একা আমি বন মাঝে, কোথাহে বিপিনবিহারি।
অন্ধকার চারিদিক্, জানিনা দিক্ বিদিক্,
দেখাও পথ দীননাথ, যেন বিপথে ঘুরে না মরি!
(হেথা) কেবা আর আছে, যাব কা'র কাছে, কেদিবে বলিয়া পথ?

শ্বাপদ ভয়ঙ্কর, ভয়াল বিষধর, চৌদিগে নেহারি !
তোমার অভয় চরণ লক্ষ্য ক'রে পথ খুঁজি হরি !

এখানে একটু বসি, আর চ'ল্‌তে পারিনে। (উপবেশন) আমি অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার হ'লেম ; কিন্তু কাশী এখনও অনেক দূর। হরি যখন আমাকে এত বিপদ্‌ থেকে রক্ষা ক'র্‌লেন তখন অবশ্য তাঁর কোন উদ্দেশ্য আছে ; তিনি বোধ হয় আমাকে চিরদাস ক'রে তাঁর সেবায় নিযুক্ত ক'র-বেন ! আমায় কে যেন কাণে কাণে ব'ল্‌চে "তোর কাশী দেখাও হবে, বৃন্দাবন দেখাও হবে !" যা হ'ক আমার মনে যেন সাহস হ'চ্চে। হরি ! আমি তোমার সেবাতেই যেন জীবন কাটাই, আমি আর কিছু চাইনে।

(চিন্তা)

চণ্ডালিনীর প্রবেশ।

চ। এ কি ! বনের মধ্যে একলা এ ছেলেটী কে ? আহাহা, ছেলেটী কি সুন্দর ! এ কোন দেবতা হবে ! শুনিছি দেবতারা ছল ক'রে কখন কখন বনে আসে। ঠিক্‌ ঠিক্‌ ! তাই হবে। তবে পালাই এ বেলা— কি জানি কি ঘটে !　　　　(পলায়নোদ্যতা)

সু। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া) তুমি কেগা ? আমাকে এই বনের পথ দেখিয়ে দাও না ! আমি পথ হারিয়েছি।

চ। (স্বগত) আমার কি বুদ্ধি ! আমি একে দেবতা মনে ক'রেছিলুম ! যাই হ'ক ছেলেটী ঠিক যেন দেবতা ! (প্রকাশ্যে) তুমি বাছা আমার বাড়ী যাবে তো চল নিয়ে যাই।

সু। যদি যত্ন ক'রে নিয়ে যাও কেন যাবনা ?

চ। বাবা, আমি যে ছেলের যত্ন জানিনে, কি ক'রে যত্ন ক'রবো ? আমি একে আঁটকুড়ো—তায় চণ্ডালিনী !

সু। চল তোমার সঙ্গে যাই। আমি তোমায় মা ব'লে ডাক্‌বো।

চ। তুমি এ বনে কেমন ক'রে পথ হারালে ?

সু। এখন মা, চল। তোমার বাড়ী গিয়ে সব ব'ল্‌বো।

চ। (স্বগত) আহা ছেলেটীর যেমন রূপ কথাও তেমনি মিষ্টি ! আ'জ পঞ্চাশ বছর আমার বয়স হ'ল, কিন্তু কেউ কখন আমায় মা ব'লে

ডাকিনি! আহা এর মুখে মা কথা কি মিষ্টি! এর মা, এর মুখে 'মা' কথা শুনে যে কত সুখী হয়, তা ব'ল্‌তে পারিনে! যে এমন ছেলের মা তার জন্ম সার্থক! (প্রকাশ্যে) দেখ বাছা, আমরা নীচ জাতি—তুমি আমার বাড়ী যাবে?

স্থ। দেখ মা, নীচকে যিনি সৃষ্টি ক'রেছেন, উচ্চকেও তিনি সৃষ্টি ক'রেছেন, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের বিধাতা একই—তবে চণ্ডালকে কেন ঘৃণা ক'র্‌বো? আর, যে আপনাকে নীচ ব'লে জানে সে তো নীচ নয়—সেই মহৎ। আমি সকল স্থানেই যেতে প্রস্তুত; কেবল যেখানে হরিনিন্দা হয়, সেই থানে যাব না। তুমি চল—তোমায় যখন মা ব'লিচি, তোমার বাড়ীতে যেতে কোন বাধা নেই।

চ। তবে এস বাপ!

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

(ক্রমশঃ)

বাণী-বন্দনা।

১

নটবেহাগ—ঝাঁপতাল।

বরদে সারদে দেবি বাগ্বাদিনি!
বিজ্ঞান-ঘন রূপা চিত্তমোদিনি!
করে পূত বীণা, ফুল্ল পদ্মাসীনা,
সাধক জনগণ-মানস-মোহিনি!
কল্যাণ-দায়িকে, কলুষ-হারিকে,
মোহান্ধ-নাশিকে, জ্যোতিঃ-বিধায়িকে;
করুণ নয়নে, হের ভক্ত জনে,
তারগো অধীনে দীন-তারিণি!
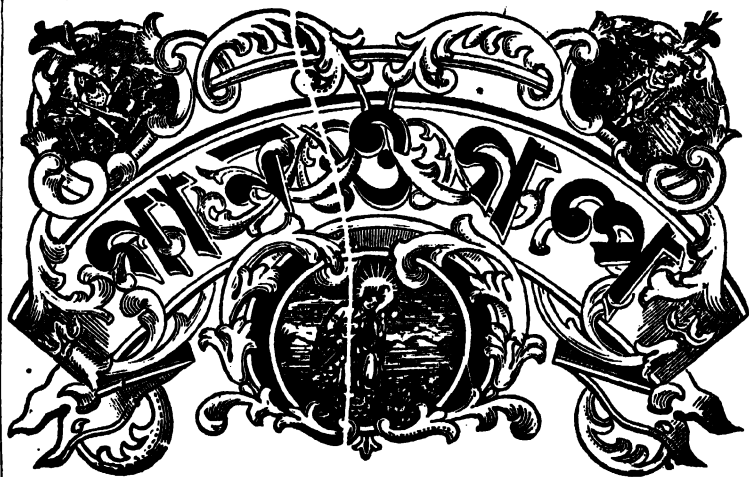
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] ভাদ্র, ১২৯৬ সাল। [৫ম সংখ্যা

বাণী-বন্দনা।

২

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

করেতে মধুর বীণা বসিয়া সরোজাসনে,
শ্বেতাঙ্গ, সহাসমুখ, কে তুমিলো সুলোচনে!
দিব্য জ্যোতিঃ-বিকাশিনি, দিব্য জ্ঞান প্রাণোদিনি,
স্বরেতে অমিয় ক্ষরে প্রেম ধারা ছনয়নে!
কত নরনারী গণে, পূজে ও যুগ চরণে,
পাইলে চরণ-রেণু লভে অমরতা ;—
আমি মাতঃ অভাজন, না জানি পূজা ভজন ;
ল'য়েছি স্মরণ পদে কৃপা কর এ অধীনে!

———

প্রেম ও প্রাণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম চিত্র।

বিহারীলাল কলিকাতায় আসিয়া রহিলেন। এখন তিনি স্বাধীন, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর! পূর্ব্বে তাঁহাকে পিতার মুখের দিগে তাকাইয়া কাজ করিতে হইত—যথেচ্ছাচার করিতে পারিতেন না; কিন্তু এখন তাঁহার বাসনা-স্রোতে বাধা দেয় এমন কে আছে? চারিদিগে কপট বেশধারী বন্ধু আসিয়া জুটিল! দিবারাত্রি কেবল আমোদেই অতিবাহিত হইতে লাগিল! যিনি এক কালে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত ছিলেন, আজ তাঁহাকে মূর্খ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রলোভন! বিদ্বান বুদ্ধিমান, সকলেই তোমার ক্ষমতার অধীন—তোমার মায়া হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই!

একদিন দুই প্রহরের সময় বিহারীলাল বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। বিহারীলাল সেই লোকটীকে দেখিবামাত্র সঙ্গে করিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছু কাল পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—

"আচ্ছা, যা সুদ লাগে আমি দিব; আমার কিন্তু আজ রাত্রেই টাকা চাই।" এই কথা বলিয়া বিহারীলাল চুপ করিলেন।

"রাত্রি আট্টার সময় আসিব" বলিয়া সেই লোকটী প্রস্থান করিল।

পার্শ্বস্থিত বন্ধুগণ একটু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন "আজ্‌গের দিন্‌টে ভাল,—প্রাণভ'রে মজা ক'র্‌তে হবে।

তাঁহারা কেন প্রফুল্লিত হইলেন, পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। বৈঠকখানায় নানা প্রকার আমোদ চলিতে লাগিল—গান বাজনা, হাসি গল্প—তরঙ্গান্বিত স্রোতস্বিনীর ন্যায় অজস্রধারে বহিয়া যাইতে লাগিল। সুখের বস্তুও অনেক, আমোদও যথেষ্ট।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইল—গাড়ী ঘোড়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। দুই প্রহরের সময় যে বাবুটী আসিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য

বিহারীলাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একখানি জুড়ী দুইটী বাবুকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বিহারীলাল সসম্ভ্রমে দুইটী বাবুকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। যে লোকটী দুই প্রহরের সময় আসিয়াছিল, সেই লোকটী বলিল "মহাশয়! টাকা মজুত, কিন্তু সুদের বিষয় একটু বিবেচনা করিতে হইবে। আপনার দরকারের সময় টাকা লইতেছেন, যে সুদ আপনি দিবেন বলিয়াছেন, তাহাতে হইতেছে না। শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া মাসে মাসে দিতে হইবে।"

বিহারীলাল তাহাতেই সম্মত হইয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া টাকা ধার করিলেন। বাবুদ্বয় তিন বৎসরের সুদ হিসাব করিয়া সুদের টাকা কাটিয়া রাখিয়া টাকা দিলেন, বিহারীলালের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিহারীলালও টাকা পাইয়া বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে আমোদে নিমগ্ন হইলেন। সেদিন সমস্ত রাত্রি আমোদে অতিবাহিত হইল। বিহারীলাল বাটীতে আর প্রত্যাগমন করিলেন না। পরদিন সমস্ত দিনও আসিলেন না; সন্ধ্যার সময় যখন বাটীতে প্রবেশ করেন, দরোয়ান বলিল "মহারাজ, বউরাণী আয়া!"

বিহারীলালের মুখ মলিন হইয়া গেল, কোন কথার উত্তর না দিয়া, ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় চিত্র।

বিহারীলাল কলিকাতায় চলিয়া আসিলে, পারুল অনেক দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন বিহারীলাল কিছুতেই বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন আর থাকিতে না পারিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এরূপ অবস্থায় রমণীর হৃদয় কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারে না; পারুল মনে করিলেন যে তিনি কলিকাতায় গেলে হয়ত বিহারীলাল ভাল হইবেন। এই আশায় বুক বাঁধিয়া পারুল কলিকাতায় গমন করিলেন। আসিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন,—হয়ত তাঁহার স্বামী তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইবেন,

হয়ত তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্বামীর হৃদয়ে আবার ভালবাসার সঞ্চার হইবে—কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হইল না—কলিকাতায় আগমন করিয়া দেখিলেন তাঁহার সমুদায় আশা বৃথা!

বিহারীলাল, পারুল আসিয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন "এ পাপের হাত হইতে কি আর আমার নিষ্কৃতি নাই?"

সংসার পরিবর্ত্তনশীল; পরিবর্ত্তনশীল জগতে এইরূপই হইয়া থাকে; যে বিহারীলালের হৃদয়ে পূর্ব্বে পারুলের নামে ভালবাসার তরঙ্গ উথলিত হইত, আজ তাঁহার হৃদয় পাষাণ সদৃশ অথবা পাষাণ হইতেও কঠিনতর বলিলেও দোষ হয় না!.যিনি পূর্ব্বে পারুলকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিতেন না, আজ তিনি পারুলকে আপনার কাছে পাইয়াও দেখিতে যাইতেছেন না।

দাসী আসিয়া দুই তিন বার সংবাদ দিল, বিহারীলাল বিরক্তিব্যঞ্জক কথার দ্বারা তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন—পারুল একথা শুনিয়া মনে ব্যথা পাইলেন—কিন্তু তবুত হৃদয়কে বাঁধিতে পারিলেন না, মনে মনে বলিলেন, "ঠাকুর তোমার সঙ্গে কি বাদ ছিল, কিজন্য তুমি আমাকে কলি-কাতায় আনিলে?" আবার দাসীকে পাঠাইলেন—এবার বিহারীলাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "যা ব'ল্‌গে আমি যেতে পার্‌বোনা—দরকার থাকে তিনি আসুন—আমি তো আর তাঁহাকে কলিকাতায় আস্‌তে বলিনি।"

দাসী এই সংবাদ দিলে—পারুল আর চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারি-লেন না—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ঝি তুমি যাও, আমার অদৃষ্টের দোষ, আর জন্মে লোকের মনে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তাই ঈশ্বর তাহার শাস্তি দিচ্চেন!"

দাসী চলিয়া গেল; পারুল কাঁদিতে লাগিলেন, ভাবিলেন "যথেষ্ট অপমান হ'য়েছে, আর দেখা ক'রবো না!" আবার হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ভাবিলেন "একবার জন্মের মত দেখা ক'রে যাই; একবার পায়ে ধ'রে ব'ল্‌বো, যদি এবার ভাল হন!"

ধীরে ধীরে তিনি বৈঠকখানার দিগে গেলেন; যাইয়া দেখিলেন,

বিহারীলাল একাকী বসিয়া আছেন। অনেক দিন পরে প্রাণাধিক প্রিয়তম স্বামীকে দেখিয়া পারুল ক্ষিপ্তার ন্যায় তাঁহার পায়ে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন! নিষ্ঠুর বিহারীলালের হৃদয়ে কিছুতেই দয়ার সঞ্চার হইল না! পারুলকে দূরে অপসরণ করিয়া কঠিন স্বরে বলিলেন. "পা, ধ'র্‌ছো কেন? তোমার কলিকাতায় আসাটা কি ভাল হ'য়েছে?"

পারুলের হৃদয় আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সংসারে রমণী সকল সহ্য করিতে পারে; কিন্তু স্বামীর অবমাননা নহে—পারুল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কলিকাতায় আসা অন্যায় হ'য়েছে বুঝেছি, কিন্তু তাই ব'লে কি তোমার পা ধর্‌বার অধিকার নেই? আমি তোমার নিকট কি অপরাধ ক'রেছি, যে তুমি এত অত্যাচার ক'র্‌ছো?"

বিহারী। কি অত্যাচার ক'র্‌ছি?

পারুল। কি অত্যাচার ক'র্‌ছো, তা যদি তুমি বুঝ্‌তে পাত্তে, তা হ'লে আর আমার এত কষ্ট হবে কেন? ঈশ্বর আমাকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন্ জানি না!

বিহারী। আচ্ছা ওসব কথা হবে এখন, এখানে এখনই অনেক লোক আস্‌বে, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও!

পারুল। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তোমার কষ্ট হ'চ্ছে, কিন্তু এই শেষ, আর তোমাকে কষ্ট দিব না।

এই বলিয়া আবার বিহারীলালের পায়ে ধরিয়া পারুল বলিতে লাগিলেন "তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমাকে বল তোমার কাছে আমি কি অপরাধ ক'রেছি! আমার প্রাণে যে আগুন জ্ব'ল্‌ছে তুমি তা জান না! ভাল তোমার আদরের পাত্র না হ'তে পারি, কিন্তু আমি কি তোমার দাসী হবারও যোগ্য নহি?

বিহারীলালের কঠিন হৃদয়ে তবুও দয়ার সঞ্চার হইল না। আবার কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তোমার আমি কি ক'রেছি যে তুমি আমাকে এরূপ ক'রে ব'ল্‌ছো?"

পারুল বলিলেন "আমি তোমাকে তো দোষ দিচ্ছি না—আমার কি দোষ হ'য়েছে তাহাই তোমার নিকট জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি!"

বিহারী। তুমি আমার অমতে কলিকাতায় এসেছ ব'লে চ'টেছি!

পারুল। সে যেন এখন। এর পূর্ব্বে থেকে তুমি আমার খবর নেওনা কেন? একখানা পত্রও কি লিখ্‌তে পার্‌তে না?

বিহারী। আমার কত কাজ তুমি জান না।

পারুল। এত কাজ যে একখানা পত্রও লিখ্‌তে পার না? পূর্ব্বে কি ক'রে লিখ্‌তে?

বিহারী। তোমার সঙ্গে আর আমি তর্ক ক'র্‌তে পারিনে!

"না আমার অপরাধ হ'য়েছে, এত কথা বল্‌বার অধিকার তোমার উপর আর আমার নাই। আমি এখন অনাথিনী—তোমার পর—তোমাকে আমার আর কিছু বল্‌বার ক্ষমতা নাই!—" এই বলিয়া পারুল বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন!

বিহারীলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন "দেখ! এখন ওসব কথা থাক—তোমার যা কিছু বল্‌বার আছে এর পরে শুন্‌বো এখন, অনেক লোক আস্‌চে—তুমি এখন যাও!"

পারুল। আমি একেবারেই যাব। তোমাকে আর বিরক্ত ক'র্‌বো না। তোমার নিকট আমার একটী শেষ কথা—তোমার বিপদ কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

বিহারীলাল এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন,—কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "তোমাকে আর আমায় উপদেশ দিতে হবে না—তোমার এই সব কথার জন্য আমি চটিয়া যাই!"

পারুল বুঝিলেন তাঁহার অদৃষ্ট একবারেই ভাঙ্গিয়াছে, আর আশা নাই! যাহা তিনি হারাইয়াছেন তাহা আর পাইবেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"তোমাকে আর বিরক্ত ক'র্‌বো না—যাহাতে আমার মুখ তোমাকে আর না দেখ্‌তে হয় তাহাই কর্‌বো—তোমার নিকট আমার শেষ প্রার্থনা, আমার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও, আমি কলিকাতায় আর থাক্‌বো না—"

বিহারীলাল তৎক্ষণাৎ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পারুল সমস্ত দিন অনাহারে কাটাইয়া একজন ভৃত্য ও দাসীর সঙ্গে যাত্রা করিলেন;

যাইবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া গেলেন, "চলিলাম, জন্মের মত—আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—আর তোমাকে বিরক্ত ক'র্‌বো না—সুখে থেকো এই শেষ প্রার্থনা!"

বিহারীলাল, তৎক্ষণাৎ সমুদায় ভুলিয়া আবার আমোদ প্রমোদে মগ্ন হইলেন। সংসার! তোমার গতি বুঝিয়া উঠা কঠিন। আজ বিহারীলাল পারুলকে উপেক্ষা করিয়া বিদায় দিলেন। পারুল যাইবার সময় প্রিয়তম স্বামীর দিগে একবার তাকাইলেন—যাঁহাকে তিনি দেবতার ন্যায় দেখিতেন আজ তিনি নরকের কীট—আজ তাঁহার হাতে পারুলের এত অবমাননা হইল! ভাবিলেন, "যদি ঈশ্বরকে এত উপাসনা করিতাম তাহা হইলে হয়তো তিনি সদয় হইতেন—সংসারের মানুষকে আর পূজা করিব না। জগতে আমার আর কোন প্রয়োজন নাই!"

পারুল বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। বিহারীলালের আমোদের খেলা আরও বাড়ীতে লাগিল। ক্রমে ঋণ বাড়িতে লাগিল—তিনি ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। তখনও একবারও পারুলের কথা ভাবিলেন না।

সপ্তাহ পরে সংবাদ আসিল, পারুল বাটী হইতে কোথায় পলায়ন করিয়াছে! বিহারীলাল এই সংবাদ পাইয়া হতবুদ্ধি হইলেন; ভাবিলেন, "এ আবার কি হইল?" চতুর্দ্দিগে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কেহই সংবাদ দিতে পারিল না। বাটীর দুই একজন দাসী বলিল যে যাইবার দুই দিন পূর্ব্বে বাটীতে একজন ভৈরবী আসিয়াছিল—পারুল তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গোপনে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

রাজা গণেশ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক।

হিজরি অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে, জেলা মালদহের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত মুসলমান-শাসিত ভাতরিয়া রাজ্য একজন পরাক্রান্ত হিন্দু জমীদার কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। বহু বৎসর-ব্যাপী সুশাসন-গুণে তিনি মৃত্যুকালে রাজ্যের ভিত্তি এমন দৃঢ়মূল করিয়া গিয়াছিলেন, যে, কয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহার বংশধরগণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রাজ-সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী নৃপতিগণ সে সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। কতক তাঁহাদের নিজের বিলাসিতা ও আলস্যে, কতক সমগ্র বঙ্গের রাজধানী গৌড়, পরে, পাণ্ডুয়ার মুসলমান ভূপতিগণের অত্যাচারে এবং কতক বা দিনাজপুরের নবোদিত যবন-প্রাধান্যের আতিশয্যে তাঁহারা হীনবল ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হিজরি ৭৮৫ অব্দে ভাতরিয়ার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজার লোকান্তর গমনে, তদীয় একমাত্র তনয় কুমার কংশনারায়ণ শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কংশনারায়ণ তখন নিতান্তই শিশু—বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র।

পতিপ্রাণা জননী, জনকের সহমৃতা—উপযুক্ত অভিভাবকহীন বালক রাজা ও পরিচালকহীন দুর্ব্বল রাজ্যের পরিণাম যাহা ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তখনও রাজ্যের পরিমাণ বহু বিস্তীর্ণ। উত্তরে, দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট; দক্ষিণে পদ্মা; পূর্ব্বে করতোয়া; পশ্চিমে মহানন্দা ও তাহার দুইটী শাখা, পুনর্ভবা ও তোয়দা; এই চতুঃসীমাবদ্ধ বিশাল ভূখণ্ডের একাধিপত্য লাভের জন্য বাজিতপুরের জায়গীরদার অথবা দিনাজপুরের নবীন নৃপতি সাহাবুদ্দিন আবুল মজঃফর বাজিতসাহ ও পাণ্ডুয়ার নবাব নাজিমের মধ্যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিতে লাগিল। কূটবুদ্ধি বাজিতসাহ কৌশলে, রাজা কংশনারায়ণের পিতৃ-মন্ত্রী ও অভিভাবক ধার্ম্মিক-চূড়ামণি বাসু

(বাসব) রায়কে হস্তগত করিলেন। বাজিতসাহ নিজে সুঁটিসার হইয়া বাসু রায়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, যে, বাঙ্গালার সুবাদার ভাতরিয়া লইবার জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন, তাহাতে আপাততঃ কিছুকালের জন্য বাসুরায় শিশুরাজাকে লইয়া তাঁহার নিজ জমীদারীতে যাইয়া বাস করুন, আর বাজিতসাহ কংশনারায়ণের প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য শাসন করুন ও বাদসাহের নিকট হইতে নূতন সনন্দ আনয়ন করিয়া বালক ভূপতির ক্ষমতা পাকা করিয়া লউন।

বাসুরায় দেখিলেন, যে, এই বন্দোবস্তে স্বীকৃত না হইলে আর উপায় নাই—দুই দিক্ হইতে দুই বাঘা ভালুকে শীকার-গ্রাসে উদ্যত—প্রবল পরাক্রমশালী শার্দ্দুলের হস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা, অপেক্ষাকৃত হীনবল ভল্লুকের কথায় বিশ্বাস স্থাপনই ভাল—উভয় পক্ষের অবশ্যম্ভাবী বিরোধাবসানে একপক্ষ পর্য্যুদস্ত হইলে, সুযোগ বুঝিয়া ভাতরিয়ার প্রণষ্ট স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে।

এইরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রাজা বাসু রায় রাজ্যের বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু প্রজামণ্ডলীকে গোপনে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে শিশু ভূপতির স্বত্ব ও তাঁহাদের নিজের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিলেন ও যাহাতে তাঁহারা গোপনে এক দল যোদ্ধা সতত প্রস্তুত রাখিতে পারেন, তদ্ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থ সাহায্য করিলেন, প্রকাশ্যে বাজিত সাহের সহিত অন্য সকল বিষয় স্থির করিয়া, কংশনারায়ণ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে স্বরাজ্য বিলাসপুরে আগমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাংসারিক।

রাজা বাসব রায়ের একমাত্র পুত্র—নাম, রাঘব রায়; একমাত্র দুহিতা—নাম, অন্নদাসুন্দরী; কংশ ও রাঘব প্রায় সমবয়স্ক। অন্নদা কংশ অপেক্ষা ৪ বৎসর ছোট।

বলা বাহুল্য তিনটীতে একসঙ্গে অবস্থান করিত,—একসঙ্গে আহার,

বিহার ও শয়ন করিত। বলা বাহুল্য, অন্নদা কংশকে দাদা বলিয়া ডাকিত আর আপনার দাদা অপেক্ষাও মান্য করিত, ভালবাসিত। বলা বাহুল্য বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই ভালবাসা বড় মধুর ও প্রগাঢ় হইয়া দাঁড়াইল! রাজা বাসব ও রাণী সর্ব্বমঙ্গলা বড়ই ভীত হইলেন ও যাহাতে এই বাল্য-প্রণয় গভীরতর না হয় তাহার উপায় করিলেন, অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী আর একটী রাজ্যের রাজ-তনয়ার সহিত কংশনারায়ণের পরিণয়-ক্রিয়া সমাধান করিলেন।

পাঠক, আশ্চর্য্য হইওনা!—আপন তনয়ার সহিত সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজগুণ-বিভূষিত মহারাজা কংশনারায়ণের বিবাহ না দিয়া বাসব রায় অপরা কন্যাকে তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী করিলেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইও না!—ভুলিও না, সেকালে ও একালে বিস্তর প্রভেদ! প্রভু অথবা প্রভু-পুত্রের সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহের আশা, সেকেলে ধর্ম্মভীরু বাসু রায়ের সাহসে ও ধর্ম্মবুদ্ধিতে কুলায় নাই! সুতরাং তিনি সত্বর কংশনারায়ণকে পর-কর-গত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন!—তখন পাত্রের বয়স সপ্তদশ, পাত্রী চতুর্দ্দশ।

কিন্তু তিনি ভ্রম বুঝিয়া ভুল করিয়াছিলেন—ভিতরে ভিতরে ব্যাপার এমন গুরুতর দাঁড়াইয়াছিল, যে, বিবাহ হইয়া গেলে, কংশনারায়ণ বুঝিলেন, যে, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারে, জগতে এমন রমণী একজন,—সে অন্নদাসুন্দরী! বালিকাও এতদিন পরে বুঝিতে পারিল, যে, কংশনারায়ণ ব্যতীত অপর পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাহাকে এক দিনও বাঁচিতে হইবে না।

এই ভাবে কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাটিলে, সূতিকাগারে সপ্তদশদিবস-বয়স্ক একটী পুত্র সন্তান রাখিয়া, দেবতা-স্বামী-প্রেম-বঞ্চিতা, অভাগিনী কংশ-মহিষী দুঃখের সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন!

এই সময়ে রাঘবের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ উত্তীর্ণ, অন্নদা চতুর্দ্দশ ও কংশ-নারায়ণ কিঞ্চিদূন উনবিংশতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রূপ গুণ।

দুইটী ভাই বোনের রূপ দেবতা-দুর্লভ—যে রূপ দেখিলে হৃদয় নাচিয়া উঠে, শত্রু মুগ্ধ হয়, নৃশংস ফিরিয়া চায়, বিমাতা কোলে লয়, আপন ছেলে কুরূপ জ্ঞান হয়, এ সেই রূপ! আবার কোন কোন বিষয়ে রাঘব অপেক্ষা দুই জনের মধ্যে কে অধিক সুন্দর নির্ণয় করাই দুষ্কর। তবে অন্নদার নব-যৌবনোদ্গম-জনিত কমনীয় কান্তি ও রমণীয় মাধুর্য্য সর্ব্বাঙ্গে বিকাশ পাইয়া তাহার অতুলন ভবিষ্যৎ-সৌন্দর্য্যের শত লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে!

কবি হইলে রূপ-বর্ণন-কালে বলিতাম, "বর্ণে, শ্বেতাব্জ আর গোলাপের আভা মিশ খাইয়া চাঁদের প্রভাকে নিষ্প্রভ করিয়াছে; নয়নে,—পঙ্কজ, কুরঙ্গ-আঁখি, সফরী, খঞ্জন উকি মারিতেছে; ভ্রূভঙ্গে,—সম্মোহন, কুসুম-শায়কে সংযোজিত আছে; কেশে,—আলুলায়িতাবস্থায়, সূক্ষ্ম সহস্রধা-বিভক্ত সুচিক্কণ কৃষ্ণ মখমলখণ্ড বায়ুভরে উড়িতেছে, আর বেণীবদ্ধাবস্থায়, প্রলম্বিত সুদীর্ঘ কাল ফণী ধীরে ধীরে দুলিতেছে; দন্তে,—অমল ধবল মুক্তা আর কুন্দ-পাঁতির বিমল ভাতি বিকীর্ণ হইতেছে; অধরে,—সুপক্ক বিম্বের মধুর শোভা শোভা পাইতেছে; কর্ণে,—গৃধিনী তাহার গঞ্জনার কারণ খুঁজিয়া পাইয়াছে; নাসিকাতে,—খগেন্দ্র আর তিল ফুল আসিয়া ভাগ বসাইয়াছে; বদনে,—যথার্থই কে আকাশের চাঁদ ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে; ভঙ্গীতে,—মরালের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে; অঙ্গুলীতে,—চম্পক-কলি সারি দিয়াছে; কটিতে,—মৃগেন্দ্র তুলনা দিতে আসিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি!"

এক কথায় অন্নদাসুন্দরীর সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে, পাঠক! তোমার হৃদয়-প্রতিমাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাণী আর লক্ষ্মী-প্রতিমার সকল সুষমাগুলি খুলিয়া বসাও—দেখ এইবার দেখ, অন্নদার রূপ তোমার সম্মুখে,—দেখিয়া নয়ন সার্থক কর!

কিন্তু বাহ্যিক সৌন্দর্য্যাপেক্ষা অন্নদার হৃদয়-নিহিত আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য-গৌরবই সমধিক প্রশংসনীয়। স্বভাব চরিত্রে শান্ত, নম্র, ধীর ও লজ্জাশীলা, তাহার প্রকৃতি বড়ই মধুর, সরল ও স্নেহপূর্ণ!—একেবারেই অহঙ্কার-বর্জ্জিত ও কপটতা-বিহীন, তাহার হৃদয় রাজনন্দিনী নামের উচ্চ গর্ব্বে স্ফীত হইতে

জানিত না—অন্নদা কাহাকেও কখন অঙ্কুশ দেয় নাই, যে সে ধনে, মানে, কুলে, শীলে অপরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা!—দর্প কথাটীর অর্থ সে বুঝিতে পারিত না! অন্নদা ভ্রাতার নিকট রীতিমত বিদ্যালোচনা ও সঙ্গীত-শিক্ষা করিয়াছিল—সকলে বলিত, "অন্নদা সাক্ষাৎ সরস্বতী!—হাতে বীণা দিলেও হয়, না দিলেও হয়—উহার কণ্ঠেই বীণা বাজে!"

দীর্ঘাকার, সুশ্রী, সাহসী ও সরল-প্রাণ, রাঘব রায় পিতার সকল সদ্‌গুণাবলী অধিকার করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে দয়া আর পরোপকারই প্রধান—কিন্তু অতিরিক্ত ও অপাত্রন্যস্ত হইয়া সেগুলি প্রায়ই দোষের মধ্যে পরিগণিত হইত। সঙ্গীত শাস্ত্রে একান্ত অনুরক্ত, তাই সঙ্গীতের চিরশিষ্য, আর কংশনারায়ণের পরম ভক্ত, তাই কংশের চিরসহচর হইয়াই জীবন কাটাইবেন, দৃঢ় সঙ্কল্প! সকলে রূপের প্রশংসার সময়, তাঁহাকে কন্দর্পের সহিত, আর গুণের প্রশংসার সময় লক্ষ্মণের সহিত তুলনা করিত! এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই, বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে মাত্র!

কংশনারায়ণের আকৃতি প্রকৃতি রাঘব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন কাল, একজন সুন্দর—কিন্তু কাল সুন্দর, কি সুন্দর সুন্দর বুঝিবার যো নাই! তবে মানুষিক সৌন্দর্য্যে কংশকেই প্রধান আসন দিতে হইবে! সুনীল পয়োধির গম্ভীর ভাব, নবীন নীরদের গভীর ঘটা, প্রমত্ত বারণের সদর্প ভঙ্গী, দুর্জ্জয় কেশরীর দুর্জ্জয় বল, কংশনারায়ণে আশ্রয় করিয়াছিল—তাঁহার প্রাণ প্রেমপূর্ণ, অন্তর মমতামাখা, হৃদয় ভক্তিপ্রবণ, আকাঙ্ক্ষা মহোচ্চ, প্রকৃতি মধুর, আর কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও সুমিষ্ট।

কংশনারায়ণের কালরূপের উপমা নাই—যে কাল রূপে জগৎ আলো করিয়া, দেবেন্দ্র ইন্দ্রত্ব চালাইয়াছেন, মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ হইয়াছেন, রঘুনাথ রাবণবধ করিয়াছেন, তৃতীয় পাণ্ডব দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উলুপী, প্রমীলার মন ভুলাইয়াছেন, আর যমুনাপুলিনে সেই একজন বাঁশী বাজাইয়া ত্রিভুবন মোহিত করিয়াছেন, এ সেই আলো করা কাল রূপ! সময়ে সময়ে ভক্তহিন্দুর প্রাণে এরূপের ছায়া পড়িয়া থাকে! এই ভুবন-ভুলান রূপ দেখিয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অন্নদা যে আত্মভোলা হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

———

(ক্রমশঃ)

পুত্র শোকে।

১

নিবিল ও হাসি কি রে জনমের তরে?
দেখিতে পাবনা আর, সুন্দর বদন তার,
ঢালিবেনা স্বর সুধা হৃদয়ের স্তরে?
পাবনা দেখিতে তারে বহুদিন পরে?

২

সোণার ও দেহ খানি মাটী হ'য়ে যাবে?
ঢল ঢলে আঁখি দুটী— সরসে কমল ফুটি,
কিছুই না রবে?—সব মাটীতে মিশাবে?
উঃ তা'না তা'না-বোধ হয় আর কোথা যাবে?

৩

আমিত চাইনি কভু পাইতে তাহারে!
যদি কাছে এসেছিল, কেন তবে না রহিল?
কেন গেল জ্বালি অগ্নি হৃদয় আগারে?
কেন এল গেল?—আমি চাইনিত তারে!

৪

একটী সংসার বনে ছিলাম দাঁড়ায়ে—
ধীরে ধীরে লতা আসি, দেখাইয়ে সুখ রাশি,
ঘেরিল, বাঁধিল দৃঢ় অভাগার পায়ে—
হাসাইল দুইদিন সুফল দেখায়ে!

৫

কেনরে 'সে ফল আজ পড়িল ঝরিয়ে?
আজি সেই সুখ রাশি, কোথায় গিয়াছে ভাসি,
দারুণ যাতনানল দহিতেছে হিয়ে!
কে বলিবে এ অনল নিবাব কি দিয়ে?

৬

সে ত হেথা এসেছিল হাসিতে হাসিতে—
বুকেতে বিঁধিয়ে গেল, হাসিতে হাসিতে গেল,
অভাগারে রেখে গেল কেবল কাঁদিতে!
এ ত কভু এক দিন ভাবি নাই চিতে!

৭

পারিবনা আমি কিরে যেতে তার কাছে?
সকলেরি যেতে হবে, কেহ হেথা নাহি রবে,
দুই দিন আগে কেহ, কেহ তার পাছে,
কেন কাঁদি তবে?—সেত আমারই আছে!

৮

কে জানে যে তারে আমি পাইব আবার?
কল্পনা সে সব হায়, পাবনা পাবনা তায়,
কখনই সেই হাসি দেখিবনা আর!
এ সকলো জেনে প্রাণ ছাড়ে না আমার?

৯

যে যায় তাহাকে আর পাইবার নয়।
কুসুম ঝরিয়া যায়, আর তাকে কেবা পায়?
তবে আর কিসে শান্ত হইবে হৃদয়?
যে গেল সে গেল, আর কাঁদিবারে রয়!

১০

সাধ ক'রে কেন সবে জড়িত মায়ায়?
মায়ার আঁধার ঘোর, হবে না কি কভু ভোর,
জেনে শুনে তবু কেন জড়িত উহায়?
কে বলিবে কেন কাঁদি না দেখে তাহায়?

তুমিই কি সেই ?

প্রথম পল্লব।

পতি-সম্ভাষণে।

বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে,——গ্রামে রমানাথ চক্রবর্ত্তীর বাস। সংসারে রমানাথের এক প্রৌঢ়া পিসি ও গৃহিণী যোগমায়া ভিন্ন অপর কেহই নাই। রমানাথ কলিকাতার একটী সাহেবের হাউসে ২০৲ টাকা বেতনে চাকরি করেন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় বাটী আইসেন আবার রবিবার সন্ধ্যার পরেই বাটী হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ১০টার গাড়িতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কারণ সোমবার তাঁহার অনেক কাজ—প্রাতেই আফিষে যাইতে হয়।

আজ শনিবার—রমানাথ বাটী আসিবেন। যোগমায়া ব্যস্ত হইয়া তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত করিতেছেন। একটা দুইটা করিয়া ক্রমে ৬টা বাজিল—রমানাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি যোগমায়া ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হাত হইতে ব্যাগটী লইয়া ঘরে রাখিতে গেলেন—রমানাথ পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন।

"গেল শনিবার আস্‌তে পার্‌লে না যে?—বুঝি কাজের বেশি ভিড় ছিল?—আমি তো এই আস এই আস ক'রে সারা রাতটী জেগে কাটিয়েছি—মনের ভিতর যে কতখানা গাইতে লা'গ্‌লো!"

"আমিই কি সে দিন সুখে কাটিয়েছি যোগ?—তা মনে ক'র না। কি ক'র্‌বো বল? পরের চাকৃরি করা—অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই আস্‌তে পাল্লেম না। অন্য অন্য দিন মনটা তত খারাপ হয় না কিন্তু শনিবারে বাড়ী আস্‌তে না পেলে মনটা বড়ই অস্থির হয়। আগের শনিবার আস্‌তে পারিনি, তাই আজ বোধ হ'চ্ছিল যেন কত কালের পরই বাড়ী যাচ্চি—কতবার মনে হ'তে লাগ্‌লো ট্রেণ্‌টা যেন অন্য দিনের চেয়ে আস্তে আস্তে যাচ্চে।"

স্বামী স্ত্রীতে এই রূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল—গল্প করিতে করিতেই

রমানাথের হস্ত পদ প্রক্ষালন ও জলযোগ হইয়া গেল। তখন তিনি তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে তামাকু সেবনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অবসরে যোগমায়া একবার এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া আসিলেন—'পিসিমা' পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন কি না। তখন নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর পার্শ্বে গিয়া বসিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন "গেল শনিবার তুমি এলে না; প্রাণ্টা যে কেমন ক'রতে লাগ্লো কি আর ব'ল্ব। তার উপর আবার তোমার পিসি ঠাক্রুণ কত চিপ্টেন কাট্তে আরম্ভ ক'র্লেন। আমি ত একে মরি নিজের জ্বালায়, তার উপর আবার লোকের কথা! আমি তো আর এরকম ক'রে পারি না। হাজার হ'ক রক্ত মাংসের শরীর তো বটে; কত স'ব বল দেখি। এবার হয় তুমি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল, নয় তোমার পিসিঠাক্রুণের সঙ্গে একটা যা হ'য় হেস্ত নেস্ত ক'রে যাও। তা না হ'লে দেখ্বে আমি নিশ্চয় একদিন গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্বো। উনি কেবল আমার কথার, কাজের ছল খুঁজে খুঁজে বেড়াবেন আর সামান্য একটুতেই যা'চ্ছেতাই শুনিয়ে দেবেন, আমি তা আর এরকম ক'রে পারবো না। ঢের স'য়েছি— আর পারি না। একে তো তুমি চিরকালটা বিদেশে প'ড়ে থাক; সপ্তাহের মধ্যে এক দিন দেখা—তাহাও কোন বার হ'ল কোন বার মূলেই নয়। এদিগে সংসারে তো সুখ কত, তার উপর আবার এই সব কাণ্ড। মানুষের প্রাণ তো বটে—কত সহ্য হবে গা?"

"যোগ, আমি বুঝি সব, জানিও সব, কিন্তু কি করিব বল? আমার কি সাধ যে তোমায় একলা এই রকম ক'রে ফেলে রাখি! আবার চাকরিই বা ছাড়ি কি ক'রে? যদি শুধু নিজের পেট্টা হ'ত ভিক্ষা মেগে খেতাম তাও স্বীকার, তবু এ দাসত্ব ক'র্তেম না। কিন্তু তোমার জন্যই তো যত বিপদ! তোমার তিল মাত্র কষ্ট দেখ্লে যে প্রাণ কেঁদে উঠে! অথচ এই অল্প মাহিনায় তোমাদের লইয়া গিয়া কলিকাতায় বাসাখরচই বা যোগাইব কোথা হ'তে! তবে পিসিমা যে তোমায় দেখ্তে পারেন না তাহা আমি বুঝেছি। কিন্তু তাই ব'লে তাঁ'কে কিছু বলাও তো যায় না। আর স্থানান্তরিত করাই বা কেমন ক'রে সম্ভব?—তা' হ'লে লোকেই বা

আমাকে ব'ল্‌বে কি ? বিশেষতঃ তোমার এবাটীতে একলা থাকাটা তো ভাল দেখায় না ! তবে আমি ভেবে দেখেছি যে একটা কাজ ক'রলে শ্যাম কুল্ল দুই রাখা যেতে পারে। তাই ক'র্‌বো। কাল মজুর ডাকাইয়া এই উঠানের মাঝখান দিয়া একটা বেড়া দিব। উনি ঐ ধারের কুঠারি দুইটা লইয়া থাকিবেন। আর তুমি এই দিক্‌টায় থাকিও। বিপদ আপদে এক ডাকেই তাঁকে পাবে। কিন্তু তাই ব'লে তোমার একলা থাকাটা তো ভাল দেখায় না !"

"কেন একলা থাকবো কেন ? ওপাড়ার যুগীবউকে রাত্রে এসে থাকতে ব'ল্‌ব। তাকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিলেই হবে !" সোৎসুকে যোগমায়া এই উত্তর দিলেন। সরল-হৃদয় রমানাথ তাহাতেই মত দিলেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে কোন রূপ সন্দেহের চিহ্ন পর্য্যন্তও স্থান পাইল না। স্বামীর সম্মতি পাইয়া যোগমায়া মনে মনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বোধ হয় অভিসন্ধি সিদ্ধি-করণে সফলতা লাভই এই আন্তরিক আহ্লাদের একমাত্র কারণ।

পরদিবস রমানাথ পিসিমার নিকট কি করিয়া এ কথা উত্থাপন করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পিসি স্বয়ংই বলিলেন "দেখ বাবা রমাই, আমি তো আর এসব সইতে পারি নে। তোমার সংসার তুমি বুঝে নাও, আমাকে কাশি পাঠিয়ে দাও। তুমি থাক্‌বে বিদেশে প'ড়ে আর তোমার সংসারে যে যাচ্ছেতাই হবে আর আমাকে লোকে নানা কথা ব'ল্‌বে তা আমি, স'ইতে পারবো না বাবা।"

রমানাথ কথাটা ততদূর তলাইয়া বুঝিলেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করি-লেন না—তিনি যে প্রস্তাব করিবার জন্য এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন, এখন তাহার সুযোগ পাইয়া বলিলেন "সে সকলে কাজ কি, আমি ঠাওরাইয়াছি এই উঠানটার মধ্যে একটা বেড়া দিয়া দিব। আপনি ঐ ঘর দুইটাতে থাকুন, আপনার খরচ স্বতন্ত্র দিব। ওরা এই দিক্‌টাতে থাক্‌বে। আর যুগী বউকে রাত্রে থাক্‌তে ব'লে যাব।" পিসিমা মৌন সম্মতি দিলেন। মনে মনে বলিলেন "বউ তোমায় কি ভেড়াই বানিয়েচে !"

রমানাথ তখন মজুর ডাকাইয়া সেই দিনই বেড়া দিয়া দিলেন এবং

যুগী বউকে রাত্রে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া রাত্রি ৭টার সময় কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় পল্লব।

সন্দেহ।

রমানাথ, যোগমায়া-গত-প্রাণ—যোগমায়াকে বড়ই ভাল বাসিতেন। প্রায় প্রতি শনিবারই যোগমায়া-দর্শনে স্বগ্রামে ছুটিতেন। তবে মধ্যে মধ্যে যাওয়া ঘটিয়াও উঠিত না। আফিষের কাজের ভিড় ভিন্ন অন্য একটী কারণও ছিল। তিনি একজন অতি সুগায়ক ও সুবাদক, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে রাজা গোলকেন্দু, শিবনাথ বাবু প্রভৃতি কলিকাতার বিখ্যাত ধনীগণ তাঁহাকে গাইবার জন্য বাগান বাটীতে ও মজলিসে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের অনুরোধ একান্ত এড়াইতে না পারিয়াই কলিকাতায় থাকিতে হইত, সুতরাং বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। ইহাতে যোগমায়া বড়ই কাতরা হইত—সে প্রায়ই বলিত যে তাহার ভয় হয় পাছে রমানাথের কলিকাতা-রোগ ধরে! কিন্তু বস্তুতঃ রমানাথের এ রোগ আদৌ ছিল না। তিনি যোগমায়া ভিন্ন অন্য কোনও রমণীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতেও সঙ্কোচ বিবেচনা করিতেন।

আর যোগমায়া?—যোগমায়ারও কি মনের ভাব ঐরূপ ছিল? সে কি রমানাথ ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখনও মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিত? ইহার উত্তর আমরা কিছু জানি না; তবে ও পাড়ার বড় বৌ ও ঘোষেদের বুড় ঠাকুরুণ সর্ব্বদাই যোগের নামে ঘোঁট করিত ও ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ড নানা রকম কাণা ঘুষা করিত। কিন্তু রমানাথের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনিও যেমন যোগ ভিন্ন জানেন না, যোগ ভিন্ন ভাবেন না, সেই রূপ যোগও স্বামী-অন্ত-প্রাণ। তাহাকে ম্রিয়মাণা দেখিলে তিনি ভাবিতেন যে তাঁহার বিরহে বুঝি যোগের এরূপ ভাব। আর এক কথা, এত ভালবাসার মধ্যেও যোগের সকল সময়েই যেন কেমন একটু সতর্ক সতর্ক ভাব ছিল। রমানাথ দুই এক সময় ইহা একটু লক্ষ্যও করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু

ভাবিলেন তাঁহাকে সপ্তাহ বা পক্ষান্তে একবার পাইয়া পাছে আবার হারাইতে হয় সেই জন্যই বুঝি সতর্কতা। যোগের উপর রমানাথের বিশ্বাস অটল, তাই তিনি যুবতী ভার্য্যাকে একাকিনী গৃহে রাখিতে কোনও দ্বিধা করিতেন না। কিন্তু পিসিকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া অবধি তাঁহার মনে ধীরে ধীরে কেমন একটু ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদাই যেন একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক থাকিতেন। আজ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তেকের জন্যও তাঁহার যোগমায়ার উপর সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু ক্রমে যোগমায়ার লোকাপবাদ যখন তাঁহার কর্ণে উঠিল, তখন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল। বিশ্বাস ও সন্দেহে দ্বন্দ্ব বাঁধিল—ক্রমে সন্দেহেরই জয় হইল। তখন তাঁহার পিসিমাকে পৃথক করিয়া দিবার সময়ে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন স্মরণ হইল। এতদিনে সে কথার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হইল। তিনি অস্থির হইলেন, তাঁহার মনের শান্তি একেবারেই নষ্ট হইলেন। অনেক চিন্তা, অনেক ভাবনার পর, তিনি যোগমায়াকে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পল্লব।

বিরহিনী।

আজ প্রায় একমাস আর রমানাথ বাটী আসেন নাই। যোগ কত কাঁদিত কিন্তু তথাপি রমানাথের দেখা নাই। হঠাৎ এক রবিবার সন্ধ্যাকালে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগমায়ার আনন্দ আর ধরে না। সে হাসিবে কি কাঁদিবে প্রথমে কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। শেষকালে রমানাথ ঘরে আসিয়া বসিলে তাহার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া অভিমান ভরে কাঁদিয়া ফেলিল। রমানাথের সন্দেহ অবিশ্বাস সব দূর হইয়া গেল। তিনি ঐ মুখখানি দেখিয়াই সব ভুলিয়াছিলেন, এখন যোগমায়াকে কাঁদিতে দেখিয়া ভাবিলেন "আমি কি পাপী—ঘোর নারকী—ছার লোকের কথায় ভুলিয়া নিজের মনের শান্তি চিরকালের জন্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপিণী ভার্য্যার উপর বৃথা সন্দেহ পোষণ করিতে-

ছিলাম।” তখন তিনি যোগমায়ার চিবুক ধরিয়া কত বুঝাইলেন—বলিলেন “কাজের বড়ই ভিড় পড়িয়াছে। এই আমদানি রপ্তানির সময়—তার উপর আবার বাবুদের অনুরোধ—তাঁহারা সকলেই বিশেষ অনুগ্রহ করেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা ঠেলিতে পারা যায় না। বিশেষ তাঁহাদের কৃপাবলে আশা আছে যে শীঘ্রই তোমাদের কলিকাতায় লইয়া যাইতে পারিব, তাহা হইলে আর তোমাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। প্রত্যহই আমাকে দেখিতে পাইবে। তুমি তো বুদ্ধিমতী—সবই বুঝিতে পার। আমি কালই আসিতাম—তাঁহারা আসিতে দিলেন না—নিতান্ত জেদ করিতে লাগিলেন। আজ কত বুঝাইয়া বলিয়া তবে আসিলাম।”

“বুঝি সব—জানিও সব, কিন্তু পোড়া কপাল যে মন্দ তাই ভয় হয় পাছে অভাগীর অমূল্য রতন কেউ চুরি করে!” বলিয়া যোগ বাহিরে গেল। চক্ষু মুছিয়া একখানি আসন পাতিয়া স্বামীর পা ধুইবার জল ও গাত্র-মার্জ্জনী রাখিয়া জলযোগের আয়োজন করিতে গেল। রমানাথ পা ধুইয়া জল খাইতে বসিলেন, যোগ নিকটে বসিল।

রমানাথ বলিলেন “গৃহস্থের যদি কিছু সুখ থাকে তাহা এই। যাহার এ সুখ নাই তাহার জীবনই বৃথা!”

যোগমায়া অন্যমনস্ক ছিলেন—যেন কি ভাবিতেছিলেন, পরে বলিলেন “সত্যই কি আমাকে শীঘ্রই কলিকাতায় লইয়া যাইবে?”

রমানাথ বলিলেন “ইচ্ছা তো আছে—এখন কতদিনে ঘটিয়া উঠিবে বলিতে পারি না।”

জলযোগ শেষ হইলে তিনি একবার পিসিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পিসিমা রমানাথকে একমাসের পরে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, বলিলেন “হাঁ বাপ রমাই, চাকরি ক’ত্তে গেলে কি ঘর বাড়ী একেবারে ভুলে যেতে হয়?

রমা। না পিসিমা, তাই কি কেউ কখন ভোলে; তবে আজ কাল কাজের বড়ই ভিড়—রবিবারে পর্য্যন্ত এক তিলের তরেও বিশ্রাম নাই, কাজেই বাড়ী আসা ঘ’টে উঠে না!

এইরূপ কিছুক্ষণ পিসিমার সহিত কথোপকথনের পর তিনি তথা হইতে

প্রত্যাগমন করিয়া আহারে বসিলেন। অন্যান্য দিবস বাটী আসিয়া প্রত্যেক প্রতিবাসীর বাটীতে যাইয়া আপ্যায়িত করিতে পাইতেন। বাটী প্রত্যাগমন করিতে প্রায়ই অধিক রাত্রি হইত। অনেক দিনের পর আজ আসিয়াছেন আবার ভোরের বেলাই চলিয়া যাইবেন শুনিয়া যোগ আর তাঁহাকে কোথাও যাইতে দিল না। রমানাথও প্রতিবেশীদিগের উপর আন্তরিক চটিয়াছিলেন তাহারই ত তাঁহার যোগের বিরুদ্ধে বৃথা অভিযোগ রটাইয়া তাঁহার হৃদয় হইতে যোগকে দূর করিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

* * * * *

রমানাথ ভোরে উঠিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পল্লব।

পরীক্ষা।

রমানাথের সে দিবস আর কলিকাতায় যাওয়া হইল না—বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া শুনিলেন তিনি আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ট্রেন চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা বিমর্ষ বদনে কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। ট্রেন আছে আবার সেই ৯টার সময়। তখন গেলেও আফিসে পৌঁছিতে প্রায় ১টা বাজিবে। তখন মনে মনে এক মতলব স্থির করিলেন—আজ হঠাৎ রাত্রে যাইয়া যোগমায়ার চরিত্র পরীক্ষা করিবেন! তখন আর তাঁহার কলিকাতায় যাওয়া হইল না। তিনি সহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বরাবর এক আম্র কাননে প্রবেশ করিলেন। পরে একটী নির্জন বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "যোগমায়ার অবশ্য দোষ আছে। নতুবা লোকে রটাইবে কেন? তাহার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া—আমার মনে আগুন জ্বালিয়া দিয়া লোকের লাভ কি? আমি তো কাহারও কখন কোনও অনিষ্ট করি নাই।—লোকের কথা দূরে যাউক পিসিমাও সেই এক দিন ইঙ্গিতে যোগমায়ার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি আমার ঠিক মনে হইতেছে না—কিন্তু এখন যেন বোধ হইতেছে যে তাঁহার কথাগুলি বলিবার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল যোগমায়ার চরিত্র সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া। তিনি আমার চিরহিতৈষিণী

—আমার মন ভাঙ্গিয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—আমাকে সাবধান করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমি মূর্খ তাহাই তাঁহার কথার মর্ম্মগ্রহণ না করিয়া কেবল তাঁহাকে পৃথক করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম!—আচ্ছা, যোগমায়া সে দিন কলিকাতা যাইবার কথা শুনিয়া আহ্লাদিতা হওয়া দূরে থাকুক, কেমন যেন একটু বিমর্ষ হইল কেন?—আমি বাটীতে যাইলেই সে যেন সদা সর্ব্বদা একটু সাবধান হইয়া ফেরে কেন?—যোগের মুখখানিতে কি মোহ আছে। সে কি মোহিনী মন্ত্র জানে। নতুবা তাহার মুখ দেখিলে আমি সব ভুলিয়া যাই কেন?"

রমানাথ এইরূপ আরও অনেক ভাবিলেন—আকাশ—পাতাল—স্বর্গ—নরক—এ—ও—তা—কত কি! সারা দিনটি ঐখানেই বসিয়া কাটাইলেন।—সে দিন আর তাঁহার ভাগ্যে আহার জুটিয়া উঠিল না। একবারও উঠিলেন না, কেবল নানা প্রকার কুচিন্তায় মন বিলোড়িত হইতে লাগিল। পরে যখন বেশ একটু ঘোর হইয়া আসিল তখন ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে চলিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় বাটী পৌঁছিয়া দেখিলেন তাঁহার শয়নগৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে; এত রাত্রে গৃহে প্রদীপ দেখিয়া তিনি প্রথমে সন্দেহাকুল হইলেন, পরে ভাবিলেন হয়ত যোগমায়া সূচিকার্য্য বা অন্য কোনও গার্হস্থ্য কর্ম্মে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত এখনও প্রদীপ জ্বলিতেছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন প্রাঙ্গণে আসিলেন তখন তাঁহার কর্ণে দুই জনের হাস্যরোল ও কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল! তিনি প্রথমে মনে করিলেন বুঝি যুগীবউ ও যোগমায়া উভয়ে কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। স্বর, একটী স্ত্রীলোকের অপরটী পুরুষের। তখন তাঁহার মনের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল—আপাদমস্তক বিদ্যুৎবেগে কাঁপিয়া উঠিল! তিনি প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য প্রাঙ্গণ মধ্যস্থ মাচানের নিম্নে হস্তস্থিত ব্যাগটী রাখিয়া গৃহ-পশ্চাতস্থ পেয়ারা বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিলেন। ঐ বৃক্ষ-সম্মুখস্থ গবাক্ষ পথে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল—চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন—সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল—পড়িয়া

যাইবার উপক্রম হইলেন। অনেকক্ষণ পরে আত্মসংযম করিয়া দেখিলেন তাঁহাদেরই গ্রামস্থ জনৈক রজকসুত তাঁহার পালঙ্কোপরি সুখে শয়ান আছে। পার্শ্বে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী যোগমায়া অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় রহিয়াছে।

যোগমায়া বলিল "দেখ, কাল হটাৎ মিন্সে এসে উপস্থিত হ'ল। দেখে আমার প্রথমটা বড়ই ভয় হ'য়েছিল। পাছে তুমিও এসে পড় তাই তাড়াতাড়ি যুগীবউকে পাঠিয়েছিলাম। মিন্সে আবার বলে কি শিগ্‌গিরই ক'ল্‌কেতায় নিয়ে যাবে!—তা হ'লে কি হবে?"

"হবে আর কি! যা হবে তা দেখ্‌তেই পাবে তখন! এখন কিছু খাবার দাবার থাকে তো আন।"

যোগমায়া তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে একখানি রেকাবিতে করিয়া সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন, এক গেলাস জল ও পান আনিয়া দিল। পরে একটী রূপা বাঁধান হুঁকা করিয়া তামাকু লইয়া আসিল। রজকরাজ তখন জল খাইয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে বলিল "সে দিনকার সে দাওয়াইয়ের বোতলটা কোথায়?"

যোগমায়া অমনি স্বীয় সিন্দুকের ভিতর হইতে একটী বোতল ও গেলাস আনিয়া দিল। রজকরাজ তখন একটী পূর্ণ গেলাস গলাধঃকরণ করিলেন, পরে গেলাসটী পুনরায় অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া কহিলেন "তুমি একটু খাও!"

"না এখন খাব না। তোমার জন্য খাবার ক'রে নিয়ে আসি!" বলিয়া যোগ রন্ধন গৃহে গেল। ময়দা আদি পাড়িয়া লুচি তরকারী আদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। এদিগে রজকরাজ ক্রমে ৩।৪ গেলাস দাওয়াই গলাধঃকরণ করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার নাসিকা গর্জ্জন ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

পঞ্চম পল্লব।

এ কর্ম্ম কাহার?

রমানাথ তখন বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন। যে স্থলে ব্যাগটী রাখিয়াছিলেন সেইখানে গিয়া ব্যাগে জড়ান গামছাখানি পরিয়া কাপড় জামা ছাড়িয়া রাখিলেন। নিঃশব্দে দাওয়ায় আসিয়া চালের বাতা হইতে একখানি দা বাহির করিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।—ধীরে ধীরে রজক রাজের গলার কপাড় সরাইয়া সজোরে এক কোপ মারিলেন! নিঃশব্দে রজকরাজ চিরকালের মত নিঃসাড় হইলেন।—এক আঘাতেই শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—বিছানায় রক্তে ঢেউ খেলিতে লাগিল। রমানাথ তখন তাহারই পার্শ্বে দা খানি রাখিয়া চাদর খানি আবার টানিয়া

উহার মুখে ঢাকা দিলেন। নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া বরাবর ঘাটে গেলেন। ধীরে ধীরে স্বীয় দেহস্থ রক্ত চিহ্ন সকল ধৌত করিলেন। পরে মাচানের নিম্নে আসিয়া গামছা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ কাপড় ও পিরাণ পরিধান করিয়া আবার সেই বৃক্ষে গিয়া আরোহণ করিলেন।

ক্ষণেক পরে যোগমায়া আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। পালঙ্কের দিগে না চাহিয়াই ঠাঁই করিতে করিতে বলিল "বোতলটা বুঝি সব খালি ক'রে এখন বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে আছ—নাও ওঠ এখন! আর ন্যাকামিতে কাজ নেই! যেন কতই ঘুমে অঘোর!" কিন্তু কে সাড়া দিবে! ইহলোকের ডাকাডাকি যদি পরলোকে শুনা যাইত তাহা হইলে হয়ত রজক চূড়ামণি সাড়া দিতে পারিতেন! আর পরলোকের সাড়া যদি ইহলোকে শুনা যাইত তাহা হইলে হয়ত যোগমায়া রজকবরের সাড়া শুনিতে পাইত। যোগ কয়েকবার ডাকিয়া তাহার সাড়া শব্দ পাইল না! তখন তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইতে গিয়া দেখে বিছানা একেবারে রক্তগঙ্গা!—সে যেন আকাশ হইতে পড়িল! অনেকক্ষণ সেই পালঙ্কের পাদদেশে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চমক ভাঙ্গিয়া হঠাৎ যেন কি একটা মতলব ঠাওরাইয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে একটা থলিয়া আনিয়া উহার মধ্যে ঐ লাস, রক্তাক্ত চাদর, বালিস, তোষক, দা, দাওয়াইয়ের বোতল সব পুরিয়া থলিয়ার মুখ বন্ধ করিল। তখন নিজের পরিধেয় কসিয়া পরিয়া কোমর বাঁধিল। শেষে থলিয়াটী পৃষ্ঠে ফেলিয়া দ্বার বন্ধ করত সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রমানাথ তখন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দূর হইতে তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

যোগমায়া বরাবর গ্রামের বাহিরে গিয়া প্রান্তরের দিগে চলিল। শেষে মাঠের মধ্যে অনেক দূর গিয়া একটী বহুকালের পুরাতন প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটে যাইয়া দেখিল পুষ্করিণীটী গুল্মশৈবালে পরিপূর্ণ। তখন তাহারই তীরে তাহার সেই পৃষ্ঠের বোঝা নামাইল। স্বীয় পৃষ্ঠবস্ত্র খুলিয়া দেখিল কাপড়ে রক্তের দাগ লাগিয়াছে। তখন সেই আঁচলটী ছিঁড়িয়া ঐ থলিয়ার মধ্যে পূরিল, তীরে পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া উলঙ্গ অবস্থায় কটিজলে গিয়া সবলে গুল্মদলের মধ্যে থলিয়াটী ফেলিয়া দিল। আবার তীরে উঠিয়া কাপড় পরিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আন্‌লা হইতে একখানি তোষক ও সিন্দুক হইতে একখানি চাদর বাহির করিল এবং ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় একটী বিছানা করিল। পরিশেষে দ্বারে ঠেস দিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল "এ কর্ম্ম কাহার?"

(ক্রমশঃ)
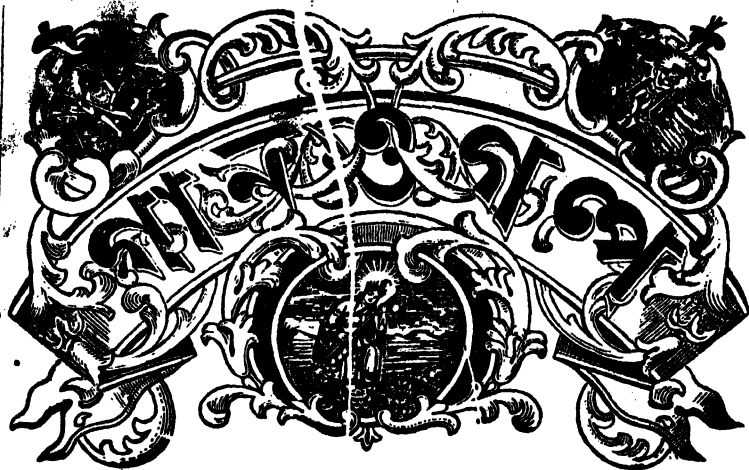
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] আশ্বিন, ১২৯৬ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

নলিনী।

—•—

দশম পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়।

দস্যুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নলিনী যখন বাহিরে আসিলেন, তখন যামিনী প্রায় শেষ হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর নক্ষত্রগুলিন অভিসারিকা কামিনীর ন্যায় ঘুমে ঢুলুঢুলু করিতেছে, বর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া যদি কেহ হাস্য করে সেই ভয়ে একে একে আকাশের কোল হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তিন দিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে, কেবল এক দিকে নিবীড় জঙ্গল; এবং তাহার পর অনেক দূরে গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি কোন্ পথে আসিয়াছেন, এবং কোন্ গ্রামে ছিলেন, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন; কোন্ পথে যাইবেন, কোন্ দিকে যাইলে সেই গ্রাম পাইবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সেখানে দাঁড়ানও আর যুক্তি-

সঙ্গত নহে, কারণ যদি দস্যুরা জাগ্রত হয়, তাহা হইলে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। মাঠ দিয়া যাইলে পাছে দস্যুরা দেখিতে পায়, সেই ভয়ে তিনি বনের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল—উষার আলোকে চন্দ্রমার স্বর্ণকান্তি নষ্ট হইয়া গিল্টি করা দ্রব্যের ন্যায় হইল, দেখিয়া পাখিকুল উচ্চৈঃ-স্বরে টিট্‌কারী দিয়া ডাকিয়া উঠিল; লজ্জায় মলিন হইয়া তিনি গা-ঢাকা হইলেন। প্রভাত বায়ু ধীরে ধীরে বৃক্ষ-পত্র কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; পক্ষিগণ নিজ নিজ স্বরে দিবাকরের স্তুতি গীত করিতে আরম্ভ করিল; ধরা নবভাব ধারণ করিল।

নলিনী ক্রমাগত চলিতে আরম্ভ করিলেন, কোন্ দিকে অথবা কোন্ গ্রামে যাইতেছেন তাহার নির্ণয় নাই; তত্রাচ গমনে বিরাম নাই। পথ বন্ধুর—কণ্টকময়—তাঁহার চরণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, ক্ষত স্থান হইতে প্রবল বেগে শোণিত নির্গত হইয়া চরণে যেন অলক্তরঞ্জিত হইল, নয়ন জলে দৃষ্টি রোধ হইয়া গেল, পা আর উঠিতে চায় না। একে অনাহার, তাহাতে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, কিন্তু দস্যুদিগের ভয়ে গমনে ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না—চলিতে লাগিলেন। যখন কানন অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, মার্ত্তণ্ডদেব মধ্য গগনে উপবিষ্ট হইয়া প্রচণ্ড কিরণে মেদিনী দগ্ধ করিয়া নিজের প্রভুত্বের পরিচয় দিতেছেন। ক্ষুধায় নলিনীর সর্ব্ব শরীর ঘুরিতে লাগিল, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; আর চলিতে পারেন না। কিছু দূর যাইলে একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন, তাহাতে নামিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন করিলেন, এবং অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়া পিপাসা এবং ক্ষুধার কথঞ্চিত শান্তি করিলেন। বস্ত্রের এক স্থান ছিন্ন করিয়া জলে ভিজাইলেন এবং পায়ের যে যে স্থানে ক্ষত হইয়াছিল, তথায় তথায় বাঁধিলেন। পরে বস্ত্রের এক অংশ ভিজাইয়া মস্তকে দিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের ভিতর যাইতে তাঁহার সাহস হইল না—কি জানি যদি আবার কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হয়—এই আশঙ্কায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া মাঠের ধারে ধারে যাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা

হইল—ধরণী গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল—তখনও তিনি চলিতেছেন। ক্রমে অন্ধকার বেশি হইল, তখন তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, তিনি সে পথ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় অন্বেষণার্থ পুনরায় গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিনি তিন চারি খানি বাড়ীতে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিল না; পরন্তু নানাবিধ কটু কথায় উপহাস করিতে লাগিল; যুবকদল অশ্রাব্য বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন যে সকল ব্যক্তিই হরি এবং সকল বাড়ী হরির বাড়ীর ন্যায় নহে—ইহাতে অনেক নিধিরাম আছে। তিনি ঘৃণায় মৃতপ্রায় হইলেন—ভাবিলেন যদি জীবন যায় কিম্বা কাননে হিংস্র জন্তুতে খায়, তাহাও স্বীকার; তথাপি গ্রামে থাকিব না—বনে থাকিব। এই সংকল্প করিয়া তিনি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কাননাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন একখানি পর্ণ কুটিরে আলোক জ্বলিতেছে, কুটির বাসিরা দরিদ্র বলিয়া তাঁহার অনুমান হইল; ভাবিলেন, এইখানে রাত্রবাস করিবার উপযুক্ত স্থান, বিপন্ন না হইলে বিপন্নের অবস্থা বুঝিতে পারে না। এই মনে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বাহিরে মানুষ দেখিতে না পাইয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিলেন—ইচ্ছা, গৃহ কর্ত্রীকে ডাকিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করেন—কিন্তু বদন হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না—চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, মস্তক ঘুরিল, অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। পতন শব্দে গৃহকর্ত্রী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন, ভাবিলেন বুঝি গরু উঠিয়াছে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখেন একটি অপরিচিতা সুন্দরী বালিকা অচেতন হইয়া চৌকাঠের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সত্বর জল আনিয়া বালিকার বদনে চক্ষে ও মস্তকে দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার চেতনা সম্পাদন হইল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন এক জন বৃদ্ধা তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "মা আমার অত্যন্ত পিপাসা এবং ক্ষুধা হইয়াছে, দুই দিবস আমার খাওয়া হয় নাই।" জগতে "মা" বাক্যের অপেক্ষা অধিক মিষ্ট বাক্য আর আছে কি? এক জন দুর্দ্দান্ত কোপন-স্বভাবা

পরুষ-বাক্য-প্রয়োগ-কারিণী রাক্ষসী অপেক্ষাও ভীষণাকে তুমি “মা” সম্বোধন করিয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হও, সেও তোমাকে মিষ্ট কথায় পরিতোষ করিবে। কুলবধূ, যাহার বদন চন্দ্র সূর্য্যও দেখিতে পান না, তুমি মাতৃ সম্বোধন করিয়া ডাক, তিনিও তোমার সহিত কথা কহিবেন। “মা” এ কথার তুল্য কথা জগতে আর নাই। বৃদ্ধা নলিনীর মিষ্ট কথায় তুষ্ট এবং দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং পরিতোষ রূপে জলযোগ করাইলেন। জলযোগ করিয়া তাঁহার শরীর সুস্থ হইল, দেহে বলের সঞ্চার হইল, তখন বসিয়া বৃদ্ধার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, তিনি অকপটে সমুদায় পরিচয় প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার সমস্ত কথাই বিশ্বাস করিল এবং কহিল, যে পর্য্যন্ত তাঁহার কেহ আত্মীয় লইতে না আসে, তদবধি তিনি তাহার বাটীতে থাকুন; সে আপনার কন্যার ন্যায় রাখিবে। এই বিপদে এরূপ আশ্রয় পাইয়া নলিনী অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। যদিচ তিনি জানিতেন যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার কেহই নাই, এক হরি, তিনিও ধৃত হইয়াছেন, তবে যদি কোন উপায়ে বাটী যাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা দেখিবেন। বৃদ্ধাও তাঁহার সাহায্যার্থে প্রতিশ্রুত হইল। এই সকল কথাবার্ত্তার পর তিনি সেই গ্রামের নাম এবং বৃদ্ধার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা কহিল “মা, আমার পরিচয়ের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? সে অনেক কষ্টের কথা, সে সব কথা মনে হ'লে আমার আর দিন রা'ত জ্ঞান থাকে না, যদি জিজ্ঞাসা করিলে তবে বলি শুন।” এই বলিয়া বৃদ্ধা নিজের পরিচয় আরম্ভ করিল। সে কহিল “এই গ্রামের নাম বিষ্ণুপুর, ঐ যে আম বাগান দেখিতে পাইতেছ, উহার ভিতর আমাদের বাড়ী ছিল; তিন চারি খানি ঘর, লাঙ্গল, গরু, ধানের মরাই, জমিজরাত বেস ছিল। উপযুক্ত স্বামী, হাতীর মতন দুই বেটা, সংসারে আর কেহ ছিল না। ক্রমে স্বামী গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই বেটা গেল, পরে জমি, জরাত, লাঙ্গল, গরু, যা ছিল, সব গেল; শেষ কালে ভিটা টুকু ছিল তাও গেল; সরিকেরা সব ফাঁকি দিয়ে নিলে। সে আ'জ ২২ বৎসরের কথা। পেট চলা ভার, তাতে আশ্রম বিহীন, লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি ক'রে জীবন ধারণ ক'র্ত্তে লাগ্‌লুম। তার পর

বুড়ো হলুম—শরীরের বল গেল, আর খাট্‌তে পারিনে—কে অন্ন দিবে! এই কুঁড়ে টুকু বাঁধিয়া এইখানে পড়িয়া আছি।”

নলিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“এখন কিসে চলে?” “ভিক্ষা করিয়া খাই”—এই বলিয়া বৃদ্ধা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বৃদ্ধার দুঃখের কথা শ্রবণে বালিকার সরল হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, উভয়ে নিস্তব্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধা কহিল—“মা তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—আমি শূদ্র, আমার ভাত ত তুমি খাইবে না, আর আজ তোমার যে কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে তুমি রাঁধিতেও পারিবে না; অতএব আর কিছু জল খাইয়া আজ ঘুমাও, কা'ল খুব সকাল সকাল রান্নার জোগাড় করিয়া দিব।” এই বলিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া গেল এবং জল খাবার আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দুই জনে শয়ন করিল। নলিনী শুইয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন, সহজে ঘুম হইল না, অনেকক্ষণ পরে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার সকল চিন্তা দূর করিল। তিন চারি দিবস গত হইয়াছে, নলিনী সেই খানেই আছেন, বৃদ্ধা প্রত্যহ প্রাতে আহার করিয়া ভিক্ষার্থে বাহির হয় এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে। নলিনী একাকিনী বাড়িতে থাকেন, বৃদ্ধা তাঁহাকে ঘরে পূরিয়া চাবি দিয়া রাখিয়া যায়। বাহিরে থাকিতে দেয় না, কারণ গ্রাম মন্দ; তিনিও তাহাতে অসুখী নহেন। তিনি চারি দিবস পরে, নলিনী মনে মনে ভাবিলেন, “এ সংসারে কে আছে যে আমাকে উদ্দেশ করিবে, এক মা, তিনি জিবীত আছেন কি না তাহার ঠিক নাই; আর যদি জিবীতাও থাকেন, তাহা হইলেও তিনি নিজে আমার সন্ধান করিতে পারিবেন না, আর কোথাই বা সন্ধান পাইবেন। হরি—শুনিয়াছি তিনি ধরা পড়িয়াছেন। যদি তিনি খালাস না হইয়া থাকেন—আর যদি খালাস হইয়াও থাকেন, তাহা হইলেও যে আমার অনুসন্ধান করিবেন, তাহারি বা নিশ্চয়তা কি? যে প্রকারেই হউক আমার অনুসন্ধান হইবে না; তবে যদি আমি নিজে গিয়া উপস্থিত হইতে পারি। তাহাও অসম্ভব, কারণ পথ দুর্গম ও অজানিত, কাহার সহিত যাইতেও সাহস হইবে না। তবে নিরর্থক বৃদ্ধার অন্নধ্বংশ কেন করি, কা'ল অবধি আমিও ভিক্ষায় যাইব। যখন এইরূপেই জীবন কাটাইতে হইবে, তখন

আর লজ্জায় আবশ্যক কি? আর ঘরে বসিয়া থাকিলেই বা কিরূপে বাড়ী যাইবার যোগাড় করিব।" এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া শেষ ভিক্ষা করাই স্থির করিলেন। সন্ধ্যা হইল—বৃদ্ধা বাড়ী আসিয়া পৌছিল এবং নিয়মিত কর্ম্ম সমাপনের পর আহারাদি করিয়া উভয়ে শয়ন করিল। শয়ন করিয়া নানাবিধ কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল, কথায় কথায় নলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, কা'ল তুমি কোন গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইবে?" বৃদ্ধা কহিলেন—"মা তাকি ঠিক করিয়া বলা যায়, ভিক্ষা আরম্ভ করিয়া হয়ত এক গ্রামে শেষ হয় না, হয়ত দুই তিন গ্রাম বেড়াইতে হয়। ও কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?"

নলিনী। কা'ল হইতে আমিও তোমার সঙ্গে ভিক্ষায় যাইব। আর এরূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না, যা কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়।

বৃদ্ধা। কেন মা আমি কি তোমাকে খাইতে দিতে পারিব না বলিয়াছি, তাই তুমি ও কথা বলিলে?

নলিনী। না মা তুমি বলিবে কেন? আমি নিজেই বলিতেছি; যদি বল "তুমি ভদ্র লোকের মেয়ে তোমার কষ্ট হইবে!" কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তুমিও গৃহস্থের কুলবধূ—তোমারও স্বামী, পুত্র, জায়গা জমি ছিল; তুমি আজ কত লোককে ভিক্ষা দান করিবে, কিন্তু তাহা না হইয়া তুমি পরের দ্বারস্থ; আর তখন কি তুমি ভাবিয়া ছিলে যে এ কষ্ট তুমি সহ্য করিতে পারিবে? কিন্তু এখন সহ্য হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ আমারও সহ্য হইয়া যাইবে। আমার অদৃষ্ট যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন, তাহাতে যে সৌভাগ্য সূর্য্য সহজে উদয় হয় এরূপ বোধ হয় না; বিবেচনা হয়, এইরূপেই আমার জীবন যখন নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তখন এই সময় হইতেই কষ্ট সহ্য অভ্যাস করা উচিত। আর যদি বাটী যাইবার জোগাড় হয়, তাই বা ঘরে শুইয়া থাকিলে কি প্রকারে হইবে? যে কারণেই হউক, আমার বহির্গমনের আবশ্যক হইয়াছে।"

বৃদ্ধা অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মত খণ্ডন করিতে পারিল না। শেষ স্থির হইল পরদিবস তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

রাজবাড়ী।

প্রভাতে বিষ্ণুপুরের রাজা সূর্য্যকান্ত মুখোপাধ্যায় ফটকের বেদীতে বসিয়া ভিক্ষা দান করিতেছেন। পার্শ্বে তাঁহার পুত্র সরোজ কুমার বসিয়া আছেন। রাজার বয়স ৬০।৬২ বৎসর, মস্তকের সমুদায় কেশ পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু শরীরের চর্ম্মের শিথিলতা হয় নাই; বদনে সর্ব্বদা হাস্য এবং সরলতা বিরাজমান। রাজপুত্র রাজপুত্রেরই উপযুক্ত, বয়স ষোড়শ বৎসর, উত্তম গৌরবর্ণ, সুগোল বাহু, উন্নত বক্ষস্থল, প্রশস্ত ললাট, চিকুর কেশ, বদনে শত শত চাঁদ খেলা করিতেছে। যেরূপ আকৃতি, প্রকৃতিও সেইরূপ সরল এবং অকপট, অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। রাজার আর দুইটি কন্যা, একটির নাম চারুশীলা, বয়স একাদশ বৎসর, অপরটির নাম ভুবনমোহিনী, বয়স নয় বৎসর; কাহারো বিবাহ হয় নাই। পিতা পুত্রে বসিয়া ভিক্ষা দান করিতেছেন। সপ্তাহে এইরূপ এক দিন তিনি দীন দরিদ্রদিগকে দান করেন। দলে দলে ভিক্ষুক আসিয়া ভিক্ষা লইতেছে, পিতা পুত্রে প্রফুল্ল মনে দান করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে নলিনীও বৃদ্ধা রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পাঠক! আ'জ একবার নলিনীর ভিখারিণীর বেশ দেখুন, মলিন বসন পরিধান, বসন ভেদ করিয়া রূপ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, গলায় মালা, কপালে তিলক, বিমুক্ত কেশ দাম নিতম্ব স্পর্শ করিয়াছে, স্কন্ধে ভিক্ষা ঝুলি। দেখিলে বোধ হয় যেন গৌরী কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া বালিকা বেশে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। উভয়ে রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নলিনীকে দেখিয়া রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন, তিনি এত দিবস স্বহস্তে ভিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু এ বালিকাকে কখন দেখেন নাই। সরোজকুমার অনিমিষ নয়নে রূপের ডালি দেখিতে লাগিলেন—ইতি পূর্ব্বে তিনি এত রূপ কাহারো দেখেন নাই। রাজা আশ্চর্য্য হইয়া মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে মা, তুমি ভিখারিণীর বেশে আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছ? তোমার নাম কি মা?"

নলিনী ভয়ে আড়ষ্ট হইলেন—দৃষ্টি অধোগামী হইল, মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না।

তাহাকে ভীত এবং নিস্তব্ধ দেখিয়া রাজা তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন, এবং পুনরায় মিষ্ট বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি মা ?"

নলিনী অধোমুখে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"নলিনী।"

রাজা। তোমার বাড়ী কোথায় ?

নলিনী। কলিকাতা—বরানগর।

রাজা। তোমার বাপের নাম কি ?

নলিনী। হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

রাজা। এখানে আসিলে কি প্রকারে ?

তখন নলিনী অকপটে পিতার মৃত্যু হইতে বৃদ্ধার ভবনে বাস পর্য্যন্ত একে একে সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। শুনিতে শুনিতে রাজার চক্ষে জল আসিল, তিনি কহিলেন—"মা, তোমার আর ভিক্ষা করিতে হইবে না। তুমি আমার বাড়ীতে থাক, আমি তোমাকে বাটীতে রাখিয়া আসিব।" তখন বৃদ্ধাকে প্রচুর অর্থ দিয়া এবং তাহার সৎ কর্ম্মের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন—"তুমি আর ভিক্ষা করিও না, আমি তোমাকে মাসহারা দিব। আর এ মেয়েটিকে আমি বাড়ীতে রাখিলাম।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। বৃদ্ধা অর্থ পাইয়া যত না আনন্দিত হইল, নলিনীর আশ্রয় হইল দেখিয়া দ্বিগুণ আনন্দ পাইল—সে ঈশ্বরের নিকট রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

রাজা উঠিয়া নলিনীর হস্ত ধারণ করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া চলিলেন। ফটক পার হইয়াই বিস্তীর্ণ ফুল বাগান, তাহাতে গোলাপ, মল্লিকা, বেলা প্রভৃতি নানাবিধ ফুলগাছ ; তাহাতে ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে লতামণ্ডপ এবং তাহার ভিতর মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী। ফুলবাগানের ভিতর দিয়া সদর বাটী প্রবেশ করিলেন ; সদর বাটীতে প্রকাণ্ড দালান, তাহার চারি পাশে দ্বিতল বৈঠকখানা এবং আমলাদিগের থাকিবার ঘর ; তাহাতে নায়েব, গোমস্তা, মুহুরি প্রভৃতিরা বসিয়া কার্য্য করিতেছে। রাজা যাইলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম এবং নমস্কার করিল। রাজা

প্রতি নমস্কার এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া তথা হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে উপর নীচে প্রায় শতাধিক গৃহ, দাস দাসী আত্মীয় কুটুম্বতে বাড়িটি পরিপূর্ণ। রাজার নিজের পরিবারের মধ্যে রাণী, এক পুত্র এবং দুই কন্যা, আর সকলি কুটুম্ব। অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে উপবিষ্ট হইয়া দাসিরা কেহ তরকারি কুটিতেছে, কেহ মৎস্য কুল ধ্বংশের নিমিত্ত আলুলায়িত কেশে চামুণ্ডার ন্যায় বঁটিতে ধার দিতেছে, পার্শ্বে মার্জ্জার মুদ্রিত নেত্রে বসিয়া আছে, অবসর পাইলেই মৎস্য লইয়া পলায়ন করিবে, ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কেহ বাটনা বাটিতে বাটিতে কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গালাগালি দিতেছে। রান্নাঘরে রাঁধুনী ঠাকুরাণীরা মাথায় চূড়া বাঁধিয়া ডালের ও ভাতের কাটি হাতে করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়) রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত। সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত, এমন সময় রাজা নলিনীর হস্ত ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। কলরব থামিয়া গেল, প্রাঙ্গন নিস্তব্ধ হইল। সকলের দৃষ্টি নলিনীর উপর পড়িল। রাজা প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রাণীকে ডাকাইলেন, তিনি আসিলে তাঁহাকে কহিলেন—“এই দেখ, তোমার জন্যে আর একটি কন্যা আনিয়াছি, ইহাকে সযত্নে প্রতিপালন কর।”

রাণী। দিব্বি মেয়েটি, কোথায় পাইলেন ?

রাজা সমস্ত পরিচয় দিয়া তাঁহার হস্তে নলিনীকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নলিনীকে লইয়া রাণী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দাসিদিগের কাজ বন্ধ হইয়া গেল, তাহারা উঠিয়া মেয়ে দেখিতে গেল, এই অবসরে মুদিতনেত্র মার্জ্জার মৎস্য লইয়া প্রস্থান করিল। রন্ধন গৃহ হইতে রাঁধুনীরা দৌড়িয়া আসিলেন ; ডালে সম্বরা দেওয়া হইল না। ডালের হাঁড়ি নামাইয়া রাখিয়া আসিলেন। যিনি ভাত রাঁধিতে ছিলেন, তাঁহার হাঁড়ি নামান হইল না, ছুটিয়া আসিলেন, ভাত পুড়িয়া গেল। সকলে আসিয়া নলিনীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁর নাক, মুখ, চক্ষু, ওষ্ঠ, বর্ণের ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আবার উহার ভিতর সমালোচনা চলিতে লাগিল। আমরা শুনিয়াছি, সে দিবস সমালোচনায় সকলে এত উত্তেজিত হইয়াছিল,

যে অন্ন ব্যঞ্জন কেহ মুখে দিতে পারেন নাই। ক্রমে যে যাহার কর্ম্মে গেল, রাণী নলিনীকে লইয়া উঠিলেন এবং নিজহস্তে তেল মাথাইয়া স্নান করাইয়া দিলেন। গলার মালা ছিঁড়িয়া দিলেন, ভিক্ষার ঝুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন এবং দিব্য পট্টবস্ত্র পরাইয়া, উত্তমরূপে জলখাবার খাওয়াইয়া, তাঁহার কন্যা-দ্বয়ের সঙ্গে খেলা করিতে দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

রামনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া হরি বাটী আসিলেন। হরিকে দেখিয়া তাঁহার জননী এবং সহধর্ম্মিণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। নিধি-রামের মুখ শুখাইয়া গেল, সে বাটী পরিত্যাগ করিল। হরি আসিয়াই নলি-নীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নলিনীর কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; হরি ব্যস্ত হইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে আমূল বৃত্তান্ত কহিল। সকল শুনিয়া তিনি বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, রোষে তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিধে কোথায়?" তাঁহার স্ত্রী কহিল—"এই মাত্র এই খানে ছিল, তোমাকে দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছে।" তিনি আর কিছুই না বলিয়া বাহিরে আসিলেন এবং রামনারায়ণকে জলযোগ করাইয়া কহিলেন—"আপনি বিশ্রাম করুন, আমি সত্বর আসিতেছি" রাম নারায়ণ কহিলেন—"নলিনী কোথায়?" হরি কহিল ও পাড়ায় আছে, আমি লইয়া আসিতেছি—এই বলিয়া ত্বরিত পদে প্রস্থান করিলেন। রাম-নারায়ণ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, পরে শয়ন করিলেন. দুই রাত্র জাগরণে তাঁহার শরীর অলস হইয়াছিল সুতরাং অচিরেই নিদ্রিত হইলেন। হরি বাটী হইতে বাহির হইয়া নিধিরামের অনুসন্ধানে যাইলেন এবং নানা স্থান খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না—ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, একটা ঝোপের ভিতর বসিয়া কাহারা চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতেছে, তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার নিকটে গিয়া বসিলেন। তখন নিম্নলিখিত কথোপকথন শুনিতে পাইলেন।

"কখন আসিয়াছে ?"

"এই মাত্র—সঙ্গে কে একজন আসিয়াছে।"

"কি লোক ?"

"বামুন।"

"তবে বোধ হয় সেই ছুড়ীটার কেহ হইবে ?"

"তাই বোধ হয়।"

"আচ্ছা ভাই শালী গেল কোথায় ? আমরা না খুঁজিয়াছি এমন স্থান নাই, কিন্তু কোথাও দেখা পাইলাম না ; শালী কিন্তু আচ্ছা ফাঁকি দিয়েছে।"

"শালারা মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পলি, আমি তবু আস্তে আস্তে উঠে তার কাছে গেলুম—উঃ ! শালী যে লাথি ঝেড়েছে, এখনও আমার পাঁজরা বেথা হয়ে আছে।"

"তুই শালাইত সব মাটি কল্লি, যদি সে রাত্‌টে থেকে যাস্, শিকল টিকল না খুলিস, তাহলে কি পলাতে পারে ! তুই আপনিও খেলিনে, পরকেও খেতে দিলিনে—তো শালার ভাল হবেনা।"

"আর ভাল মন্দ, এইবারে যা থাকে বরাতে হয়ে যাবে !"

"তুই অত ভয় পাচ্চিস কেন ? তুই যে চুরি করিছিস, তা তোর বাপ তো আর দেখ্‌তে আসিনি, তোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌বি "আমি জানিনা।"

"হুঁ—তাই তুই যাস—গিয়ে বলে আসিস—'আমি জানিনা।' চোখের চাউনি দেখ্‌লে আত্মা পুরুষ উড়ে যায়।"

পাঠক জানিতে পারিয়াছেন উহারা কারা ?—হরির গুণধর পুত্র এবং তাহার সঙ্গী। হরি বাড়ী আসিলে নিধিরাম পলাইয়া তাহার সঙ্গীদিগের নিকটে যায় এবং সকলে পাড়া ছাড়িয়া বনের ভিতর যাইয়া নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কিসে রক্ষা হয়, তাহার পরামর্শ করিতেছিল। হরি আর সহ্য করিতে পারিলেন না—তিনি উঠিয়া উহাদের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"নিধিরাম"—সে স্বর সর্ব্বপরিচিত। যদি সেই স্থানে তখন বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলেও দস্যুরা ভীত হইত না—কিন্তু ঐ স্বর শুনিয়া সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল—বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল—সত্বর উঠিয়া যে যে দিকে পাইল পলায়ন করিল, উহার মধ্যে হরি এক জনকে

একটি চড় মারিলেন, সে—বাবারে—বলিয়া বিশহস্ত দূরে গিয়া পড়িল এবং তথা হইতে উঠিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল। সকলেই পলাইল—কিন্তু নিধিরাম পালাইতে পারিল না, তাহার পায়ে কে যেন শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে—সে উঠিতে পারিল না; হরি তাহাকে কিছুই বলিলেন না—কেবল কহিলেন—"বাড়ী চল।" নিধিরাম মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তাঁহার পশ্চাত পশ্চাত চলিল। উভয়ে বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন। হরি তখন তাহার হস্ত পদ দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া কহিলেন—"দুর্বৃত্ত, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ,তাহাতে তোমার শিরশ্ছেদন ভিন্ন ক্রোধের শান্তি হয় না; কিন্তু প্রাণে মারিলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, অতএব যত দিন নলিনীকে না পাওয়া যাইবে, ততদিন অনাহারে এই স্থানে রুদ্ধ থাক, পরে যাহা হয় হইবে।" এই বলিয়া ঘরের দরজায় দৃঢ় চাবি বন্ধ করিয়া গেলেন। পর দিবস প্রাতে হরি পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় তিন চারি খানি গ্রাম ও তৎপার্শ্বস্থ বনসমুহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও নলিনীর দেখা পাইলেন না কিম্বা তাহার সন্ধানের কথাও কেহ বলিতে পারিল না। তখন তিনি হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং আহারাদি করিয়া রামনারায়ণকে নলিনী সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন এবং শেষে কহিলেন—"আমি অদ্য হইতে নলিনীর বিশেষ সন্ধান জন্য নির্গত হইব—অতএব যতদিন না ফিরিয়া আসি তত দিন আপনি এখানে থাকুন; তিন চারি দিবসের মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিব।" এইরূপ কথাবার্ত্রা স্থির করিয়া তৎপর দিবস প্রাতে ফকির সাজিয়া বাহির হইলেন এবং নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপুর প্রবেশ করিলেন।

বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করিয়া হরি প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা লইয়া নলিনীর কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, ইতি মধ্যে একটি বালিকাকে তাঁহারা দেখিয়াছেন কিম্বা? এই প্রশ্ন তিনি গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোমত উত্তর দিতে পারিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, ভগবান মরিচীমালী পৃথিবীকে অন্ধকারে ডুবাইয়া প্রস্থান করিলেন। দৈবক্রমে নলিনী যে বাড়ীতে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, তিনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তথায় জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, ৩। ৪ দিবস পূর্ব্বে এইরূপ সময়ে একটি বালিকা আসিয়া আশ্রয় চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু দুশ্চারিণী বোধে তাহাকে স্থান দেওয়া হয় নাই। একাদশ বর্ষীয়া বালিকা দুশ্চরিত্রা—হরির বুক ফাটিয়া গেল। ধন্য সংসার—তোমার বিবেচনাশক্তিকে কোটি কোটি নমস্কার। তিনি অপর বাড়ীতে গেলেন এবং তথায়ও ঐরূপ শুনিলেন, এইরূপ ৩। ৪ খানা বাড়ীতে তিনি ঐরূপ শুনিতে পাইলেন, তৎপরে আর তত্ত্ব পাই লেননা। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি সেই বৃদ্ধার কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার কাছে হরি সবিশেষ সকল সংবাদ পাইলেন। তথায় রাত্রি বাস করিয়া পর দিবস প্রাতে হরি ভিখারীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ বেশে রাজ বাড়ী যাত্রা করিলেন।

রাজা সূর্য্যকান্ত বৈঠকখানায় আছেন, পার্শ্বে আমলারা বসিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, এমন সময় হরি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের কি নাম ?"

হরি। আমার নাম হরিচরণ দাস কৈবর্ত্ত।

রাজা। এখানে কি প্রয়োজনে আসা হইয়াছে ?

হরি। মহারাজের নিকট আসিয়াছি। এই বলিয়া নিজের প্রয়োজন কহিলেন। রাজা শুনিয়া বলিলেন—"হাঁ্যা আমার নিকট একটি মেয়ে আছে বটে এবং তাহার নামও নলিনী,তবে আপনার কথিত নলিনী কি না বলিতে পারি না, আপনি বসুন আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি"—এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমলারা হরি সরদারের নাম শুনিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতাপও অবগত ছিলেন। কিন্তু চক্ষে কখন দেখেন নাই, এক্ষণে সম্মুখে পাইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা নলিনীকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ; নলিনী হরিচরণকে দেখিয়া দৌড়িয়া তাঁর কোলে গিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার ক্রন্দনে হরিও কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হরি কহিল—"মা তোমার রাম কাকা আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন !"

"তিনি কি প্রকারে সন্ধান পাইলেন ?"

"আমি তোমাদের বাড়ী গিয়াছিলাম।"

"আপনি আমাদের বাড়ী গিয়াছিলেন ?"

"হ্যাঁ—"

"আমার মা কেমন আছেন ?"

"তিনি ভাল আছেন"—এই বলিয়া বরানগরের সমস্ত পরিচয় দিলেন। নলিনী মাতার কষ্ট শুনিয়া অনর্গল অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিলেন, চক্ষু জবা পুষ্পের ন্যায় হইল। কিছুক্ষণ পরে হরি রাজার নিকট নলিনীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। রাজা কহিলেন আমি এক্ষণে কিছু বলিতে পারি না, আপনি এ বেলা থাকুন, আহারাদি করুন—অপরাহ্লে মতামত প্রকাশ করিব। এই বলিয়া তিনি নলিনীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। হরি স্নান আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রাজা আহার করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, পার্শ্বে রাণী বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা কহিলেন—নলিনীকে লইতে আসিয়াছে।

রাণী। কে ?

রাজা। যে তাহাকে জল হইতে তুলিয়া বাঁচাইয়াছিল।

রাণী। সেই ডাকাত টা ?

রাজা। ডাকাত তা আমাদের কি—তার কথা বার্ত্তা ভাল।

রাণী। আপনি কি বলিলেন ?

রাজা। আমি এখনো কিছুই বলি নাই।

রাণী। পাঠাইয়া দিবেন ?

রাজা। আমি একটা মনন করিয়াছি, তোমাকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

রাণী। কি আজ্ঞা করুন ?

রাজা। দেখ, আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি এবং অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, কিন্তু নলিনীর ন্যায় আর একটি আমার চক্ষে পড়ে নাই, অমন রূপ আমি কখন দেখি নাই, যেন স্বর্ণ প্রতিমা। আর যে রূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে উচ্চ বংশোদ্ভবা বলিয়াই বোধ হয়। রূপে, গুণে, বংশ

মর্য্যাদায়—সকল রকমে আমার সরোজ কুমারের উপযুক্ত পাত্রী, এমন আর কোথাও পাওয়া যাইবে না, তাই আমি ইচ্ছা করি, সরোজের সহিত বিবাহ দিয়া উহাকে আমরা গৃহে রাখি, ইহাতে তোমার মত কি ?

রাণী। আমিও কয় দিন ঐ কথা বলিব বলিব মনে করিতেছি, কিন্তু ভয়েতে কিছু বলিতে পারি না, যখন আপনি নিজেই বলিলেন, তখন বলি—অমন বউ লোকে তপস্যা করিয়া পায় না। মেয়েটি বড় লক্ষ্মী, কোন বিষয়ে অসন্তোষ নাই, সর্ব্বদাই মুখে হাসি মাখা ; চারু এবং মোহিনীর সহিত খেলা করে—ভুলেও তাহাদের সহিত বিবাদ করে না। আমি এই ২। ৩ দিবস যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হয় যে ও প্রকার মেয়ে আর একটি পাওয়া দুষ্কর।

রাজা। আমিও তাই বলিতেছি; শুনিলাম তাহার কাকা আসিয়াছে, তাহাকে এখানে আনাই এবং তাহার মতামত জানি, যদি স্থির হয়, তাহা হইলে নলিনীর মাকে এই থানে আনিয়া এই মাসের মধ্যেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিব।

"সেই পরামর্শই স্থির"—এই বলিয়া রাণী উঠিয়া গেলেন। অপরাহ্নে রাজা বাহিরে আইলেন এবং হরিকে ডাকিয়া নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেলেন, এবং নিকটে বসাইয়া নিজের মনোগত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হরি শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—"মহারাজ, আপনি যে প্রস্তাব করিলেন, ইহা অতি আদরণীয়—নলিনীর সৌভাগ্যের বিষয় ; আপনার পুত্র রূপে গুণে যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, নলিনীই তাঁহার উপযুক্ত পাত্রী, সুতরাং এ বিষয়ে কাহারো অমত হইবে না। তবে এক্ষণে আমি বিদায় হই—কল্য নলিনীর খুড়াকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব।" এই বলিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

হরি বাড়ী আসিয়া রামনারায়ণকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং তৎপর দিবস সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুপুর লইয়া গেলেন রাজা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং নানাবিধ কথোপকথনের পর তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। নলিনী অনেক দিবস পরে কাকার সাক্ষাত পাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বসিলেন এবং কান্না কাটি করিয়া বাটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করি-

লেন। স্নানের সময় হইল—রাজা এবং রামনারায়ণ উভয়ে স্নান করিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে উভয়ে বৈঠকখানায় যাইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন, রামনারায়ণ আনন্দের সহিত মত দিলেন। অপরাহ্ণে কুলপুরহিত ডাকিয়া দিনস্থির করিলেন। পর দিবস প্রাতে হরিকে সঙ্গে করিয়া নলিনীর মাতাকে আনিবার নিমিত্ত বরানগর যাত্রা করিলেন। বিবাহের সংবাদ প্রচার হইল—আয়োজনের ধুম পড়িয়া গেল; রাজবাড়ী আনন্দস্রোতে ভাসিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাজরাণী।

রামনারায়ণ বাড়ী যাইয়া নলিনীর মাতাকে সংবাদ জানাইলেন, এবং সরোজ কুমারের রূপ গুণের বিষয় ভূয়সি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। লোকে কন্যাকে "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, কিন্তু কয় জনের ভাগ্যে তাহা লাভ হয়? নলিনী সেই অনায়াস-লব্ধ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাতে তাঁহার মাতা মহা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি যথা সময়ে রামনারায়ণের সহিত বিষ্ণুপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। নলিনী জননীকে পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কোলে উঠিলেন এবং বক্ষস্থলে মস্তক লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া মাতা আনন্দসাগরে ভাসিলেন; এবং প্রাণতুল্যা কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত মুখ চুম্বন করিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। ক্রমে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিতে লাগিল—বিবাহের আর চারি দিবস মাত্র বাঁকি আছে—বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল; বাহিরে নহবত বসিয়াছে—ফুলের মালা, বোমের গাছ, নানাবিধ তুবড়ি ইত্যাদি ও রাসনাইয়ের বায়না হইয়াছে। নিমন্ত্রিত লোকে বাড়ী পূরিয়া গিয়াছে, সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত—সকলেই আনন্দিত। মহা সমারোহে আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যান্ন হইয়া গেল; নিমন্ত্রিত, অনাহুত, এবং কাঙ্গালিতে প্রায় ছয় সাত শত লোক আহার করিল। কাঙ্গালিদিগের

প্রত্যেককে এক্ এক খানি নূতন বস্ত্র, একটি করিয়া টাকা এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন দিয়া বিদায় করা হইল। তাহারা সকলেই উচ্চকণ্ঠে নবদম্পতির সুখ কামনা এবং দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

অদ্য বিবাহ। রাজবাড়ী আলোকিত এবং ফুলের মালায় বিভূষিত হইয়াছে। বোমের এবং বাদ্যের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে, নানা-বিধ আতস বাজি পুড়িতেছে, সহস্র সহস্র লোক তথায় দাঁড়াইয়া দেখি-তেছে। ক্রমে বিবাহের সময় হইল—শুভক্ষণে শুভ লগ্নে নলিনী ও সরোজ-কুমারের বিবাহ হইয়া গেল। বর-কন্যা উঠিয়া অন্তঃপুরে গেল, রাণী এবং নলিনীর জননী আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। নলিনীর মাতার চক্ষে জল আসিল,ভাবিলেন—"যাঁহার আদরের বস্তু তিনি থাকিলে আজ কত আনন্দ!" নীরবে দুই ফোঁটা অশ্রু গণ্ড স্পর্শ করিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং অপর লোক জন খাওয়াইতে যামিনী প্রভাত হইয়া গেল। পনর দিবস পর্য্যন্ত বিবাহের উৎসব চলিয়াছিল। ক্রমে আত্মীয়েরা নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেল—বিবাহের গোল থামিল।

নলিনীর জননী বরানগরের বাটী পরিত্যাগ করিয়া কন্যার নিকট থাকি-লেন এবং সে বাটী বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। রামনারায়ণও তথাকার বাটী বিক্রয় করিয়া বিষ্ণুপুর আসিয়া বাস করিলেন এবং রাজার যত্নে একটি বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

নিধিরাম সেই অবস্থাতেই মানবলীলা সম্বরণ করিল, পরে হরির অপর সন্তান হইয়া সে অভাব পূরণ হয়।

নলিনীর সুখের চক্র ফিরিল—ভিখারিণী রাজরাণী হইল—ঈশ্বর তাহাকে সুখী করিলেন।

—০—

সুরদাস।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রতাপগড়ের রাজপথ।

নাগরিক দ্বয়।

১ম না। ভাই, সর্ব্বনাশ হ'ল, ভাই! আর এ রাজ্যে মানুষ থাক্‌তে পার্‌বে না।

২য় না। তা'ত দেখ্‌তেই পাচ্চি।

১ম না। বছর বছর খাজনা বাড়ালে গরীবরা কি বাঁচে? বরং রাজা ভাল—পায়ে হাতে প'ড়্‌লে, কাকুতি মিনতি ক'র্‌লে কিছু রেহাই ক'র্‌তে হুকুম দেয়। কিন্তু মন্ত্রী ব্যাটা অমনি রাজাকে টিপে দেয়। বেটা কবে অধঃপাতে যাবে রে! ওর মাথায় বাজ পড়ুক। এ রাজ্য না ছাড়্‌লে আর সুবিধা নাই। হরি, তুমি কি দীনের প্রতি একেবারেই নির্দ্দয় হ'লে!

৩য় নাগরিকের প্রবেশ।

৩য় না। সর্ব্বনাশ হ'ল রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! ওরে এর চেয়ে যবনের রাজ্য ভাল!

১ম না। কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে? অত গোল ক'রনা, এখনি চৌকি-দার শুন্‌তে পেলে মার্‌বে, টেনে নিয়ে জেলে পূর্‌বে।

৩য় না। আর মার্‌লেই বা কি? আমার মর্ম্মে আঘাত দিয়েচে রে? হা রাম! কলিতে কি দেবতা নাই? এখনকার লোক গুলো যে অসুরের চেয়েও দুর্ব্বৃত্ত? এদের কি শাসন হবে না? হরি, দীনদরিদ্রকে যে এত পীড়ন ক'র্‌চে এ সকল কি তোমার চরণে সইবে?

২য় না। কি হ'য়েচে দাদা, বলনা।

৩য় না। আর কি হবে? মন্ত্রী বেটা গত বছর আমার দুধের ছেলেকে শুধু শুধু কেটে ফেল্লে! আমার সে শেলের ঘা এখনও দগ্‌দগ্‌ ক'র্‌চে!

তারই উপর এখন আবার কলঙ্কের দাগ দেগে দিলে! হরি, এত অত্যাচার! কলিতে হরি নাই—নাই! থাক্‌লে অত্যাচারীর—দুর্জ্জনের এত বাড়্ কেন?

চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ।

৪র্থ না। ওরে ধনও গেল, মানও গেল, জাতও গেল! সব এ রাজ্য ছেড়ে পালা রে, নইলে নিস্তার নাই!

১ম না। হরি, তুমি কোথায়? এতলোক কাতর হ'য়ে তোমায় ডাক্‌চে, তুমি শুন্‌বে না। তোমায় লোকে মধুসূদন বলে, মুরারি বলে, তুমি এই অসুরদিগকে শীঘ্র নিপাত কর। নইলে তোমার মধুসূদন নামে কলঙ্ক হবে। এরা মধুকৈটভ মুর প্রভৃতি অসুরগণের চেয়েও ভয়ঙ্কর! এরা রাজা হ'য়ে প্রজার সর্ব্বনাশ ক'র্‌চে—প্রজার ধনমান প্রাণ নষ্ট ক'র্‌চে। এরা মানুষ না, বনের পশু।

৪র্থ না। ইন্দ্রদেব, তোমার বজ্রে কি তেজ নাই! এই একটা দুর্ব্বৃত্তের মুণ্ডপাত ক'র্‌তে পার না? বুঝ্‌লে ভাই, দুষ্টকে দেবতাও ডরায়। এ মন্ত্রী বেটা পশুরও অধম। এর অত্যাচারে প্রতাপগড় ছারখার হ'য়ে যাচ্চে। শোননি বেটা দলপৎ সিংহের সর্ব্বনাশ করেছে? বেটার ধর্ম্মজ্ঞানও নাই, সম্বন্ধ বিচারও নাই—ছি ছি!

২য় না। দলপৎ সিংহ কে?

৪র্থ না। দলপৎ সিং ওর এক রকম ভাই হয়। নেহাত দূর সম্পর্কও নয়! কিন্তু ও পাষণ্ড! ওর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে?

সকলে। অতি পাষণ্ড! পাষণ্ড!

৩য় না। ও কার না সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছে? ও লোকের ধন মান সকলই নষ্ট ক'র্‌চে।

১ম না। উচ্ছন্ন যাবে, দেরি নাই।

৩য় না। আর উচ্ছন্ন যাবে! আমরা ত এমন গেলাম! এ দুঃখ জানাই কার কাছে? লোকে বলে কলিতে দেবতারা ঘুমায়। হাতে হাতে তা'র প্রমাণ পাচ্চি!

(২য় ও ৪র্থ নাগরিকের প্রস্থান)

১ম না। দেখ, দেশ ছেড়ে যাই চল। অনেকেই যাচ্চে শুনেছি।

৩য় না। হরি! হরি! দীনের প্রতি নির্দ্দয় হ'য়োনা।

সুরদাসের প্রবেশ।

সু। হরি কৃপাময়, দীননাথ। তিনি কি নির্দ্দয় হ'তে পারেন? হরির অসীম দয়া। তিনি কৃপাসিন্ধু।

৩য় না। বালক তুমি কে? কোথায় যাচ্চ?

সু। আমার নাম সুরদাস। আমি কাশী যা'ব।

৩য় না। একলা? তোমা'র সঙ্গে আর কে আছে?

সু। আমি একাই যাব।

৩য় না। একলা যাবে। তোমার ভয় নাই?

সু। কেন ভয় কি? ভয়হারী হরি ত সর্ব্বস্থানেই আছেন।

৩য় না। বলি, বিপদ আপদ পথে কত আছে। কাশীও ত বহু দূর।

সু। বিঘ্নহারী হরি আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। বিপদে তিনিই রক্ষা ক'র্‌বেন। তাঁ'র ইচ্ছা বিনা কেউ কি কারো অনিষ্ট ক'র্‌তে পারে?

৩য় না। বালক, তুমি বুদ্ধিহীন। কলিতে হরি কি আর পৃথিবীতে আসেন? ভক্তের বিপদ হ'লে আগে হরি স্বয়ং এসে তাকে রক্ষা ক'র্‌তেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'তেন। এখন এত অত্যাচার ক'রেও অত্যাচারীরা সুখে আছে। তাদের কিছুই হয় না। এখন আর সে দিন নাই! সাক্ষী আমাদের রাজা ও মন্ত্রী!

সু। হরির ইচ্ছা ব্যতীত অত্যাচারীর সাধ্য কি অত্যাচার করে?

১ম না। তবে কি তিনি অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দেন?

সু। আমি তা' বলি না। দুষ্টের যে দমন হয় না দেখ্‌তে পাই, তাতে বু'ঝতে হ'বে যে তাদের ঘোর উৎপীড়ন থেকে কোন শুভ ফল উৎপন্ন হবে। হরি মঙ্গলময়—তিনি অবশ্য মঙ্গল ক'রবেন।

৩য় না। আহা তাই হোক! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। হরি, এমন দিন কি হবে! আমরা আবার কি সুখে থা'কুব?

সু। হরি দুষ্টকে অবশ্যই শাসন ক'র্‌বেন। বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে চিন্তা কর।

(প্রস্থান)

১ম না। দেখ্‌চ, ছেলেটীর কি দেবভাব! এই বয়সে এর হরিভক্তি

অচলা। এই বয়সেই এর ধর্ম্মজ্ঞান দেখ্‌লে? এ বালকের কথা সফল হ'তে পারে।　　　　　　(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।—প্রতাপগড় রাজপ্রাসাদের কক্ষ।

রামভজন রায় ও গণেশ সিংহ।

গ। মহারাজ, একটা আশ্চর্য্য কথা শুন্‌বেন?

রা। কি বলনা, শুনি।

গ। কাল শুন্‌তে পেলেম, একটা না কি বালক এসে পথে পথে হরিনাম ক'রে বেড়াচ্চে, আর সকলকে রাধাকৃষ্ণ ভজনার উপদেশ দিচ্চে! আমার শুনেই ত ভয়ানক রাগ হ'ল। এখনও আমার গা জ্ব'ল্‌চে। রাধাকৃষ্ণের ভজনার কথা! কলিতে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই, তা ঠিক্। নইলে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুর এত স্পর্দ্ধা!

রা। লোকে তাই শুনে রাধাকৃষ্ণ ভ'জ্‌বে নাকি?

গ। কেউ কেউ ভ'জ্‌চে বই কি। ধর্ম্ম এইবার গেল, দেখ্‌চেন কি? ঘোর কলি! ঘোর কলি! সীতারাম! সীতারাম! কোথায় গোলোকবিহারী রামচন্দ্র! আর কোথায় ননীচোরা গোয়ালার পুষ্যি!

রা। লোকে রাম ছেড়ে কৃষ্ণ ভ'জ্‌চে! শূলে যাবার ভয় নাই? বালকটাকে ধ'রে ফাটক দিলে ত হয়।

গ। (হাসিয়া) মহারাজ, গণেশ সিং কি আধখানা কাজ করে? আমি কি অমন দুরাচারকে ছেড়ে দিতে পারি? সে বন্দী হ'য়েচে।

রা। একবার তাকে এখানে আনাও ত, দেখি ছেলেটা কেমন! এর সাহসটা কিসে একবার দেখ্‌তে হবে।

(মন্ত্রীর প্রস্থান ও সুরদাস সহ পুনঃপ্রবেশ)

গ। এই মহারাজ! সেই বালক।

রা। কি হে ছোকরা! তুমি ত এদিকে বেশ ফুট্‌ফুটেটী দেখ্‌চি! তবে এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন? তুমি নাকি আমার প্রজাদিগকে অধর্ম্মে মতি দিচ্চ।

সু। মহারাজ, আমি কিরূপে অধর্ম্মে মতি দিলেম?

রা। তুমি নাকি সকলকে রাধাকৃষ্ণের ভজনা ক'র্‌তে বল।

সু। মহারাজ, কৃষ্ণনামে কি দোষ আছে?

গ। (হাসিয়া) দোষ কি? কৃষ্ণ যে মাখন চোরা, বসন চোরা, গোপিনীর মন চোরা।

রা। কৃষ্ণ নামে দোষ নাই? রামরাজ্যে রাম ছেড়ে কৃষ্ণের নাম—কৃষ্ণের ভজনা! ব্রহ্মাণ্ডপতিকে ছেড়ে চোরের উপাসনা! রামের প্রতি ভক্তি নাই?

সু। মহারাজ, রামকৃষ্ণে কি ভেদ আছে? যিনি রাম, তিনিই ত কৃষ্ণ।

রা। দেখ, তোমায় বালক বলে ক্ষমা ক'র্‌লেম। তুমি আমার সাক্ষাতে গুণনিধি রামের সঙ্গে চোর, লম্পট, কৃষ্ণের তুলনা ক'রনা।

গ। স্পর্দ্ধা দেখুন মহারাজ!

সু। হা কৃষ্ণ! আমি কি নরাধম! হৃষীকেশ! আমি কেবল তোমার নিন্দা শুন্‌তেই জন্মগ্রহণ করেছিলেম! মহারাজ, শাস্ত্রে বলে রামকৃষ্ণ উভয়েই বিষ্ণুর অবতার। আমি হীনমতি বালক, আমায় ক্ষমা করুন।

রা। আমার কাছে আবার শাস্ত্র দেখাচ্ছিস্? দুর্ব্বৃত্ত, তুই রাজার কাছে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিচ্ছিস?

সু। (গীত)

করহে রাজন্, ক্রোধ সংবরণ।
ক্রোধে ধর্ম্মক্ষয় করে, শান্তি সুখ করে হরণ।
ক্রোধে হৃদয় কঠিন হ'লে,
হরি তথা আস্‌বেনা ভুলে;
কঠিন আসনে তাঁ'র বাজিবে চরণ!

রা। বালক, তোর মৃত্যু উপস্থিত! আমাকে ধর্ম্মের উপদেশ! তোর একটুও ভয় নাই?

সু। মহারাজ, আমি ত কোন দোষই করিনি। আমি কি জন্য ভয় ক'র্‌ব? ভয়হারী হরির নামে ভবভয় দূর হয়। আমি মিথ্যা ভয় করেই বা কি ক'রব? হরির যা ইচ্ছা তা অবশ্য পূর্ণ হবে।

গ। বলি, তাই ত রে!

রা। কি! আমার নিকট স্পর্দ্ধা! আমার নিকট ভয় নাই? পাষণ্ড! আমি তোর শিরশ্ছেদ ক'র্‌তে পারি, তা' কি তুই জানিস্ না?

সু। হরির ইচ্ছায় আপনি সকলই ক'র্‌তে পারেন।

রা। হরির ইচ্ছায়! আমি কিছু পারি না? (গণ্ডে চপেটাঘাত)

সু। গীত।

আহা, হে ভূপাল, বাজিল বুঝি তোমার করতলে!
তুমি নররাজ, ভোগসুখে রত চিরকাল;
আমি কাঙালের ছেলে, কঠিন অঙ্গ মোর ধূলা খেলে।
দুগ্ধফেন-সুকোমল শয়নে তোমার অঙ্গ বাজে!
আমি ভূমি-শয়নে পাষাণ শিরে দিয়ে ঘুমাই অবহেলে।
তাই বলি, দৃঢ় অঙ্গে লাগি, বাজিল বুঝি তোমার কোমল করতলে!

গ। মহারাজ! উহুঃ! উঃ! উহুঃ—হু—হু! গেলেম! গেলেম!

রা। কি? কি? কি হ'ল? (মন্ত্রীর নিকটে গমন)

গ। বুকে একটা ভয়ানক ব্যথা ধ'রেচে! আমি কথা কইতে পাচ্চিনে! (পতন)

রা। তবে কা'কেও ডেকে পাঠাই!

সু। মহারাজ, কা'কেও ডাক্‌তে হবে না—হরিনামে সকল ব্যথা যায়! (মন্ত্রীর বুকে হাত বুলাইয়া ব্যথা দূর করণ)

গ। আঃ!

রা। কেমন আছ এখন? একটু সুস্থ হ'য়েচ?

গ। হাঁ একটু যেন ভাল বোধ ক'র্‌চি। (উপবেশন)

রা। তবে চল, শোবে চল একটু। তুমি চ'ল্‌তে পার্‌বে? না কাকেও ডাক্‌বো, ধরে নে যাবে?

গ। আর কাকেও ডাক্‌তে হবে না। আমি চল্‌তে পার্‌বো।

রা। আচ্ছা, আমি ধর্‌চি চল।

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ)

সু। (যোড়হস্তে) মহারাজ, এ দাসকে বিদায় দিন।

রা। আচ্ছা তুমি যাও।

সু। মহারাজের জয় হ'ক! (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।—মন্ত্রণাগার।

রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

রা। দেখ গণেশ, আমি কাল রাত্রে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি।

গ। কি স্বপ্ন! মহারাজ?

রা। উঃ! সে ভয়ানক স্বপ্ন! সে কথা স্মরণ হ'লে গা এখন ত কেঁপে ওঠে। দেখলেম, যেন আমি এক নিবিড় বনে গিয়ে পড়েচি। সঙ্গে কেউ নাই। বনের পথ জানি না। হঠাৎ বোধ হ'ল বন কণ্টকময়! কাঁটা দেখেই পেছন ফির্‌লেম। কিন্তু পলাইবার যো নাই! পশ্চাতে এক সমুদ্র! বনে আস্‌বার সময় সমুদ্র দেখি নাই। আমি ভেবে ঠিক পেলেম না এ সমুদ্র কোথা থেকে এলো! তার পর পাশের দিক্ দিয়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌লেম। কিন্তু সে দিকে কেবল অগ্নি!—কেবল অগ্নি—আর কিছু নাই।—কেবল অগ্নিরাশি! আগুনের তেজে গা ঝল্‌সে যেতে লা'গ্‌ল। শেষে আবার পেছন ফির্‌লেম। কিন্তু সে দিকে সমুদ্রের আর তীর দেখ্‌তে পেলেম না। কেবল দেখ্‌লেম—বিশাল সমুদ্র ঘোর গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে আমার দিকে আস্‌চে! প্রাণ শিহরে উঠ্‌লো! সম্মুখে যাবার যো নাই—কাঁটাবন; পেছনে সমুদ্র; পাশে অগ্নিরাশি! তখন মৃত্যু নিশ্চয় জেনে কেঁদে উঠ্‌লেম! কাতরে সীতারাম বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লেম! কিন্তু তা'তে কোন ফল হ'ল না। আমি অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে জলে ঝাঁপ দিলেম ও কোথায় তলিয়ে গেলেম। তার পর ভূত, প্রেত, পিশাচ আমাকে টানাটানি করে ছিঁড়ে খেতে লাগ্‌ল। কিন্তু এই বিপদের মধ্যে কে যেন বল্লে 'ভয় নাই—মঙ্গলময় হরি আছেন,' অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

গ। মহারাজ! এ আর কিছু নয়, ঐ বালকটার ভেল্কি। ব'ল্‌তে কি, আমিও ঠিক ঐ রকম এক স্বপ্ন দেখেছি। কাল ঐ ছোঁড়াকে এখানে এনেছিলেম, আর অমনি কোথাও কিছু নাই আমার ব্যথা ধ'র্‌ল। তার পর ছোঁড়া আমার বুকে হাত দিতে না দিতেই ব্যথা ভাল হ'য়ে গেল! এ সব ভোজবিদ্যার কাজ! এ নিশ্চয়ই ভেল্কি জানে। একটা বল না থাক্‌লে কি ছেলে মানুষের অত সাহস হয়? ওরই ভেল্কিতে আমরা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেচি!

রা। ভাল, তোমার স্বপ্নটা কি রকম শুনি।

গ। আমি স্বপ্ন দেখেছি, যেন আমি এক্লা নৌকা ক'রে পার হ'চ্চি। তাতে দাঁড়ি মাঝি কেউ নাই। এমন সময় ভয়ঙ্কর ঝড় উঠ্‌লো। ঘন ঘন বজ্রপাত হ'তে লা'গল। আমি শিহরে উঠ্‌লেম! দাঁড়ি মাঝি নাই কে রক্ষা ক'র্‌বে! আমার নৌকা ঘুর্‌তে লা'গল। নৌকা প্রায় ডুবে যায় এমন সময় আমি এক ভয়ঙ্কর চিত্র দেখ্‌লেম। দেখ্‌লেম—এক ভীমাকার পুরুষ এক হস্তে খড়্‌গ ও এক হস্তে গদা নিয়ে ভ্রূকুটি করে আমার দিগে চেয়ে র'য়েছে। কিন্তু তারই পাশে দেখ্‌লেম সেই ছোঁড়া—তা'র কোন ভয় নাই! এ সকল দেখে শুনে কি বোঝা যাচ্চে না যে এ সব ছোঁড়াটার ভেল্কি!

রা। তবে ত ও ছেলেটাকে ধ'রে আনা বড় অন্যায়ই হ'য়েছে!

গ। না মহারাজ! ধ'রে আনা বেশ্‌ই হ'য়েছিল। কিন্তু ছেড়ে দেওয়াটা ভাল হয় নি—ওকে শূলে দিলেই ঠিক হ'ত!

রা। তা কেমন ক'রে হবে? ওর ইচ্ছাতেই যদি তোমার বুকে ব্যথা ধ'রে থাকে, তবে ওকে মেরে ফেল্‌তে গেলেও আরও ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হ'ত।

গ। তবে ওকে হঠাৎ কেটে ফেল্‌তে হবে—আগে না টের পায়। ওর হাত থেকে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। আমি ওকে মারবার এক কৌশল কল্পনা ক'রেছি। আমি ওর সঙ্গ নিয়ে সুযোগ দেখে ওর বুকে ছোরা বসাব।

রা। তা তুমি কেন? অন্য লোক ত অনেক আছে।

গ। অন্য লোকে হয় ত একটা ছেলেকে খুন ক'র্‌তে ইতস্ততঃ ক'র্‌বে। সুতরাং সুবিধা পেলেও সুবিধা ছেড়ে দিতে পারে। এতে বিলম্ব হবে। 'শুভস্য শীঘ্রং'। আর ওকে ত অন্য লোকে চেনে না—আর যাদুকর ব'লেও জানে না। আমিই এ কাজ ক'র্‌ব। আপনার কোন চিন্তা নাই!

রা। দেখো সাবধান!

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য—জোয়ানপুরের পথ।

সুরদাসের প্রবেশ।

সু। এইবার একটা সহরে পৌঁছব।

একজন বৃদ্ধের প্রবেশ।

বৃ। (স্বগত) আহা! কি সুন্দর ছেলেটী! কিন্তু এর সন্ন্যাসীর বেশ কেন? গেরুয়া কাপড় পরা—গলায় হরিনামের মালা! এই বয়সেই কি এর বৈরাগ্য হ'য়েছে? (প্রকাশ্যে) আহা! বাপু! তুমি ব্রহ্মচারী? তোমার কি এ সাধনার বয়স?

সু। সাধনার আবার বয়স কি! আজ যদি মরি, তা হ'লে ত হরিনাম করা হবে না। যখন জীবন স্থায়ী নয়, তখন হরি চিন্তা না ক'রে বৃথা বিষয় চিন্তায় কাল কাটান উচিত নয়।

বৃ। বাছা! তোমার এর মধ্যেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মেছে। তোমার মুখে হরি কথা শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। (অশ্রুত্যাগ) হরি তোমার কি মহিমা! এই দুগ্ধপোষ্য শিশু তোমার মহিমা বুঝে সংসারসুখ তুচ্ছ ক'র্ছে। পূর্ব্বজন্মে কত সাধনা, কত তপস্যা ক'রে এর মন পবিত্র হ'য়েছে, তত্ত্বজ্ঞান জ'ন্মেছে, বিষয়ে বিতৃষ্ণা জ'ন্মেছে। কিন্তু আমাদের কি হবে? আমরা যে চিরকালই বিষয়ভোগে মত্ত আছি। কত সময় বৃথা নষ্ট ক'রেছি। এখন পাপে দেহ মন পূর্ণ হ'য়েছে। এখন হরিকে ডাক্‌লে আর কি হবে?

সু। কাতরে কৃষ্ণকে ডাক্‌লে অবশ্য তিনি পাপ বিমোচন ক'র্বেন। তিনি যে পরম দয়াল! তাঁর করুণা অনন্ত—অসীম!

বৃ। আহা! এমন দিন কি হবে কৃষ্ণ দয়া ক'র্বেন? বৎস, তোমার মুখে কৃষ্ণগুণ কথা শুনে হৃদয় প্রাণ শীতল হ'ল। হরি, অধমকে কৃপা কর। কৃষ্ণ, পাপীকে ত্রাণ কর। (অশ্রুমার্জ্জন) তোমার কল্যাণ হ'ক, বাবা!

(প্রস্থান)

সু। (গীত)

কৃষ্ণনামে কেহ হাসে বিদ্রূপের হাস;
কা'রো হৃদয় উথলে প্রেমে গদগদ ভাব!

কা'রো নয়নধারা ঝরি অবিরল,
জুড়ায় প্রাণের জ্বালা যন্ত্রণা সকল,
মুখে সরে না কথা, চোখে আনন্দ প্রকাশ!

এক জন মুসলমানের প্রবেশ।

মু। আর খোদাকে ডাক্‌বো না। আর নমাজও ক'র্‌ব না। হায় হায়! আল্লা কি ক'ল্লে! আমার চার ব্যাটা! তা'র তিন জনকে ত খোদা নিয়েছে, এখন একটী আছে, তা'ও কি নেবে? ধন দৌলতের কথা ভাবিনি—আমি নবাবের হালে ছিলেম; এখন ফকির হ'য়ে কুঁড়েতে থাকি! তাতেও দুঃখ নাই। একটা ছেলের মুখ চেয়ে আছি, তাও খোদার গায়ে সইল না!

সু। খোদাকে নিন্দা ক'রো না। তিনি যা করেন সবই শুভ।

মু। তুমি ত মুসলমান নও, তবে খোদার নাম ক'র্‌ছ?

সু। ভাই, যে হরি, সেই খোদা। তোমরা খোদা বল, আমরা হরি বলি। খোদা ও হরিকে ভিন্ন মনে ক'রো না। এই হরিনামের মালা নিয়ে যাও—তোমার ছেলের গলায় দাওগে। এখনি রোগ ভাল হবে। যে খোদা সেই হরি, সর্ব্বদা মনে রেখো।

মু। আমি যে মুসলমান! হরিনামের মালা আমার ছুঁতে আছে?

সু। যে হরি ব'ল্‌বে, হরি সত্য—এ কথা মনে ভাব্‌বে, সেই হরিনামের মালা ছুঁতে পা'র্‌বে। ভাই, তুমিও হরি হরি ব'লে এই মালা নিয়ে যাও। দেখ মালার কত গুণ!

মু। হরি সত্য! খোদা সত্য! হরিবোল! হরিবোল!

(মালাগ্রহণ ও প্রস্থান)

গণেশ সিংহের প্রবেশ।

গ। আরে কি ক'ল্লে? ম্লেচ্ছকে হরিনামের মালা দিলে!

সু। ভাই, ম্লেচ্ছ বল কারে?
হিতাহিত জ্ঞান নাহি যার,
নাহি যা'র সম্বন্ধ বিচার।
সুখ যা'র দুর্ব্বল পীড়নে,

যা'র, দেখিয়া কাতর জনে
নাহি হয় বিগলিত মন।
অন্যে নহে—ম্লেচ্ছ সেই জন।
যদি প্রেম ভক্তি থাকে হৃদে,
যবনেও গণি সাধুর সমান।

গ। (স্বগত) উঃ! কি ভয়ানক! কি পাষণ্ড! এ সকল কথায় আমাকেই ত বিদ্রূপ ক'র্‌চে! এ দুষ্টকে এখনি শেষ কর্‌বো। (প্রকাশ্যে) দেখ, আমার একটা দরকার আছে, আমি এই গ্রামে একবার যাব। তুমি এখানে একটু থাক্‌বে? না থাক, আমি তোমায় খুঁজে নিতে পা'র্‌ব।

সু। আমি ঐ যবনের বাটীতে একবার যাব। দেখি, ওর ছেলেটী কেমন আছে। (প্রস্থান)

গ। আচ্ছা! তোমার দফা এইবার শেষ ক'র্‌বো। (ইতস্ততঃ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে) সুখন্‌লাল!

যষ্ঠি হস্তে সুখনের প্রবেশ।

গ। সেই ছোরাটা দাও ত! এইবার একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে ঠিক করে দিই! (অস্ত্রগ্রহণ)

চারি জন যবন সৈনিকের প্রবেশ।

১ম য। কাফের ছোরা নিয়ে কি ক'র্‌বি?

২য় য। এরা ডাকাত বোধ হয়।

৩য় ও ৪র্থ য। এদের ধরে নিয়ে চল।

(উভয় পক্ষের বিবাদ, সুখনের মৃত্যু,
গণেশকে লইয়া সকলের প্রস্থান।)

(ক্রমশঃ)
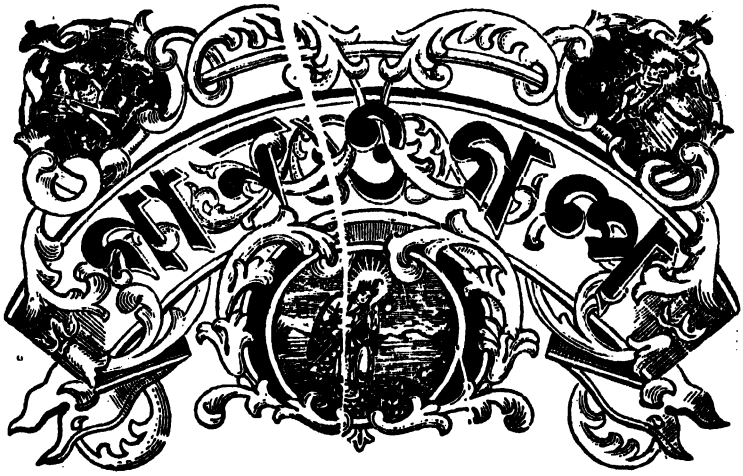
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] কার্ত্তিক, ১২৯৬ সাল। [৭ম সংখ্যা

সুরদাস।

তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।—জোয়ানপুরের নবাবের বিলাস ভবন।

গোলাম কাদের ও রহমনের প্রবেশ।

র। নবাবসাহেব একটা মজার কথা শুনেছেন?

গো। তোমার কোন্ কথাটা মজার নয়?

র। এ আর এক রকম মজা! কথাটা মজার বটে, কিন্তু শুন্‌লে রাগ হবে। আজ শুন্‌লেম কোথা থেকে এক সাধু এয়েচে। সাধুর বয়স কত জানেন?—

গো। তিনশ বছর নাকি?

র। না, না, তা নয়! (হাসিয়া) তা'র বয়স দশ বছরের বেশী নয়।

গো। দশ বছরের আবার সাধু কি?

র। তা ঐ কাফেররাই জানে। সেই সাধু নাকি বলে, যে আল্লা

সেই হরি, কিছু তফাৎ নাই। এই ব'লে ভুলিয়ে কতকগুলো মুসলমানকে নাকি হিন্দু ক'রেচে! বড়ই তাজ্জবের কথা!

গো। মুসলমানে হিন্দু হয় কে? এ মিথ্যা কথা! এযে নিতান্ত অসম্ভব! জান না, হিন্দুরা অন্য জাতকে দলে ঢুক্‌তে দেয় না।

র। তা কি জানি? তবে এই রকম গুজব যা'র তা'র মুখে শুন্‌ছি।

গো। যদি সত্যই হয়, কাফেরকে জব্দ ক'রে দাও। এ বেয়াদবির কখন মাফ নাই! ওকে ধ'রে জেলে রেখে দাও। তা হলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে এখন! এখন যাক্—একটু আমোদ করা যাক। বুঝেছ?

র। হুজুর! এ কথা বুঝ্‌তে কি বাকি থাকে?

[প্রস্থান ও নর্ত্তকীগণসহ পুনঃপ্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। (গীত)

চাতক শুধু মেঘের কাছে বারি চায়।
অন্য জল পান করে না ম'লেও তৃষ্ণায়।
(মেঘ) কখন বিজলী হাসি হাসে,
কখন মেঘ পরুষ ভাষে,
তবু সে যায় মেঘের পাশে।
সে কি কখন ভাবে বাজ পড়িবে মাথায়?
মানে না আধা বাধা প্রেম যেখানে যায়।

তৃতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জোয়ানপুর কারাগার—কারামধ্যে সুরদাস।

১ম কারারক্ষক। কাল কি ভয়ানক ভূমিকম্প হ'য়ে গেছে।

২য় কা। ভয়ানক ব'লে ভয়ানক! জেলের এই ঘরটার এক দিগের দেওয়াল একেবারে প'ড়ে গেছে।

১ম কা। তা দেখেছি, কিন্তু এ ছোঁড়াটা অনায়াসে পালাতে পার্‌ত, কিন্তু পালায় নি।

২য় কা। বুঝ্‌লে ভাই, ছেলেমানুষ, অতটা সাহস হয় নি। জেল থেকে পালাতে ভরসা হয় নি।

১ম কা। হ'লেই বা ছেলেমানুষ। যখন জেলে এসেছে, তখন স্থবিধা হ'লে অবশ্য পালাবে। কিন্তু এ যখন পালাতে চেষ্টা করেনি তখন আমার মনে একটা খট্‌কা লেগেছে।

২য় কা। কি খট্‌কা লাগ্‌ল? সকলের কি ভরসা সমান?

১ম কা। আচ্ছা! এসনা ওর সঙ্গে দু একটা কথা কহা যাক।

২য় কা। বেশ্‌ত, চল না? (স্থরদাসের নিকট গিয়া) এই, তুই বড় বোকা! কাল রাত্রে তোর ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে গেল, তুই কেন পালিয়ে গেলিনে?

স্থ। আমি বাদশার হুকুমে জেলে এসেছি। বাদশার অনুমতি না পেলে কেন যাব? বাদশার কাছে জুয়াচুরী ক'র্‌লে হরির কাছে অপরাধী হব।

২য় কা। ভাল, ভাল! কিন্তু তুই জোয়ানপুরে বাদশা পেলি কোথা?

স্থ। কেন ভাই? নবাবসাহেব যে বাদশার প্রতিনিধি। নবাবসাহেবের কথাও যা বাদশার হুকুমও তাই।

২য় কা। নবাবসাহেব যদি তোরে ছেড়ে না দেন, তবে তুই জেলে পচ্‌'বি?

স্থ। সে হরির ইচ্ছা।

২য় কা। আরে, অল্লার ইচ্ছায় কি হয়? নবাব যা করেন তাই হবে।

১ম কা। দেখ, আমার বোধ হয় এ কোন প্যাগম্বর হবে।

২য় কা। না—এ পাগল, এর কথায় বুঝ্‌তে পার না? চল যাই।

১ম কা। নবাব সাহেবের কাছে এ কথা অনেকক্ষণ জানান হ'য়েছে। দেখা যা'ক কি হুকুম আসে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে) ওঃ, কি পরিতাপ! শত্রু নিপাত ক'র্‌তে গিয়ে নিজেই কারা-বদ্ধ হলেম! কিন্তু শত্রু কে? ঐ বালকটা? না—ও কি ক'রে শত্রু হ'ল? ও ত আমার কোন দোষ করে নাই। দোষ করে নাই? ক'রেছে বই কি। ও যে আমাকে বিদ্রূপ ক'রেছিল। ও যে আমাকে ম্লেচ্ছ ব'লেছিল। কিন্তু একটা

কথা আছে। ও বালক আমার ভিতরের খবর কেমন ক'রে জান্‌বে? তা'ত কখনই সম্ভব নয়। ওঃ, আমি এতক্ষণ ঘোর ভ্রমে পতিত হ'য়েছিলেম। আমি বৃথা সন্দেহ ক'রে একটা বালককে বধ ক'র্‌তে গিয়েছিলেম। শুধু বালক? ও আমার ব্যথা ভাল ক'রেছিল। না, না—তবে যাদুকর! ব্যথা দিলে কে? মানুষ কি ও রকম ব্যথা দিতে পারে? এটা আমার ভ্রম! তা'ও আমার দোষ। আমি একজনকে বিনা দোষে কারারুদ্ধ ক'রে-ছিলেম! যিনি দণ্ড দিবার কর্ত্তা, তিনিই আমাকে দণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু ও আমার প্রাণ দিয়েছিল। আর আমি কি ক'র্‌তে গেছ্‌লেম?—প্রাণদাতার প্রাণঘাতী হ'তে! তার ফল হাতে হাতে ফ'লেছে। পরের মন্দ ক'র্‌তে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়! উপযুক্ত শাস্তি হ'য়েচে! মন্ত্রী হ'য়ে কারাগারে!

সু। মন্ত্রী!—প্রতাপ গড়ের মন্ত্রী? মন্ত্রী কারাগারে কেন? (উচ্চৈঃ-স্বরে) কে মন্ত্রি!

(নেপথ্যে) কে, সুরদাস! তুমি কারারুদ্ধ হ'লে কেমন ক'রে?

সু। হাঁ, আমি সুরদাস। আমি কেন কারারুদ্ধ তা জানি না। আপনি এখানে কেন?

(নেপথ্যে) ভগবানের ইচ্ছায়! তিনি দুষ্টের দমন করেন। আমি তোমাকে বধ করবার উদ্যোগ ক'রছিলেম। আমার হাতে অস্ত্র দেখে আমায় ধ'রে এনেছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আমি এতদিন জান্‌তেম না আমার উপর একজন আছেন।

সু। পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল ক'র্‌বেন। আপনার যখন অনুতাপ হ'য়েছে, তখন কৃষ্ণ অবশ্য কৃপা ক'র্‌বেন।

(নেপথ্যে) কৃষ্ণ করুন আমার মৃত্যু হ'ক। আমি মহারাজের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?

নবাব, রহমন, দূত, কারারক্ষক ও অস্ত্রধারী পুরুষগণের প্রবেশ।

দূ। হুজুর, দেখুন এস্থান একেবারে ভেঙ্গে গেছে।

র। এই বলে আল্লা হরি এক।

ন। একে আমার কাছে নিয়ে এস। (সুরদাসের বহির্গমন)

তুমি ত অনায়াসে পালাতে পার্তে, পালাওনি কেন ?

সু। হুজুরের হুকুমে কারাগারে এসেছি। হুজুরের হুকুম ভিন্ন এখান থেকে পালালে হরির কাছে অপরাধী হব।

ন। দেখ, তোমার হরিতে ও আমার আল্লাতে অনেক ফারাক। কিন্তু আমি তোমার ধর্ম্মে মতি দেখে ও স্বভাব দেখে বড় খুসী হয়েছি। তুমি খালাস পেলে। এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

সু। হুজুর যদি আমার উপর আর একটু অনুগ্রহ করেন, তা হ'লে বড় বাধিত হই।

ন। আর কি চাই ? বল।

সু। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) আমার এই ঘরে একটী বন্ধু আছেন। হুজুর অনুগ্রহ ক'রে যদি খালাস দেন।

ন। (করারক্ষকের প্রতি) ওকে আমার কাছে আন।

গণেশ সিংহের প্রবেশ।

এর অপরাধ কি ?

কারা। একে ডাকাত ব'লে ধ'রে আনা হয়েছে। এর কাছে অস্ত্র ছিল।

ন। (গণেশের প্রতি) তুমি ডাকাত ?

গ। না।

ন। তোমার কাছে অস্ত্র ছিল কেন ?

গ। আমি এই বালককে খুন ক'র্তে গিয়েছিলেম।

ন। উঃ! কি ভয়ানক! এ তোমায় বন্ধু বোল্চে, আর তুমি এরেই খুন ক'র্তে গিয়েছিলে ? এ দোষের কখন মাফ হ'তে পারে না।

গ। (উন্মত্তবৎ) নবাব সাহেব, আমি নরাধম, আমার শিরচ্ছেদের হুকুম দিন।

সু। হুজুর, এ অনুতাপে এখন পাগলের মত হ'য়েচে। এরে মাপ করুন।

ন। (বিস্ময়ে) বালক, তুমি সামান্য নও। তুমি কি অভয় পেয়েছ, যে প্রাণের শত্রুকে—জীবনাপহারীকে ক্ষমা ক'র্তে ব'ল্চো। তুমি কি শক্তি পেয়েছ, যে শত্রুকে তুচ্ছ ক'রে মিত্র ব'ল্চ ? কে তোমার মনকে এমন সাধু

ক'র্‌লে! আজ থেকে আমিও তোমার মিত্র হ'লেম। (আলিঙ্গন করিয়া) তোমার কথায় আমার বোধ হ'চ্চে হরি ও আল্লা ভিন্ন নয়—তিনি ছাড়া কে মনের ময়লা দুর ক'র্‌তে পারে! সকলে বল আল্লার জয়! হরির জয়!

সকলে। হরির জয়! আল্লার জয়!

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য।

বারাণসী—রাজবাটীর উদ্যান।

রাজা ও মন্ত্রী।

মন্ত্রী। দেখুন মহারাজ, কেমন দুটী বালক পথে গান ক'রে বেড়াচ্চে! এদের মুখ দেখ্‌লে ভিক্ষুকের ছেলে ব'লে মনে হয় না।

রা। এখানে ওদের ডেকে আনাও না। কি মধুর স্বর!

মন্ত্রীর প্রস্থান ও বালকদ্বয় সহ পুনঃ প্রবেশ।

কি গাইছিলে গাও দেখি।

বালকদ্বয়। (অভিবাদন করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ!

(গীত)

স্মর মনঃ কৃষ্ণং, বাসুদেবম্,
গোপালং, হৃষীকেশং, কেশবম্,
অব্যয়ম্, অক্ষয়ম্, অচ্যুতম্, অচিন্ত্যম্,
সুন্দরম্, আদিমধ্যান্তরহিতম্,
কারণ বিহীনং, সর্ব্বকারণকারণম্,
পাপ তাপ বারণং, ভবভয় হরণম্,
অশরণ শরণং, বিশ্বদেবম্!

রা। তোরা অতি মূঢ়, অতি মূঢ়! তোরা শিবের রাজ্যে শিবগুণ না গেয়ে শঠ, চোর কৃষ্ণের গুণ গান করিস্?

২য় বালক। মহারাজ, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমরা গুরুর নিকটে শুনেছি শিবকৃষ্ণে ভেদ নাই।

রা। কি? বিশ্বেশ্বর দেবদেব মহাদেবের সহিত গোয়ালার ছেলের তুলনা ক'র্‌তে স্পর্দ্ধা করিস্? আমার সম্মুখে শিবের নিন্দা? কে আছিস্? এ তুটো তুষ্টকে বন্ধন কর্।

একজন অস্ত্রধারীর প্রবেশ ও বালকদ্বয়কে বন্ধন।

ধূর্ত্ত, শঠ, লম্পট, চোরের সহিত যে মঙ্গলময় শিবের তুলনা করে, তার উপযুক্ত শাস্তি চির-কারাবাস।

১ম বা। মহারাজ, কৃষ্ণনিন্দা পারি না সহিতে।
হ'য়ে থাকি অপরাধী যোগ্য দণ্ড দেহ।
কিন্তু, কৃষ্ণে কুবচন না কহিও আর।

রা। কি? আমাকে আজ্ঞা ক'রচিস্? ভিখারী হ'য়ে রাজার সম্মুখে তেজ? তোদের শিরচ্ছেদ ক'র্‌বো।

১ম বা। মৃত্যু ভয় কি দেখাও নররাজ!
মরণের ডরে কাঁপেনা হৃদয়।
কৃষ্ণনাম মোরা করিয়াছি সার,
কৃষ্ণনাম জপি মরিব কৌতুকে।
কিবা চিরস্থায়ী নশ্বর ভুবনে—
ক দিনের তরে ধন, মান, পদ?
কাল বশে রাজা হইছে কাঙ্গাল;
কালবশে ভিকারী হইছে রাজা।
ধূলি হ'তে জন্মিয়া মানব,
ধূলিতে হইবে লয় কালে।
গর্ব্ব দম্ভ তুদিনের তরে।
কর শিরচ্ছেদ, নাহি ক্ষোভ তায়,
কৃষ্ণ নিন্দা শুনে জ্বলিবে না প্রাণ।

রা। (খড়্গ তুলিয়া) তাই হ'ক।

ম। (হাত ধরিয়া) মহারাজ, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, বালককে বধ করা উচিত নয়।

নেপথ্যে। মহারাজ, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। নিরপরাধীকে ক্ষমা করুন।

রা। কে ক্ষমা ক'র্‌তে ব'ল্‌চে ?

ম। আমি দেখ্‌চি।

(প্রস্থান)

সুরদাস সহ মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

সু। (অভিবাদন করিয়া করযোড়ে) মহারাজ, নিরপরাধ বালকদিগকে তাড়না ক'র্‌বেন না। আমাকে শাস্তি দিন। আমিই এদের শিক্ষাদাতা।

রা। তুমি এদের শিক্ষাদাতা ? তুমি ত বালক; তুমি শিক্ষার কি জান ? তবে কুশিক্ষা সকলেই দিতে পারে বটে ! তুমিই তবে এদের শিব-নিন্দা শিখিয়েছ ?

সু। মহারাজ, আমি কাহারও নিন্দা করি না, নিন্দা শিক্ষাও দিই না। নিন্দা কি শিক্ষার জিনিষ ?

রা। শিবের সঙ্গে কৃষ্ণের তুলনা ক'র্‌তে কে এদের শিখিয়েছে ?

সু। মহারাজ, একে কি শিবনিন্দা বলে ? কৃষ্ণ কি অশিব ? কৃষ্ণ ত শিব ছাড়া নহেন।

রা। এই দুষ্টই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। তুই আমার রাজ্যে অধর্ম্ম বিস্তার ক'র্‌বি। কারাগার তোর চিরবাসস্থান হবে। যেই শিব, সেই কৃষ্ণ ? এ. ধৃষ্ট বুদ্ধি কোথা পেলি ? এ উপদেশ তোরে কে দিলে ? ছি ছি ছি ! আমার সম্মুখেই বারবার শিবকে কুবচন ? সুবর্ণের সঙ্গে পিত্তলের তুলনা ? শতদলের সঙ্গে শেফালীর উপমা ? অরুণের কাছে জলন্ত অঙ্গার ? না চাঁদের কাছে জোনাকি ? যদি তোরা এ কথা আর না মুখে আনিস্, তা হ'লে তোদের সকলের দোষ মাপ ক'র্‌বো।

সু। (গীত)

জানিনা কখন শিবকৃষ্ণে কিবা ভেদ ?
যিনি রাধানাথ শ্যাম, তিনিই সীতাপতিরাম,

কংসারি পুরারি সনে নাহিক প্রভেদ।
কৃষ্ণ সর্ব্ব শিবকারী, অশিব নহেন হরি,
হরি যথা, শিব তথা, অশিব ভয়হারী।
পরম পুরুষ তিনি, যাঁরে গায় চতুর্ব্বেদ।

রা। তুই মূর্খ, তাই শিবের মহিমা জানিস্ না। রাজার সম্মুখে ধৃষ্টতা? তুই চিরকাল কারাগারে থা'ক্‌বি। যদি কখন শিবের মহিমা জা'ন্‌তে পারিস্, যদি কৃষ্ণের চেয়ে শিব কত শ্রেষ্ঠ বুজ্‌তে পারিস, যদি কখনও তোর ত্রিপুরারি মঙ্গলময় মহাদেবের প্রতি অনুরাগ জন্মায়, তবে তোকে মুক্ত ক'র্‌বো।

ম। মহারাজ, বালকের প্রতি অনুকম্পা করুন। বালক সহজে বুদ্ধিহীন!

রা। বালককে এই বেলা শিক্ষা দেওয়া উচিত। নতুবা এ ভয়ানক নাস্তিক হ'য়ে উঠ্‌বে। (অস্ত্রধারীর প্রতি) যাও, একে কারাগারে নিয়ে যাও। আর এই বালক দুটোকে দূর ক'রে দাও। এদের তত দোষ দেখিনে, সকলের মূল এই ভণ্ড।

(অস্ত্রধারীর আজ্ঞা পালন)

স্থ। মহারাজের জয় হ'ক।

(রাজার প্রস্থান)

ম। (স্থরদাসের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া)

শিশুমুখে শুনিলাম অদ্ভুত কাহিনী।
কে—এ শিশু? হেরে আঁখি পলক না ফেলে।
কিবা সুন্দর সুঠাম কান্তি কমনীয়—
ভক্তি প্রীতি প্রেমানন্দে পবিত্রতাময়!
হৃদয় দর্পণ দুটী উজল নয়ন
দেখাইছে,মলিনতা নাহিক অন্তরে।
তাহে অবিরল অশ্রুজল পড়ি, মরি
প্রকাশিছে অলৌকিক ভকতি অসীম।
গোলাপ কুসুম সম গণ্ড সুকোমল,
সুগভীর হরি প্রেম করিছে প্রচার।

নয়ন দিঠিতে কিবা নিরপেক্ষ ভাব!
ওষ্ঠে প্রকাশয়ে প্রীতি, অধরে আনন্দ,
নাসায় সাধনা, শান্তি, আর তত্ত্বজ্ঞান,
ওঁকার সমান চিবুকে নিষ্কাম ভাব।
অর্দ্ধেন্দু ললাটে হেরি বৈরাগ্যের ছায়া।
নাহি জানি শিশুরূপে ছলে কোন জন!

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কারাগারে সুরদাস।

সু। (স্বগতঃ) আমি অতি হতভাগ্য! আমি অতি পাতকী! নইলে আমার মুখে কৃষ্ণনাম শুনে সকলেই এত বিরক্ত হয় কেন? জগতের এত লোক কৃষ্ণসাধনা ক'র্‌চে,এত লোক কৃষ্ণ নাম ক'র্‌চে,কই কা'রও ত আমার মত পদে পদে বাধা হয় না। যে কৃষ্ণনামে বিপদ্‌ বাধা দূরে যায়, আমার মুখে সেই কৃষ্ণ নাম শুনে সকলে ক্রোধ করে। এ কি বিড়ম্বনা! আমি কি অধম! কি হতভাগ্য! আমি চিরকাল কারাবাস ক'র্‌তে পারি, কিন্তু বার-ম্বার কৃষ্ণ নিন্দা শুন্‌তে পারি না। আমি কাহারও ত কোন অনিষ্ট করি নি। কৃষ্ণনাম ক'র্‌লে কাহার কি অনিষ্ট হবে, তাহা ত বুঝ্‌তে পারি নি। তবে কেন লোকে আমায় নিগ্রহ করে? আমায় নিগ্রহ করে করুক, কিন্তু আমার সম্মুখে আমার কৃষ্ণের নিন্দা করে কেন? হরি! এই মহাপাপীর জন্যই তোমার নিন্দা! আমার মুখ থেকে এমন মধুর হরিনাম উচ্চারিত হ'লেই লোকের তিক্ত বোধ হয়। হায়! বুঝি কৃষ্ণনিন্দা শুন্‌তেই আমার জন্ম হ'য়েছে! বুঝি আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই আমি এই সকল যাতনা সহ্য ক'র্‌চি! বুঝি আমার অনন্ত পাপের ভোগ্‌ শেষ হবে না। বুঝি আমি চিরকালই কৃষ্ণ সাধনায় বাধা পাব। আমি মাকে কাঁদিয়েছি—আমার বুঝি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। আমি যদি এবার এখান

থেকে মুক্ত হই, ঘরে ফিরে যাব। ঘরে গিয়ে মায়ের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব। মা প্রসন্ন হ'লে আমার সকল তীর্থের ফল হবে। নইলে আমার বৃন্দাবন দেখেও সুখ হবে না।

কারারক্ষকদিগের প্রবেশ।

১ম কা। দেখ, এই বালককে দেখে আমার মন যে কি অস্থির হ'য়েছে, তা' বল্‌তে পারি না। আহা! আ'জ তিন দিন হ'ল বালকটী এই জঘন্য কারাগারে বাস ক'র্‌ছে। আমার ইচ্ছা হয় একে ছেড়ে দিই। (স্বগতঃ) আহা! এর মুখ দেখ্‌লে আমার বোধ হয় আমি স্বর্গে এসেছি!

২য় কা। ছেড়ে দিলে গর্দ্দান বাঁচাবে কিসে? রাজা টের পেলে আমাদের সকলেরই শির যাবে।

১ কা। যেখানে হয় পালিয়ে যাব। এখানে না থা'ক্‌লে আর কে কি ক'র্‌বে? আর, রাজাও দুদিন পরে ভুলে যাবে, আর খোঁজ ক'র্‌বে না।

২ কা। তুমি যাই করনা কেন, আমি এর মধ্যে নেই। আবশ্যক হ'লে সব প্রকাশ ক'রে দেবো।

১ম কা। তা' হলে তোমার কাঁধে মাথা থা'ক্‌বে না।

২য় কা। রা'গ ক'রোনা; রাগের কথা নয়। তবে দেখ, প্রাণের ভয় সকলেরই আছে। এরে ছা'ড়্‌লে চাকরীও ছা'ড়্‌তে হবে, নইলে মাথা বাঁচান ভার!

(প্রথম কারারক্ষকের প্রস্থান)

এ লোকটার মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে দেখ্‌ছি। এ বেগোজল ঘরে ঢোকাবার কারণ ত কিছু দেখি না!

দুই জন বালকের প্রবেশ।

১ম বা। (যোড় হস্তে) দেখ, আমাদিগকে একবার এই ঘরে যদি যেতে দাও, তা হ'লে তোমার কেনা হ'য়ে থাকি।

২য় কা। জেলে তোঁদের কি দরকার? কয়েদীর সঙ্গে তোদের কি?

১ম বা। আমরা ওকে কিছু খাওয়াব।

২য় কা। যা, যা! এখানে ওসব হুকুম নেই। কয়েদীর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে না।

উভয় বা। (পায়ে ধরিয়া) তোমার পায়ে পড়ি দাও, একবার যেতে দাও! এই ফলগুলি খাইয়ে আসি। আজ তিন দিন হ'ল বিনাদোষে এখানে কয়েদী আছে।

২য় কা। দোষে কি অদোষে তা আমি কি জানি? যা, পালা।

২য় বা। তবে আমাদেরও কয়েদ ক'রে রাখ।

২য় বা। যা দূর হ। এখানে বেয়াদবী?

প্রথম কারারক্ষকের প্রবেশ।

১ম কা। কি, কি? কি হ'য়েছে? এরা কে?

২য় কা। এরা ভিতরে গিয়ে সেই কয়েদী বালককে কিছু খাওয়াতে চায়। অসম্ভব কথা!

১ম কা। তা দাওনা কেন? এতে ক্ষতি কি? এস, আমি তোমাদের নে যাচ্চি।

বালক দ্বয়ের কারাগৃহে প্রবেশ।

১ম বা। ভাই, সুরদাস, তুমি এখানে কতই ক্লেশ পাচ্ছ!

সু। ক্লেশ কি ভাই! আমি কৃষ্ণের ইচ্ছায় কারাবাস ক'র্‌চি।

২য় বা। কৃষ্ণের ইচ্ছায়?

সু। কৃষ্ণের ইচ্ছা বিনা কে আমায় কারাগারে রা'খ্‌তে পারে?

২য় বা। ভাই, তবে ত কৃষ্ণ বড় নিঠুর! তাঁর কি দয়া নাই?

সু। ভাই, ও কথা ব'লো না। কৃষ্ণ যে মঙ্গলময়। তিনি যা করেন সকলই মঙ্গলের জন্য। আমি পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত পাপের দণ্ড ভোগ ক'র্‌বো, তিনি কি ক'র্‌বেন ভাই?

১ম বা। ভাই, তোমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে! তুমি আগে এই ফলগুলি খাও। তারপর আমরা কথা কইব।

সু। ভাই, ফল এখন থাক্—খাবো এখন। তোমাদের দেখ্‌লে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই। তোমরা যতক্ষণ আছ কথা কই।

১ম বা। ভাই, আমরা এই খানেই থা'ক্‌বো। আমরা আর তোমায় ছেড়ে ফিরে যা'ব না।

সু। সে কি ভাই? দেখ, তোমরা আমার জন্য কিছু ভেবোনা। যদি হরির ইচ্ছা হয়, তোমাদের সঙ্গে আবার হরিনাম ক'র্‌বো।

২য় বা। ভাই সুরদাস, তুমি আমার কাপড় পর, আর আমি তোমার কাপড় পরি। তোমরা দুজনে চ'লে যাও, আমি এখানে থাকি। কেউ টের পাবে না।

সু। (আলিঙ্গন করিয়া) ভাই, তোমার স্বার্থত্যাগে আমি বড় আনন্দিত হ'লেম। এইরূপ নিঃস্বার্থতা দ্বারা জগতের অনেক উপকার ক'র্‌তে পা'র্‌বে। আমাকে উদ্ধার কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। আমাকে তোমরা ভালবাস, তাইতেই আমি কৃতার্থ আছি। আমি কখন সহোদরের ভালবাসা পাই নাই। কিন্তু সহোদরেও বোধ হয় তোমাদের চেয়ে বেশী ভালবা'স্‌তে পারে না। দেখ, আমি হতভাগ্য! এই হতভাগ্যের সঙ্গ ত্যাগ কর, নইলে তোমরা অনেক বিপদে প'ড়্‌বে।

১ম বা। ভাই, ও কথা ব'লোনা ভাই! তোমার জন্য যদি প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, কিন্তু তোমাকে ছা'ড়্‌তে পা'র্‌ব না। তুমি বল পালাবে কি না?

সু। ভাই, লুকিয়ে পালান, আর চুরি করা সমান কথা। আমাকে এ অনুরোধ ক'রো না। যদি কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়, আমি অবশ্য মুক্তি পাব। ব্যস্ত হ'লে কোন ফল হবে না। হরির ইচ্ছার বিপরীত কাজ ক'র্‌লে বিপদ্‌ হবে। তোমরা এখন যাও।

উভয়ে। ভাই, তোমার যা ইচ্ছা আমাদেরও সেই ইচ্ছা। তোমাকে হরি শীঘ্র মুক্তি দেবেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম কারারক্ষকের প্রবেশ।

১ম কা। উঃ কি ভয়ানক মেঘ ক'রেছে!

২য় কা। তাই ত! হাওয়া জোরে বইছে! যাই ওদিকে।

(প্রস্থান)

১ম কা। এই ঘোর দুর্য্যোগের সময় সুরদাসকে ছেড়ে দেবো। তা হ'লে আমরা অনেক দূর পালিয়ে যেতে পা'র্‌বো।

কারাগৃহে প্রবেশ।

১ম কা। সুরদাস, দেখ ভয়ানক মেঘ ক'রেছে; ঝড়ও উঠ্‌ছে।

শীঘ্রই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হবে। তোমাকে ছেড়ে দিচ্চি, তুমি পালাও। দুর্য্যোগে তোমাকে কেউ বাধা দেবে না।

সু। ভদ্র, প্রবঞ্চনায় কোন ফল নাই। তুমি রাজার কাছে অবিশ্বাসী হ'য়োনা। বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ। তুমি চিরকাল মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত হ'য়েছ, এখন অবিশ্বাসী হ'য়ো না। দেখ, যদি কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় যে, আমি কারাগারে থা'ক্‌ব, কার সাধ্য আমাকে উদ্ধার করে ?

১ম কা। তুমি ঠিক বল্‌ছ বটে, কিন্তু তোমার মুখের দিকে চাইলে তোমার এ কষ্ট দেখ্‌তে পারিনে। কিন্তু তুমি আমাকে দিব্যজ্ঞান দিলে। আমি মহারাজের কাছে অবিশ্বাসী হবনা। কিন্তু যে, অসহ্য কারাবাস ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য ক'র্‌তে পারে, ও মুক্তির পথ পরিষ্কার দেখেও অসদু পায়ে মুক্তি লাভ চায় না, সে ত সামান্য নয়। বিশেষতঃ বালকের পক্ষে ইহা আরও অদ্ভুত! তোমাকে আমার মানুষ ব'লে ত বিশ্বাস হয় না। তুমি কোন দেবতা—ছলনা ক'রে কারাগারে এসেছ—সত্য বল তুমি কে ? তুমি পাপীকে পরিত্রাণ কর। (পদতলে পতন)

সু। (কারাধ্যক্ষকে তুলিয়া) উঠ, ভাই, উঠ! আমি সামান্য মানুষ—তোমারই মত কৃষ্ণজ্ঞান হীন! কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার ক'র্‌বেন।' তিনিই উদ্ধারকর্ত্তা! আমি কে ?—কীটানু হ'তেও ক্ষুদ্র।

১ম কা। সত্য তুমি মানুষ? যদি মানুষ হও—তুমি অসাধারণ মানুষ! তুমিই আমার উদ্ধারকর্ত্তা। নতুবা কে আমাকে পথ দেখাবে? আমি যে অন্ধ! কে আমাকে ব'লে দেবে কোন্ পথে যাব ? দাও আমায় ব'লে দাও—এ পাতকীকে ব'লে দাও, আমি কোন পথে গেলে তোমার হরিকে পাব ? আমি কেমন ক'রে তোমার মত সুখ তুচ্ছ ক'র্‌তে পা'র্‌বো, প্রাণকে ধর্ম্মের চেয়ে হীন বোধ ক'র্‌তে পা'র্‌বো, এবং কেমন ক'রে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রাণ মন ঢেলে দিতে পা'র্‌বো, আমাকে শিখাও।

সু। হরি স্বয়ং তোমায় পথ দেখাবেন। আমি ক্ষুদ্র নর—হীনমতি বালক। আমি তোমাকে কি ক'রে পথ দেখাব? হরিকে সর্ব্বদা মনে রাখ, তা হ'লে আর বিপথে ঘুর্‌তে হবে না।

১ম কা। তবে যাই। আর বেলা নাই। কে আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দেবে ?

সু। তুমি বৃন্দাবনে শ্রীপতি স্বামীর কাছে যাও। তিনি তোমাকে শিষ্য ক'র্বেন।' আর যদি পথে সেই দুটী বালক তোমায় দেখে বৃন্দাবনে যেতে চায় নিয়ে গেও। তারাও বৃন্দাবনে যাবে।

১ম কা। হরি! পথ ব'লে দাও!

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে মেঘগর্জ্জন, বজ্রপাত, ও ঝঞ্জাবাত)

সু। ভীষণ প্রভঞ্জন, ভীষণতর অশনি গর্জ্জন, জীবনের নশ্বরত্ব বিজ্ঞাপন ক'র্ছে। আজ বড় সুখের দিন! প্রকৃতির দ্বন্দ্ব কি অনির্ব্বচনীয় গভীর ভাবই ব্যক্ত করে!

(গীত)

কিবা কাদম্বিনী সাজে প্রকৃতি সাজিছে!
ভীষণ পবন বহে অনুক্ষণ,
মূষলের ধারে হইছে বর্ষণ,
ক্ষণপ্রভা ঘন ঘন ভাতিছে! ১।
দুরু দুরু দুরু জীমূত গর্জ্জন,
ভীমনাদে হয় অশনি পতন!
হৃদি মন মম আনন্দে ভাসিছে! ২।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।—রাজবাটীর কক্ষ।

শম্ভুসিংহ ও মন্ত্রী।

রা। মন্ত্রিবর, বালকে করিয়া বন্দী,
ঠেকিয়াছি আমি বিষম বিপাকে।
শিব শূলপাণি রুষ্ট মোর প্রতি।
আজ উষাকালে দেখেছি স্বপন—
শম্ভু চন্দ্রচূড়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান,

ফণিমালা বেষ্টি তায় গরজে গভীর,
জাহ্নবী তরঙ্গ কল্লোলিত জটাজূট,
অঙ্গের আভায় উজলিয়া দশদিশ,
রজত ভূধর প্রায় দাঁড়াল সম্মুখে ;
দীপিল ললাট অগ্নি কালানল সম।
ভীমকণ্ঠ মোরে করি সম্বোধন,
কাঁপাইয়া শূল কহিতে লাগিলা—
"ভক্তে মোর করিস নিগ্রহ,
বিনাদোষে নরাধম তুই।
যদি ত্বরা তারে মুক্তি নাহি দিস,
উপযুক্ত তার পাবি প্রতিফল।
চিরদিন সেবা করিস্ আমার,
তাই ক্ষমিলাম তোর অপরাধ।"
(নেপথ্যে মেঘগর্জ্জন)

ম। মহারাজ, এ বালক পরম ভক্ত। শুন্লেম, এই বালক জোয়ান-পুরের জনকতক মুসলমানকে হরিগুণ গান ক'র্‌তে শিখায় ব'লে নবাব একে বন্দী করেন। কিন্তু সেই রাত্রেই ভূমিকম্প হ'য়ে কারাগৃহের প্রাচীর প'ড়ে যায়। তবুও এ বালক পালায় নি। নবাব সন্তুষ্ট হ'য়ে একে মুক্তি দেন, আর নিজেও হরির মাহাত্ম্য স্বীকার করেন। এর নাম সুরদাস। আমার বোধ হয় একে বন্দী করাতেই এই দুর্যোগ উপস্থিত হ'য়েছে। যে দিন সুর-দাস বন্দী হয়, সেই দিন রাত্রি থেকে ঝড় বৃষ্টি হ'চ্ছে, তবুও এখনও শেষ হয় নাই। ভক্তের নিগ্রহে দেবতা ক্রুদ্ধ হন। আর যখন স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হ'য়েছেন, তখন একে মুক্তি দিতে বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

রা। আচ্ছা, তুমি তবে অনুমতি দাও। আর তাকে আমার নিকটে আন্‌তে বল।

ম। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

রা। আমরা রাজ পরিচ্ছদ প'রে, ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে একেবারে অন্ধ

প্রায় আছি, তাই ভক্ত ও পাষণ্ড চিন্‌তে পা'রি না! কবে এ অহঙ্কার ছারখার হবে? কবে অভিমান পুড়ে ছাই হবে?

মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

রা। ভগবানের সেই তিরস্কার এখনও আমার কাণে বা'জ্‌চে! আমি এখনও যেন সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখ্‌চি। কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর! আমি অতি মূঢ়, তাই শিবভক্তকে চিন্‌তে পারিনি। আমি শিব-ভক্তকে নিগ্রহ ক'রেচি। আমার কিরূপে পরিত্রাণ হবে! আমি অতি পাষণ্ড! ভক্তের লাঞ্ছনা ক'র্‌লে ভগবান্‌কে বাজে। আমি এত দিন শিব-পূজা ক'রে যথন শিবভক্তকে জা'ন্‌তে পা'র্‌লেম না, তখন অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর শিবকে কিরূপে জা'ন্‌বো?

ম। আপনি চিন্তিত হবেন না। আশুতোষ আপনাকে মার্জ্জনা ক'রেছেন।

একজন অস্ত্রধারীর সহিত সুরদাসের প্রবেশ।

অস্ত্রধারী ও সুর। (অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান)

রা। (সুরদাসের হস্ত ধারণ করিয়া) সুরদাস, তুমি যে পরম শিবভক্ত তা আমি জা'ন্‌তে পারিনি। তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি না জেনে তোমাকে ক্লেশ দিয়েছি।

সু। মহারাজ, আপনি আমার কাছে ক্ষমা চাবেন না। আমি আপনার ভৃত্যের ভৃত্য হবারও যোগ্য নহি। আমি দীন হীন দরিদ্র ভিখারী মাত্র।

রা। না, না, সুরদাস, তুমি আমায় বঞ্চনা ক'রোনা। স্বয়ং ভগবান্‌ তোমাকে ভক্ত ব'লেছেন। তুমি আমার পরম বন্ধু। তুমি আমার বাটীতে কিছুকাল বাস কর। আমি শিব-ভক্তের সেবা ক'রে জীবন সার্থক করি। শিব কৃষ্ণে যে ভেদ নাই, তা আজ আমার হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে। তুমিই যথার্থ ভক্ত। তুমিই যথার্থ শিবকৃষ্ণের সাধনা ক'রেছ।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।—রাজবাটীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

শম্ভুসিংহ ও ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।

শ। সুরদাসের যেমন রূপ, তেমনি গুণ; ধর্ম্মজ্ঞানও যেরূপ, রাজনীতি-জ্ঞানও তদ্রূপ। এ অসাধারণ বালক। এ বালক বারাণসীর সকলকেই মোহিত ক'রেছে—সকলেরই স্নেহের পাত্র হ'য়েছে।

ভু। মহারাজ, সুরদাসকে দেখে ও তার গুণের কথা শুনে আমার মনে এক অভিলাষ জন্মেছে। পূর্ণ হবে কি?

শ। কি অভিলাষ?

ভু। আমার ইচ্ছা হয়, সুরদাসকে আমার জয়া দান করি। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমার এ সাধ পূর্ণ ক'র্‌তে পারেন।

শ। রাণি, আমারও মনে একবার সেই ইচ্ছা হ'য়েছিল। কিন্তু ও দরিদ্রের সন্তান। ও উচ্চ বংশে জন্মায় নি। তাতে আবার ওর বংশমর্য্যাদা কিরূপ তাও জানি না। এরূপ অবস্থায় আমার কন্যার সঙ্গে ওর কিরূপে বিবাহ হ'তে পারে?

ভু। বংশমর্য্যাদায় কি প্রয়োজন মহারাজ? যে দেবের রক্ষিত ও দেবের অনুগৃহীত, তার বংশের পরিচয়ে আবশ্যক কি? যে পরম ভক্ত তার কুল উচ্চ নয় ত কি? আমার ত একে মানুষ বলেই বিশ্বাস হয় না। এ বোধ হয় কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা নরদেহ ধারণ ক'রেছে। নয় দশ বৎসরের বালকের ভগবানের প্রতি এমন অচলা ভক্তি কলিতে দেখা যায় না। আপনি নিজেই ত স্বীকার করেছেন এ অসাধারণ বালক। আর, এ ক্ষত্র সন্তান, তাত শুনেছেন?

শ। তা জানি। আমি এ বিষয় চিন্তা ক'রে দেখি। তার পর সুরদাসকে প্রস্তাব ক'র্‌বো।

(উভয়ের প্রস্থান)

সুরদাস ও অজিত সিংহের প্রবেশ।

সু। আমি একটু শুই ভাই! (ভূতলে শয়ন)

অ। (সুরদাসকে ধরিয়া) না, ভাই, ওঠ। বিছানায় শোওনা ভাই, ওখানে কেন.?

সু। ভূঁয়ে শুলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। আমার মাটিতে শোওয়া অভ্যাস আছে। আমি মাটিতে শুতে বরং ভালবাসি।

অ। না, ভাই, তুমি ওঠ।

সু। (উঠিয়া) দেখ, আমি এখানে সুখে আছি বটে, কিন্তু আমার মা কেঁদে কেঁদে মাটিতে শুয়ে রাত্রি প্রভাত ক'র্‌ছেন। এ কথা মনে হ'লে আমার আর পালঙ্কে শুতে ইচ্ছা করে না—পালঙ্কে শুলে আমার ভাই কান্না পায়।

অ। আমার ত ভাই কান্না পায় না।

সু। তুমি ত কখন আমার মত মাছাড়া থাক নাই।

শম্ভু সিংহের প্রবেশ।

শ। সুরদাস, আমি তোমার একটা মতামত জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছি।

সু। আমার আবার মতামত কি, মহারাজ ?

শ। আমি মনে ক'রেছি তোমাকে আমার জামাতা ক'র্‌বো।

সু। সে কি মহারাজ! আমি কি আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র? আমি ভিখারীর ছেলে। ভিখারীর ছেলের সঙ্গে কি রাজকুমারীর বিবাহ সম্ভবে ?

শ। সে সকল কথা তোমাকে ভা'ব্‌তে হবে না। তোমার এ বিষয়ে মত আছে কি না বল ?

সু। আপনি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ ক'র্‌ছেন, আমি তার নিতান্ত অনুপযুক্ত। আমি দীন দরিদ্র, রাজকন্যার মর্য্যাদা কিরূপে জা'ন্‌বো ?

শ। তুমি দরিদ্র ব'লে সঙ্কুচিত হইও না। তুমি অমূল্য শিবপ্রেমের অধিকারী। আমার এক পুত্র ও এক কন্যা। তুমি আমার কন্যার পাণি-গ্রহণ ক'র্‌লে আমার অর্দ্ধেক বিষয়ের অধিকারী হবে। আমি ব্রহ্মপুর থেকে তোমার জননীকে এখানে আনিয়ে শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করা'বো।

সু। মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন। (করযোড়ে).আপনি আমাকে

বিবাহ ক'র্‌তে অনুরোধ ক'র্‌বেন না। শত শত রাজপুত্র আছেন, তাঁরা আপনার কন্যাকে বিবাহ ক'রে চরিতার্থ হবেন।

শ। সুরদাস, তোমার বিবাহে কেন যে সম্মতি নাই, তা'ত বুঝ্‌তে পারিনি!

সু। এই যে সংসার—ভীষণ অরণ্য সম,
পূর্ণ করাল শ্বাপদে। কলুষ পিশাচ
হেথা ফিরে নানারূপে বিষয়ীর কাছে।
শুনেছি রাজন্‌, হেথা রাজ্যধন লোভে
পুত্র বিনাশে পিতায়; সহোদরে নাশে
সহোদর; জ্ঞাতি বধ কথায় কথায়;
স্বামী পত্নীঘাতী, পত্নী করে স্বামী নাশ;
সন্তানে জননী নিজে দেয় বিসর্জ্জন!
প্রতারণা প্রবঞ্চনা নরের ভূষণ!
অহঙ্কারে পূর্ণ নর, গুরুরে না মানে!
রিপুর তাড়নে নর উনমত্ত হ'য়ে
পশুত্ব ধরিয়া ধায়—হিংস্র প্রাণীসম!
আমি আছি উদাসীন, রব উদাসীন।
যেই নর অন্তঃশত্রু শাসনে অক্ষম,
তাহ'তে রাজ্যের রক্ষা কিরূপে সম্ভবে?
নিজভার যেই জন বহনে অক্ষম,
অপরের ভার তবে বহিবে কেমনে?

মহারাজ, আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা না ক'রে আপনার কাছে নিতান্ত অপরাধী হ'চ্ছি। কিন্তু কি করি? এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যখন আমি প্রাণভ'রে কৃষ্ণচিন্তা ক'র্‌তে পাই না, তখন কিরূপে সংসারের ভাবনা ভা'ব্‌বো? বিষয়ী হ'লে বিষয়বাসনা আমার হৃদয়কে কলুষিত ক'র্‌বে। আমি এখন অনেক সুস্থ আছি। আমাকে সংসারী ক'রে আমার বিষয়চিন্তা বর্দ্ধিত ক'র্‌বেন না।

শ। বালক, তোমার কথা শুনে আমি হতজ্ঞান হ'য়েছি। তুমি হরি-

সাধনাসুখে বিভোর,—তাই তোমার সংসারী হ'তে ইচ্ছা যায় না, রাজ্য সম্পদ তোমার ভাল লাগে না, রাজকন্যার পাণিগ্রহণ তোমার প্রীতিকর নয়! তুমি যে অমূল্য নিধি পেয়ে মানমর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ বোধ ক'র্‌ছ, আমি রাজা হ'য়েও সে নিধি কখন চ'খে দেখ্‌লেম না। তোমার সম্পদ, লক্ষ লক্ষ রাজার সম্পদের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। সে অতুল সম্পদ! তুমি ভগবৎ প্রেমে প্রাণ মন বিক্রীত ক'রেছ, তোমার হৃদয়ে অসার সংসারসুখ কি স্থান পায়! দেখি, যদি আমি তোমাকে লক্ষ্য ক'রে তোমার পথ অনুসরণ ক'র্‌তে পারি!

(সকলের প্রস্থান)

শম্ভু সিংহ ও ভুবনেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ।

শ। রাণি, সুরদাস ত বিবাহ ক'র্‌বে না। তা, না করুক, কিন্তু এ বালক আমাকে উন্মত্ত ক'রে তুলেছে! যখনই সুরদাসের কথা ভাবি, তখনি আমার আর সংসারে থা'ক্‌তে ইচ্ছা করে না, তখনি আমার এ ঐশ্বর্য্যের প্রতি ঘৃণা হয়। বয়সও ত গেল! পঞ্চাশ অতীত হ'য়ে গেছে। এখন ধন-চিন্তা, রাজ্যচিন্তা ছেড়ে শিবচিন্তা করাই শ্রেয়ঃ। এখনি ইচ্ছা হয় রাজবেশ ছেড়ে ভগবান্ মহেশ্বরের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করি। কিন্তু আগে একবার বৃন্দাবন দেখে আসি—একবার দেখে আসি কৃষ্ণ কেমন! তাহলে বুঝ্‌বো শিবশ্যাম এক কি না। এই শিশুর কি মনের বল! এ দরিদ্রের সন্তান হ'য়ে অনায়াসে রাজ্যপদ ও অতুল ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা ক'র্‌লে, আর আমি জন্মাবধি আজ অর্দ্ধশতাব্দী সুখভোগে রত হ'য়েও ভোগ বিলাসে ও বিষয় তৃষ্ণায় আমার বিতৃষ্ণা জন্মাল না! এ কথা মনে হ'লে লজ্জা হয়। ধিক্ আমার রাজগর্ব্বে! ধিক্ আমার বিষয়ভোগে! কিন্তু এ বালক অসাধারণ! দেখ রাণি, আমি শীঘ্রই বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ ক'র্‌বো। তুমি অজিত ও জয়াকে দেখো।

ভু। মহারাজ, আপনি যদি বৃন্দাবন যান, তা হ'লে আমিও যাব।

শ। না, রাণি, তা হ'লে অজিত জয়া বড় কাঁ'দ্‌বে। আমাদের দুজন-কেই না দেখ্‌লে এদের বড় কষ্ট হবে।

ভু। মহারাজ, আমাকে কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত ক'র্‌বেন না। আমরা ত

শীঘ্রই ফিরে আ'স্‌বো। অজিত জয়া খুড়ার কাছে থা'ক্‌বে, তাঁকে দেখ্‌লে তত কাঁ'দ্‌বে না। আপনার সঙ্গে না গেলে আর আমার অদৃষ্টে বৃন্দাবন দেখা হবেনা।

শ। আচ্ছা, চল। যদি হরির ইচ্ছা হয়, তুমি অবশ্য বৃন্দাবন দেখ্‌বে! যদি তোমার অদৃষ্টে কৃষ্ণ দর্শন থাকে, আমি বাধা দিব না।

(উভয়ের প্রস্থান)

মন্ত্রী, মহাদেব সিংহ, সুরদাস, অজিত সিংহ ও জয়ার সহিত
শম্ভু সিংহের পুনঃপ্রবেশ।

শ। দেখ, মন্ত্রি, আমি বৃন্দাবনে যাব মনে ক'রেছি।

ম। কেন মহারাজ! হঠাৎ এ ভাব কেন?

শ। কেন? চিরকালই কি বিষয়ভোগে রত থা'ক্‌বো? আর কদিন বাঁ'চ্‌বো? এই বেলা ঈশ্বর সেবায় রত হওয়া যাক্।

মহা। মহারাজ! বারাণসী ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে কেন? এইখানে সকল তীর্থের ফল হয়। এ স্বর্ণকাশী সাক্ষাৎ মহেশ্বরের রাজ্য।

শ। ভাই, একবার বৃন্দাবনে যাব—দে'খ্‌বো শিবশ্যামের মিলন কত সুন্দর হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ, কবে যাবেন?

শ। যত শীঘ্র হয়, একটা শুভ দিন দেখে যাত্রা ক'র্‌বো।

মন্ত্রী। আপনি একা যাবেন?

শ। রাণীর ইচ্ছা আমার সঙ্গে যান। আমি তাতে বিশেষ আপত্তি করি নাই।

মন্ত্রী। আপনারা উভয়ে বৃন্দাবন গেলে এ শিশুদের বড় মনঃকষ্ট হবে।

শ। আমরা যত শীঘ্র পারি আ'স্‌বো। এরা মহাদেবের কাছে থা'ক্‌বে। আর আপনিও রইলেন। (মহাদেবের প্রতি) ভাই, তোমার উপর এদের ভার দিলেম। এদের তুমি ভুলিয়ে রেখো। এখন, আমাদের বৃন্দাবন যাবার উদ্যোগ কর। সুরদাস, তুমি বৃন্দাবনে যাবে ব'লেছিলে। তুমি আমার সঙ্গে চল। তোমার পক্ষে খুব সুবিধা হবে।

সু। মহারাজ, আমাকে একবার বিদায় দিন, আমি একবার মাকে দেখে আ'স্‌বো। তার পর আপনার সঙ্গে বৃন্দাবন যাব।

শ। তাহ'লে আমার অনেক বিলম্ব হবে। ইচ্ছা হয় আমি এখনি যাত্রা করি। তুমি কি বুঝ্‌তে পা'র্‌চনা আমি বৃন্দাবনে যাবার জন্য উন্মত্ত হয়েছি!

সু। মহারাজ, আপনি সমুদয় আয়োজন ক'রে প্রয়াগ যাত্রা করুন। আমি ইতি মধ্যে ব্রহ্মপুর যাত্রা করি। আমি আপনার সঙ্গে প্রয়াগে সাক্ষাৎ ক'র্‌বো। আমি বিলম্ব ক'র্‌বো না। আমি মাকে দেখ্‌তে বড়ই উৎসুক হ'য়েছি। মা আমার জন্য কত কাঁদ্‌চেন। আমি মাকে আর কাঁদাবনা।

মন্ত্রী। আচ্ছা মহারাজ, তাই করুন। আপনার যাত্রা ক'র্‌তে এখনও বিলম্ব আছে। আপনি হ'চ্ছেন রাজা। আপনার উপর রাজ্যের ভার র'য়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি ক'র্‌লে চ'ল্‌বেনা।

শ। (সুরদাসের প্রতি) তবে তুমি উদ্যোগ কর। তুমি যাতে শীঘ্র ব্রহ্মপুর পৌঁছতে পার, আমি তার উপায় ক'রে দিব।

সু। যে আজ্ঞা, মহারাজ!

(প্রস্থান)

শ। (একহস্তে অজিতের ও অপর হস্তে জয়ার হস্ত ধারণ করিয়া) দেখো মন্ত্রি, দেখো ভাই মহাদেব, আমি আমার প্রাণের পুত্র কন্যাকে তোমাদের হাতে সমর্পণ ক'র্‌ছি, এদের এখন তোমরাই পিতাস্বরূপ।

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি তীর্থে যাবেন, এতে এত উতলা হ'চ্ছেন কেন?

শ। দেখ, জীবন ক্ষণভঙ্গুর। যদি আর বারাণসীতে ফিরে আসা অদৃষ্টে না থাকে?

অজিত। বাবা, তুমি কোথা যাবে? আমি যাবো। তোমাকে না দেখে কেমন ক'রে থা'ক্‌বো।

জয়া। তুমি কোথাও যেওনা বাবা! তোমাকে না দেখ্‌লে আমার কান্না পাবে। আমি তোমাকে ছেড়ে দোবোনা।

শ। কেঁদোনা বাপ, আমি এখনও ত কোথাও যাই নাই। (স্বগতঃ)

দয়াময়, আর কেন বৃথা মায়ায় প্রাণ গলাও। এদের কাতর দেখ্‌লে, এদের চ'খে জল দেখ্‌লে আমি যে তীর্থের কথা ভুলে যাই! হরি, তুমি না দয়া ক'র্‌লে আমার বৃন্দাবন দেখা হবে না।

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জোয়ান পুরের কারাগার।

নবাব পুত্রের হস্তধারণ করিয়া গোলামালীর প্রবেশ।

গো। দেখ, তুমি এই খানে থাক। দেখ্‌ছো ত নগরে কত গোল-যোগ। তোমায় এইখানে লুকিয়ে রেখে যাই। তার পর সুবিধা দেখে তোমায় নিয়ে যাব।

ন। কাকা, আমি কেমন ক'রে এত অন্ধকারে থাক্‌বো? কাকা, আমিত কখনও এমন জায়গায় থাকিনি। তোমার পায়ে পড়ি কাকা, আমি কেমন ক'রে একলা এই অন্ধকার পাতালে থা'ক্‌বো? আমায় এ অন্ধকার ঘরে একলা রেখে যেয়োনা কাকা!

গো। আরে, ভাল ক'র্‌তে মন্দ হয়! ব'ল্‌চি আবার নে যাব। জানিস্‌ না তোর বাপকে খুন ক'রে গেছে, আবার তোকেও ক'র্‌বে।

ন। কেন? লুকাবার আর কি কোন জায়গা নেই?

গো। এখানে থা'ক্‌লে শত্রুতে টের পাবে না।

ন। না, আমি এখানে থা'ক্‌বো না। (রোদন)

গো। চুপ্‌রহ। বেশী চেঁচাস্‌নে। তা হ'লে এই ছোরা তোর বুকে বসাব। প্রাণের মায়া থাকে ত চুপ ক'রে থাক্‌। যা বলি শোন।

ন। তুমি আমাকে কাট্‌বে? তুমিই তবে আমার বাপকে খুন ক'রেছ, নইলে আমাকে এখানে আ'ন্‌বে কেন?

গো। (কারা গৃহের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া) যা, ম'র্‌গে যা এর ভিতর। (কারধ্যক্ষের প্রতি) খবর্‌দার যেন এ সংবাদ কেউ না পায়। একমাস পরে তোর তলব বাড়াব।

কা। যে আজ্ঞা হুজুর। পাখীতেও টের পাবে না।

(গোলাম আলীর প্রস্থান।)

সুরদাস ও তাহার সঙ্গিগণের প্রবেশ।

কে এদিকে আসে ?

সু। আমরা পথিক। পথ ভুলে এ দিকে এসে প'ড়েচি। তুমি পথ দেখিয়ে দিতে পার ?

কা। তোমার গলাটা যেন চেনা চেনা বোধ হ'চ্ছে। (নিকটে আসিয়া) হা আল্লা ! তুমি ? তুমি এখানে কেন ? ছেলাম ! আল্লা তোমার ভাল করুক। এরা কে ?

(ক্রমশঃ)

তুমিই কি সেই ?

ষষ্ঠ পল্লব।

রমানাথ বৃক্ষোপরি হইতে সমুদায় দেখিলেন। স্থির করিলেন এইবার যাইয়া দেখা দিবেন। তখন মাচানের নিম্ন হইতে ব্যাগটী লইয়া দূর হইতে পদধ্বনি করিতে করিতে দ্বারদেশে আসিয়া আঘাত করিলেন। যোগমায়া চমকিয়া উঠিল। রমানাথ ডাকিলেন "যোগ, আমি আসিয়াছি দ্বার খোল।" বজ্রপতনবৎ সে ধ্বনি যোগমায়ার হৃদয়ে বাজিল—ছাঁৎ করিয়া কি একটা কথা যেন তাহার হৃদয়ে উদয় হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মগোপন করিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল "এত রাত্রে কোথা হইতে আসিলে ?"

রমা। "কলিকাতা হইতে। সাহেবকে বলিয়া কা'ল ছুটি পেয়েছি।"

"কখন বেরিয়ে ছিলে যে আ'স্‌তে এত রাত হ'ল।"

"৫টার সময় ছুটী হ'ল। তার পর সেই রাত ৯টার গাড়ি বইত আর গাড়ি নাই, তাই দেরী হয়ে গেল। তুমি এত রাত অবধি জেগে আছ ?"

"হ্যাঁ, আজ যুগী বউর ছেলের ব্যায়রাম বড় বাড়িয়াছে তাই সে আ'স্‌তে পারিনি। আমার কেমন একলা ভয় ক'র্‌তে লা'গ্‌ল। তাই প্রদীপ জ্বেলে ব'সে আছি। হঠাৎ তোমার দোর ঠেলার শব্দ শুনে এমন ভয় হ'য়েছিল! প্রাণটা যেন ধড়াস ক'রে উঠ্‌লো! তুমিত আর আমার কষ্ট বুঝ্‌বে না।"

তখন যোগমায়া নিতান্ত বিমর্ষ মুখে রমানাথকে পা ধুইবার জল দিলেন, রমানাথ পা ধুইলেন না। বলিলেন "পা পরে ধুইতেছি। কিছু খাবার আছে কি? বড়ই ক্ষিদে পেয়েছে। সেই সকালে তাড়াতাড়ি যা দু চারটে ভাত মুখে গুঁজে আফিসে দৌড়েছিলেম।"

যোগমায়া প্রদীপ লইয়া পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে দুইটী শসা ও খানিকটা আক আনিয়া বঁটি পাতিয়া ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন "খাবার দাবার ত আর কিছুই নাই। কেবল যা এই শসা আর আক আছে। তাই ছাড়িয়ে দিই খাও। রাত জেগে আমার মাথা যে ধরেছে, যেন খ'সে প'ড়্‌ছে, আজ আর এখন অন্য কিছু—রুটি টুটির হাঙ্গাম ক'র্‌তে পারি না। কাল তখন ভোরে উঠে সকাল সকাল ভাত রেঁধে দিব।" যোগমায়া আজ অধিকতর সতর্ক হইতে গিয়া, মন গুরু ভাবনায় অধীর থাকায় অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছিল। নতুবা এরূপ কথা সে রমানাথকে কদাপি বলিত না! রমানাথ যোগের কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন "উপপতির মুখ থেকে কথা বাহির হ'তে না হ'তেই লুচি তরকারি হ'লো—এখনও ঢাকা প'ড়ে রয়েছে। আর আমি সারা দিনটা কিছু খাইনাই, মুখ ফুটে খেতে চাইলাম। আমার বেলা মাথা ধরিল।" যোগমায়া যেন পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় সরোষে মস্তক তুলিয়া বলিল "তবে তুমিই কি সেই?" বলিয়াই সন্নিকটস্থ বঁটি দ্বারা রমানাথকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। রমানাথ সতর্ক ছিলেন। কৌশলে তাহার হস্ত হইতে বঁটি খানি কাড়িয়া লইয়া তাহার মুখ, দুই পা, দুই হাত বাঁধিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে সেই বঁটির দ্বারা তাহার নাসিকা ও স্তনদ্বয় কাটিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বীয় রক্তাক্ত পিরাণ ও কাপড় ছাড়িয়া ব্যাগ হইতে আর এক খানি ধুতি চাদর বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। এবং সেই রক্তাক্ত গামোছায় ঐ কাপড় জামা বাঁধিয়া ব্যাগটি হাতে লইয়া ষ্টেশনাভিমুখে চলি-

লেন, পথে একটী দীর্ঘিকা তটে যাইয়া কাপড় গুলিকে রাখিলেন। ব্যাগ হইতে দেশলাই বাহির করিয়া ঐ কাপড় গুলি জ্বালাইয়া দিলেন। সে গুলি ভস্মসাৎ হইলে ভস্মগুলি জল দ্বারা ধুইয়া দিয়া বরাবর বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গেলেন।

সপ্তম পল্লব।

অপরাধী-খুনে।

রমানাথ ভোরের গাড়ীতে কলিকাতায় পৌছিলেন। তখন আর অন্য কোথাও না গিয়া একেবারে রাজা গোলকেন্দুর নিকট যাইয়া সমুদায় ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। এবং তাঁহার পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজা বাহাদুর সকল কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। পরে বলিলেন "তাইত এযে বড় বিষম কথা! কিন্তু যাহাই হউক, তোমাকে যে কোনও উপায়ে পারি বাঁচাইব। যতদূর সাধ্য করিব। আমি আর শিব বাবু বলিব যে রবিবার দিন তুমি আমাদের নিকটেই ছিলে। রাত্রে আমাদের মজলিসে গাহিয়াছ। কা'ল রাত্রেও আমার বাটীতেই ছিলে। এবং প্রাতে আমাদের এখান হইতেই আহারাদি করিয়া আফিসে গিয়াছিলে। এখন তোমার সাহেবকে দিয়া এইটী প্রমাণ করাও যে সোমবার তুমি আফিসে গিয়াছিলে,তবে আফিসের কাজের জন্যই বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হইয়াছিল। গত রাত্রের এখানে আসার সাবুদও আমরা দিব।" রমানাথ ব্যাগটী ঐখানে ফেলিয়া রাখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে বড় সাহেবের বাটীতে গেলেন। যেখানে সাহেব সপরিবার চা পান করিতেছিলেন, সেইখানে যাইয়া মেমের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। সাহেব প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে তাহাকে আশ্বাস দিয়া ভূমি হইতে উঠাইলেন। আশ্বস্থ হইয়া রমানাথ সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া সাহেব ও বিবি উভয়ে স্তম্ভিত হইলেন। পরে সাহেব বলিলেন "দেখ রমানাথ, তুমি বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। যাহা হউক, যাহা করিয়াছ, তাহা আর ফিরিবার নয়,এখন তুমি যাহাতে রক্ষা পাও,তাহা অবশ্যই করা কর্ত্তব্য।

তুমি এক কাজ কর, এই চাবি লইয়া এখনই যাও, তোমার ডায়ারি বুকে কল্যকার তারিখ দিয়া নাম দস্তখতাদি করিয়া আইস। আর এই চালান কয়খানি লও। আমদানি আফিষের বাবুদের কিছু কিছু দিয়া কা'ল শেষ প্রহরেতে তুমি যে এই মাল গুলির ডিলিভারি লইয়াছ ইহাই তাহাদের চালান বহিতে লিখাইয়া দিয়া "ডিলিভারি অর্ডার" লইয়া আইস। পার ত মাল গুলি গাড়ী বোঝাই করাইবার বন্দোবস্ত করাইয়াও আইস। আমি সাক্ষ্য দিব যে তুমি সোমবার আফিসে উপস্থিত ছিলে। বেলা দুই প্রহরের সময় কতকগুলি মালের ডিলিভারি আনিবার জন্য আমার নিকট হইতে চালান সহি করিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডিলিভারি অর্ডার আনিয়া দিয়াছ। যাও আর দেরি করিওনা—এই নাও চাবি—এই টাকা" বলিয়া কতকগুলি চাবি ও একতাড়া নোট ফেলিয়া দিলেন। রমানাথ ত্বরিত গতিতে বেলা ১০টার মধ্যেই সকল কাজ শেষ করিলেন। কেহই কিছুই সন্দেহ করিল না। আফিসের চাপরাসি বাবুকে চিনিত এবং রমানাথের প্রাতঃকালে আফিসে আসা যে নূতন নহে তাহা জানিত। কারণ কাজের অনুরোধে তাহাকে প্রায়ই প্রাতে আসিতে হইত। মালবাবুরাও কোনও কিছুই সন্দেহ করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, বুঝি কা'ল আলস্য করিয়া কিম্বা কোনও কার্য্য গতিকে আসিতে পারে নাই। পাছে সাহেব রাগ করেন, তাই এইরূপ করিতেছে। ইহাতে আমাদের লোকসান নাই, বরং লাভই।

এই সকল কার্য্য উদ্ধার করিয়া রমানাথ অনেকটা নিশ্চিন্তমনে একবার রাজাবাহাদুরের বাটীতে গেলেন। তথা হইতে নাম মাত্র দুইটা আহার করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আফিসে গেলেন।

ক্রমশঃ—

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] অগ্রহায়ণ, ১২৯৬ সাল। [৮ম সংখ্যা

তুমিই কি সেই?

সপ্তম পল্লব।

ওদিকে প্রাতে যুগীবউ আসিয়া যোগকে ডাকিল। কিন্তু যখন দেখিল বাহির হইতে শিকল বন্ধ, তখন ভাবিল একটা কিছু কাণ্ড হইয়াছে। কিন্তু ক্ষণপরে গৃহ মধ্য হইতে কেমন যেন একটা বিকট গোঙানি রব শুনিতে পাইয়া ভাবিল, যাহা হয় গুরুতর একটা কিছু ঘটিয়াছে। তখন সে ডাকিয়া পাড়ার লোক জড় করিল। লোকে আসিয়া দ্বার খুলিয়া যাহা দেখিল,তাহাতে স্তম্ভিত হইল। ফাঁড়িতে লোক গেল—কিয়ৎক্ষণের মধ্যে লাল পাগড়িতে বাটী ছাইয়া ফেলিল। যোগমায়াকে হাঁসপাতালে পাঠান হইল। বৃদ্ধা পিসীমা ও যুগী বউকে চালান করা হইল। যোগ হাঁসপাতালে যাইয়া জবানবন্দি দিল যে "আমার স্বামী আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিত। হঠাৎ কাল রাত্রে আসিয়া বলে যে আমার ঘর হইতে আমাদের ধোবাকে বাহির হইতে দেখিয়াছে, তাই দেখিয়া সে ঐ ধোবাকে অন্ধকারে পথেই খুন করিয়া গোলদিঘীতে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে। পরে আমার হাত, পা, মুখ বাঁধিয়া আমার এই অবস্থা করিয়াছে।"

কালামুখী এইরূপে রমানাথকে ফাঁদে ফেলিতে গিয়া কিরূপে আপনিই সেই ফাঁদে পড়িল পরে দেখা যাইবে।

যাহা হউক উহার কথা অনুসারে গোলদিঘীতে ডুবারি নামাইয়া অনেক কষ্টে লাস সমেত থলিয়া উদ্ধার হইল। ওদিকে রমানাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট গেল। বেলা ৩টার সময় তাঁহাকে আফিসে যাইয়া গ্রেপ্তার করা হইল। গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট দেখিয়া রমামাথ, সাহেব, আফিস শুদ্ধ লোক সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল। রমানাথের সহিত এ পর্য্যন্ত কখনও কাহারও মনোমালিন্য ছিল না। তাঁহার মিষ্ট স্বভাবে সকলেই তুষ্ট ছিলেন। আ'জ সকলেই তাঁহার এই অচিন্তনীয় বিপদে সাহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সকলের মুখে একই কথা, সকলের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস "রমানাথ বাবু নির্দ্দোষী, বিচারে নিশ্চয়ই খালাস পাইবেন।" পরিশেষে যাইবার সময় সাহেব বলিলেন "রমানাথ তুমি প্রকৃতই নির্দ্দোষী আমরা জানি। বিচারে অবশ্যই তোমার খালাস হইবে। তোমার মোকর্দ্দমার যাহাতে ভাল রূপে তদ্বির হয়, তাহাতে আমরা ত্রুটি করিব না।"

রমানাথ পুলিশ কর্ম্মচারিদিগের সহিত বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। ট্রেনে যাইতে যাইতে তাঁহার মনে নানা রূপ চিন্তা হইতে লাগিল। একবার মনে করিলেন যে "এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? দোষ স্বীকার করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলি।" আবার পরক্ষণেই ভাবিলেন "যেরূপ করিয়া ডায়ারিতে সই ও অন্যান্য কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে আফিসের অনেকের ও মালবাবুদিগের বিপদ হইবার সম্ভাবনা।" এতগুলি নিরপরাধী লোকের বিপদ আনয়ন করিতে তাঁহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি বিবেচনা করিলেন যে "এ জীবনটাই কি একেবারে নষ্ট করিব, পাপীয়সী ভার্য্যার জন্য কি ইহ সংসার ত্যাগ করিব।" ক্ষণ পরে আবার ভাবিলেন "যদি বাঁচিব মনে হইতেছে, তবে কেন হঠাৎ একটী নরহত্যা করিলাম?" তিনি জানিতেন খুন কখনও চাপিয়া রাখা যায় না। যাহাহউক অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন "মরিব না, মরিতে ইচ্ছা হইতেছেনা। যে কার্য্য করিয়াছি, যদি সংসার ছাড়িয়া উদাসীন বেশে

দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও কাহারও উপকার—কোনও বিপদ-গ্রস্তকে উদ্ধার—কোনও বিপন্নকে সাহায্য করিতে পারি, তাহাতেও অনেকটা ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। যাহাহউক্ জীবনটা বৃথা জল্লাদের হস্তে না দিয়া লোকের উপকারেই দিই না কেন ?" এইরূপ নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বর্দ্ধমান পৌঁহুছিলেন। তথায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট মোকর্দ্দমা দায়ের হইল। তিনি সমুদায় শুনিয়া রমানাথকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন।

অষ্টম পল্লব।

বিচার।

আজ রমানাথের মোকর্দ্দমার দিন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। আজ সেই দায়রার বিচার। কাছারী লোকাকীর্ণ। ফরিয়াদি যোগমায়া ও মহারাণী। আসামী রমানাথ। মোকর্দ্দমা পেশ হইয়াছে। কালামুখী যোগমায়ার চক্ষে যেন প্রতিহিংসা খেলিতেছে। ফরিয়াদী পক্ষের প্রধান সাক্ষী যুগীবউ ও পিসী। যুগীবউ জবানবন্দী ও জেরাতে বলিয়াছে "আমি উহাদের বাটীতে রাত্রে শুইতে যাইতাম বটে, কিন্তু এই ঘটনার প্রায় মাসাবধি পূর্ব্ব হইতে আমার ছেলে সঙ্কট ব্যায়রামে শয্যাগত, সেই জন্য সেই অবধি আর রাত্রে যাইতে পারি না। তবে মধ্যে মধ্যে তত্ত্ব লইতে সকাল বেলা যাইতাম। ঘটনার দিবসও ঐরূপ গিয়াছিলাম। যোগের চরিত্রের সম্বন্ধে পাড়ার লোকে অনেকে অনেক কথা বলিত বটে,কিন্তু আমি নিজে কখনও কিছু দেখি নাই—জানিও না।" বৃদ্ধা পিসীমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল—কিজন্য তাঁহাকে বিভিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—যোগের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কিছু জানিতেন কিনা—রমানাথ ঘটনার পূর্ব্ব দিবস রবিবার কোন সময়ে বাটী আসিয়াছিলেন কি না—কখনইবা চলিয়া যান, ইত্যাদি সকল প্রশ্নেরই উত্তরে তিনি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি হাজার অজ্ঞ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক হইলেও রমানাথের কিসে মঙ্গলামঙ্গল ঘটিবে,বিশেষ রূপেই

বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত সকল প্রশ্নের উত্তর করিয়াছিলেন। পৃথক্ হইবার মূল তিনিই নিজে। রমানাথ কাজের ভিড়ে প্রতি শনিবার আসিতে পারিতেন না, যোগমায়া তাই দিবারাত্রি বসিয়া বসিয়া কাঁদিত। তাঁহাকে একেলা সকল কাজই করিতে হইত। তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন। দিবারাত্রি যোগকে বকিতেন—গালি দিতেন। তিনিই রমাকে বলিয়া পৃথক হইয়াছিলেন। যোগের স্বভাব সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছুই দেখেন নাই—জানিতেন না। তবে পাড়ার অনেক লোকে অনেক কথা বলিতেন—তিনি সে সকল কথায় বড় একটা কান দিতেন না। ঘটনার পূর্ব্ব দিবস রমাই আসে নাই—ঘটনার প্রায় মাসাবধি পূর্ব্ব হইতেই সে আসে নাই। এরূপ মধ্যে মধ্যে হইত। ইহা নূতন নয়। কাজের ভিড় পড়িলে রমাই প্রায় আসিতে পারিত না। ইত্যাদি।

ফরিয়াদি পক্ষের সরকারী উকিল তখন উঠিয়া বলিলেন যে এই মোকর্দ্দমায় বাস্তবিকই যে রমানাথ দোষী তাহা স্বতঃ সাব্যস্ত। তিনি অনেক কারণ দেখাইলেন। পুলীশ কর্ত্তৃক কয়েক জন সাক্ষী দাঁড় করান হইয়াছিল। তাহাদের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করিলেন যে, যে ট্রেণে রমানাথের যাইবার কথা ছিল, সেই ট্রেণে তাহারাও যাইবে বলিয়া ষ্টেশনে আসিয়াছিল। ট্রেণ ফেল হওয়ায় তাহারা সকলেই ফিরিয়া আসে। সুতরাং রমানাথ নিশ্চয়ই ঘটনার দিবস বাটী ছিলেন। আর একজন সাক্ষীর মুখে প্রমাণ ছিল যে, যে রাত্রে খুন হয়, তাহার পর দিবস ভোরে সে রমানাথকে ষ্টেশনে দেখিয়াছে, সুতরাং রমানাথের সে দিবস বাটী থাকা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ যখন রমানাথের থাকা সাব্যস্ত হইল, তখন খুনও তাহা কর্ত্তৃক হইয়াছে। কারণ যেরূপ ভাবে খুন হইয়াছে ও যেরূপ ভাবে লাস লইয়া যাওয়া হইয়াছে, ইহা পুরুষ মানুষেরই কার্য্য। ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে এক আঘাতেই খুন হইয়াছে। ইহা স্ত্রীলোকের সামর্থ্যে হইতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে যোগমায়ার উপর সন্দেহ হইতেই পারে না। বিশেষতঃ এই আপত্তি উঠিতেছে যে উক্ত মৃত ব্যক্তির সহিত যোগমায়ার বচসা হওয়ায় প্রথমে সে উহার নাসিকাদি ছেদন করে। পরে যোগমায়া তাহাকে খুন করিয়া লাস লইয়া গিয়াছে। ইহা বড়ই অযৌ-

ত্রিক। কারণ, যোগমায়া এরূপে আঘাত পাইয়া কখনও এরূপ করিতে পারে না—বিশেষতঃ সে স্ত্রীলোক। এবং তাহা হইলে সে যখন চলিয়া যাইত, তখন পথে প্রতিপদে অধিকতর রক্তের চিহ্ন থাকিত এবং পর দিবস লোকে তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত। তবে যে চিহ্ন সকল দেখা গিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই লাস হইতে পড়িয়াছে। সুতরাং এই সকল ও অন্যান্য নানা সমজাতীয় কারণে স্থির করা যাইতেছে যে রমানাথই সম্পূর্ণ দোষী।

পরে আসামী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন এ মোকর্দ্দমাটী বড়ই জটিল। আমার মোয়াক্কেল যে প্রকৃত নির্দ্দোষী তাহার আর সন্দেহ নাই। সাফাইয়ের সাক্ষী রাজা গোলকেন্দু ও শিব বাবু। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে ঘটনা রাত্রে রমানাথ বাবু তাঁহাদিগের কলিকাতার বাস-ভবনে সারা রাত্রি উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই কলিকাতার বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও মহামাননীয় ব্যক্তি। ইহাঁদিগের কথায় অবিশ্বাস করিবার নিশ্চয়ই কোনও কারণ নাই। ঘটনার দিবস অর্থাৎ সোমবার দিবসে তিনি আফিসে আসিয়া আফিসের কার্য্যাবলী রীতিমত করিয়াছেন। অপরাহ্নেও মাল আফিস হইতে কতগুলি মালের ডিলিভারি লইয়াছেন। তথাকার রসিদ বহিতেও তাঁহার নাম দস্তখত আছে এবং তিনিই যে ডিলিভারি লইয়াছেন তাহাও লিখিত আছে। মাল বাবুরাও ঐ মর্ম্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহাদের আফিসে রমানাথ বাবুর সচরাচর প্রায়ই যাওয়া আসা থাকায় তাঁহারা রমানাথকে চিনিতেন। তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি স্বয়ং যাইয়া ঐ দিবস অপরাহ্নে ডিলিভারি লইয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত হাউস-ওয়ালা সওদাগর শ্রীমান পেনেল সাহেবও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে রমানাথ বাবু সোমবার আদৌ অনুপস্থিত ছিলেন না। ঐ দিবস বৈকালে রমানাথ বাবু তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলিন চালান সহি করাইয়া মালগুলির ডিলিভারি আনিয়াছেন। সুতরাং ইনি যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোনও চিহ্নই পাওয়া যাইতেছে না। বরং লাসের সহিত প্রাপ্ত মদের বোতল গ্লাসাদি দৃষ্টে ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে ফরিয়াদি ও তাহার উপপতি মৃত ব্যক্তি,উভয়েই মদ্যাদি পান করিয়াছিল। সম্ভবতঃ মৃত ব্যক্তি অধিকতর মাতোয়ারা হইয়াছিল। পরে কোনও অজ্ঞাত কারণে ফরিয়াদির সহিত উক্ত ব্যক্তির

বচসা, বিবাদ উপস্থিত হয়। মৃত ব্যক্তি মাতাল থাকায় সহজেই উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ফরিয়াদির নাক ও স্তন কাটিয়া দেয়। পরে সে বেহুঁস হইয়া পড়িলে ফরিয়াদি অধিকতর মাতাল না হওয়ায় সহজেই তাহাকে খুন করিয়া দীঘিতে ফেলিয়া দিয়া আইসে। তবে আমার প্রাজ্ঞ সহযোগী সরকারী উকিল মহাশয় যে পথে রক্তের চিহ্নের কথা বলিলেন, তাহার কোনই কারণ দেখা যায় না। কারণ রক্ত মাটিতে পড়িয়াই শুকাইয়া যায় এবং যোগমায়া যখন লাস লইয়া ফেলিয়া দিতে যায়, তখন ক্ষত স্থান গুলি অবশ্যই ভাল করিয়া আবৃত করিয়াছিল। তাহা না করিলেও রক্তচিহ্ন যখন পথের স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে,তখন তাহাই যে উহার শরীরের,তাহারই অধিক সম্ভব। কারণ লাসটী অতগুলি বিছানায় জড়ান থাকা সত্বেও যে ঐ সমুদায় বিছানা, থলিয়া ফুঁড়িয়া ঐরূপ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া রক্ত পড়িয়াছে তাহা নিতান্তই অসম্ভব। আর তিনি যে স্ত্রীলোকের সামর্থ্যের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার কোনই অর্থ নাই। প্রাণের দায়ে একজন স্ত্রীলোক দশ জন পুরুষের বলও ধারণ করিতে পারে। অধিকন্তু ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক—যাহার মস্তিষ্ক প্রথমেই মদ্য পানে উত্তেজিত হইয়াছিল এবং পরে আহত হইয়া প্রতিহিংসা বৃত্তি ও বিজাতীয় ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহার অসাধ্য কি আছে? আরও ইহাই প্রমাণ হইয়াছে,যে ফরিয়াদিরই রক্ত মাখা ছিন্ন অঞ্চল ঐ লাসের সহিত পাওয়া গিয়াছে। আর ফরিয়াদি নিজে আপন জবানবন্দিতে বলিয়াছে যে তাহার স্বামী তাহাকে আসিয়া বলে যে, সে মৃত ধোবাকে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া অন্ধকারে পথেই তাহাকে খুন করিয়া দীঘিতে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে খুন পথে হয় নাই— কারণ, তাহা হইলে পথের কোনও না কোনও স্থানে নিশ্চয়ই চিহ্ন থাকিত এবং পরদিবস গ্রামস্থ কেহ না কেহ তাহা দেখিতে পাইত। খুন যে বিছানায় হইয়াছে—অন্যত্র হয় নাই, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। কারণ তাহা না হইলে বিছানার চাদরে ও তোষকাদিতে রক্ত আসিল কোথা হইতে এবং সে সকলই বা লাসের সঙ্গে থলিয়ার মধ্যে আসিল কেমন করিয়া? সুতরাং খুন যে রমানাথ বাবুর দ্বারা হয় নাই—ফরিয়াদির দ্বারাই হইয়াছে, তাহার আর কোনও সন্দেহই থাকিতেছে না! ইত্যাদি।"

জজ সাহেব উভয় পক্ষের সকল কথা শুনিয়া ক্ষণেক কি ভাবিলেন এবং একবার কাগজ পত্রগুলি উল্টাইয়া কি দেখিলেন। কাছারি শুদ্ধ সকলেই উর্দ্ধ কর্ণে চঞ্চল হৃদয়ে স্থির নয়নে জজ সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। সকলেই নিস্তব্ধ—নির্ব্বাক। পরিশেষে জজ সাহেব কথা কহিলেন—স্বীয় রায় শুনাইয়া দিলেন—রমানাথ নির্দ্দোষী, তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া গেল। নানা প্রমাণ হইতে যোগমায়াকেই দোষী সাব্যস্ত হইতেছে, তজ্জন্য তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইল। কালামুখীর যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল ফলিল—জীয়ন্তে নরক ভোগ হইতে চলিল!

উপসংহার।

রমানাথ নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়া কি করিলেন? তিনি প্রথমে স্থির করিলেন আর লোকালয়ে প্রবেশ করিবেন না। যেখানে আশা নাই, ভরসা নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই—যেখানে আপন সহধর্ম্মিণী পর্য্যন্ত নরকের কীট—স্বীয় স্বামীকেও বিনাশে প্রবৃত্ত, সেখানে থাকা রমানাথ ভাল বিবেচনা করিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ সংসারে লোকে কি করিয়া থাকে—কি করিয়া এ অকূলের ঘোর তুফানে ঘর বাঁধিতে চেষ্টা করে—কি করিয়া সংসারের লোককে বিশ্বাস করিতে পারে? যাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া লোকে নিশ্চিন্ত থাকে, সেই যখন তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, তখন আর সুখ ও বিশ্বাস কোথায়? বিশেষতঃ তাঁহার আর গৃহে থাকিতে ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল—আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন না। রাজাবাহাদুর ও শিববাবু প্রভৃতি তাঁহার হীতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গ তাঁহাকে কত বুঝাইলেন—কত অনুনয় অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি কাহারো কোনো কথা শুনিলেন না।—বনে প্রবেশ করিয়া পরমার্থ সাধনে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহন করাই কর্ত্তব্য বোধ এবং তাহাই কার্য্যে পরিণত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সিদ্ধ-মনোরথ, অর্থাৎ শান্তিলাভে সমর্থ হইতে পারিলেন না। তাঁহার সম্মুখে দিবারাত্রি যেন যোগমায়ার সেই রোষ-কষায়িত লোচন—সেই বিভীষিকাময়ী ভীষণা মূর্ত্তি সর্ব্বদাই ভয় প্রদর্শন করিত আর বলিত "তুমিই কি সেই?" সুতরাং সে পথে বিফল মনস্কাম

হইয়া তিনি তখন আবার লোকালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রকৃত উদাসীন বেশে দেশে বিদেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহ জীবনের একমাত্র ব্রত—বিপন্নের উপকার সাধন—অসহায়কে প্রাণপণে সাহায্য প্রদান—বিপদগ্রস্তের উদ্ধার করা।

কিন্তু তিনি শত চেষ্টাতেও যোগমায়াকে ইহ জীবনে মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তাঁহার কর্ণে—শয়নে স্বপনে, নিদ্রিতে জাগরণে, দিবসে নিশিথে, সর্ব্বদাই যেন যোগের সেই ক্রোধময় জলদ-গম্ভীর গর্জ্জন শ্রুত হইত—"তুমিই কি সেই"? তিনি আর দিনেকের তরেও কখনও সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই! নিদ্রিতাবস্থায় যোগকে স্বপ্নে দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতেন—

"তুমিই কি সেই?"

সমাপ্ত।

(বাবু মনোমোহন বসু বিরচিত গান)

বাউলের সুর।

তারে প'র্ব্বো গায়, ক'রে সই অলঙ্কার!
কালা মোর গলায় দোলা—মুক্তর মালা; পৈঁছে পলা—
ওলো সই, কাণবালা আর কণ্ঠহার!
কালা মোর বীরবৌলী, চার্কি শিক্‌লি, গোটমাছুলি, চন্দ্রহার!
মাথাঘষা আম্‌লা তেল মাথার!
কালা মোর মাজন মিশি, ফিতে ঘুন্সি, অঞ্জন মসী—
নাকেতে রসকলি সে আমার! ১।

সে যে মোর দেহের ভূষণ, কটির বসন, হৃদয় তোষণ, মন্‌মোহন!
কালা আমার জীবনের জীবন!
সে যে কায়া, আমি ছায়া, চুম্বক লোয়া—আকর্ষণ, চুম্বক লোহার
মতন তার! ২।

সে যে প্রেম-জলনিধি, আমি নদী, নিরবধি, মিশ্‌তে চাই!
সাগর জল বৈ নদীর গতি নাই!
খাল বিলে কি নদী ঢলে ভাই?
সে যে তরু, আমি লতা, তায় জড়িতা—চিরকাল আছি গাঁথা, হ'য়ে তার! ৩।

সে যে মোর প্রেমের তরু, সদাই চারু, মোহন কল্পতরু প্রায়!
ফুটন্ত ফুল আমি যেন তায়!
প্রফুল্ল ফুল আমি গো তায়!
সে যে মণি, আমি ফণী; নয়নমণি—চিরদিন নয়নমণি সে আমার!

স্বপ্ন।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

উষার আলোক সনে উষার আঁধার মিশি,
গলা ধরাধরি করি বেড়াইছে দশ দিশি।
জাগ্রত পরাণে যেন আসিল ঘুমের ঘোর,
তথাপি না অবসন্ন হইল চেতনা মোর!
অলস চরণে দলি কোমল তৃণের দলে,
ভ্রমিতে লাগিনু আমি সে নব জগতী-তলে।
সঙ্গিনী অঙ্গনা-গণ বন্দনা করিয়া মোরে,
সহসা উবিয়া যেন গেল মম অগোচরে!
ব্যাকুল হইয়া আমি ডাকিনু মিনতি ক'রে,
পবনে আসিল বাণী—"দেখা পুনঃ হবে পরে;
এখন যেখানে সাধ কর সুখে বিচরণ;
আপনি হইবে দেখা, ভাবিও না অকারণ।"

চলিনু প্রশান্ত মনে;—কত কি সুষমা-রাশি
নয়ন-উপর দিয়া চ'লে গেল ভাসি ভাসি।

কত কি কাকলী-গান পরাণ মোহিত করি
পল্লব-বিতান হ'তে পড়িতে লাগিল ঝরি।
ধরায় স্বভাব-শোভা দেখা দেয় যত রাগে
স্বপনে শোধিত হ'য়ে জাগিল নয়ন আগে।
প্রকৃতির সেই সব অযত্ন-ভঙ্গিমা-রাশি
ভাষার আভাসে, আহা, কেমনে গো পরকাশি!

পার্থিব-নগর-মাঝে প্রকৃতি-সুন্দরী যেন
নরের হাতেতে প'ড়ে সাজে বিলাসিনী-হেন;
কৃত্রিম বিচিত্র-বাসে রহে ধনী বিমণ্ডিতা,
গরবেতে পরিপূর্ণা, হাবভাবে সুপণ্ডিতা।
হেথায় প্রকৃতি কিন্তু আধ-পাগলিনী-বেশে
হেলে দুলে যথা-ইচ্ছা বেড়াইছে হেসে হেসে।
বিবিধ-ভূষণে চাপা, অবরোধ-মাঝে পোরা,
যদিও নহেক বালা—তবু কিবা মন-চোরা!
সাধের খেলাতে ধনী যেখানে সেখানে ধায়,
অবাধে সৌন্দর্য্য-রাশি ছড়া'তে ছড়া'তে যায়।

কাননে মাধুরী কত!—শতেক ইন্দ্রিয় দিয়া
সে শোভা ভুঞ্জিলে, তবু খেদে নাহি বাঁচে হিয়া।
তরু-গুল্ম-লতা সব এক-সনে জড়াজড়ি,—
একটি মায়ের কোলে দেয় যেন গড়াগড়ি।
কুসুমে ঝরিছে মধু, কুসুম করিছে পান,
তাহার অধর চাটি মধুপ করিছে গান।
কোকিল করুণ-তানে মাতাইছে বনস্থলী,
পাপিয়ার গানে প্রাণ শূন্যপথে যায় চলি।
নিথর-সলিল-সরঃ,—তার তীরে আহা মরি,
কেমন বেতস-লতা উঠেছে গুবাকে ধরি;
চারু-ভাবে অগ্রভাগ শূন্যেতে প'ড়েছে ঝুলি,
কচি কচি চারাগুলি যেন বা লইতে তুলি।

চারি পাশে শর-গাছ সাদা ফুল উচু ক'রে
দুলিতেছে,—ফেনরাশি নাচিছে যেন সাগরে ;
অথবা প্রকৃতি যেন লইয়ে চামর শত
বিজন-দেবতাগণে বীজন করে নিয়ত।
শৈবাল-চিকুর-দাম চারিদিগে ছড়াইয়া
কমল-কুমুদ-বালা অলি আনে কুড়াইয়া।
অপরূপ!—দুটি ফুল ফুটিয়াছে সমকালে,
না মানি নিশার ছায়া অলি আসে পালে পালে!

বিরল কানন ছাড়ি নিবিড় অরণ্য-মাঝে
উতরিনু ;—সেখানেও প্রকৃতি উত্তম সাজে।
তরুর পার্শ্বেতে তরু—নাহি মাঝে অবচ্ছেদ,
চিরান্ধতমসে মগ্ন, নাহি দিবানিশা-ভেদ।
নিদাঘের দ্বিপ্রহরে ব'সেছি তড়াগ-তটে,
অমার আঁধারে প্রাণ ভাসা'য়ে দিয়াছি বটে,—
অতৃপ্ত হৃদয়ে তবু বাসনা থাকিত জ্ব'লে
ডুবিতে গভীরতর বিজনের অন্তস্তলে।
এ গভীর বিজনের কূপে করি নিমগন,
সে জ্বলন্ত বাসনাটি হ'ল সুখে নির্ব্বাপন।

ঘোরতম তমোরাশি র'য়েছে চৌদিগে ব্যাপি,—
পঙ্করাশি-প্রায় যেন আমারে ধরিছে চাপি।
ঊর্দ্ধেতে তাড়িত-আলো খেলিছে পতাকা-সম,
আসে না একটি রশ্মি নাশিতে এ গাঢ়-তমঃ।
কেবল জোনাকী-পোকা আপনারে চিনিবারে
ছোট ছোট আলোগুলি জ্বালিয়াছে এ আঁধারে।
আত্মহারা হ'য়ে আমি ভ্রমিলাম বনে বনে,
অজস্র চিন্তার স্রোত বহিতে লাগিল মনে ;
ভ্রান্তি-স্মৃতি-কল্পনাদি নানাবিধ ভাব-চয়
স্বপ্ন-সহ মিশাইয়া মানসে হ'ল উদয়।

হায় রে মনের তত্ত্ব না জানি কিরূপ হয়,—
স্বপনে স্বপন দেখি—তাও যেন সত্যময় !

বহুক্ষণ এইরূপে করিলাম বিচরণ,
কেমনে বাহির হব, না হইল নিরূপণ।
ক্ষণ পরে শব্দ এক শ্রবণে পশিল আসি
উচ্ছ্বসিত হয় যেন দূরে কোন বারি-রাশি।
সেই শব্দ লক্ষ্য করি অরণ্য হইয়া পার
পড়িনু প্রান্তরে এক,—দূরে গেল অন্ধকার।

সে প্রান্তরে প'ড়ে আছে প্রকাণ্ড প্রস্তর কত,—
মহিষ বা করিকুল যেন পঙ্ক-ক্রীড়া-রত।
নাহি তৃণ পদতলে, তরু-শাখা শিরোপরে ;
উজ্জ্বল কঙ্কর-রাশি শুধু ঝিকিমিকি করে।
অদূরে পর্ব্বত এক নীলিম-বরণে ঢাকা
গগন-ফলকে যেন সুস্পষ্ট র'য়েছে আঁকা।
অতি শুভ্র মেঘ-রাশি—পবনের ফেন-প্রায়—
শোভিছে সে গিরি-শিরে, যেন বা উষ্ণীষ তায়।

হেরি সে অপূর্ব্ব শোভা ব্যবধান গিয়া ভুলে,
মুহূর্ত্তেকে দাঁড়াইনু পর্ব্বতের পাদ-মূলে।
দিগন্ত টানিয়া যেন স্বীয় করে গুটাইয়া
অতুল গাম্ভীর্য্য ধরি আছে শৈল দাঁড়াইয়া।
কীটের মতন তাহে উঠিলাম বেয়ে বেয়ে,
উঠিয়া বারেক আমি চৌদিগে দেখিনু চেয়ে।
আহা সেই অধিত্যকা লতা-গুল্মে সুশোভিত,
মৌক্তিক উপল-চয়ে চারুভাবে বিরচিত।
উড়িতেছে নানা রঙ্গে সুদৃশ্য পতঙ্গ-মালা ;
খেলিছে অদৃশ্যভাবে কত শত সুরবালা।
গিরির একটী চূড়া ঠেলি নভঃ-আস্তরণ
অনন্ত মাপিতে যেন মানসে ক'রেছে পণ ;

কিন্তু কিছু দূর উঠি হইয়াছে দিশেহারা,—
অনন্ত মাপিতে গিয়ে হয় বা আপন-হারা!

দেখিতে দেখিতে যত হই আমি অগ্রসর
জলের উচ্ছ্বাস কর্ণে হয় তত স্ফুটতর;
গম্ভীর নিনাদে হৃদি পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল,
অনন্তের বাণী হ'তে যেন প্রতিধ্বনি এল।
পরক্ষণে কিবা দৃশ্য দেখরে নয়ন-আগে
"অনন্তের প্রতিবিম্ব" ওই মোর পুরো ভাগে!
বিশাল বারিধি ওই, করি ভীম গরজন
পাষাণ-রচিত তটে করিছে দেখ লেহন!
খেলিছে তাড়িত-আলো চঞ্চল উর্ম্মির শিরে,—
সুবর্ণ-লতিকাবলী ভাসিছে সাগর-নীরে।
ফুটিতেছে ফেন রাজি—ফুল্ল কুসুমের মালা,—
আনন্দে তুলিয়া যাহা পরিবেক জলবালা।

দেখিতেছি, ভাবিতেছি,—কত রসে মজিতেছি,
মনের পার্থিব ভাব একে একে ত্যজিতেছি;
সহসা—সহসা—একি!—বিষম চমকি প্রাণ
তাড়িত-আলোক-রাশি হ'য়ে গেল অন্তর্দ্ধান।
সাগরে সুবর্ণ-লতা আর না লতা'য়ে যায়,—
ভাসিল তারকা বিম্ব রজত-কুসুম-প্রায়।
উর্দ্ধমুখে কভু হেরি গগনে তারার মেলা,
অধোমুখে দেখি পুনঃ জলেতে তারার খেলা।
অকস্মাৎ লঘু বায়ু হ'য়ে এল ঘনীভূত,
বহিল প্রবল বেগে যেন প্রলয়ের দূত;
ঘন ঘনাবলী বেগে কোথা হ'তে ধেয়ে এল,
ছিঁড়িয়া পড়িল শিরে, আঁধারে গলিয়া গেল।
জলদ তরঙ্গ-রূপে খেলিল গগন-গায়,
জলধি-তরঙ্গ-চয় ছুটিল উন্মত্ত-প্রায়।

সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-রেখা আকাশ বিদীর্ণ ক'রে
দ্বিতীয় আকাশ-সম পশিল আসি সাগরে।
ঊর্ম্মিতে ছুঁড়িছে ফেন, ঊর্ম্মিতে লুকিতে যায়,
তাহারে ঠেলিয়া ফেলে অপরে লইতে ধায়।
দারুণ তরঙ্গাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িছে শিলা,
পঞ্চভূতে মিলে একি খেলিছে প্রলয়-লীলা!
অশনি-নির্ঘোষ-সনে মিশেছে অর্ণব-ধ্বনি,—
কর্ণ বা বধির হয় হেন ভয় মনে গণি।
তড়িতের তীব্র জ্যোতিঃ নয়ন ঝলসি দিল;
তুষার সূচিকা সম বারি অঙ্গে বরষিল।
সিক্তকেশ, সিক্তবাস, ব্যথিত মরমস্থান,
অনাথের মত তথা রহিনু দণ্ডায়মান।

কহিলাম মনে মনে, "হায় এ নন্দন-মাঝে
কেন গো, প্রকৃতি দেবি, সেজেছ ভীষণ সাজে?
অনন্ত বসন্ত শুধু কেন হেথা না বিরাজে?
কেন ঐ নীলাকাশে কালিম মেঘের ঘটা?
কেন এ শান্তির মাঝে বজ্রের দারুণ রটা?
আলোক আঁধার হেথা করে সুখে কোলাকুলি,
দামিনীর অট্টহাসি কেন তা দিতেছে খুলি?
লঘু বায়ু, মৃদু আলো,—সবি মধুরতা-ময়,
কেন তাহা ঘনাইয়া মাধুরী করিছ ক্ষয়?
দিগন্ত-প্রসারী ঐ প্রশান্ত জলধি কেন
বীচি-মালা-বিক্ষোভিত, ক্ষিপ্তপ্রায় হ'ল হেন?"

সহসা শ্রবণ-পথে পবন বহিয়া গেল,
অতি দূর হ'তে যেন কা'র কণ্ঠস্বর এল;
চারিদিগে চাহিলাম, কিছু না দেখিল আঁখি,
আঁধারে চপলা শুধু চমকিছে থাকি থাকি।

আবার আসিল বাণী,—চাহিনু গগন-পানে,
দেখিনু মূরতি এক, স্তম্ভিত হইনু প্রাণে।
শ্যাম-বরণা বামা, উলঙ্গ অঙ্গ,
উড্ডীন কেশরাশি, ভ্রূযুগেতে ভঙ্গ,
ললাট বলিযুত, পিঙ্গল গণ্ড,
ঘূর্ণিত লোচন,—দৃষ্টি প্রচণ্ড,
স্ফীত অধর-নাসা,—মুহু মুহু স্ফুরণ,
বিকট অট্টহাসি,—প্রকটিত দশন।
শূন্যে ভীমা বামা অবিরত ছুটিছে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ চৌদিগে জুটিছে ;
পিণ্ডিত মেঘরাশি মর্দ্দিত চরণে,
খণ্ডিত মেঘ-দাম নিশ্বাস-সঘনে ;
দুই করে রোষ-ভরে মেঘ-মালা ছিঁড়িয়া
সবলে তাড়িত-গুচ্ছ আনিতেছে ফিঁড়িয়া !
দেখিয়া মুদিনু আঁখি,—আপনি মুদ্রিত হ'ল,
সেরূপ দেখিলে কা'র আঁখি থাকে অবিকল ?
আবার সে কণ্ঠস্বর ;—সভয়ে নয়ন মেলি
দেখিনু সে মূর্ত্তি নাই ; মেঘ-যবনিকা ঠেলি
প্রভাময়ী মূর্ত্তি এক উদিল গগন-ভালে ;
তারার ভূষণ পরা, তারা বাঁধা কেশ জালে।
সুমধুর স্মিতরাগ শোভিছে অধরে তাঁর,
ঝরিছে নয়ন হ'তে সুশান্তির সমাচার।
শান্ত এবে চরাচর, মুগ্ধ যেন মন্ত্র বলে,
ক্লান্ত এবে পঞ্চভূত,—লুটে তাঁর পদতলে।
"সম্বর সংশয়, বৎস ; এই যে ক্ষণেক আগে
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি এক ছিল তব পুরোভাগে,
আমারি বিকৃতি তাহা,—প্রকৃতি আমার নাম ;
মোর লীলাস্থল শুধু এ বিশাল বিশ্বধাম।

বহুরূপী আমি বাছা,—কে মোরে চিনিতে পারে?
কে টুটিবে মায়া তার আমি মুগ্ধ করি যারে?
শতেক দুহিতা মোর, আমারি বিকার তারা,—
নানারূপে ফিরি আমি করি সবে দিশেহারা।
কভু আমি মাতৃরূপে তোমায় করি রে কোলে,
কখন বা জায়ারূপে তুষি হে মধুর বোলে,
কভু বা দুহিতা-ছলে সুধাই গো কত ভাষে,
কভু পুনঃ ভগ্নীবেশে ব'সে থাকি তব পাশে।
আমি লতা, আমি ফুল, আমি সিন্ধু, স্রোতস্বিনী,
আমিই চন্দ্রিকা, বায়ু, আমি ঊষা, নিশীথিনী,
আমি সেই ঝঞ্ঝাবাত, আমি সে জলদ-ঘটা,
আমিই কুলিশ-নাদ, আমি সে বিজলী-ছটা;
রূপ আমি, রস আমি, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আমি,
চিন্তা আমি, বুদ্ধি আমি, আমি তব অন্তর্যামী;
আমি না থাকিলে তুমি কেহ নয়—কেহ নয়,
জড়ের অধিক জড়,—গুণহীন, শূন্যময়!

"শুন তুমি, কেন তোমা এখানে এনেছি হরি।
জানি আমি প্রীতি তব অচলা আমার' পরি;
হেরিলে আমার হাসি ভাস তুমি সুখ-নীরে,
আমার বিষাদ ছায়া ছায় তব মুখটীরে;
একপ্রাণে মোর সাথে তুমি মিশাইতে চাও,
মিশেও মেশে না দেখে কত তুমি ব্যথা পাও।

"তোমারে ভুলা'য়ে হেথা আনিয়াছি তাই আজ,—
পরিব যতনে আজি মনোমত নানা সাজ।
যে বেশ দেখিয়া মোর আজি তুমি শিহরিলে,
সেই বেশ আগে তুমি কত ভালবেসেছিলে;
বিকৃত তোমায়ো রুচি?—তুমিও কি চাহ মোরে
নিয়ত থকিতে বাঁধা দৃঢ় অধীনতা-ডোরে?

"আজি ঘোর অভিমান জেগেছে পরাণে মোর,
তাই ত ত্যজেছি ধরা, তাই ত সেজেছি চোর;
আমারে ক'রেছে সেথা দাসীর মতন যেন,—
কি হেতু সহিব আমি নিত্য অপমান হেন?
নরের করেতে আমি ক্রীড়ার পুতুল-প্রায়,—
কখন বা করে খেলা, কখন বা ঠেলে পায়।
কত কষ্ট সহেছিনু কেবল তোমার তরে,—
তোমারে ছাড়িতে মোর পরাণ কেমন করে।
আর সহিল না, তাই এখানে আসিনু চ'লে,
নূতন জগৎ এক রচিনু এ মরুস্থলে।
তুমি যাহা ভালবাস সবি হেথা রাখিয়াছি,
শোভার নূতন হাট সযতনে পাতিয়াছি।
তুমি আমি রব হেথা—অনন্ত মিলনে বাঁধা;
সংসারের কোলাহল হেথা নাহি দিবে বাধা।
বীণাপাণি, প্রিয়সখী মোর, রাজ-রাজেশ্বরী
এসেছেন সঙ্গে মোর পাপ-ধরা পরিহরি;
যথায় বসতি মোর, তথা তাঁর অধিষ্ঠান,
তিনি আমি ভিন্ন নই, দুইজনে একপ্রাণ।
চল বৎস, চল সখা, চল যাই তাঁর পাশে,
চল হে দুজনে মিলে তুষি তাঁরে প্রেম-ভাষে।"

বলিতে বলিতে কথা মেঘ হ'তে নেমে নেমে
প্রকৃতি দাঁড়া'ল পাশে,—হৃদয় পূরিল প্রেমে,—
সাদরে কোমল করে ধরিল কর আমার,
শূন্যেতে চলিনু উভে—পদতলে পারাবার!

রাজকুমার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্য প্রেম।

এক দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একটী বালক ও বালিকা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বাটী আসিতেছিল। বালকটী নানাবিধ কথা কহিতেছে কিন্তু বালিকা বাঙ্‌নিস্পত্তি না করিয়া অনিমেষ লোচনে বালকের মুখের দিগে তাকাইয়া আছে, যেন কলের পুতলীর ন্যায় তাহার দেহে আত্মভর দিয়া চলিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন বালকটী বালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "কমল, এখন তুমি বাড়ী যাও!"

কমলের যেন চট্‌কা ভাঙ্গিল, সে কহিল, "তুমি আমাদের বাড়ী যাবে না?"

"না কমল—সে দিন আমি যাওয়াতে তোমার বাবা তোমাকে কত বকিয়াছিলেন, আমার ভয় হয় পাছে তোমাকে প্রহার করেন; তিনি যে রাগী!"

কমল কিছু বিষণ্ণ হইয়া কহিল, "তা হউক তুমি চল; আমি তোমাকে লুকাইয়া লইয়া যাইব, বাবা দেখিতে পাইবেন না। মা তোমাকে খাবার দিবেন এখন, তুমি ত জান মা তোমাকে কত ভালবাসেন!"

"তা জানি—তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, কিন্তু তোমার বাবা যে কেন আমার প্রতি এত বিরক্ত তাহা বলিতে পারি না, জানি না তাঁহার চরণে আমি কি অপরাধে অপরাধী! আমি গরিব—তোমাদের বাটী যাই—বোধ হয় তাহাতে তাঁহার কিছু মানের লাঘব হয় সেই কারণে তিনি অত রাগ করেন।" বালকের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

বালকের বিষাদিত ভাব দেখিয়া কমলেরও চক্ষে জল আসিল, সে তাহার হাত ধরিয়া কহিল "না রাজকুমার, সে জন্য নহে, উহার অপর কোন কারণ থাকিতে পারে! আমি মায়ের মুখে শুনিয়াছি তোমার বাবা মস্ত বড়

মানুষ ছিলেন—তুমি গরিব কিসের? তুমি চল—” এই বলিয়া বালকের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

রাজকুমার কহিলেন—“কমল, আমার বাবা বড় মানুষ ছিলেন কিন্তু আমি ত তাহার কিছুই পাইলাম না: আমি যে ভিক্ষা করিয়া খাই! তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিষয় আশয় সব গিয়াছে। আমি যাইলে যদি তোমার পিতা কোন গতিকে জানিতে পারেন তাহা হইলে বিষম অনর্থ হইবে। অতএব তোমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য আমি যাইতে ইচ্ছা করি না, এখন স্কুলে যা দুই এক দণ্ড দেখা হয়, হয়ত তাহাও বন্ধ হইবে!”

“রাজকুমার, সে জন্য তুমি ভাবিও না, তিনি যদি আমাকে ঘরে চাবি বন্ধ করিয়াও রাখেন, তবে তোমার সঙ্গে দেখা বন্ধ করিতে পারিবেন না, যদি তিনি তোমার সহিত কথা কহি বলিয়া আমাকে কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হন, আমি অম্লান বদনে মাথা বাড়াইয়া দিব তথাপি কথা কওয়া বন্ধ করিতে পারিবেন না, অতএব সে ভাবনা পরিত্যাগ কর”—এই বলিয়া কমল রাজকুমারের হাত ধরিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

কমল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারকে একটী ঘরে বসাইল এবং দৌড়িয়া তাহার জননীকে সংবাদ দিতে প্রস্থান করিল; কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার জননী আসিলেন এবং রাজকুমারকে পরম যত্ন করিয়া উপরে লইয়া গিয়া উভয়কে জলখাবার দিলেন। উভয়ে জল খাইলে, কমলের মাতা রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“রাজকুমার তুমি প্রত্যহ কমলের সঙ্গে স্কুলের ছুটির পর আমাদের বাড়ী আসিবে এবং জল খাইয়া উভয়ে খেলা করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী যাইবে; কেমন আসিবে ত?”

রাজকুমার বদনাবনত করিয়া কহিলেন—“মা আমি গরিব—ভিক্ষা করিয়া খাই—প্রত্যহ আপনাদিগের বাটীতে আসিতে সাহস হয় না, সে দিবস আসিয়াছিলাম তাহাতে কর্ত্তা বাবু কমলকে অতিশয় তিরস্কার করিয়াছিলেন; হ্যাঁ মা আমি আসিলে আপনাদের কি মানের লাঘব হয়?” তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।

রাজকুমারের কথা শুনিয়া কমলের মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল! তিনি মনের মধ্যে রাজকুমারের পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিয়া লইলেন, তাঁহার

নয়ন হইতে বারি বরিষণ হইতে লাগিল; অঞ্চল দ্বারা রাজকুমারের নয়ন জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—"না বাবা, তুমি ও কথা মনে স্থান দিও না, ইহা নিজের বাড়ী জ্ঞান করিয়া তুমি প্রত্যহ এখানে আসিও—আসিতে সঙ্কুচিত হইও না। এখন যাও দুই জনে ছাদে বসিয়া গল্প করগে।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মা প্রস্থান করিলে কমল রাজকুমারের হাত ধরিয়া ছাদে লইয়া গেলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে—নীল আকাশে তারকারাজি পরিবেষ্টিত চন্দ্রমা বিরাজিত, তাহার স্নিগ্ধ করজালে জগৎ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। অদূরে বাঁকা নদী শশধরের বিমল কৌমুদীরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া কল কল নাদে নাচিতে নাচিতে প্রবাহিতা হইতেছে। এক একটী বীচিমালার পশ্চাতে অসংখ্য বীচিমালা দৌড়িতেছে—আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক বীচিমালার অন্তরে কৌমুদী প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে রজতময় করিয়া তুলিয়াছে। বাঁকার প্রশান্ত বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী ভাসিয়া যাইতেছে; তাহাদিগের ক্ষেপণী আঘাতে বারির কৌমুদীভূষণ ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতেছে—এক চন্দ্র—শত শত ভাগে বিভক্ত হইতেছে আবার মিশিয়া যাইতেছে। কমলকুমারী ও রাজকুমার ছাদে বসিয়া বাঁকার এই শোভা দেখিতেছিলেন।

রাজকুমার বসিয়াছিলেন কমল তাঁহার কোলে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। কমল কোলে শুইয়া শুইয়া আকাশে তারা গণিতেছিল আর এক এক বার চাঁদের সহিত রাজকুমারের বদন চন্দ্রের তুলনা করিয়া দেখিতেছিল কাহার শোভা অধিক; অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া 'কে সুন্দর'—কমল তাহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া এক দৃষ্টে রাজকুমারের বদন পানে চাহিয়া রহিল, তাহার বোধ হইল—চাঁদের চেয়ে রাজকুমারের বদন উজ্জ্বল ও সুন্দর! রাজকুমার বসিয়া ভাবিতেছেন—নিজের অবস্থা, কমল, তাহার মাতার স্নেহ, তাহার পিতার ক্রোধ, ভাবিতে ভাবিতে এক এক বার তাঁহার বদন বিষণ্ণ হইতেছে—যেন পূর্ণ চন্দ্রকে মেঘ আসিয়া ঢাকা দিল আবার আশা বায়ু সঞ্চার হইয়া সে মেঘ সরিয়া যাইল—মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় তাঁহার বদন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল; বালিকা এক

দৃষ্টে সেই শোভা দেখিতেছিল। ধীরে ধীরে রাজকুমারের নয়ন আসিয়া কমলের বদনের উপর পতিত হইল, কমলকে এক দৃষ্টে তাকাইতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কমল এক দৃষ্টে কি দেখিতেছ?"

কমল ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"চাঁদের সহিত তোমার মুখের তুলনা করিয়া দেখিতেছি।"

রাজকুমার এই কথা শুনিয়া হাসিলেন, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি তুলনা করিতেছ?"

ক। কে সুন্দর!

রা। কি দেখিলে?

ক। দেখিলাম চাঁদ অপেক্ষা তোমার বদন মনোহর!

রা। কেন, আমি কি এতই সুন্দর?

ক। আমার ত ইহাই ধারণা, তোমার কি বিবেচনা হয়?

রা। আমার বিবেচনায় তুমি আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে সুন্দর!

কমল ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"হইতে পারে!"

রা। হাসিলে যে?

ক। তুমি চাঁদ কি জান?

রা। না—

ক। আমি জানি। আমি বাবার মুখে শুনিয়াছি যে চাঁদ পৃথিবীর মত আর একটী প্রকাণ্ড জড় পদার্থ। উহার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িলেই দূর হইতে ঐরূপ মনোহর দেখায়। সূর্য্যের দিগে লোকে তাকাইতে পারে না—কিন্তু দেখ তাহার জ্যোতিতে যে জ্যোতিঃবান তাহার কিরণ কত মধুর—কত স্নিগ্ধ, আর সূর্য্য অপেক্ষা লোকে তাহাকে কত আদর করে। তদ্রূপ আমি তোমার নিকটে আছি বলিয়াই তুমি আমাকে তোমাপেক্ষা সহস্র গুণে সুন্দর দেখ।

রা। আমি শুনিয়াছি যে যাহাকে ভালবাসে, সেই ভালবাসার বস্তু যদি অতি কদর্য্য ও কুৎসিত হয়, তথাপি তাহার চক্ষে অতিশয় সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। কমল তুমি কি আমায় ভালবাস?

ক। আমি জানি না!

রা। বল কমল—এক বারটী বলিয়া আমার এ দগ্ধ হৃদয় শীতল কর!

কমল তখন রাজকুমারের ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে কহিল—"বাসি" লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ হইল। রাজকুমারের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি দুই হস্তে বালিকার সেই মনোহর মুখোত্তলন করিয়া গণ্ডে একটী চুম্বন করিলেন।

এমন সময় কমলের মাতা ডাকিলেন, উভয়ে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুমূর্ষু।

বেলা আন্দাজ দশটা—এমন সময় একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক একটী ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টকস্তূপরাশির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে; দালান, দরদালান, সুসজ্জিত বৈঠকখানা, দ্বিতল হর্ম্ম্য, ইন্দ্রালয় তুল্য সুদৃশ্য বহুজন-কোলাহল-পূর্ণ আবাস, কালের কঠোর শাসনে ধরাশায়ী হইয়াছে। তাহাতে নানাবিধ বন্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া "চিরদিন, কভু সমান না যায়" এই মহাবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

মানব!—তুমি অতুল বিক্রমশালী—রাজরাজেশ্বর—তোমার অসংখ্য সৈন্য—কুবেরের ভাণ্ডারের ন্যায় তোমার রত্নরাজি—পৃথিবীর নৃপতিমণ্ডলী তোমার দ্বারস্থ—তোমার ভয়ে জগতের লোক বিকম্পিত—সকলেই তোমার করুণার নিমিত্ত করজোড়ে দণ্ডায়মান,—কিন্তু এমন সময় আসিতে পারে, যখন তোমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, বিপুল ঐশ্বর্য্য, ভুবন বিজয়ী সেনা ও সেনাপতি, কালের অতল গর্ভে নিমগ্ন হইবে;—তুমি পথের ভিখারী হইয়া নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবে। সে কথা কি ভাবিয়া থাক? না কেহই তাহা ভাবে না,—"আমি মরিব—আমার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইবে—দারা পুত্র—পিতা মাতা—ভাই ভগ্নী সকলেই ছাড়িয়া যাইবে"—এ কথা যদি নিরন্তর সকলের মনে উদয় হইত—এই কথা ভাবিয়া যদি লোকে বিষয় কর্ম্ম করিত—তাহা হইলে সংসার অরণ্য হইত—এবং

সকলে, উদাসীন হইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কারণ, ভাবিত—যখন ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইবে তখন উহার নিমিত্ত কেন দেহকে অকারণ ক্লেশ প্রদান করি—অথবা যে দেহ অচিরে নষ্ট হইবে তখন তাহার জন্য এত কষ্ট কেন সহ্য করিব—তাহাতে ফল কি? বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় মনকে রত করিতে পারিলে পরকালে ফল পাইব। তাই বলিতেছি—সংসার নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাস হইত।

বালক কিছুক্ষণ ইষ্টকরাশির উপর দাঁড়াইয়া ভগ্ন অট্টালিকা দর্শন করিল—অজ্ঞাতে দুই তিন ফোঁটা তাহার গণ্ড বহিয়া মৃত্তিকাস্পর্শ করিল। একটী উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত, হস্তে নয়ন মর্দ্দন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথের মধ্য দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। বাটীর ভিতর আছে কি?—কেমন করিয়া বলিব—যাহার বিপুল ঐশ্বর্য্য—রাজপ্রাসাদের ন্যায় বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার এক খানি সামান্য মাটির ঘর—চারি ধারে বাঁশের বেড়া—উলুতে ছাওয়া—খুব নিচু—ভূমি হইতে তিন হস্ত উচ্চ—গৃহদ্বার তালপত্রের আগড়ে বদ্ধ—ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে মস্তকে চাল স্পর্শ করে—এ কথা কেমন করিয়া বলিব? ধিক্ নিষ্ঠুর কাল!—তুমি বিশাল রাজ্যকে মরুভূমে, অনন্ত গভীর সাগরকে জনপদে পরিণত করিয়া কি খেলা খেল?—যাহার একটীমাত্র সন্তান—অন্ধের নয়ন—দরিদ্রের অমূল্য রত্ন—যাহার উপায়ে পরিবার প্রতিপালিত হয়—তাহাকে হরণ করিয়া তোমার কি আনন্দ হয়?—পতিপ্রাণা সতীর জীবন সর্ব্বস্বকে কাড়িয়া লইয়া তোমার কি বীরত্ব প্রকাশ হয়?—মাতার হৃদয়ভেদী ক্রন্দন—সতীর মলিন বদন—পিতা-ভ্রাতা-সন্তান-গণের বিলাপে হিমাদ্রি দ্রব হয়!—তোমার হৃদয় কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন? দয়া কি তোমার নাই?—ঈশ্বর তোমাকে কি পদার্থে সৃজন করিয়াছেন—বুঝিতে পারি না!

বালক প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"দিদিমা!" ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টক-রাশির মধ্যে তাহার প্রতিধ্বনি হইল—কেহ উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় ডাকিল—"দিদিমা!—ও দিদিমা!" গৃহাভ্যন্তর হইতে শব্দ হইল—"রাজকুমার"—সে স্বর মনুষ্যের বলিয়া বোধ হয় না। সেই শব্দ শুনিয়া রাজকুমারের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—তিনি দ্রুতবেগে আগড়

ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর অবশ হইয়া আসিল—তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন ;—তাঁহার দিদমার মুমূর্ষু অবস্থা—জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ,—চক্ষু জ্যোতিঃ-হীন হইয়াছে,—দৃষ্টি ঊর্দ্ধগামী—কণ্ঠে এক অস্ফুট যাতনাসূচক শব্দ নির্গত হইতেছে। তিনি সজলনয়নে দিদিমার মুখের নিকট মুখ লইয়া ডাকিলেন—"দিদিমা—ও দিদিমা—এমন করিতেছ কেন?" কে উত্তর দিবে—দিদিমার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই।—অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধার কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইল—উত্থিত নয়ন রাজকুমারের বদনের উপর পতিত হইল। রাজ-কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদিমা অমন করিতেছ কেন?"

বৃদ্ধা কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না—নয়নজলে উপাধান ভিজিয়া গেল, ধীরে ধীরে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা গৃহের কোণে দেখাইয়া দিলেন। রাজকুমার চাহিয়া দেখেন,—কোণে একটী বোতল—তাহাতে গঙ্গাজল আছে ;—তিনি উঠিয়া তাহা পাড়িয়া আনিলেন এবং একটী পাত্রে করিয়া দিদিমার বদনে গঙ্গাজল দিলেন। বৃদ্ধা জল পান করিয়া যেন কিছু সুস্থ হইল এবং একটু বিশ্রাম করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "রাজকুমার—রাজকুমার—ভাই আমি চলিলাম—এ জগতে তোমায় আমায় আর সাক্ষাৎ হইবে না,—মরি আমি তাতে কষ্ট নাই—কারণ আমার মরিবার সময় হইয়াছে, কিন্তু তোমার কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—তুমি বালক, কে তোমাকে যত্ন করিবে?—সময়ে কে তোমাকে আহার করাইবে?—কেউ নাই? গ্রামে—পাপ রাজীব-লোচনের জন্যে সকলেই বিপক্ষ,—তুমি অনাহারে মরিয়া গেলেও কেহ তোমাকে দেখিবে না ;—তুমি রাজার ছেলে—অতি আদরের সন্তান—শত শত দাসদাসী তোমার সেবায় নিযুক্ত ছিল—কিন্তু আজ তুমি কাঙ্গাল—তোমার সোণার সংসার আজ শ্মশানে পরিণত—তাহাও ঐ পাপ রাজীব-লোচনের কৌশলে! শুন বলি—গলা শুকাইয়া গিয়াছে একটু জল দাও—"

রাজকুমার জল দিলেন ;—বৃদ্ধা জল পান করিয়া পুনরায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন—"শুন বলি—ঐ রাজীবলোচন তোমার পিতার এক জন কর্ম্মচারী ছিল—এখন তুমি এক মুষ্টি অন্নের জন্য

লালায়িত—কিন্তু তোমার বাড়ী প্রত্যহ কত শত অতিথি আহার পাইত। হা বিধাত!—কি পাপ দেখিয়াছিলে!—কি পাপ দেখিয়া এই দুগ্ধপোষ্য বালককে দারিদ্র্য-জালে নিক্ষেপ করিলে?"

বৃদ্ধার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল—শোকে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল,—নয়ন হইতে বারি বরিষণ হইতে লাগিল, কিছু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বৃদ্ধা পুনরায় কহিতে লাগিলেন—"রাজীবলোচন তোমার বাড়ীর এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিল—পুত্র অপেক্ষাও তোমার পিতা উহাকে স্নেহ করিতেন—এমন কি, বিষয়ের দলিল পত্র উহার নিকট রাখিয়া বিশ্বাস করিতেন—পাপী বিশ্বাসঘাতক!—তাহার ভাল প্রতিফল দিয়াছে! যখন তোমার চারি বৎসর বয়স, তখন তোমার মাতার মৃত্যু হয়; সেই সময় আমি আসিয়া তোমার লালন পালনের ভার গ্রহণ করি; তাহার পাঁচ ছয় দিবস পরে ওলাউঠা রোগে হঠাৎ তোমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তোমার অভিভাবক আর কেহই রহিল না, সংসারে আমি ও রাজীব-লোচন ভিন্ন আত্মীয়ের মধ্যে আর কেহই ছিল না; পামর সুযোগ পাইল—জাল উইল এবং জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিল; আর জাল খৎ প্রস্তুত করিয়া হাজার টাকা ঋণ দাঁড় করাইল ও সেই জাল পাওনাদারদিগের দ্বারা মকদ্দমা করাইয়া স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সমুদায় বিক্রয় করাইয়া দিয়া এবং নিজে আলাহিদা বাড়ী করিয়া এ স্থান হইতে চলিয়া গেল। দলিল দস্তবেজ যা ছিল, মায় সাদা কাগজ খানি পর্য্যন্ত, সমস্ত লইয়া গেল—তোমাকে পথের ফকির করিল। আমি তাহার পায় ধরিয়া কাঁদিয়া 'যত্ত দিবস তুমি সাবালক না হও তত দিবস চারিটি করিয়া খাইতে দেয়।' এই ভিক্ষা চাহিলাম, সে কথা শুনিয়া, পাপ যে উত্তর করিল,—তাহাতে মরা মানুষও জীবিত হইয়া উঠে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট যাইলাম; কিন্তু দুর্বৃত্ত গ্রামের লোককে এমনি বশীভূত করিয়াছে যে কেহই পামরের বিপক্ষে সাহায্যদানে স্বীকৃত হইল না; কি করিব স্ত্রীলোক, চুপ করিয়া রহিলাম—আর একটু জল দাও!"

রাজকুমার পুনরায় জল দিলেন, বৃদ্ধা জল পান করিয়া কহিলেন,

"ভিক্ষা করিয়া তোমাকে মানুষ করিতে লাগিলাম। পরে অনেক কৌশল—অনেক ফন্দি করিয়া আসল ও জাল সমস্ত দলিল পত্র বাহির করিয়া আনিয়াছি, সে তাহার কিছুই জানে না; তুমি সাবালক হইয়া পাপীর নামে নালিস করিয়া তোমার বিষয় বাহির করিয়া লইবে—কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি দেখিয়া যাইতে পারিলাম না; যাউক সে বিষয়ে আমি আর ক্ষোভ করিব না।—তোমার সমস্ত দলিল ঐ কোণে—"

এই বলিয়া সেই স্থান দেখাইবার নিমিত্ত বৃদ্ধা হস্ত উত্তোলন করিলেন, হাত উচু হইয়াই রহিল—মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না—চক্ষু কপালে উঠিল—জীবন বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া রাজকুমার ভীত হইলেন—"দিদিমা—দিদিমা" বলিয়া অনেক ডাকিলেন; কিন্তু কে উত্তর দিবে? যে কথা কহিতেছিল সে দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ ভূতে মিশাইয়া গিয়াছে। তিনি গায় হাত দিলেন, দেখিলেন অঙ্গ বরফাপেক্ষা শীতল, নাসিকায় হাত দিয়া দেখিলেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে! তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। এ সংসারে দিদিমা ভিন্ন তাঁহার আর কেহই ছিল না; দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে, দিদিমা; বাল্যকালে পিতামাতা হারা হইয়াছেন; যদি দিদিমা না থাকিতেন তাহা হইলে এত দিবস হয়ত তাঁহাকেও পিতামাতার সঙ্গী হইতে হইত। যে দিদিমার অপরিসীম যত্নে তিনি এত বড় হইয়াছেন—যে দিদিমা ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানিতেন না। আজ সেই দিদিমা তাঁহাকে অকুল সংসার সাগরে একক রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? এত স্নেহ—এত যত্ন—হাঁটিয়া গেলে যিনি বক্ষে বেদনা পাইতেন—একবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িলে যিনি শতবার "ষাট" বলিতেন—এক বিন্দু নয়ন জল দেখিলে যাঁহার চক্ষে শতধারা বহিত,—আজ তিনি কোথায়? এই যে শত শত দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে—কৈ একবার ত কেহ "ষাট" বলে না,—এক ফোঁটার স্থানে সহস্র ফোঁটা চক্ষের জল পড়িতেছে—বুক ভাসিয়া যাইতেছে—দৌড়িয়া আসিয়া কেহত নয়নজল মুছাইয়া দিল না?—কে দিবে? আজ দিদিমা নাই!—সংসারের গতিই এই—সম্বন্ধ জীবনাবধি—এই বাক্যেই সংসার চলিতেছে। রাজকুমার ভাবিলেন মানুষ মরিয়া কি হয়? (ক্রমশঃ)

বিদায়-গাথা।

(১)

ঢাকার কমিশনর শ্রীযুক্ত উর্সলি মহোদয়ের বিদায়োৎসব উপলক্ষে
ঢাকাবাসীদিগের আক্ষেপ-সঙ্গীত।

কর্ণাটী—ঠুংরি।

নিবিল তপন, আঁধারি হৃদয়-গগন;
খেদে কাঁদে পরাণ!
মনোসাধ সব টুটিল, কতবিধ বাসনা ফুরাল;
পূর্ব্ব বাঙ্গালায়, ধর্ম্মপুত্র-প্রায়,
ধরম-বিচার, করিলে প্রচার;
সুশাসন গুণে, সবে একতানে,
মহিমা তোমার, করিতেছে গান;
সুযশ রটিল, কত গৌরব ছুটিল, সর্ব্বজন, সুখে মগন!
কেমনে তোমায়, দিবহে বিদায়,
তুমি যে বড়, আদরের ধন;
ধার্ম্মিক সুজন, সদ্গুণ-ভূষণ,
ছাড়িতে তোমায়, নাহি চাহে প্রাণ;
দরিদ্র বাঙ্গালী, প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি, দিনু করে, কর গ্রহণ।

---

(২)

গ্রেট্ বেঙ্গল্ সার্কস্ সম্প্রদায়ের গীত।

আশামিশ্র—সুরফাঁকতাল।

পূর্ব্ব বঙ্গ-গগন, আঁধারিয়ে এখন,
ডুবিলরে চন্দ্রমা!
হৃদয়-আকাশে, মানস-সরসে,
ঢালিলরে কালিমা!
সর্ব্ব গুণ-চূড়ামণি, ধার্ম্মিকের শিরোমণি,
সুশাসক মাঝে তুমি, রাজিছ উচ্চ উপমা!
না জানি কি ভাগ্যবলে, কত শত পুণ্য ফলে,
হেরি এ পবিত্র স্থলে, হেন সুন্দর সুষমা!
আশীষ করিনু সবে, যেথা যাবে সুখে রবে,
গাব চির উচ্চরবে, তোমার গুণ গরিমা!

গ্রাহক মহোদয়গণের প্রশংসা-পত্র।

(নিম্নের পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত হইল।)

ঘোষগাঁও স্কুল।

২০। ৯। ৮৯।০

শ্রীযুক্ত "গান ও গল্প" কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু—

মান্যবরেষু—আপনাদের প্রেরিত (একত্রে তিন সংখ্যা) "গান ও গল্প" পাইলাম। পর-পদ-পিষ্ঠ শোকদুঃখানুতাপ জড়িত ভারতে, "গান ও গল্প" এক অপূর্ব্ব—নূতন জিনিষ! বহু দিন এরূপ উচ্চ ধাতুর জিনিষ দেখি নাই। বহু দিন ঈদৃশ প্রাণ-মন-মুগ্ধকরী প্রকৃতির সুধাস্রাবী সঙ্গীত শুনি নাই। সঙ্গীতগুলি পড়িয়া যাওয়ার পরেও, যেন তাহার মিঠা-সুর বহুক্ষণ কাণে বাজিতে থাকে। এমন ভুবন-ভুলান গান, এমন মন-হরা কবিতা, এমন প্রাণ-ঢালা জীবন্ত গল্প, সচরাচর আজ কালের বাজারে বিকায় না। আজ বহু দিন পরে,—সাধনার মহামন্ত্র—প্রাণের জীবন্ত-কবচ—ভারতের প্রণষ্ট-গৌরব—তান-মান-লয়যুক্ত গান গাহিয়া সুখী হইলাম।

"গান ও গল্পে"—সম্পাদক-লিখিত "রাজা গণেশ" নামক একটী প্রথম-শ্রেণীর উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। যেটুকু প্রকাশ হইয়াছে—যেটুকু পড়িলাম, তাহাতেই আত্ম-হারা হইয়াছি। ইহার সম্পূর্ণাংশ পড়িবার জন্য, বঙ্গবাসীমাত্রেরই হৃদয় যে অধৈর্য্য হইয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

মতি বাবু উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র,—তাঁহার ভাষা বড়ই মনোহারিণী! বড়ই আবেগময়ী! যেন স্বপ্নময়!—কবিতাময়!—প্রাণময়!—রক্তময়!—সর্ব্বময়। যোগিঞা রাগিণীর ন্যায়—মরীচিকার ন্যায়,—প্রাণের উপর ভাসিয়া বেড়ায়! তাহাতে এমনই একটা মাদকতা আছে—যে পড়িতে পড়িতে প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে—বিভোর হইয়া যায়! নবীন-কবি-রচিত পুস্তকের প্রত্যেক বর্ণই—যেন গলিয়া—সুধাধারা হইয়া, প্রাণের নিভৃত-কক্ষে প্রবেশ করে! তাঁহার মধুস্রাবী-ভাষা বস্তুতঃই প্রশংসার যোগ্য। যেমন জলন্ত,—তেমনই প্রাঞ্জল; যেমন গম্ভীর,—তেমনই উদ্দীপক,—যেমন লীলাময়,—তেমনই মধুর,—মদময়! জ্যোৎস্নাময়!—কেমন একটা "নূতনের" সহিত পঞ্চমে বাঁধা!—প্রকৃতির সুমধুর সঙ্গীত! জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা,—মতি-বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া, উপযুক্ত প্রতিভায়, বাঙ্গালার সমস্ত সাময়িক-পত্রের শ্রেষ্ঠ—বাঙ্গালীর নূতন-সৃষ্টি—"গান ও গল্পের" শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে থাকুন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] পৌষ, ১২৯৬ সাল। ৯ম সংখ্যা]

সুরদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সু। আমি কাশী হ'য়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি—এরা আমার সঙ্গী।

কা। আমি তোমার কেনা চাকর। তুমি আমার ছেলেকে আরাম ক'রে দিয়েছ। তোমাকে পথ ব'লে দেবো সে কি একটা বড় কথা? তোমার জন্য আমি জান দিতে রাজী আছি!

সু। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ বনের মধ্যে কেন?

কা। আমি এখানে কেন? তা জান না? এই যে বাড়ীটা দেখ্‌ছ, এটা জেল। আমি এই জেল রক্ষা করি।

সু। তুমি একলা জেল রক্ষা কর? কই, আর কা'কেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না?

কা। (চতুর্দ্দিক্‌ চাহিয়া) দেখ, তুমি হ'চ্ছ আমাদের প্রাণদাতা—তোমার কাছে মিথ্যা ক'ইলে জেহন্নমে প'চ্‌তে হবে। জান না? আর তুমি

কেমন ক'রেই বা জা'নবে! এই সহরে বড় গোলযোগ হ'য়েছে! নবাবের ভাই নবাবকে কেটে ফেলে নিজে নবাব হ'য়েছে। নবাব সাহেবের একটী ছোট ছেলে আছে। আজ তা'কে এই অন্ধকার বাড়ীতে পুরে রেখে গেছে। আমি না কি অনেক দিনের চাকর, তাই আমাকে এখানে চৌকী দিতে দিয়েছে।

সু। কি ভয়ানক! বুঝেছি এটা গুপ্ত কারাগার।

কা। হাঁ! হাঁ!

সু। দেখ, তোমার ভাল হবে, তুমি একে রক্ষা কর। আহা! ঐ বালক অন্ধকার কীটপূর্ণ দুর্গন্ধ কারাগারে কতই যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে! তুমি একে রক্ষা ক'রে আমাকে চিরকালের জন্য বাধ্য ক'রে রাখ।

কা। দেখ, তুমি আমার অনেক উপকার ক'রেছ। তুমি আমাদের জান দিয়েছ। আমি তোমার কাছে অনেক ঋণী আছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাকে মাপ কর। আমি নেমক্ খেয়ে নেমক্‌হারামী ক'রতে পা'রব না।

সু। না, একে রক্ষা ক'রলে নেমকহারামী হবে না। একে যদি না রক্ষা কর, তবেই নেমকহারামী হবে। তুমি যা'রই চাকর থাক না কেন, সকলেই নবাবের টাকা খেয়েছ। গোলাম কাদেরই জোয়ানপুরের যথার্থ নবাব। তাঁ'র পুত্রকে রক্ষা ক'রলে অধর্ম্ম হবে না। এক জন নরঘাতক ডাকাতের হাত থেকে এক জন অসহায় বালককে উদ্ধার ক'রলে নিশ্চয় ধর্ম্ম হবে। একে রক্ষা না ক'রলে নিশ্চয়ই নরকে যাবে, বিলম্ব ক'রো না। বিলম্বে বিপদ্ ঘ'টতে পারে।

ক। আমার দশা তা' হ'লে কি হবে?

সু। তুমি পালাও। আমরাও নবাবজাদাকে নিয়ে পালাই।

কা। তুমি আমার ছেলের প্রাণ দিয়েছ। আর যখন তুমি ব'লচ এতে ধর্ম্ম হবে, তখন অবশ্যই ধর্ম্ম হবে। তবে আর বিলম্বে কাজ নাই।

(কারাগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন)

ন-পু। ওরে বাবা রে!

কা। ভয় নাই। তোমাকে আমি উদ্ধার ক'রব। বেরিয়ে এস।

(নবাবপুত্রের বহির্গমন)

সু। এস, তুমি আমাদের সঙ্গে এস।

কা। সেলাম! আমি পালাই! তোমরাও পালাও!

(প্রস্থান)

সু-সঙ্গী। আপনি কাজটা ভাল ক'র্‌লেন না।

সু। বিপন্নকে উদ্ধার করার চেয়ে আর কি ভাল কাজ আছে?

সু-সঙ্গী। যদি ধরা পড়ি সকলের প্রাণ যাবে!

সু। যায় যাক্! সৎকর্ম্ম ক'র্‌তে গেলে কি প্রাণের মায়া ক'র্‌তে আছে? প্রাণ যাবে ব'লে কি একজন নিরীহ বালককে বাঘের মুখে দেবো? এখন চল, শীঘ্র যাই!

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রতাপগড়ের পথ—পথিপার্শ্বে কুটীর।

সুরদাস, নবাবপুত্র প্রভৃতির প্রবেশ।

সু। আর নগরের ভিতর গিয়ে কাজ নাই। এই কুটীরে আজকার জন্য আমরা আশ্রয় পেতে পারি। কুটীরবাসী দরিদ্রদিগের বরং দয়া আছে, তবু প্রাসাদবাসী ধনীদিগের দয়া নাই! তা'রা ক্লান্ত দরিদ্র পথিকের কষ্ট বুঝ্‌তে পারে না!

গণেশ সিংহের প্রবেশ।

গ। ও কে, সুরদাস? এস, ভাই, এস, তুমি কি কাশী থেকে ফিরে আ'স্‌ছ?

সু। হাঁ। (বিস্ময়ে) আপনার এ বেশ কেন?

গ। কেন, পরে শুন্‌বে। এখন আমাদের কুটীরে একটু বিশ্রাম ক'র্‌বে এস।

সু। (বিস্ময়ে) কুটীরে!

গ। 'কুটীর' শুনে বিস্মিত হ'চ্ছ? এই যে আমাদের কুটীর। মহারাজও এখানে আছেন। আমি মহারাজকে খবর দিই।

(প্রস্থান)

ন-পু। ইনি কে?

সু। ইনি প্রতাপগড়ের মন্ত্রী!

ন-পু। মন্ত্রী! এখানে কেন?

সু। তা' ত বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না।

রামভজনের প্রবেশ।

রা। ভাই, সুরদাস এসেছ? (আলিঙ্গন করিয়া) আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি তোমাকে না চিনে তোমার মনে কত কষ্ট দিয়েছি। তোমার প্রাণনষ্ট পর্য্যন্ত ক'র্‌তে গিয়েছিলাম। আমি তোমার মত হরি-ভক্তকে যখন যন্ত্রণা দিয়েছি, তখন আমার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

সু। মহারাজ, আপনি আমার কাছে কাতরতা ক'র্‌বেন না; আমি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট নহি; কিন্তু আপনি এখানে কেন? আপনার এ বেশ কেন?

রা। যে দিন গণেশ ফিরে এলো, সেই দিন আমি তা'র মুখে তোমার উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় পেয়েছি। সেই দিন থেকে আমার মন কেমন অস্থির হ'ল ও সংসার সুখে বিরাগ জন্মা'ল। আমি আমার ভাগিনেয়কে রাজা ক'রে ভগবানের সেবা ক'রবার জন্য এই নিভৃত কুটীরে বাস ক'র্‌ছি।

সু। মহারাজ, আপনি আজন্ম সুখে ছিলেন, আপনার কি ব্রহ্মচর্য্য সাজে? এতে আপনার বড় ক্লেশ হবে।

রা। ক্লেশ?—ক্লেশ কেবল মনের ভ্রম!
সুখ দুঃখ ভাই, সকলি অলীক!
যদি এই তনু মাটিতে মিশাবে—
বিচিত্র বসনে, সুন্দর ভূষণে
কিবা কাজ তবে? যেই কলেবর
ধূলায় লোটাবে, আগুনে পুড়িবে,
ভস্ম হবে অবশেষে, তবে ভাই
কি কাজ তাহাতে চন্দন লেপনে?
মেদ, মাংস, ক্লেদ, অস্থি, শোণিত, শিরার
সমষ্টি শরীর, ব্যাধির আগার—
চর্ম্মে ঢাকা শুধু,—আবরিত কুষ্ঠ

যথা কৌষেয় বসনে! হেন ঘৃণ্য
কলেবরে কেন করিব যতন?
বাসনায় দিয়াছি আগুন জ্বেলে!
রাজপরিচ্ছদ ফোটে অঙ্গে সূচীপ্রায়;
স্বর্ণ-শিরস্ত্রাণ-ভারে কাতর মস্তক;
নিজ পাপভার বহিতে অক্ষম আমি;
গুরুতর রাজ্যভার বহিব কেমনে?

সু। আপনার কি পুত্র নাই?

রা। না, আমার পুত্র নাই, কন্যা নাই, ভার্য্যা নাই। আমি সংসারে একা। আমি যথার্থই উদাসীন। (নবাব পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এ মুসলমান বালকটী কে?

সু। এটী জোয়ানপুরের নবাবের পুত্র।

রা। (নবাবজাদার হাত ধরিয়া) নবাবজাদা? তুমি একে কোথায় পেলে? সুরদাস, তোমার কি সকলই অদ্ভুত?

গোলাম কাদেরের প্রবেশ।

গো। কই? কই আমার পুত্র?

ন-পু। বাবা, তুমি এখানে? সকলের মুখেই শুন্‌লেম কে তোমায় খুন ক'রেছে!

গো। (পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া) আহা! তোরে যে আর কখন দেখ্‌তে পাব, তা' ত কখন মনে ছিল না। আয় বাপ কোলে আয়। আজ আমি জোয়ানপুরের রাজ্য পেলেও এত আনন্দিত হ'তেম না। আমার রাজ্য যা'ক ক্ষতি নাই। তুই যে প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছিস্ এই আমার পরম লাভ। আমি তোরে নিয়ে দিল্লীতে গিয়ে, বাদশার কাছে সমস্ত নিবেদন ক'র্‌বো। দেখ্‌বো, পাষণ্ড গোলাম আলীর তেজ কত। দেখ্‌বো ভ্রাতৃঘাতীর মুণ্ড ক'দিন তা'র স্কন্ধে থাকে। আমি বিশ্বাসঘাতকের রক্তে সয়তানের পূজা ক'র্‌ব।

ন-পু। বাবা, কাকা আমাকে জেলে রেখেছিল?

গো। জেলে? কে তোমাকে রক্ষা ক'র্‌লে বাপ?

ন-পু। (সুরদাসের প্রতি) ইনি।

গো। তুমি? তুমি ত বালক! বালক হ'য়ে তুমি আমার ছেলেকে দুর্দ্দান্ত শত্রুর হাত থেকে কেমন ক'রে রক্ষা ক'র্‌লে? এ যে অতি অসম্ভব কথা! আর তোমায় যেন কোথাও দেখেছি ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

সু। (অভিবাদন করিয়া) আপনি আমাকে জোয়ানপুরের জেলে দেখেছেন। আমি আপনার হুকুমে জেলে ছিলাম।

গো। ঠিক্! তুমি সেই! তোমাকে আমি বিনা দোষে জেলে রেখেছিলেম, আর তুমি আমার পুত্রকে জেল থেকে রক্ষা ক'রেছ! কিন্তু তোমার পক্ষে এ অদ্ভুত নয়! তুমি যে আল্লার নফর। তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আজ্ আমি মুক্তকণ্ঠে আবার স্বীকার ক'র্‌ছি আল্লাতে হরিতে প্রভেদ নাই! সকলে হরির জয় বল!

সকলে। জয় হরির জয়! হরির জয়!

গো। (সুরদাসের প্রতি) তুমি সাধু!

সু। নবাব সাহেব, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই ক'রেছি। এ জন্য সাধুবাদের প্রয়োজন নাই। আমি আপনার দাসের দাস হবারও উপযুক্ত নহি। আপনি আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন না। তা হ'লে আমি মনে ব্যথা পা'ব। বিশেষ আপনি রাজা, বয়সে আমার পিতার তুল্য। আপনি আমাকে পুত্রের মত দেখ্‌বেন, তা হ'লেই আমি কৃতার্থ হব।

গো। বাপ, একবার বল শুনি, কেমন ক'রে আমার পুত্রকে রক্ষা ক'রেছ।

রা। আপনার এরূপ জায়গায় অধিকক্ষণ থাকা উচিত নহে। আপনি ভিতরে এসে সমস্ত শুনুন। বিপদের সময় শত্রুর কাছ থেকে সদাই আশঙ্কা ক'র্‌তে হয়।

গো। তবে আসুন সকলে বাড়ীর ভিতর যাই। আপনারা আমাকে আশ্রয় না দিলে, এত দিন বোধ হয় মাথা থা'ক্‌ত না।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।—কুটীর।

তারাদেবী আসীনা।

তা। (গীত।)

আমার সমান কেবা আছে অভাগিনী।
নাহি আপনার কেহ (আমি) জনমদুখিনী!
ছিল পুত্র সুরদাস, ছিল কিছু সুখ আশ,
কর্ম্ম ফলে সে বিবাগী, ক'রে কাঙ্গালিনী!
জন্ম জন্মান্তরে কত করিয়াছি পাপ,
পতিপুত্রহীনা হ'য়ে সহি এত তাপ!
কাঁদিবার তরে ভবে হ'য়েছি কামিনী!
হরি সাধনায় দিব না বাধা, একবার আয় কাছে;
দেখি মুখশশী তোর, কত শুকায়ে গেছে—
কোথা ওরে সুরদাস, দরিদ্রের মণি!
(একবার) দেখে যারে বাপ, কাঁদে তোর কাঙ্গাল জননী।

হায়! সুরদাস আমায় ছেড়ে গেল! আমি আর কা'র মুখ চেয়ে প্রাণ ধ'র্‌ব? (অশ্রু মুছিয়া) আজ এক বছরের বেশী হ'ল, সুরদাস আমায় ছেড়ে গেছে। আঃ! আর কি তা'র চাঁদমুখ দেখ্‌তে পা'ব? দেখ্‌তে না পাই, সুরদাস আমার ভাল আছে কি না কে আমায় ব'লে দেবে। আহা! পথে পথে ঘুরে ঘুরে বাছার আমার কতই না জানি মুখখানি শুকিয়ে গেছে! বাপ, সুরদাস, একবার আয় বাপ! একবার এসে তোর মায়ের দশা দেখে যা! দেখে যা, দিবানিশি আমার চ'খে জল প'ড়্‌ছে! ঘুমালেও এ জল থামে না! এই কি তোর মাতৃভক্তি? হরিসেবা তোর কর্ত্তব্য,—মাতৃসেবা কি তোর কর্ত্তব্য নহে? তোর কি একবারও আমার জন্য মন কেমন করে না? তুই কেমন ক'রে স্থির হ'য়ে আছিস্? (অশ্রুত্যাগ) সুরদাস আমার এক দিনও কখন আমা ছাড়া থাকেনি; সে সুরদাস আজ এক বছর কি ক'রে আমায় না দেখে আছে? আমার পিতৃ কুলে কেউ নাই, মাতৃ

কুলেও কেউ নাই। আমি কেবল তোর মুখ চেয়েই সংসারে ছিলাম। যদি তুই গেলি, আমার বেঁচে সুখ কি? মরণও আমাকে ভুলেছে! আত্ম-হত্যা মহাপাপ—তা' না হ'লে আমি সরযূতে ডুবে ম'র্‌তেম। (অশ্রু মুছিয়া) কিন্তু ম'র্‌তেও ত পা'র্‌ব না। তোকে একবার না দেখে ত ম'র্‌তে ইচ্ছা যায় না। আশা মানুষের জীবন। বুঝি সেই আশাতেই আমার প্রাণ এখনও দেহে আছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

এক জন বৃদ্ধার প্রবেশ।

বৃ। তারা, আর কাঁদিস্‌নে। এইবার তোর সুরদাস আ'স্‌ছে।

তা। দিদি, আর কি সে আশা আছে? আর কি আমার সুরদাস ঘরে ফিরে আ'স্‌বে? আর কি সে দিন হবে? যে সুরদাস এক দিনও কোথাও থাকেনি, সে আজ এক বছর যখন বাড়ী ছেড়েছে, তখন আর কি তা'কে দেখ্‌তে পাব দিদি? সে কি আর আ'স্‌বে?

বৃ। তুই কাঁদিস্‌নে, কাঁদিস্‌নে। আমি কি তোর সঙ্গে ঠাট্টা ক'র্‌ছি? আমি গোলাপের মাসীর মুখে শুন্‌লেম, অযোধ্যায় তা'র সঙ্গে সুরদাসের দেখা হ'য়েছিল। গোলাপের মাসী এই আ'স্‌ছে। তোর ছেলেও আ'স্‌ছে ব'ল্লে। আমি ত তোকে আগেই ব'লেছি যে সুরদাস আবার ঘরে আ'স্‌বেই আ'স্‌বে। সে কি তোরে না দেখে থা'কৃতে পারে? আজ ত সুখবর পেলি—এখন কিছু খা; না খেয়ে, না ঘুমিয়ে একেবারে মড়ার মত হ'য়ে গেছিস্‌!

তা। আগে সুরদাস আসুক—তা'কে দেখি, তবে খাবো! না দেখ্‌লে এ কথায় বিশ্বাস হবে না! হরির কাছে কত অপরাধী, নইলে কি আমার সুরদাস ফেলে পালায়। বাছার আমার প্রতি কত ভক্তি। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ; অমন ছেলে ভোগে হবে কেন? আমি রাক্ষসী, তাই এখনও বেঁচে আছি।

বৃ। তারা, মুখে জল দে; সুরদাস এসে তোরে এমনতর দেখ্‌লে কাঁ'দ্‌বে। (অঞ্চল দ্বারা তারার অশ্রুমোচন)

তা। দিদি, সত্যই কি আমার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লেগেছে? ওই শোন দিদি, সুরর গলার মত বোধ হ'চ্ছে না?

বৃ। হাঁ, তাই ত। ওই যে তোর সুরদাস আ'স্‌চে!

সুরদাসের প্রবেশ।

সু। মা, মা, আমি এসেচি। (উভয়কে প্রণাম)

বৃ। বেঁচে থাক।

তা। বাপ্‌রে, এতদিনে কি দুখিনীকে মনে প'ড়েছে (রোদন)

সু। আর কেঁদ না, মা! তোমার পায়ে পড়ি মা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি আর কখন তোমাকে ছেড়ে যাব না, যাব না।

(পদতলে পতন)

তা। আয় বাপ, কোলে আয়। এমনি করে কি রে মাকে কাঁদাতে হয়? এই কি তোর হরিসাধনা? কৃষ্ণসাধনা ক'র্‌লে কি কৃষ্ণের মত মাকে কাঁদাতে হয় রে?

সু। মা, আমি বুঝ্‌তে পারি নি। তুমি না সন্তুষ্ট হ'লে, আমার হরি-সাধনা বিফল। আমি তোমাকে কাঁদিয়ে অনেক বিপদে প'ড়েছিলেন। কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদে আমি ফিরে এসেছি। মা, তোমাকে এমন অব-স্থায় দেখ্‌বো জান্‌লে কখন যেতেম না।

তা। বাপ, আমি কেঁদে কেঁদে চ'খে ভাল দেখ্‌তে পাই নে। আমি ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাচ্চিনি তোর মুখখানি কত শুকিয়ে গেছে।

সু। না, মা, আমার ত মুখ শুকোয় নি। তুমি কিছু ভেবো না।

তা। বাবা, এবার যদি কোথাও যাস্‌, আমাকে নিয়ে যাস্‌। আমি তা' হলে খুসী হব। আমি তোকে হরি সাধনা ক'র্‌তে বাধা দেবো না।

সু। আচ্ছা মা। তোমায় এবার নে যা'ব। তুমি বৃন্দাবনে যাবে?

তা। বাবা, আমি মহাপাতকী। আমার কপালে কি বৃন্দাবন আছে? এখন চল কিছু খাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য—গঙ্গাতীরস্থ বন।

মৃতপ্রায় বটুক ভৈরব।

সুরদাস ও তারাদেবীর প্রবেশ।

সু। (গীত)

হের জাহ্নবী, হরি প্রেমধারা, ভক্তি তরঙ্গিনী!
প্রাণ মম চায় মিশাইতে প্রাণ পূত বারিধারা সনে!
প্রেমে যাঁর চন্দ্রমা তপন উঠিছে অম্বরে,
প্রেমে যাঁর বহিছে পবন, বারিদ বারি বিতরে,
ভক্তিভরে পদে তাঁ'র বারি ঢালে কল্লোলিনী।
প্রেমে যাঁ'র সুরভি কুসুম ফুটিছে কাননে,
যাঁর প্রেমে বিহঙ্গম সঙ্গীতে জুড়ায় মন,
তাঁ'রই প্রেমগান সুমধুর তানে গাইছে সুরধুনী।

মা, দেখ, কে ওখানে প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে। ওর গা দিয়ে রক্ত প'ড়্‌ছে! আহা! ওকে কে অমন ক'রে আঘাত ক'ল্লে!

তা। বাবা, বোধ হয় এখানে ডাকাতের ভয় আছে! চল, শীঘ্র শীঘ্র এখান থেকে চ'লে যাই।

সু। না, মা! ওকে অমন অবস্থায় দেখে চ'লে যাওয়া উচিত হয় না। এস না মা, ওর কাছে যাই, যদি জল টল দিলে বাঁচে। (বটুক ভৈরবের নিকট গিয়া) তুমি কে? কে তোমার এমন দশা ক'রেছে?

ব। আমি কে? আমি কে শুনে কাজ নাই ভাই! শুন্‌লে ঘৃণা হবে। আমি ঘোর পাতকী! আমাকে কে এমন ক'রেছে? হরি আমাকে শাস্তি দিয়েছেন—নইলে আর কে দেবে? আমি যে সকল কাজ ক'রেছি, তা'র পক্ষে এ শাস্তি অতি তুচ্ছ,—অতি সামান্য। ভাই, স'রে যাও, আমার কাছ থেকে স'রে যাও। কি জানি, যদি আমার গায়ের বাতাস লাগে—তোমার মনে কালী পড়ে—যদি আমার পাপ তোমার শরীরে যায়!

সু। তুমি ত পাতকী নও। তোমার কি আর পাপ আছে? তুমি যে

হরির নাম ক'রে রোদন ক'র্‌ছ। তোমার অনুতাপের আগুনে পাপ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে! হরি তোমাকে কৃপা ক'র্‌বেন।

ব। তুমি কে, আমায় বল। তুমি আমাকে যে আশ্বাস দিলে, তা'র জন্য তোমাকে প্রণাম করি। কিন্তু আমার পাপ সহজে যা'বার নয়! আমি অনেক পাপ ক'রেছি! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!

সু। আমার নাম সুরদাস।

ব। কে, সুরদাস?—গুরু? এস, একবার তোমার পা দুটী আমার মাথায় দাও। আমি কৃতার্থ হই! তুমি একবার সম্মুখে দাঁড়াও, তোমায় দেখি। দেখি, যদি সাধু দর্শনে কিছু পাপ নষ্ট হয়। তুমিই আমাকে সুপথ দেখিয়ে দিয়েছিলে। আমি তোমাকে দেখেই দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ছিলেম। আমি সেই নারকী বটুক ভৈরব!

সু। তোমার এমন দুর্দ্দশা কে ক'র্‌লে?

ব। আমি ডাকাতি ছাড়াতে আমার উপর আমার লোকদের রাগ হয়। আজ তা'রা আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে এই দশা ক'রেছে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়াতে তা'রা চলে গেছে। আমার চৈতন্য হবার কিছু পরে তুমি এসেছ।

সু। তোমার কি পিপাসা পা'চ্চে? জল এনে দেবো?

ব। নীচ নরঘাতী দস্যু আমি,
অত দয়া ক'রনা আমায়!
প্রাণভ'রে ঘৃণা কর মোরে!
দয়া প্রদর্শন করি নাই
কভু আমি! লাঠির আঘাতে
মোর, মরিয়াছে কতজন;
মুখে রক্ত উঠিয়াছে কত;
তা'রা কাতরে চেয়েছে জল;
দিই নাই কভু এক বিন্দু বারি!
কত নারী অনাথা ক'রেছি;
পুত্রহীনা ক'রেছি জননী;

সন্তানে ক'রেছি পিতৃহীন ;
তরী ডুবায়েছি কত শত ;
কত গ্রামে দিয়াছি আগুন ;
সর্ব্বনাশ-করি, কত জনে
করিয়াছি পথের কাঙ্গাল !
ঘৃণাপাত্র—কৃপাপাত্র নহি।
শাস্তি হ'য়েছে আমার।
পাষাণের চেয়ে হৃদয় কঠিন।
যাতনা না পেলে হবে না নরম !
বিনা যন্ত্রণায় পাপ যা'বে কিসে ?
যাতনায় গলুক হৃদয়,
ডাকি আমি কাতরে কেশবে !
না ডাকিলে কাতর অন্তরে,
না পাইলে মর্ম্মস্থানে ব্যথা,
হরি কেন করিবেন কৃপা ?

সু। দেখ, তুমি আমার কাছে দস্যু নও। তুমি আমার প্রাণদাতা। তুমি না থাক্‌লে সে দিন নিশ্চয় আমার প্রাণ যেতো। আমি প্রাণদাতার কষ্ট চ'খে দেখ্‌তে পা'র্‌ব না। আমি গঙ্গা থেকে জল আনি।

তা। তুমি থাক, আমি আ'ন্‌চি।

(প্রস্থান)

ব। আর জল আ'ন্‌তে হবে না। আমার অন্তিমকাল উপস্থিত! একবার হরিনাম কর।

সু। "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।"

উভয়ে। "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি।

ব। ভাই, নরক কেমন ? পাপীর দশা কিরূপ ?

সু। নিরানন্দ সেই ঠাঁই পূর্ণ হাহাকারে !
শীতল সমীর নাহি করে সঞ্চালন !

নাই তথা সুশীতল সলিলের লেশ!
কুসুম সৌরভ নাই—পাখীর কূজন!
মিষ্ট কণ্ঠস্বর নাহি জুড়ায় শ্রবণ!
কটু তীব্র পূতিগন্ধে পূর্ণ সেই স্থান!
নাই কাদম্বিনী ছায়া, আছয়ে গর্জ্জন!
অচঞ্চল সৌদামিনী ধাঁধয়ে নয়ন!
নিরন্তর বজ্রনাদে বধির শ্রবণ!
দ্বাদশ তপন করে কিরণ বর্ষণ!
আগ্নেয় পর্ব্বত সদা বরষে অনল!
তাহে অগ্নি সম বায়ু বহে অবিরাম—
হয়ে উষ্ণতর, হায়, অনুতাপানলে!
দগ্ধ হয় হৃদি, কিন্তু ভস্ম নাহি হয়!
পিপাসায় প্রাণ ফেটে যায়—নাহি জল!
ধায় নর দূরে—দেখে উষ্ণ প্রস্রবণ।
কোথা জল?
বহে তথা তপ্ত স্বর্ণ রজতের স্রোত!
গম্ভীর নির্ঘোষে কর্ণে কেবা যেন কহে—
"এ হেন সুযোগ কেন কর পরিহার?
সম্মুখে তোমার বহে সুবর্ণের ধার,
প্রাণ ভ'রে পান ক'রে আশঙ্কা মিটাও।"
আছে মাঝে মাঝে কূপ ঘোর অন্ধকার,
কীটপূর্ণ পূতিগন্ধ শোণিতে পূরিত!
তীব্র জ্যোতিঃ হ'তে কেহ জুড়া'তে নয়ন,
যদি এই অন্ধকূপে করয়ে প্রবেশ,
শোণিতের হ্রদে পড়ি হাবুডুবু খায়!
দেখিয়া নিগ্রহ, হাসে উল্লাসে পিশাচ!

ব। উঃ কি ভয়ানক! (চীৎকার করিয়া) হরি! হরি! দয়াময় রাখ! সুরদাস, এই নরকেই আমাকে যেতে হবে! এই আমার উপযুক্ত

স্থান! নরক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে হরিকে ডা'ক্‌বো, তবে হরি দয়া ক'রবেন!

স্থ। হরি নামে পাপরাশি ভস্ম হয় তুলারাশি প্রায়। হরিনাম ক'র্‌লে কি পাপ থাকে? তুমি কখন নরকে যাবে না। তোমার কোন ইচ্ছা আছে?

ব। অন্য কিছু আর নাহি চাই এ সংসারে—
চাহে প্রাণ শুধু হরির চরণ ছায়া!
দিও পদাশ্রয় হরি!—আর কেহ নাই
তোমা বিনা—পাপী বলি ঠেলনা চরণে!
ত'রে যায় সাধুগণ আপনার গুণে;
পাপীরে তরালে, জানি পতিতপাবন!
"হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি।

স্থ। হ'য়েছ কামনাশূন্য,—পুনর্জ্জন্ম নাহি হবে!
চাও শুধু হরির চরণ,—বাসনা পূরিবে!

ব। আর কথা ক'ইতে পারিনি। আমায় হরিনাম শুনাও!

স্থ। "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি।

তারাদেবীর পুনঃপ্রবেশ।

তা। দাও, মুখে গঙ্গাজল দাও।

স্থ। (গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া বটুকের মুখে প্রদান)
গঙ্গাজল কর পান ভক্তিভরে;
যাহে কোটী জনমের পাপ হরে!

ব। (ক্ষীণস্বরে) "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি।

রামভজন ও গণেশ সিংহের প্রবেশ।

রা। কে স্থরদাস? তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল ভাল হ'ল। প্রয়াগে দেখা হবে আমি ভেবেছিলেম। (বটুককে দেখাইয়া) এ ব্যক্তি কে?

স্থ। এ দস্যু দলপতি ছিল। আমি একবার ডাকাতের হাতে পড়ি। কিন্তু এই ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করে। হরির ইচ্ছায় এ সেই অবধি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ ক'রেছে। এখন অন্তিম শয্যায় শায়িত!

ব। (অতি ক্ষীণ ও ভগ্নস্বরে) "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি। (মৃত্যু)

সু। "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি। আহা! এ কৃষ্ণ নাম ক'রে ক'রে দেহটা নিষ্পাপ ক'রেছে।

তা। কৃষ্ণ! আমার কবে এমন দিন হবে!

রা। এ হরিনাম ক'রে ক'রে দেহ নিষ্পাপ ক'র্‌লে! হায়, এর মতন পুণ্যবান্ কয়জন আছে? এ ত দস্যু নয়! এ পরম সাধু! ধন্য ধন্য তুমি! হরি তোমার অপার করুণা! তোমার করুণায় আজ দস্যু, বিশুদ্ধাচারী ঋষির ন্যায় প্রাণত্যাগ ক'র্‌লে। (তারার প্রতি) ইনি কে?—তোমার জননী?

সু। আজ্ঞা।

রা। মা, তোমার সন্তান আমাদিগকে বিপথ থেকে উদ্ধার ক'রেছেন। তোমার পুণ্যবলে এমন রত্ন পেয়েছ। আমরা এই দস্যুর চেয়েও পামর ছিলেম।

সু। মা, (রামভজনকে নির্দ্দেশ করিয়া) ইনি প্রতাপগড়ের রাজা এবং (গণেশকে নির্দ্দেশ করিয়া) ইনি মন্ত্রী।

রা। স্বরদাস, তুমি এখনও আমাকে রাজা বল কেন? আমি ত রাজ্য, ধন সকলি ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়েছি।

তা। তবুও আপনি রাজা। আমাদের অপরাধ লবেন না। আপনাকে চিন্‌তে পারি নি। (প্রণাম)

রা। আপনি ও রূপ ব'ল্‌বেন না। আপনি আপনাদের জননী।

সু। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি কয়েকজন লোক এনে গঙ্গাতীরে নিয়ে আমার প্রাণদাতার সৎকার করি।

রা। কেন? আর লোক আ'ন্‌বার দরকার কি? আমরা এখানে ত অনেক জন আছি। এস সকলে ধরাধরি ক'রে এরে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাই।

গ। মহারাজ, আপনি আর এ দস্যুকে কাঁধে ক'র্‌বেন না। আমরা নিয়ে যাচ্চি।

রা।　　রাজ সম্বোধনে আর বাড়ায়ো না মিছে
　　গৌরব আমার। দস্যু বলি ঘৃণাচ'ক্ষে
　　দেখিও না এরে। সবার সমান দশা

মুদিলে নয়ন। মিশাইবে রাজ দেহ
প্রজার শরীর সহ একই মাটিতে!
দেখ, ধনীর শরীর হবে লয় যথা,
দীনের দেহও ভাই, মিশিবে তথায়!
পণ্ডিত মূর্খের তনু একত্র লোটাবে!
তবে আর বৃথা অভিমানে কিবা ফল?
কিন্তু, কয়জন এই দস্যুর মতন
শেষ নিশ্বাস অবধি হরিনাম করি
মরিয়াছে?—কয়জন পারিবে মরিতে?
দস্যু ছিল বলি ঘৃণা ক'রো না ইহারে!
অনুতাপে এর গ'লেছে কঠিন হৃদি;
ঝরি অশ্রু ধুইয়াছে অন্তরের কালী;
হরিনামে পাপরাশি গিয়াছে পুড়িয়া;
দস্যু নহে—সাধুশ্রেষ্ঠ এবে এই জন!
হের মূর্ত্তিমান্ রত্নাকর কলিযুগে!
ছিলাম ভূপতি সত্য; কিন্তু এর মত
হরিগুণ গান গাহি পারিব কি আমি
রাখিতে শরীর? এস, ধরিয়া সকলে
ল'য়ে যাই পুণ্যতোয়া সুরধুনী তীরে।
সুরদাস, তুমি স্পর্শমণি সম—
তব সনে দেখি সমাগম যা'র!
পশুত্ব ত্যজি সেই দেবত্ব পায়,
স্পর্শমণি যথা করয়ে কাঞ্চন!

(মৃতদেহ সকলের স্কন্ধে করণ)

সু। দেখ, দেখ চেয়ে সবে হরির মহিমা!
ছিল হীন দস্যুপতি পাষণ্ড দুর্ম্মতি,
হরির কৃপায়, হরিগুণ গান গেয়ে,
পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তীরে রাখি তনু,

রাজা রাজমন্ত্রী স্কন্ধে করিছে গমন !
ধন্য দস্যু, ধন্য, ধন্য, তুমি নরকুলে !
হেন ভাগ্য নাহি ঘটে রাজার কপালে !

(সকলের হরিধ্বনি)

পঞ্চম অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য—গঙ্গা যমুনা সঙ্গম।

রামভজন রায় ও গণেশসিংহের প্রবেশ।

গ। মহারাজ, আপনাকে এ বেশে দেখ্‌লে মনে বড় কষ্ট হয়। বারাণসীরাজ প্রয়াগে এসেছেন। তিনি আপনাকে এ বেশে দেখ্‌লে কি মনে ক'র্‌বেন ?

রা। দেখ, 'মহারাজ' ব'লে সম্বোধন ক'রে আর আমার অভিমানকে উত্তেজিত ক'রো না। আমি যখন রাজ্য, সম্পদ, সকলি পরিত্যাগ ক'রেছি, তখন উদাসীন বেশে আমার লজ্জা কি ? আমি এই সন্ন্যাসীর বেশভূষাকে রাজপরিচ্ছদ অপেক্ষাও শ্লাঘার বস্তু মনে করি। বিশেষ, যখন কৃষ্ণ দর্শনে যা'চ্ছি, তখন কাঙ্গাল বেশে না গেলে তিনি দেখা দেবেন কেন ?

গ। আমি না বুঝে ও রূপ কথা ব'লেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

স্থরদাসের প্রবেশ।

স্থ। (গীত)

হাতে হাতে ধরি যমুনা জাহ্নবী চলে সাগর সঙ্গমে।
মানস যমুনা মম মিশি জীবন জাহ্নবী সনে
চলুক চিরকাল হরি চরণ সঙ্গমে।
প্রেম ভক্তি ভরে, গলিয়া হৃদয় মন
শান্তি সলিলে মিলি ব'হে যা'ক্ আনন্দ ধামে !

তারাদেবীর প্রবেশ।

তা। বাপ, সুরদাস! স্নান ক'রে আমার গাটা কেমন ক'র্‌চে। আমি আর চ'ল্‌তে পা'র্‌ছিনে। এই খানে একটু বসি। (উপবেশন)

সু। (নিকটে গিয়া) কেন মা, তোমার কি অসুখ হ'য়েছে?

তা। আমার মাথাটা ঘু'র্‌ছে। আমার গায়ে যেন বল নাই।

সু। পথ হেঁটে পরিশ্রম হ'য়েছে কি না, তাই অমন হ'য়েছে। তুমি এই গাছের তলায় একটু জিরোও। আমি বাতাস ক'র্‌ছি। (উত্তরীয় দ্বারা ব্যজন)

তা। আমি ছায়াতে একটু শুই। ব'স্‌তে পারি না। (শয়ন)

সু। মা, অমন ক'র্‌ছ কেন?

তা। (নিরুত্তর)

সু। মা, মা, অমন ক'র্‌ছ কেন মা?

তা। অ্যাঁ! এটা কি বৃন্দাবন?

সু। এ কি? এ কি হ'ল!

তা। আহা! বৃন্দাবনই বটে! কি মধুর! কি সুন্দর!

সু। না, মা, এ বৃন্দাবন নয়। এ যে প্রয়াগ।

তা। বৃন্দাবন নয়! না, বৃন্দাবন বই কি! নইলে রাধাকৃষ্ণ কেন?

সু। কোথা রাধাকৃষ্ণ মা! আমায় দেখাও না।

তা। তুমি দেখ্‌বে বই কি বাবা! ওই চেয়ে দেখ! দেখ কেমন নীল পদ্মবন, শ্বেত পদ্মবন একত্র মিলেছে! এই কমল বনের উপর রাধাকৃষ্ণ বিরাজ ক'র্‌ছেন। রাধার হতে রাধাপদ্ম—কৃষ্ণের হাতে লোহিত পদ্ম!—কিন্তু বাঁশী নাই—এ এক নূতন রূপ! ওই শুন ব্রজবাসীরা ব'ল্‌চে 'আর সে বাঁশী বাজে না, তাই প্রাণ গলে না!'

সু। হরি! একি হ'ল? হরি, কোথা তুমি? কই বৃন্দাবন? (রোদন)

রামভজন রায় ও গণেশসিংহের প্রবেশ।

রা। এ কি সুরদাস? ইনি এমন ক'চ্ছেন কেন?

গ। ইনি যে একেবারে অচৈতন্য!

সু। মা স্নান ক'রে আ'স্‌তে আ'স্‌তে আমায় ডেকে ব'ল্লেন 'আমি

চ'ল্‌তে পারিনে, এখানে একটু বসি।' তারপর 'ব'স্‌তে পা'র্‌ছি না' ব'লে শুয়ে প'ড়েছেন।

রা। তুমি একবার মা ব'লে ডাক দেখি।

সু। মা, মা, মা!

তা। (অস্ফুটস্বরে) আর একটু প্রাণ ভ'রে দেখি!

রা। কি দেখ্‌ছেন?

সু। মা আমার রাধাকৃষ্ণের রূপ দেখ্‌ছেন! এই মাত্র আমাকে ব'ল্‌ছিলেন 'এটা কি বৃন্দাবন?' আমি ব'ল্লেম 'এ যে প্রয়াগ।' এই শুনে মা ব'ল্লেন, 'তবে রাধাকৃষ্ণ দেখ্‌ছি কেন?' আবার ব'ল্লেন 'ওই দেখ নীলপদ্ম ও শ্বেতপদ্মের বন! কমল বনে রাধাকৃষ্ণ বিরাজমান!'

গ। এঁর অন্তিমকাল উপস্থিত!

সু। মা, মা, তুমি আমায় ছেড়ে যা'চ্ছ মা! (রোদন)

রা। সুরদাস, তুমি অজ্ঞানের মত অধীর হ'চ্চ কেন? তোমার জননী প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে দেহ রা'খ্‌বেন, এতো ভাগ্যের কথা! এঁর পুণ্যের কথা এক মুখে বলা যায় না! ইনি অন্তিম কালে সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগল-রূপ দেখ্‌ছেন।

সু। মহারাজ, আমি যে মা বিনা আর কিছু জানি না। (রোদন)

গ। সুরদাস, শান্ত হও।

তা। বাবা, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক—কৃষ্ণপদে মতি থা'ক। (ধীরে ধীরে) তোমায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে রা'খ্‌লেম। (মৃত্যু)

সু। মা, তোমার আদরের সুরদাসে
কা'র কাছে রেখে যাও? একবার
নয়ন মেলিয়া চাও মোর প্রতি,
দেখ সুরদাস তব পদতলে
লোটায়ে কাতরে করিছে রোদন।
কোলে ল'য়ে কর মা সান্ত্বনা।
আজ হ'তে মা গো, 'মা' বলা আমার
ঘুচে গেল চির—চিরদিন তরে!

যা'ব আর কাছে ? আর কেবা
আছে আপনার ? কেবা অবিরল
স্নেহের ধারায় করাইবে স্নান ?
সামান্য কণ্টক বিঁধিলে চরণে,
কা'র প্রাণে মা বাজিবে শেল সম ?
কোথা যাও স্নেহময়ী মা আমার ?
ওগো মা জননী, কৃপায় তোমার
চলিছে জগৎ! তব দয়া বিনা
জনহীন মরু হ'ত এ সংসার!
বিশ্বের পালন ভার ক'রেছ গ্রহণ।
ঈশ্বরীর ছায়া হেরি বদনে তোমার!
জগদ্ধাত্রী রূপা তুমি সন্তানের কাছে;
মূর্ত্তিমতী জগন্মাতা কোথা পা'ব আর ?
মাতৃরূপে তুমি ভবে বিষ্ণু অবতার!
লক্ষ্মীস্বরূপিনী তাই তোমার নাম মা।
বৎসরেক পথে পথে ক'রেছি ভ্রমণ;
মা আছে বলিয়া বিপদে করিনি ভয়।
আজ তোমা বিনা চারিদিক অন্ধকার!
তোমা বিনা হরিপদে নাহি যায় মন!
আগে আমি জানি নাই—জানিলে কি কভু
কাঁদায়ে তোমারে যাই তীর্থ দরশনে—
ঘরে রাখি মহাতীর্থ মাতার চরণ ?
উঠ উঠ মা জননি, ক্ষম অপরাধ।
ক'রেছি প্রতিজ্ঞা আর যা'বনা কোথায়
কাঁদায়ে তোমায়।—

রা। সুরদাস, তুমি জ্ঞানী হ'য়ে এত কাতর হ'চ্ছ ? তোমার জননী স্বর্গে গেছেন, তজ্জন্য রোদন ক'র্‌ছ কেন ?

সু। জ্ঞানী আমি, নাহি চাই হেন জ্ঞান

যাহে মাতৃশোকে অশ্রু করে নিবারণ।
মায়ার বন্ধন মম থা'ক্ কিছুকাল,
মাতৃশোকে প্রাণ ভরি করিব রোদন।

রা। ধন্য তোমার মাতৃভক্তি! এখন চল তোমার জননীর সৎকার করা যা'ক্।

মা গেলে মাধব অনাথে করিবে দয়া!

(শব লইয়া সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠদৃশ্য।—বৃন্দাবন।

যমুনাতীরে শ্রীপতিস্বামী।

শ্রীপতি। (গীত)

ও যমুনে, বল কেন, উথলে তব হৃদয়?
(আহা!) কি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হেরিলে প্রাণ জুড়ায়!
কা'র তরে প্রতিদিন যামিনীর আগমনে
তারাহার পরি হৃদে সাজ তুমি সযতনে?
দেখি তব নীল বারি, ইচ্ছা করে ডুবে মরি—
কালজল দেখে কৃষ্ণ পড়ে মনে
এ নীলিমা পেলে কোথায়?
বুঝি নীল রতনে ডুবায়েছ প্রেম সলিলে,
তাই শ্যামাঙ্গী হ'য়েছ তাঁর অঙ্গের আভায়!

এক জন শিষ্যের প্রবেশ।

কই, সুরদাসের দেখা পেলে?

শি। না, প্রভু! কিন্তু সুরদাসের মত দুটী বালককে দেখ্‌লেম। দেখ্‌লেম তা'রা এক মনে কৃষ্ণধ্যান ক'র্‌ছে! এ দুটী বালক কে প্রভু! এরা কি ব্রজের বালক? এদের আপনি কোথায় পেলেন?

শ্রী। এরা আমার নূতন শিষ্য। সুরদাস এই দুটী বালক ও আর এক

জন ভক্তকে বৃন্দাবনে আমার কাছে পাঠায়। তুমি যে দুটী বালককে দেখেছ, তা'রা সেই বালকদ্বয়।

শি। প্রভু, সুরদাস কি বৃন্দাবনে আছে?

শ্রী। আজ নিশ্চয় বৃন্দাবনে তা'র দেখা পা'ব। তোমরা অনুসন্ধান কর। দেখ সুরদাসকে দেখ্‌তে আমার প্রাণ অস্থির হ'চ্ছে। আমি স্বপ্নে দেখেচি যেন সুরদাস আমায় রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দেখাচ্ছে। এ স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আজ কেবল সুরদাস নহে, অনেক ভক্ত বৃন্দাবনে আ'স্‌ছে। সুরদাস হ'তে নিশ্চয়ই আমার কৃষ্ণ দর্শন হবে।

শি। গুরুদেব, আমাদের অদৃষ্টে কি কৃষ্ণদর্শন ঘ'ট্‌বে?

শ্রী। সাধু সঙ্গমের ফলে অবশ্য হবে।

(শিষ্যের প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

শ্রী। সাধুসঙ্গম ও ভক্তসমাগমের মহিমা সকলে প্রত্যক্ষ ক'র্‌বে। সুরদাস, তুমি কথন্ এসে আমার প্রাণ শীতল ক'র্‌বে! কথন্ কৃষ্ণ দরশনে আমার নয়ন মন জুড়াবে! সুরদাস, তুমি সামান্য নও! আমি যে দিন তোমাকে দেখেছি, সেই দিনই তোমায় চিনেছি!

(প্রস্থান)

সুরদাস, রামভজন, গণেশসিংহ, শম্ভুসিংহ ও ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।

সু। (গীত)

সাধু পুণ্য বৃন্দাবন, ধর কত গুণ
যাহে বাঁধিলে জগৎ-চিন্তামণি!
তোমার অঙ্গে অঙ্গে আঁকা কেশব চরণ,
হেন পূত স্থান তোমার সমান নাহি জানি।
সাধ হয় মিশায়ে তোমার কায়,
হরির চরণ রেণু মাখি গায়,
হৃদয় করি তাঁর লীলা ভূমি!
ধুইয়া হরির চরণধূলি, যমুনাও কুতুহলী;
হ'য়েছে সে সুরধুনী সম পতিতপাবনী।

গ। কই সুরদাস, কৃষ্ণ তো দেখা দিলেন না। আজ তোমার কথা

অনুসারে তিন দিন উপবাস ক'রে কৃষ্ণ চিন্তা ক'র্‌ছি। যাঁ'রে ইন্দ্রাদি দেবগণ সহজে দেখ্‌তে পান না, আমি সামান্য মানব কিরূপে তাঁ'র শ্রীচরণ দর্শন পা'ব!

রা। আমরা মহাপাপী! আমরা কেমন ক'রে কৃষ্ণ দরশন পা'ব?

সু। হরির যে অপার করুণা! তিনি যে দয়ার সাগর! হরি অবশ্য পাপীকে কৃপা ক'র্‌বেন। তিনি যদি পাপীকে ঘৃণা করেন, তবে পাপী কোথা দাঁড়াবে?—করুণা-নিধান বিনা কে আর পাপীকে উদ্ধার ক'র্‌বে?

গ। যদি তাঁ'র দেখা না পাওয়া যায়, আমরা এক মাস বৃন্দাবনে বাস ক'রে দেশে ফিরে যা'ব।

নেপথ্যে। বৃন্দাবনে নাহি মিলে হরির দর্শন!
চেয়ে দেখ নিজ হৃদি-বৃন্দাবন পানে—
হৃদয় দর্পণ যদি না হয় বিমল,
পড়ে কি তাহাতে শ্রীহরির পদ ছায়া?

গ। (শিহরিয়া) কি গম্ভীর স্বর!

রা। না, আমি আর দেশে ফিরে যা'ব না। যদি তাঁ'র দেখা না পাই, এ পাপ প্রাণ আর রেখে আবশ্যক নাই। আমি শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব। আমার দেহ ভক্ষণ ক'রে যমুনার জলজন্তুরা তৃপ্তি লাভ ক'র্‌লে শরীর ধারণের কিঞ্চিৎ সার্থকতা হবে।

শ। ভাই, আমার ইচ্ছাও তাই। আমি আর এ পাপ দেহের ভার বহন ক'র্‌ব না। আমি জানি আমার ন্যায় পাপীর আমার ন্যায় মলিন হৃদয়ের—কৃষ্ণ দর্শন অসম্ভব। কিন্তু আমি ধৈর্য্য ধারণ ক'র্‌তে পা'র্‌ছি না। আমি কৃষ্ণ দরশন লাভে উন্মত্ত হ'য়েছি। কৃষ্ণ দর্শন না হ'লে আর প্রাণ রা'খ্‌ব না। সুরদাস মিথ্যাবাদী নহে, এই আশ্বাসে প্রাণ রেখেছি। দেখি দয়ার সাগর দয়াবিন্দু দানে কাতর কি না?

ভু। কৃষ্ণ, তুমি কোথায়? তুমি যে করুণা নিধান! দয়াময় কৃপা বিতরণে কৃপণতা ক'রো না। (সকলের বনমধ্যে ভ্রমণ)

সু। (গীত)
বল বল বন-তরুলতা, প্রাণকৃষ্ণ আছে কোথা?
যদি জান ব'লে দাও—দিও না আর প্রাণে ব্যথা।

নয়ন মুদিলে হেরি হৃদয়ের কাছে,
নয়ন মেলিলে আর পাই না তো খুঁজে!
এই যে সমুখে দাঁড়ায়ে ছিল, কোথায় মিলায়ে গেল ?
ব'লে দেরে পথ বনচর, যাই কৃষ্ণ আছে যথা।
বল বট তরুবর, হে কদম্ব মনোহর,
হে অশোক সুন্দর, কোথা শ্যাম নটবর ?
তোরা তো ব'ল্‌তে পারিস্ কৃষ্ণ তোদের বাল্যসখা।
দেখেছি তাল তমাল কুঞ্জে কানাই নাই তথা!
বল্‌রে ধেনু শুক সারি, তোদের চরণে ধরি,
কোথায় তোদের হরি, বল্‌রে আমায় সত্য কথা।
বুঝি কৃষ্ণ পেয়ে আনন্দে আজ, বুঝনা তাই বিচ্ছেদ ব্যথা!
বল গিরি গোবর্দ্ধন, কোন পথে নন্দের নন্দন ?
বুঝি কৃষ্ণ ধ্যানে মুগ্ধ আছ, তাই কর না আলাপন!
বল বল কালীদহ, দেখেছ কি রাধারমণ ?
নেমেছে কি জলে পুনঃ ক'র্‌তে পাপ-কালীয়-দমন ?
যমুনে, কও বিবরণ, তুমি ত সকলি জান,
আর কি তোমার জলে খেলে ব্রজের রতন ?
করে ধরি গো কাতরে রাখ রাখ একটী কথা—
কেন আকুল, কর কুল কুল, এ কি আনন্দ না দুখের গাথা ?
এই খানে ব'সে সকলে কৃষ্ণ চিন্তা করা যা'ক।

(সকলের উপবেশন)

(স্বগত) আজ কি সুখের দিন। যাহারা কৃষ্ণদ্বেষী ছিল, তাহারা আজ সকলে কৃষ্ণ দরশনে উন্মত্ত। আজ তাহারা কৃষ্ণের জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত!

(গীত)

আপন দ্রব্যে দরদ যেমন পরের কি তেমনি হয় ?
ষড় রিপু বাসা ক'রে ছারখার করে হৃদয়।
এখন হরির হৃদয়ে হরি করিছেন বাস।
ঘরের মালিক ঘরে এল আর কি করি রিপু ভয় ?

হরি, বড় মুখ ক'রে এখানে এসেছি। আমি বড় আশা দিয়ে সকলকে আশ্বস্ত ক'রেছি। দেখো যেন মুখ রক্ষা হয়। তোমার ভক্তগণ, তোমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হ'য়েছে। (কৃষ্ণধ্যান)

সশিষ্য শ্রীপতি স্বামী ও বালকদ্বয়ের প্রবেশ।

শ্রী। সুরদাস, আজ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমাদের ন্যায় ভক্তবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ হ'ল।

সু। আপনার শ্রীচরণ দেখে চরিতার্থ হ'লেম !

(সকলের প্রণাম করণ)

শ্রী। (সুরদাসকে আলিঙ্গন করিয়া) দেখ, তোমাদের মস্তক শ্রীহরির চরণে লোটায়েছ, ও মস্তক দ্বারা আর আমার চরণস্পর্শ ক'রোনা। তোমাদের মত ভক্তবৃন্দের সমাগমে আজ আমি ভগবানের দর্শনলাভ ক'র্‌ব। তোমাদিগকে আমি শতবার প্রণাম করি।

সকলে। মহাভাগ্য ! আমাদের অদৃষ্টে কি কৃষ্ণ দর্শন হবে ?

শ্রী। ভক্ত ও সাধু সঙ্গমের মহিমা সকলে প্রত্যক্ষ দেখ।

বালকদ্বয়। (সুরদাসের প্রতি) কুশল ত ?

সু। (আলিঙ্গন করিয়া) কুশল অকুশল সকলি সমান।
অকুশল ধর্ম্ম শিক্ষার কারণ।
বিপদ সংসারে কুশলের হেতু।
শোক দুঃখ অধর্ম্ম অর্ণব সেতু।

২ বালক। ভাই, তুমি যেন ঠিক ব্রজের গোপাল !

শ্রী। এস সকলে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করা য'াক।

(সকলের কৃষ্ণ চিন্তা)

সু। (নয়ন উন্মীলন করিয়া গীত)

দেখ, দেখ, দেখ চেয়ে কদম তলার কাছে,
ভুবন মোহন রূপে শ্রীহরি দাঁড়ায়ে আছে।
হেরি কোকনদ গঞ্জন চরণ শোভায়,
মকরন্দ পান তরে ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ধায় !
কটিতটে পীতধড়া গঞ্জে অরুণ প্রভায়।

অধরে মুরলী, বনমালা দুলিছে গলায়।
কিবা শ্রীবৎস-লাঞ্ছন 'পরে কৌস্তুভ সাজিছে!
কত শ্যামলী, ধবলী, পাটলী বেণুরব শুনিছে!

বালকদ্বয়। কই কৃষ্ণ? ও যে সুরদাসের রূপ? একি! আমাদের কাছে সুরদাস, আবার ওখানেও সুরদাস দাঁড়িয়ে! সুরদাস! সুরদাস! (পদতলে পড়িয়া) তুমিই কি যথার্থ গোপাল!

সু। (বালকদিগকে উঠাইয়া) ছি ভাই! ও কথা ব'ল্‌তে নাই। আমি গোপালের পদরেণুরও যোগ্য নহি।

শ্রী। শিশু, ভক্তি, ভক্ত, ভক্তাধীন ভিন্ন নহে কভু।
ভক্তগণে সযতনে হৃদয়ে রাখেন বিভু।
ভক্ত যথা, ভক্তি তথা, ভক্তি যথা, ভক্ত তথা!
ভক্ত না থাকিলে ভকতি থাকিবে কোথা?
ভূমণ্ডলে যেইস্থলে ভক্তিভক্ত সম্মিলন,
উদয় আপনি তথা ভগবান্ নারায়ণ।
ভক্তের হৃদয়ে সদা শ্রীহরি বিরাজমান।
অনন্ত ভকতি যাঁ'র সেই জন ভগবান্।

শ। একি! এ কি মূর্ত্তি! সুরদাস, কৃষ্ণের বর্ণ কি রূপ? কৃষ্ণের কি রূপ? আহা! এত শ্যাম রূপ নয়। আমি যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখ্‌চি!

সু। কভু হরি অরুণ বরণ, সিন্দূর গঞ্জন, কোটি সূর্য্য জ্যোতিঃ।
কভু ভুবনমোহন শ্যাম, নিন্দি নবদূর্ব্বাদল রাজি!
কভু বা বিমল গগন বরণ, অপরাজিতার আভা!
মরি কভু কৌমুদী বিধৌত যূথী মল্লিকার রাশি!
রূপে কোটি অকলঙ্ক শশধর পরকাশ যেন!
কভু সুবিমল সুবর্ণ বরণ, হেমগিরি জিনি ভাতি!
কভু প্রেমময় রূপ, প্রেমে আঁখি ছলছল, ভক্তিডোরে বাঁধা!
কভু জ্যোতির্ম্ময়ী কোমল মোহিনী রূপ তিলোত্তমা সম!
কভু এক দেহে পুরুষ প্রকৃতি কমনীয় মধুর মুরতি!
কভু ভীম দরশন, শমন শাসন, কলুষনাশন রূপ!

কভু আধনর, আধজীব ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত আকৃতিধর!
কভু হরি নররূপধারী অবতীর্ণ অবনীতে শিখাইতে নীতি!
কভু বর্ণহীন, গুণহীন, নিরাকার কেশব আমার!
আমি ক্ষুদ্রমতি নর, কেমনে বলিব কিরূপ শ্রীহরি!

শ। দেখ, দেখ, কিবা অপূর্ব্ব মূরতি মনোহর!
আধা রজত বরণ, আধা মরকত শোভা!
আধা বাঘছালে আবরিত তনু;
আধা মনোরম পীতবাস পরিধান!
আধা পায় ফণিমালা বিজড়িত;
আধা পদতলে নূপুর শোভিত!
গলে আধা হাড়মালা, আধা বনমালা!
আধা শিঙ্গা ধ'রে আধা মোহন মুরলী করে!
আধা জটাজূট মহাযোগীর নিশান!
আধা চাঁচর চিকুর কুঞ্চিত সুন্দর!
আধা কঠোর বৈরাগ্য রূপ, আধা রমণীয় সংসারীর বেশ!
ক্ষম অপরাধ, হরি হ'য়েছিল ভেদ জ্ঞান!

রা। হের আর এক রূপ অপরূপ:
আধা রাজ বেশে আবরিত কায়!
আধা রাখালের বেশে নয়ন জুড়ায়!
গলে আধা মণিমালা, আধা বনমালা!
মধ্যভাগে মধ্যমণি কৌস্তুভ মোহন!
আধা শার্ঙ্গবর ধ'রে, আধা বাঁশী করে!
আধা শিরে শিরস্ত্রাণ খচিত রতনে;
আধা বাঁধা শিখিপাখা চূড়ার উপরে!
অপূর্ব্ব মিলন মরি রাম কৃষ্ণ রূপে!
মাগি ক্ষমা, রাম কৃষ্ণে ছিল ভেদ জ্ঞান।

প। একি! একি! হেরি রূপ ভয়ঙ্কর!—
গদা চক্র শার্ঙ্গধারী বিকট মূরতি!

ধূমধূম্র কলেবর নীরদ গঞ্জন !
নিন্দি রক্তোৎপল রাঙ্গা ত্রিনয়ন ঘূরে !
কুটিল ভ্রূকুটি হেরি কাঁপে চরাচর !
হিম গিরি জিনি মহাকায় মহাসুরে
ধরি কণ্ঠে বাম করে, ভীম গদাঘাতে,
ভৈরব হুঙ্কারে কেবা করিছে নিপাত !
কাঁপে তনু থর থর, শিহরিছে প্রাণ !
পালাইব কোথা ? নাই পথের সন্ধান !
কেন হরি, মধুকৈটভ-মুরারি রূপে
পাপীরে দেখাও ভয় ? ল'য়েছি শরণ,
পাপসহ পাপ দেহ চূর্ণ কর মোরি।

ভু। হের—প্রেমময় রাধাকৃষ্ণ যুগল মূরতি।
অপরূপ পুরুষ প্রকৃতি সম্মিলন !
দোঁহাকার দুনয়নে বহে প্রেমধারা !
যেই প্রেমধারা ভক্তি প্রেম শান্তিরসে ডুবাইছে ভূমণ্ডল !

সু। (গীত) হের রাধা মাধব যুগল রূপ মনোহর !
বিষয় বিদগ্ধ হৃদয় জুড়াও, শীতল কর অন্তর !
অদূরে গিরিগোবর্দ্ধন, রাধাশ্যামধ্যানে র'য়েছে মগন ;
তাই কভু কহেনা কথা, সদা পায় ব'লে কৃষ্ণ দরশন !
প্রাণ ভ'রে তরুলতা, মনে মনে কয় কৃষ্ণ কথা,
কুসুমরূপে আনন্দ ফুটে, তাই কুসুম এত সুন্দর !
পাতা, লতা, শাখা, কিবা ভক্তিমাখা, তাই শিখেছ বিনম্রতা !
তাই এদের প্রেম অশ্রু ঝরে শিশিরের রূপে ঝর ঝর !
থেক না নীরব, প্রেম ভক্তি শিখে মানবজনম সফল কর !

(সকলের প্রণাম।)

শ্রী। সুরদাস, তুমি কৃষ্ণদর্শন করিয়ে আমার ঋণ থেকে মুক্ত হ'লে।

সু। গুরুদেব, আপনার ঋণ কি শোধ হয় ?

সকলে। নাহি ভয়, নাহি ক্ষোভ,
নাহি শোক, নাহি দুখ,
নাহি রিপুর তাড়ন !
কেবল আনন্দ, আনন্দ সকলি,
দরশনে আজি জুড়াল জীবন !
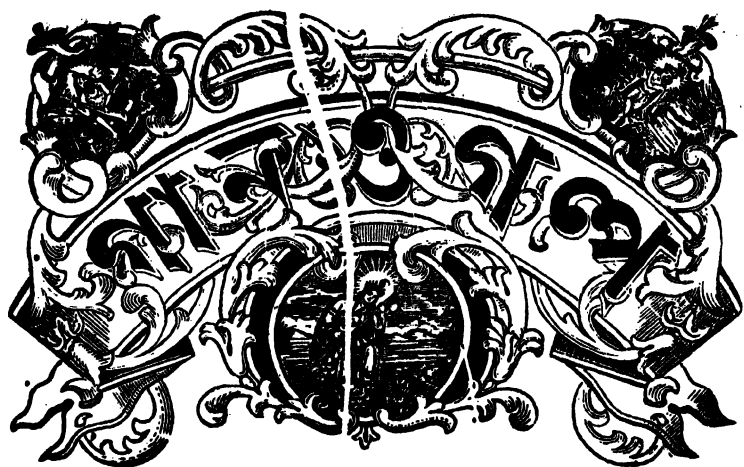
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] মাঘ, ১২৯৬ সাল। ১০ম সংখ্যা]

স্বপ্ন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

হায় রে, কেমনে আঁকিব এবার
নয়ন দেখিল যাহা,
যে অপূর্ব্ব গান পশিল শ্রবণে
কেমনে গাহিব তাহা,—
আমি কেমনে গাহিব আহা!

হাত যে আমার যেতেছে কাঁপিয়া,
খসিয়া পড়িছে তুলি;
গলা যে আমার ধরিয়া র'য়েছে,
সরে না যে মুখে বুলি;
আমি কেমনে সে তান তুলি!

সুনীল সাগরে নাচিছে লহরী
ফেনের মুকুট পরা,
তার মাঝে ভূমি শ্যামল-বরণা
মরি কিবা মনোহর—
সে যে তরু লতা ফুলে ভরা !

তার চারিধারে বালি করে ঝিকিমিকি
হীরার গুঁড়ার পারা ;
তার চারিধারে ঢেউ করে কিলিবিলি
ফণী যেন মণি-হারা—
সদা উঠিতে পিছলে তারা।

তার বালুকা রাশির শিথিল-শরীরে
ঢেউয়েতে এঁকেছে ঢেউ,
তাহে কুসুমের রেণু উড়িয়া প'ড়েছে,—
দেখেছে এমন কেউ ?
কভু দেখিতে পেয়েছে কেউ ?

তথা শুভ্র ফুলের সুহাস দেখিয়া
প্রভাতের আলো ফোটে,
তথা শুভ্র ফুলের সুবাস মাখিয়া
মধুর পবন ছোটে,
তাহে কতই লহরী ওঠে !

সেথা সুহাসের ঢেউ, সুবাসের ঢেউ,
সুতানের ঢেউ ধায়
লহরীর সনে বিনা'য়ে লহরী,—
প্রাণের লহরী তায়
মরি মিশা'য়ে বহিতে চায় !

সেথা শেফালি বকুল, টগর গোলাপ,
মল্লিকা চামেলি বেলা,
মালতী চম্পক, জাতি যূথী আদি
নানাফুল করে খেলা,—
আহা, কেমন ফুলের মেলা!

সেথা কোকিল পাপিয়া, ফিঙে বুলবুল,
সারিশুক, হীরেমন,
পাখী নানাজাতি সেজে পাঁতি পাঁতি
রূপে গানে তোষে মন,—
তাহে পুলকিত উপবন।

সেথা কোমল শাদ্বলে হরিণ হরিণী
মনের সুখেতে চরে,
তথা সরসী-সলিলে রজত-বরণ
মীন-দল কেলি করে,—
তাহা দেখিলে কি আঁখি সরে?

প্রকৃতির কর ধরিয়া পুলকে
দেখিতে দেখিতে চলিনু,
প্রেমের আবেশে, মনের আবেগে
কত কথা তারে বলিনু,—
তার প্রণয়ের রসে গলিনু।

"প্রকৃতি সজনি এলা'য়ে চুল
প'রেছ অঙ্গে কতই ফুল,
অধরে চাপিয়া রেখছ হাস
পরাণে আমার দিতেছ ফাঁস,
বড় বড় চোকে চাহনি ধ'রে
বেড়াইছ মোরে পাগল ক'রে;

সজনি লো তোর ল'য়ে বালাই
ইচ্ছা করে আমি মরিয়া যাই।

"তোর রূপে মোর মন উতলা,
তোর রূপে মোর প্রাণ উজলা,
তোর কাছে আমি প্রণয়ে বাঁধা,
তোরে হেরে মোর লেগেছে ধাঁধা,
তুই লো হাসিলে সুখেতে ভাসি,
তুই লো কাঁদিলে হই উদাসী;
তুই যে আমার প্রাণের প্রাণ,
তোর গুণ করি সদাই গান।

তোমা হেন, ধনি, সুখের নিধি,
দয়া ক'রে যাই গ'ড়েছে বিধি,
তাই ত জগৎ সুখের ঠাঁই,
তাই ত বাঁচিয়ে থাকিতে চাই।
তুমি লো সজনি, কবিতাময়ী,
তুমি লো কবির পরাণ-জয়ী,
তুমিই হৃদয়ে যেখানে যাই!—
ম'লে আত্মা যদি না পায় লয়,
পুনঃ জন্ম যদি লভিতে হয়,
জন্মে জন্মে যেন তোমায় পাই।"

অশ্রুসিক্ত হাসিটুকু
প্রকৃতির বদনে ফুটিল,
কপোলে রক্তিমা রাগ
কোথা হ'তে আসিয়া জুটিল।

সেই হাসি দিয়ে বিনাইয়ে
প্রকৃতি কহিল কত কথা,

কতই বলিব আমি আর
পরাণে রহিল সব গাঁথা ।

"অভিমান ভেঙে আমার ;
অভিলাষ জাগিছে আবার
ফিরে পুনঃ যেতে ধরা-মাঝে ;
দেখি তারা তোমার মতন
করে কি না আমায় যতন—
যাই ফিরে এ মোহন-সাজে ।"

কহিনু তখন, "দেবি　চল আগে গিয়া সেবি
রাণীর চরণ—
দেখি সে কেমন বীণা　তাঁর করে সুখাসীনা
বাজে সে কেমন ;
তারপরে যাহা প্রাণে চায়
ক'রো তাই,—ভুলো না আমায় ।"

বলিতে বলিতে এক সুকুমারী বালা—
কুসুমে গঠিত যেন—ল'য়ে ফুল-ডালা
ধীরে ধীরে আসিল তথায় ;
করে ধ'রে কহিল আমায়
"এস ভাই, রাণী আমাদের
তব আগমন জানি আগে
কৌতুকে আছেন ব'সে—চল করি ত্বরা,
পর এই ফুল মালা—গেঁথেছি আমরা ।"

সাদরে পরিয়া সেই দিব্যফুলহার
জিজ্ঞাসা করিনু "বালা, কি নাম তোমার ?"
হাসির আবর্ত্ত তা'র খেলিল কপোলে,
ধীরে ধীরে কহিল সে মধুমাখা বোলে,

"আমি ঊষা—পার্শ্বে তব, জননী আমার।"
প্রকৃতি চুম্বিল স্নেহে বদন তাহার।

উতরিনু তিন জনে যথা বীণাপাণি।
হায় রে কেমনে আমি সে শোভা বাখানি!
বিশাল সরসী এক থই থই করে,
অমল সলিল তার কমল-নিকরে
শোভিয়াছে মনোহর, কহ্লার কুমুদ
ফুটিয়াছে অগণন, যেন বা বুদ্বুদ।
তট-তরু, তদুপরি তট-গিরিচয়,
তাহার উপরে শুভ্র মেঘ সমুদয়
একে একে এই হ্রদে ফেলিয়াছে ছায়া,
দেখা নাহি যায় তাহে সরসীর কায়া।
গোলঞ্চ চম্পক চারু, শিরীষ সুন্দর—
ফুটেছে বিবিধ ফুল তটে থরে থর;
বিহগ-কূজন আর ভ্রমর-গুঞ্জন
করিতেছে অবিরল মানস-রঞ্জন;
অরবিন্দ-কন্দরেতে মগ্ন ভৃঙ্গচয়,—
কমল মুখর বুঝি উপজে সংশয়।
তট-গিরি হ'তে শতেক নির্ঝর
সরসীর জলে পড়েছে ঝরি,
পড়িয়া তাহাতে অরুণের কর
শত ইন্দ্রধনু ফুটেছে মরি!

হেন দৃশ্যমাঝে দেবী বীণাপাণি
করেন বিহার—বিজনের রাণী;
সরসীর স্বচ্ছ সলিল-উপরে
যথা যথা তাঁর চরণ বিহরে

এক এক চারু কোকনদ ফুটে
ধরে সে চরণ মৃদু হৃদি-পুটে।
সেই সুকোমল দুইটী চরণ
কমলে যখন করে বিচরণ,
একটী কেশর কখন নড়ে না,
শিশিরের কণা ঝরিয়া পড়ে না।

হেরিনু দেবীরে কমল-আসনে ;—
কমলের ছায় মরাল ঘুমায়,
রজতের মীন খেলিয়া বেড়ায়,
ললিত লহরী এসে ধীরি ধীরি
ঝরে যায় রাঙা চরণে।

মাথার উপরে সতত সঞ্চরে
শান্তি নামে দেবী পূর্ণকুম্ভ করে,
শ্বেত শতদল তাহে সিক্ত ক'রে
করে সঞ্চালন—সুধাবিন্দু ঝরে!

অতি মনোহর, কুসুমের থর
লতাতন্তুতারে রচিত সুন্দর,
রাজীব রাজিছে বীণা ;
তার পর দিয়া রহিয়া রহিয়া
মৃদুল পবন যেতেছে বহিয়া,—
কোমল গান্ধার পরাণ মোহিয়া
ফুটিছে পরশ বিনা।

মরালের মত ভাসিয়া ভাসিয়া
দেবীর চরণ-সমীপে আসিয়া,
পাদপীঠ-রূপী কমলের রজঃ
মাখিয়া ললাটে—ভকতির ধ্বজ
প্রোথিত রহিনু জলের উপর ;

দেবীর নয়ন স্নেহার্দ্র দৃষ্টি
আমার উপরে করিল বৃষ্টি,
গাহিনু—লোচনে করি দরদর।—

অজ্ঞাতে আমার দেবী বীণাপাণি
কখন বীণাটী তুলে ল'য়ে করে
দিলেন ঝঙ্কার তা'ত নাহি জানি,
কিন্তু সঙ্গীতের অন্তরে অন্তরে
উঠিতে লাগিল স্বর্গীয় সুতান
প্লাবিত করিয়া আমার পরাণ।

"বিকাইয়ে আছি রাঙা পায়।
কে আমি জানিনা মাগো, কেন আসি কেন যাই,
কোথা হ'তে আসিয়াছি, কোন্ পথে পুনঃ ধাই;—
কিছুই জানে না মাগো, হাবা ছেলে এ তোমার—
শিখিয়াছে দুটো গান, নিজ মনে তাই গায়॥

নয়নে ফোটে মা ফুল, শ্রবণে গাহে মা পাখী,
আনমনে শুনি তাই, আনমনে চেয়ে থাকি,—
প্রাণ যেন খালি খালি, কে জানে মা সে কি চায়॥

জগতে অসংখ্য জীব, গগনে অসংখ্য তারা,—
কিছু না বুঝিতে পারি, হইয়াছি দিশেহারা।
বহুদূর গিয়াছিনু মা—
গিয়াছিনু গগনের পারে
যেখানেতে দিবানিশা নাই,
গিয়াছিনু চিন্তার ওপারে
যেখানেতে সত্যমিথ্যা নাই,—
সব দেখা হ'য়েছে আমার;—
ফিরিয়া আসিনু তব পায়,
পদতলে রেখো মা আমায়॥"

স্ফূরিল দেবীর নাসিকা অধর,
অধীর হইল করেতে বীণা,
উঠিল ঝঙ্কার,—তা'রি মাঝে যেন
বাণীর সে বীণা হ'ল বিলীনা!

মহাসঙ্গীতের পূর্ব্বারাগ টুকু
খেলিতে লাগিল দেবীর অধরে,
উৎসের মতন পরে সে সঙ্গীত
উঠিতে লাগিল যেন অম্বরে।

পূরিল গগন, পূরিল ভুবন,
পূরিল জীবের হৃদয় মন,
প্রকৃতি হাসিল, উষা সে নাচিল
আর আমি বুঝি হারা'নু চেতন!

আছে সে সঙ্গীতে জলধি উচ্ছ্বাস,
আছে জলদের গুরু গর্জ্জন,
প্রভঞ্জন-শ্বাস, বিজলী-বিকাশ,
উল্কার ভীষণ মুহু-বর্ষণ!—

আছে সে সঙ্গীতে কোকিল-কূজন,
আছে পাপিয়ার মোহন তান,
নিশীথ-বংশীর সুদূর-নিঃস্বন,
চাঁদের আলোক, ফুলের ঘ্রাণ।

ফুটে যে হাসিটী শিশুর বদনে,
জুটে যে হাসিটী মায়ের মুখে,
লুটে যে হাসিটী প্রিয়ার অধরে,—
ছুটে সে হাসিটী গানের বুকে।

নিরাশার অশ্রু, আশার উল্লাস,
নির্ভীকের দর্প, ভীরুর কম্পন,

অধীরের ক্লেশ, ধীরের শান্তি,
সবি আছে,—মরি কি সে রসায়ন!

সাধ্য কি আমার সে সিন্ধু আলোড়ি,—
কাজ কি অমৃতে গরল তুলে?
নর-কণ্ঠে গাব সে অমর-গীতি?—
হেন সাধ শুধু করে বাতুলে!

থেমেছে সঙ্গীত, ভেঙেছে স্বপন,
রেঙেছে পূরব দিক্,
মাথার শিয়রে ঊষা বালিকাটী
হাসিতেছে ফিক্ ফিক্;

ভেঙেছে স্বপন, থেমেছে সঙ্গীত,
মেটেনি প্রাণের আশা,
কোথায় সে সব? আবার কেন রে
ধরামাঝে মোর বাসা?

কই সে চন্দ্রমা?—অই ম্লান-বেশে
গগনে মিলা'য়ে যায়,—
যেও না হে বিধু, তোমাতে পরাণ
ফেলিয়া এসেছি,—হায়!

রাজকুমার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রাম-দাহ।

বেলা দুই প্রহর—মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে জগৎ দগ্ধ হইতেছে; মেদিনী অগ্নি অপেক্ষাও উত্তপ্ত হইয়াছে—মৃত্তিকায় পা দেয় কাহার সাধ্য? এমন সময় রাজকুমার তাহার দিদিমার সৎকারার্থ গ্রামের লোকের সাহায্য প্রার্থনায় বাহির হইলেন। তিনি দ্বিপ্রহর হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ইতর ভদ্র প্রত্যেক প্রতিবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইল না; সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভগ্নান্তঃকরণে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কি করিবেন—কি উপায়ে দিদিমার গতি করিবেন ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল—অন্ধকার অল্পে অল্পে পৃথিবী গ্রাস করিতে লাগিল। তাহার সহিত রাজকুমারের ভয় এবং উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি বসিয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে কে যেন স্পর্শ করিল; তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন একটী বালিকা;—তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কমল, তুমি এখানে?"

কমল ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"হাঁ,—দিদিমার কি হইয়াছিল?"

"তা'ত আমি জানিনা;—স্কুল হইতে বাটী আসিয়া দেখিলাম তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

"ইহার পূর্ব্বে অসুখের কথা তিনি কিছু বলেন নাই?"

"কৈ—কিছুই না—"

"এখন কি স্থির করিয়াছ?"

"কি স্থির করিব—গ্রামের প্রত্যেক লোকের পায় ধরিলাম, তোমার পিতার পায় ধরিলাম—কিন্তু কেহই সাহায্য করিতে চাহিল না। যখন জগদীশ্বর বিমুখ—তখন মানুষে হইবে তাহার কত বড় কথা, যদি অর্থ থাকিত তাহা হইলে আজ কত সহায় মিলিত!"

কমল ব্যথিত হইয়া কহিল "জানিনা তোমার উপর পিতার ক্রোধ কি নিমিত্ত, এক জন নিঃসহায় বালকের উপর ক্রোধ করিয়া কি পৌরষ হয় ?"

"কমল, আমি জানিতে পারিয়াছি কেন তিনি এত রুষ্ট ; কিন্তু এখন তাহা প্রকাশ করিব না, যদি জগদীশ্বর সুযোগ দেন, তখন প্রকাশ করিব ; নতুবা বৃথা হাস্যাস্পদ হইবার আবশ্যক নাই !" বলিতে বলিতে রাজকুমারের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

"জগদীশ্বর অবশ্যই সে সুযোগ প্রদান করিবেন—এখন উপায় ?"

"উপায় ত কিছুই দেখিতেছিনা ; গ্রামে সকলেই বিপক্ষ !"

"হউক ক্ষতি নাই,—তুমি এক কর্ম্ম কর—এই কয়টী টাকা আমি আনিয়াছি লও ; ইহা দ্বারা ইতর লোক বশীভূত করিয়া দিদিমার অগ্নি-কার্য্য কর।" এই বলিয়া কমল রাজকুমারের হস্তে ৫০টী টাকা দিলেন।

রাজকুমার টাকা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এত টাকা কোথায় পাইলে ?"

"আমার ছিল !"

"তুমি বালিকা—তোমার টাকা ছিল ?"

"আমি পূজা প্রভৃতির সময় যে পার্ব্বণী পাইয়াছিলাম তাহা খরচ না না করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম,—আজ কাজে লাগিল।"

"না কমল—আমি এ টাকা লইব না ;—তুমি ইহাতে অলঙ্কার প্রস্তুত করাইও।"

"আমার কি অলঙ্কাকারের অভাব আছে ?"

"আমি দরিদ্র—কোথা হইতে এ ঋণ পরিশোধ করিব ?"

"আমি কি তোমায় ধার দিতেছি ?—আমিত মহাজন হই নাই ?"

"আমি সে কথা বলিতেছিনা। কমল আজ আমি হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়াছি—যে আশালতায় এত দিবস সযত্নে জল সেচন করিতেছিলাম, আজ তাহা উন্মূলিত প্রায় হইয়াছে ; কমল কি বলিব—আমার হৃদয়ে আজ যে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে—তাহা যুগান্তের প্রলয় অপেক্ষাও ভীষণ ! বোধ করি এই আঘাতেই এ ক্ষুদ্র হৃদয় ভগ্ন হইয়া যাইবে। কমল, সংসার যাহাকে বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত—দরিদ্রতা যাহাকে অস্থি চর্ম্ম

সার করিয়াছে—তাহার আবার আশা কি ?" রাজকুমারের চক্ষে জল আসিল, ক্ষণেক পরে আবার কহিলেন "কমল, প্রাণের কমল, আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে সাধ করিয়াছি; কিন্তু আমার সে সাধ পূরিবে কেন? কিন্তু মনকে তো বুঝাইতে পারিতেছিনা—কিছুতেই হৃদয় জ্বালা নিবারণ করিতে পারিতেছি না।" আবার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, চক্ষু মুছিয়া রাজকুমার পুনরায় কহিলেন—"মনে করিয়াছিলাম সুখী হইব কিন্তু আমার অদৃষ্টে সুখ নাই! কমল, তুমি সুখে থাক, আমি দেশ ত্যাগ করিব!—এখানে থাকিয়া তোমার সুখের পথে কণ্টক হইব না!"

কমলের চক্ষে জল আসিল, তিনি কহিলেন—"রাজকুমার এ সমস্ত কথার অর্থ কি?—আর কোন দিন তো এরূপ বল নাই; তুমি দেশত্যাগী হইয়া আমাকে কিরূপে সুখী করিবে তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। জগতে যদি আমার সুখের বস্তু কিছু থাকে, সে তুমি,—যদি কাহাকেও লইয়া সংসারে সুখী হইতে হয়, তবে তোমাকে লইয়া,—যদি পৃথিবীতে কোন বস্তু আমার চক্ষে সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, সেও তুমি,—সেই তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে কিরূপে সুখী হইব বুঝিতে পারিলাম না! দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইলে কি লোকে সুখী হয়? আমায় ত্যাগ করিতে পারিবে?"

"তোমায় ত্যাগ করিব?—ঈশ্বর জানেন এ হৃদয়ে কমল ভিন্ন আর কিছুই নাই, হৃদয় চূর্ণ না হইলে তো ত্যাগ করিতে পারিব না! তোমার জন্য সংসার ত্যাগ করিব!"

"কেন ত্যাগ করিবে, তুমি কি জান না যে আমি তোমায় কত ভাল বাসি? যে দিন প্রথম দর্শন, সেই দিন হইতেই এ দেহ মন ও চরণে অর্পণ করিয়াছি এবং যত দিন জীবিত থাকিব তোমার আরাধনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিব না! আমায় ত্যাগ করিলে আমি কেমন করিয়া জীবিত থাকিব?"

"কমল আমি সমস্তই জানি, জানিয়া শুনিয়াও আমি এখানে আর থাকিতে পারিতেছি না; কারণ এ স্থানে আমার সকলেই বিপক্ষ; আমার পীড়া হইলে একটু জল—ক্ষুধায় এক মুষ্টি অন্ন—বিপদে সাহায্য করে এমন লোক নাই, তখন সেই স্থানে কিরূপ করিয়া বাস করিব! যদি কখন সময়

পাই তখন আসিয়া মনের সাধ মিটাইব, নচেৎ হৃদয়ের আশা হৃদয়েই লয় প্রাপ্ত হইবে!”

“বেশ কথা—তুমি ভিন্ন স্থানে যাইয়া তোমার অবস্থান্নোতির চেষ্টা কর আমার তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?”

“তোমার পিতা অন্য কাহারও সহিত তোমার বিবাহ দিলে তুমি কি করিবে?”

“তুমি উন্মাদ!—এক জনের কি দুই বার বিবাহ হয়?”

“কিরূপ আমি বুঝিতে পারিলাম না।”

“তোমার বুঝিয়াও কায নাই। এখন রাত্রি হইয়াছে তুমি আসল কর্ম্মের যোগাড় কর।”

“হাঁ্যা তা করিতেছি; কিন্তু বোধ হয় তোমায় আমায় দেখা এই শেষ!”

“আমি বিধাতার চরণে এমন কোন অপরাধ করি নাই, যাহাতে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার সকল সাধ ফুরাইয়া যাইবে! শুন রাজকুমার, তুমি যখন যেখানে যেরূপ অবস্থায় থাক, কমল তোমা ভিন্ন আর কাহারও নহে!—এই কথা তুমি মনে মনে ভাবিও; ভাবিয়া যদি ইচ্ছা হয় মাস কি বৎসর অন্তে আমায় এক বার দেখা দিও, আমি তাহাতেই সুখী হইবু! আমি তোমার প্রত্যাশী—তোমার ঐশ্বর্য্যের প্রত্যাশী নহি। তুমি রাজা হইয়া, রাজকন্যা বিবাহ করিয়া,—যখন সুখী হইবে, সেই সুখের সময় এক বার স্মরণ করিও, যে এই দীনা কমলকুমারী তোমার আশা পথ নীরিক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছে। কিম্বা যখন সংসারে বিরাগী হইয়া কন্দমূল ফলাসী ব্রহ্মচারী হইয়া অরণ্যে, কান্তারে ভ্রমণ করিবে, তখনও জানিবে কমল তোমার চিরসঙ্গিনী! রাজকুমার আমি বালিকা, এ অপেক্ষা অধিক কথা বলিবার ক্ষমতা আমার নাই! এই বলিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে কমল তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন; পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন “জগদীশ—প্রভো?—কেন আমাকে এ দরিদ্রতাজালে নিক্ষেপ করিলে? আবার যদি দরিদ্রই করিলে

—তবে এ প্রলোভন কেন? স্বামিন্—যাহার সহিত চির শত্রুতা—তাহার সহিত মিলন? শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ অপেক্ষাও অসম্ভব! আমাকে চির-দগ্ধ করিবার নিমিত্তই কি সৃজন করিয়াছিলে?" তাঁহার নয়ন হইতে দর দর ধারে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে তিনি উঠিলেন, উঠিয়া দোকান হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত কিনিয়া আনিলেন। বাটী আসিয়া যে স্থানে তাঁহার দিদিমা দলিল দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তথায় খুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং সেই স্থানে একটি ছোট টিনের বাক্স পাইলেন, তাহা খুলিয়া দেখিলেন তাহার ভিতর তাঁহার পিতার স্বহস্ত কৃত উইল, বিষয়ের সমস্ত দলিল এবং জাল উইল ও জাল দলিল রহিয়াছে; তিনি সে সমস্ত বাহির করিয়া আনিলেন এবং পতিত ইষ্টকালয়ের একটি নিভৃত স্থানে সে সমস্ত পুতিয়া তথায় একটি চিহ্ন করিয়া রাখিলেন। তৎপরে রন্ধনের নিমিত্ত যে সমস্ত কাষ্ঠ ছিল তাহা আনিয়া গৃহের মধ্যস্থলে সাজাইলেন এবং তাহার উপর গৃহের যাবতীয় দ্রব্যাদি আনিয়া সাজাইলেন ও তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দিলেন; পরে তাহার উপর তাঁহার দিদিমার মৃত দেহ শুয়াইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রচুর ঘৃত থাকাতে ভীষণ বেগে প্রজ্বলিত হইয়া ঘরের চাল ধরিয়া উঠিল ও নিমেষ মধ্যে সমস্ত ঘরেই অগ্নি লাগিল। তাহার শিখা যাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসীর গৃহে লাগিল, এইরূপে এক খানির পর এক খানি করিয়া সমস্ত গ্রাম অগ্নিময় হইয়া উঠিল।

রজনী অন্ধকার; আগুনের শিখা অন্ধকারে অধিক উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল, গ্রাম গ্রামান্তর হইতে লোক সমূহ সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিল; বালকের ক্রন্দন, জন্তুগণের বিকট চীৎকার, মনুষ্যের কোলাহলে গ্রাম পরি-পূর্ণ হইল। কিন্তু কেহই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম হইল না—সমস্ত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। রাজকুমার দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, যখন সমস্ত পুড়িয়া অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হইল, তখন ধীরে ধীরে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। পর দিবস সকলেই তাঁহার অন্বেষণ করিল কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

এক দিবস প্রভাতকালে বৰ্দ্ধমান জেলায় নারায়ণপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাতঃভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমন সময় দেখিলেন রাস্তার পার্শ্বে একটী ১০।১২ বৎসরের বালক শীতের দুরন্ত হিমে মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে; দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়া হইল; নিজ হস্তে তাহাকে উঠাইয়া গৃহে আনিয়া শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে জীবিত করিলেন। পরে পরিচয়ে জানিলেন "বালকটীর নাম রাজীবলোচন ঘোষ, ঐ জেলার কোন একটী গণ্ড গ্রামে বাস; শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন, আপনার আর কেহই ছিল না; কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিত, তাহাদের অবস্থা তত সচ্ছল নহে, আর তাহা হইলেই বা কে কোথায় দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের পোষণের ভার অধিক দিবস বহন করে? তাড়াইয়া দিয়াছে। ২।৩ দিবস অনাহার, দারুণ শীতে মৃতপ্রায় পড়িয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ অপত্যবিহীন, সুতরাং বিপুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার সংসার অরণ্য ভিন্ন আর কি বলিব? তিনি রাজীবলোচনকে পাইয়া সন্তানের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তাহাকে পাইয়া নিঃসন্তান জনিত কষ্ট বিস্মরণ হইলেন।

এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামে মহা সমারোহের সহিত রাজীবলোচনের বিবাহ দিলেন। এই ঘটনার ৩।৪ বৎসর পরে ঈশ্বরেচ্ছায় নগেন্দ্রনাথের একটী পুত্রসন্তান হইল; অপুত্রক ব্যক্তির পুত্র হইলে যে কত আনন্দ, তাহা যাঁহার হইয়াছে তিনিই অনুভব করিতে সমর্থ! নগেন্দ্রনাথ জমিদার—ঐ উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে দিবারাত্র আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল এবং নবজাত সন্তানের মঙ্গলার্থে তিনি দুই হস্তে দীন দরিদ্রদিগকে অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। পুত্রটী অতি সুলক্ষণযুক্ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, রংটী টুকটুকে—যেন পারুল ফুলটি। তাহার বাল্যকালের ক্রীড়া এবং মধুর হাসি দেখিয়া সকলেই মোহিত হইত; রাজার ছেলের মত আকার প্রকার দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ পুত্রটীর "রাজকুমার" নাম রাখিলেন।

জনক জননীর অপরিসীম যত্নে রাজকুমার শারদীয় আকাশের কলানিধির ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সময়ের গতি কে অবরোধ করিতে পারে ? অনন্ত কালের স্রোত অপ্রতিহত ভাবে অবিরাম অনন্তাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, কে তাহাকে ফিরাইতে সক্ষম হয় ? কালের বিশ্রাম নাই, কাহার নিমিত্ত অপেক্ষা নাই, কাহার অনুরোধ নাই—আপনার কার্য্য সাধন করিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্রোতে মনুষ্যের সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। সুখ বা দুঃখ কখন চিরস্থায়ী নহে, একটীর পর একটী করিয়া মনুষ্যের অদৃষ্টাকাশে উদিত হয়। সংসারের এমন নিয়ম নহে যে এক ভাবেই আজীবন কাটিয়া যাইবে, যদি সেই নিয়ম হইত তাহা হইলে রাজা ভিখারী এবং ভিখারী রাজা,—পুত্রহীন পুত্রবান এবং বহু পুত্র বিশিষ্ট পিতা পুত্রহীন হইত না ; আজ যে পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন লইয়া মহা সুখে বাস করিতেছে, কাল সে শোকের অতল গহ্বরে পতিত হইয়া ধন, জন, আত্মীয় পরিবার হারাইয়া—তৎসহ নিজের জীবন পর্য্যন্ত হারাইতে পারে ! মানবের ভাগ্যপট নিয়তই এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল।

যখন সংসারের এই নিয়ম—নগেন্দ্রনাথ যে স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখী হইবেন তাহা কখনই সম্ভব নহে। যখন রাজকুমারের চারি বৎসর বয়স—সেই সময় ৩।৪ দিবসের জ্বরে নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল। নগেন্দ্রনাথ মহা বিপদে পড়িলেন। রাজকুমারের লালন পালন পক্ষে তাঁহাকে বিশেষ ব্যাকুল করিয়া তুলিল, তিনি উপান্তর না দেখিয়া তাঁহার শ্বশ্রূকে আনিয়া তাঁহারই হস্তে রাজকুমারের পালন ভার অর্পণ করিলেন। অধিক বয়সে পত্নীহীন হইয়া নগেন্দ্রনাথ হৃদয়ে অতিশয় আঘাত পাইলেন—এবং সর্ব্বদা বিষণ্ণ অন্তরে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

বিপদ কখন একাকী আইসে না, যখন আইসে, তখন নদীর স্রোতের মত উপর্য্যুপরি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ঘটনার ১০।১৫ দিবস পরে নগেন্দ্রনাথ হঠাৎ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইলেন, চিকিৎসা করিবার সময় হইল না, এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার জীবন বায়ু বহির্গত হইল। নারায়ণপুর অন্ধকার হইল—দীন দরিদ্র পিতৃহীন হইল ; আবাল বৃদ্ধ বনিতা—সকলেই রোদন করিল।

রাজকুমার বালক, সুতরাং জ্ঞাতি দ্বারা নগেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করান হইল। শ্রাদ্ধান্তে নগেন্দ্রনাথের বিপুল ঐশ্বর্য্য রাজীবলোচনের হস্তে আসিল।

শাস্ত্রে বলে—"যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব আর অবিবেকতা, ইহার একটীতেই অনর্থ হয় কিন্তু যেখানে চারিটীই বর্ত্তমান তার আর রক্ষা নাই।" রাজীবলোচনেরও সেই দশা ঘটিল। নগেন্দ্রনাথ বিশেষ যত্ন করিয়াও তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার জন্য যাহা করিয়াছিলেন পরের নিমিত্ত কেহ তত করে না। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলে কি হইবে, যে শিখিবে, তাহার যত্ন চাই, খাদ্য নহে যে কোন গতিকে উদরস্থ করাইতে পারিলেই হইবে। তিনি যত চেষ্টা, যত তাড়না করিতে লাগিলেন রাজীবলোচনের লেখাপড়ায় তত ঔদাস্য হইতে লাগিল। তখন আজ কালকার ন্যায় বিদ্যালয় ছিল না, ধনী ব্যক্তিরা নিজের সন্তানের লেখাপড়ার নিমিত্ত বাড়ীতে গুরু মহাশয় নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন। গ্রামের বালক বালিকা তথায় আসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ রাজীবলোচনের নিমিত্ত রীতিমত একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ২।৩ টী শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন, পাড়ার সমস্ত বালক বালিকা তথায় বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল, কিন্তু যাহার নিমিত্ত শিক্ষক আসিল তাহার কিছুই হইল না; পীড়াপীড়ি দেখিয়া সে এক দিবস বাড়ীর ছাদ হইতে শিক্ষকের পৃষ্ঠে এমন এক এগার ইঞ্চি ঝাড়িয়াছিল যে তথা হইতে তাঁহাকে আড়কোলা করিয়া আনিতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি সেই আঘাতেই তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে নগেন্দ্র নাথ অপর শিক্ষকের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া কেহই কাঁচা মাথা রাখিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এইরূপে রাজীবলোচনের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হয়। বেগতিক দেখিয়া সত্বর নগেন্দ্র নাথ তাহার বিবাহ দিলেন, মা সরস্বতীও জন্মের মত সে স্থান হইতে বিদায় হইলেন।

এ হেন উপযুক্ত পাত্রের হস্তে নগেন্দ্রনাথের সমস্ত বিষয়ের ভারার্পণ হইল। ইহাতে যে অর্থের কিরূপ সদ্ব্যয় হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; এক মাস মধ্যেই পুরাতন যে সমস্ত কর্ম্মচারী ছিল তাহাদিগকে জবাব

দেওয়া হইল, তৎপদে নব্য ব্যক্তি তাঁহার ইয়ার প্রভৃতিকে নিযুক্ত করা হইল। বাটীতে রাত্র দিবা উৎসব হইতে লাগিল, নগেন্দ্রনাথের সঞ্চিত অর্থ মদ মাংসে উড়িতে লাগিল।

বঙ্গ দেশে কি কুক্ষণেই যে সুরা আসিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না—মানীর মান, ধনীর ধন, সুরাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; বালক যুবা বৃদ্ধের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, সুরায় ভারতবর্ষ ছারখার হইয়া যাইতেছে;—তত্রাচ কাহার চৈতন্য নাই। আজ কাল ত সুরার বন্যা আসিয়াছে। সেই টানে সুরাপনে—উন্মত্ত পশুর ন্যায় ভারতীয় প্রাণীগণ ইতস্ততঃ ভাসিয়া যাইতেছে। সুরায় ভারতের কত অমূল্য রত্ন যে অকালে ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা সংখ্যা করা সুকঠিন। জানিনা কত দিনে এ স্রোত ফিরিবে।

অর্থ হইলে মোসাহেবের অভাব হয় না, তখন যাহাকে তুমি কখন চক্ষে দেখ নাই সে আসিয়া তোমার এমনি প্রিয় পাত্র হইবে যে তুমি তাহাকে বড় আপনার—পরমাত্মীয় জ্ঞান করিবে; সে তোমার কথায় মরিবে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় তুমি তাহাকে জলে ডুবিতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে তোমার আজ্ঞা পালন করিবে। তোমার বিপদে হা হুতাস, সম্পদে আমোদ, এবং কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব করিবে, সে যাহা করিবে তেমন তোমার ভাই ভগ্নী, পিতামাতা, আত্মীয় কুটুম্ব করিতে পারিবে না! কিন্তু সে কয় দিনের জন্য? যত দিবস তোমার অর্থ আছে, তত দিবস—তার পর—কাকস্য পরিবেদনা—কাহার দেখা পাইবে? যে তোমার কথায় মরিত সে তখন তোমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিবে না! এ সংসারে সকলেই অর্থের দাস!

রাজীবলোচনেরও মোসাহেব জুটিল; তাহার মধ্যে এক জনের সঙ্গে কিছু বেশী ঘনিষ্টতা হইল; তাহার নাম নিতাই সরকার। নিতাই একজন বিখ্যাত জালিয়াত, সে জাল করিয়া যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে কত লোককে পথের ভিখারী করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কুটিলের চক্র ভেদ করা সরল মনুষ্যের সাধ্য নহে, লোকের অন্তরে প্রবেশ করিতে কেহই সক্ষম নহে; সর্প শিশুকে দুগ্ধ শর্করা দিয়া তুষ্ট করিলে সে কি দংশন ভুলিয়া যায়? কখনই নহে।

নগেন্দ্রনাথ এত দিবস যে পুত্রের ন্যায় রাজীবলোচনকে পালন করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভাসিয়া গেল; পামর লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নিতাই সরকারের সাহায্যে সমস্ত বিষয় জাল করিয়া নিজের নামে করিল এবং জাল খত প্রস্তুত করিয়া অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা সমুদায় বিক্রয় করাইয়া দিল। গ্রামের কোন কোন লোকে ইহাতে বাদী হয়, তাহাতে বিপুল অর্থ দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করে। পরে অপর স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া নগেন্দ্রনাথের বাটী পরিত্যাগ করিল। পিতৃ মাতৃ হীন, বালক রাজকুমারকে পথের কাঙ্গাল করিয়া গেল, একবার ফিরিয়াও দেখিল না; স্বার্থে অন্ধ হইয়া আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ করিল। এই সময় রাজীবলোচনের একটি কন্যা হইয়াছিল। তৎপরে যে যে ঘটনা হয়, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুর্য্যোগ।

রজনী প্রভাত হইল,—কিন্তু সে প্রভাতে আকাশে সূর্য্য উঠিল না, গাছে পাখী ডাকিল না,—কাকের কঠিন কর্কশ রবে গৃহস্থের নিদ্রাভঙ্গ হইল না;—বড় দুর্য্যোগ,—আকাশ নিবিড় নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন—মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে—ঝটিকাকারে বায়ু বহিতেছে;—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণ ও গভীর বজ্রনিনাদে জীবের মন আতঙ্কিত করিতেছে।

এই সময়ে একটী বালক—বর্দ্ধমান হইতে যে রাস্তা মুরশিদাবাদাভিমুখে গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছে। বালকের হস্তে ছাতি নাই,—অঙ্গে পরিধান ভিন্ন অপর বস্ত্র নাই; অনাবৃত মস্তকে অনাবৃত দেহে—প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে।

পথ পিছল—একস্থানে পা দিলে সরিয়া অপরস্থানে যায়,—স্থানে স্থানে গরুর গাড়ীর চক্রাঘাতে কাটিয়া গভীর গর্ত্ত হইয়াছে—বালক অতি কষ্টে—অতি সাবধানে—পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতেছে।

অদূরে বজ্রপতন হইল—বালকের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—পা স্থির রহিল

না—পিছলিয়া গেল—সে পড়িয়া গেল। সমস্ত শরীর—পরিধান বস্ত্র—কর্দ্দমাক্ত হইল, কিন্তু বালক তখনই উঠিল, উঠিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া পুনরায় পড়িয়া গেল। আবার উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর হইল—কিন্তু সে দুই প্রহর অনুমান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—দিঙ্‌মণ্ডল তমসাবৃত; সূর্য্যের সাধ্য কি যে সে তমোরাশি ভেদ করিয়া জগতে দুই প্রহর বেলার ঘোষণা করেন? তা নাই হউক—কিন্তু উদয় ত তাহা বুঝিবে না!

বালক চলিতেছে—কিন্তু অতি কষ্টে। ক্ষুধায় জঠর জ্বলিতেছে—হস্ত পদ বল শূন্য হইয়াছে;—বৃষ্টিতে ভিজিয়া সমস্ত অঙ্গ অবশ ও শিথিল হইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে; পা আর উঠিতে চায় না,—কি করিবে? নিকটে আশ্রয় নাই, সরাই নাই—একটী বৃক্ষ পর্য্যন্ত নাই—সম্মুখে দৃষ্টি চলে না, কেবল মাঠ—চারিদিগেই মাঠ—ধূ ধূ করিতেছে—সুতরাং সেই অবিরল বৃষ্টি ধারা মস্তকে ধারণ করিয়া—তাহাকে অগ্রসর হইতে হইতেছে।

এইরূপে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে দিবসের যে আলোকটুকু ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে কোথায় মিশাইয়া গেল,—ঘোর অন্ধকারে মেদিনী আচ্ছন্ন হইল; সম্মুখে অন্ধকার—পার্শ্বে অন্ধকার—যে দিগে তাকাও সেই দিগেই অন্ধকার! বিভীষিকা দেখাইয়া পথিককে গ্রাস করিতে উদ্যত! ঘোর অন্ধকার—কোলের মানুষ দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক, নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্টি হওয়া সুকঠিন।

সেই তমোরাশি ভেদ করিয়া—পথশ্রান্ত বালক ধীরে ধীরে চলিয়াছে—অন্ধকারে পথ দেখিতে পাওয়া যায় না—তাহাতে বৃষ্টিতে পথ পিছল হইয়াছে, বালক পুনঃপুনঃ পড়িয়া যাইতেছে; এই রূপে কিছু পথ যাইলে, একটী ক্ষীণ আলোক তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, যে স্থান হইতে আলোক আসিতেছিল সেই স্থানে যাইবার নিমিত্ত তাহার পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু অন্ধকারে নির্ণয় করিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে দামিনী বিকাশ হইল—তাহার সম্মুখে আম্র কাননের মধ্যে একটী দ্বিতল বাটী প্রকাশিত হইয়া পুনরায়

অন্ধকারে মিশাইয়া গেল সেই ক্ষণ-প্রভালোকে পথ দেখিতে পাইয়া সেই পথ ধরিয়া বালক সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু আঁধারে ঠিক পথে যাইতে পারিল না—মধ্যে মধ্যে আম্র বৃক্ষে ধাক্কা খাইতে লাগিল; এই সময় যে আলোক দেখিয়া সে অগ্রসর হইতেছিল তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল। অতি কষ্টে—সে বাটীর নিকটে উপস্থিত হইল—এবং যেমন পুনরায় অগ্রসর হইবে অমনি মাথায় দরজার আঘাত লাগিয়া সে দড়াম করিয়া পড়িয়া গেল।

পতন শব্দে গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল—আলোক হস্তে এক জন লোক বাহিরে আসিল এবং দরজার উপর একটী বালককে পতিত দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"কে গা তুমি?" কিন্তু উত্তর পাইল না;—উত্তর না পাওয়াতে সে গায় হাত দিয়া ডাকিল, কিন্তু—তাহাতেও উত্তর পাইল না, তখন সে ভীত হইয়া পুনরায় বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং অবিলম্বে আর এক জনকে সঙ্গে করিয়া আনিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং নাড়ী উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন কিন্তু মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না—কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া আলোক নিকটে আনিতে কহিলেন, আলোক নিকটে আসিলে দেখিলেন যে বালকের মস্তক হইতে শোণিত স্রাব হইয়া সে স্থান কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া তিনি অনুমান করিলেন যে পতনাঘাতে মস্তক ফাটিয়া গিয়াছে এবং তাহাতেই মূর্চ্ছিত হইয়াছে। তখন উভয়ে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গৃহের ভিতর আনিলেন এবং সিক্ত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করাইয়া, শুষ্ক বস্ত্র এবং উষ্ণ গাত্রাবরণ দিয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখিলেন;—মস্তকে ঔষধ দিয়া উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন এবং মূর্চ্ছা ভঙ্গের নিমিত্ত নানাবিধ উপায় করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভৃত্যকে ডাক্তার আনিবার আদেশ করিলেন। তখন বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ—থাকিয়া থাকিয়া গুমরাইতেছে—সে শব্দ জগতে প্রতিধ্বনি হইতেছে।

অবিলম্বে ডাক্তার আসিলেন এবং রোগীর অবস্থা শুনিয়া ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া গৃহকর্ত্তাকে কহিলেন "আপনি কি মূর্চ্ছা ভঙ্গের নিমিত্ত কোন ঔষধ দিয়াছেন?"

গৃহকর্ত্তা উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ দিয়াছি।"

"আমার বোধ হয় ইহার ২।৩ দিবস আহার কিম্বা নিদ্রা হয় নাই, অথবা অপর কোন্ মনোকষ্টে ইহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ এবং যেরূপ হস্ত পদ শীতল দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় সমস্ত দিনই বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, সুতরাং সমস্ত রক্ত মস্তকে উঠিয়াছে এবং পতন জনিত আঘাতে ইহার মূর্চ্ছা হইয়াছে। আমার বিবেচনায় ইহাকে কোন গতিকে কিঞ্চিৎ আহার করাইতে পারিলেই জ্ঞান সঞ্চার হইবে।"

গৃহকর্ত্তা চাকরকে বাটীর ভিতর হইতে দুগ্ধ আনিবার আদেশ দিলেন, চাকর দুগ্ধ আনিতে গেল।

ডাক্তার বাবু কহিলেন, ছোকরাটীকে দেখিলে ধনীর সন্তান বলিয়া বোধ হয় কিন্তু এরূপ অবস্থা হইল কি প্রকারে?

কর্ত্তা। তাতো বলিতে পারি না, ইহার জ্ঞানের সঞ্চার না হইলে পরিচয় জানিতে পারা যাইতেছে না।

ডাক্তার। বোধ হয় বদমায়েস তাই বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে,—কিন্তু মুখ দেখিলে তো তাহা বোধ হয় না।

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় চাকর দুধ লইয়া আসিল। তখন ডাক্তার বাবু নিজ হস্তে তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া দিলেন, কিন্তু দুধ উদরস্থ হইল না—কস বাহিয়া সমস্ত পড়িয়া গেল। অতি কষ্টে অনেক কৌশলের পর কিঞ্চিৎ দুধ উদরস্থ হইল। পরে ডাক্তার বাবু পকেট হইতে একটী শিশি বাহির করিয়া তাহা হইতে এক বিন্দু ঔষধ লইয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন, ঔষধের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে রোগীর জ্ঞানের সঞ্চার হইল; সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল—চক্ষের ভাব দেখিয়া ডাক্তারের প্রাণ উড়িয়া গেল; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে—তাঁহাদের দিগে এক দৃষ্টে চাহিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া উঠিল এবং বিছানা হইতে সজোরে উঠিতে গেল কিন্তু দৌর্ব্বল্য বশতঃ বিছানায় নিপতিত হইল এবং পুনরায় অজ্ঞান হইল।

ডাক্তার বাবু পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কহিলেন "রোগ, মূর্চ্ছা হইতে বিকারে পরিণত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাকে আর নাড়িবেন না; আমি

যে ঔষধ দিয়া যাইতেছি রাত্রে আর ২।৩ বার খাওয়াইয়া দিবেন, আর যদি কোন রকম বাড়াবাড়ি হয় আমাকে সংবাদ দিলেই আমি আসিব।" এই বলিয়া তিনি উপযুক্ত ঔষধাদি দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দস্যুহস্তে।

গৃহ দাহের পর রাজকুমার নারায়ণপুর ত্যাগ করিলেন; তখন আর রাত ছিল না। ক্রমে প্রভাত হইল—জীব কুল উঠিয়া দীননাথের স্তুতি গান করিতে আরম্ভ করিল।

যখন সূর্য্য উঠিল তখন রাজকুমার ৩।৪ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন, বৰ্দ্ধমান হইতে একটী রাজবর্ত্ম বরাবর মুরশিদাবাদাভিমুখে গিয়াছে; তিনি সেই পথই ধরিলেন; কোথায় যাইতেছেন—কাহার কাছে যাইতেছেন—কোথায় যাইলে আশ্রয় পাইবেন—তাহার কিছুই স্থির নাই, অথচ তিনি চলিয়াছেন। এইরূপে চলিতে চলিতে দুই প্রহরের সময় তিনি একটী সরাইয়ে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম লাভার্থে শয়ন করিলেন। পূর্ব্ব দিবস অনাহারে—রাত্রি-জাগরণে এবং পথ পর্য্যটনে, তাঁহার শরীর বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিল,—শয়ন মাত্রেই গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন। যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন অপরাহ্ণ; তিনি উঠিয়া দেখিলেন, যে সমস্ত ব্যক্তি তথায় আশ্রয় লইয়াছিল সকলেই চলিয়া গিয়াছে; কেবল এক ব্যক্তি নিষ্কৰ্ম্মার ন্যায় পড়িয়া আছে। বেলা গিয়াছে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিলেন এবং দোকানদারের দেনা পাওনা শোধ করিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যে সময় তিনি দোকানদারকে পয়সা দেন, সেই সময় উক্ত শায়িত ব্যক্তি সোৎসুক নয়নে তাঁহার টাকার থলির দিগে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল; তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি উঠিল এবং "যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—অনেক দূর যাইতে হইবে আর বেলা নাই"—এই প্রকার ভাব দেখাইয়া অতি সত্বর দোকানের সমস্ত দেনা

ঢুকাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল, ও দ্রুত পদ আসিয়া রাজকুমারের পিছু নিল।

রাজকুমার ভাবিতেছেন—কমল কুমারীর ভালবাসা, তাহার মাতার পুত্রাধিক স্নেহ এবং তাঁহার পিতার নৃশংশ ব্যবহার! দুষ্ট তাঁহাকে বিষয় হীন—আত্মীয় হীন—আশ্রয় হীন করিয়া পথের ভিখারী করিয়াছে;—তাঁহার অতুল বিভব লইয়া সে রাজত্ব করিতেছে আর তিনি এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত লোকের দ্বারস্থ। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কখন তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছে—হৃদয় প্রতিহিংসায় পরিপূর্ণ হইতেছে—আবার কমলের অকৃত্রিম ভালবাসা—মানস বিমোহন হৃদয়-তৃপ্তিকর মধুর বচন মনে হইল—প্রেমে হৃদয় ভরিয়া গেল—দুঃখের ঘোর তমোরাশি ভেদ করিয়া সুখের শশী অতি ক্ষীণ রশ্মিতে দেখা দিল কিন্তু তাহাতে হৃদয় তৃপ্ত হইল না!—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি যাইতেছেন, ক্রমে সন্ধ্যা হইল—সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার আসিয়া মেদিনী আবরণ করিল। পথ দুর্গম—সম্মুখে রজনী—তিনি দ্রুত বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন; রজনীর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনিও দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে পদচালনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎ দুর যাইলে যে ব্যক্তি দোকান হইতে পিছু লইয়াছিল—সে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল। রাজকুমার তাঁহাকে দেখিয়া—কিঞ্চিৎ সাহসীও হইলেন আবার ভীতও হইলেন।

উভয়ে মিলিয়া—কথোপকথনে—পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; আগন্তুক কথাচ্ছলে—কৌশল পূর্ব্বক রাজকুমারের সমস্ত পরিচয় এবং তাঁহার নিকট কত টাকা আছে—তাহাও জানিয়া লইল। সম্মুখে আম্র কানন—তাহার ভিতর দিয়া রাস্তা—উভয়ে ধীরে ধীরে তাহার ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘোর অন্ধকার—অতিকষ্টে—আন্দাজে আন্দাজে চলিয়া বাগানের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এমন সময় রাজকুমারের সঙ্গী—দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল; তিনি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

সে বিকট হাস্য করিয়া উত্তর দিল—"জাননা আমি কে?"

রাজকুমার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন—"আপনিত আমার অবস্থা

সব শুনিয়াছেন—আমি—নিরাশ্রয়—পিতামাতা হীন—ভিখারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তবে কেন আমাকে কষ্ট দিতেছেন?”

দস্যু। আমাদের ব্যবসায়ই এই—তুমি ভিখারী—কি নিরাশ্রয়—কি বড় মানুষ—তাহা দেখিবার দরকার নাই; সঙ্গে পয়সা থাকিলেই লইব—তা যিনিই হউন। এখন ভালয় ভালয় যা আছে—শীঘ্র দাও।

রাজ। আমি যদি না দিই—

দস্যু। তাহা হইলে জোর করিয়া লইব!

রাজ। আমি যদি চিৎকার করি?

“তাহা হইলে তোমার মুখ বাঁধিব! দরকার হইলে জীবন গ্রহণেও ত্রুটি করিব না!” এই বলিয়া দস্যু তাঁহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গাত্রে হস্ত প্রদান করিল,—রাজকুমার তাহার গণ্ডে একটী চপেটাঘাত করিলেন। দস্যু ভয়ানক কুপিত হইল এবং সজোরে টানিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া পৃষ্ঠে একটী ভীষণ পদাঘাত করিল, রাজকুমার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। দস্যু তাঁহার নিকট যাহা ছিল সমুদায় কাড়িয়া লইল এবং পুনরায় ২।৪টী পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া মাঠে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় রাজকুমারের জ্ঞান হইল; তিনি অতি কষ্টে উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। দুই ধারে মাঠ—লোকালয়ের নাম মাত্র নাই; সমস্ত রাত্রি চলিলেন কিন্তু আশ্রয় পাইলেন না, যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই মাঠ—কেবল মাঠ! ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশ নিবিড় মেঘমালায় পরিপূর্ণ হইল—বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া গুড় গুড় করিয়া ডাকিতে লাগিল; সেই সঙ্গে তাঁহার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। চতুর্দ্দিগে মাঠ—আশ্রয় নাই—তিনি দৌড়িতে লাগিলেন। দস্যু-পদাঘাত-জনিত নিদারুণ ব্যথা তখন বিস্মৃত হইলেন। প্রাণ ভয়ে—আশ্রয় প্রত্যাশায় দৌড়িতে লাগিলেন, কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না; আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া—ঝম ঝম শব্দে বৃষ্টি আসিল—তিনি নিরাশ্রয়—ভিজিতে লাগিলেন। হায়!—নগেন্দ্রনাথের এক মাত্র পুত্রের আজ এই দুর্দ্দশা!

পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছদে একাকী যে বালককে সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে যাইতে দেখিয়াছেন তিনিই আমাদের রাজকুমার এবং তাহার পর যে যে ঘটনা হইয়াছে তাহা সমস্ত অবগত আছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য লাভ।

যে বাটীতে রাজকুমার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে বাটীর কর্ত্তার নাম বিজয়চন্দ্র বসু—ব্যবসায়, তেজারতি—বয়স, ৪০।৪২ বৎসর—স্বভাব, অতীব নির্ম্মল—ভাব, বড় অমায়িক—হৃদয়, নিরতিশয় করুণা পূর্ণ—দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে তাঁহার মুক্ত হস্ত—দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত! বিজয় বাবু বর্দ্ধমানের মধ্যে একজন বিখ্যাত ধনী, তিনি তেজারতি করিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন; এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার ধনী ব্যক্তিরা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি এবং সম্মান করিত। তাঁহার সংসারে —বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী, দুইটী পুত্র, একটী কন্যা, দুইটী ঝি এবং একটী চাকর। তাঁহার জননী দয়ার আধার, সহধর্ম্মিণী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রায় ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার মুখ কেহই দেখিতে পায় নাই, কিম্বা উচ্চ স্বর কাহার কর্ণে পতিত হয় নাই। আজকালকার বিবিদিগের ন্যায় কোমর বাঁধিয়া শ্বশ্রূ, ননদ প্রভৃতির সহিত কলহ কিম্বা চাকর চাকরাণীর উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে দোতালায় বসিয়া পশম বুনিয়া বা নভেল পড়িয়া কাল কাটাইতেন না। তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিতেন এবং নিজ হস্তে সংসারের অনেক কর্ম্ম করিতেন এবং নিয়মিত সময়ে স্নান করিয়া রন্ধন করিতেন এবং অতি যত্নের সহিত সকলকে আহারাদি করাইয়া বেলা দুই প্রহর অর্থাৎ অতিথি আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইলে আহার করিতেন। তাঁহার দয়া ও যত্ন পুত্র হইতে চাকর পর্য্যন্ত সমভাবে প্রবাহিত হইত, তাঁহার গুণে সকলেই বশীভূত ছিল। কন্যাটীর বয়স একাদশ বৎসর—অবিবাহিতা—নাম গোলাপ এবং দুই পুত্রের মধ্যে একটীর নয় ও অপরের সাত বৎসর বয়ঃক্রম।

বিজয় বাবুর বাটীর একটী প্রশস্ত এবং পরিস্কার গৃহে একটী উত্তম শয্যায় রাজকুমার শায়িত; পার্শ্বে তাঁহার কন্যা গোলাপ বসিয়া ব্যজন করিতেছে ও তাঁহার বৃদ্ধা জননী বসিয়া গায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। প্রায় এক মাস হইল রাজকুমার এখানে আছেন, বিজয় বাবু অতি যত্নে—নিজের সন্তান অপেক্ষাও স্নেহে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন এবং তাঁহার বাটীর মেয়েরাও তদ্রূপ বিবেচনায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। চিকিৎসা যথাসাধ্য হইতেছে বটে কিন্তু রোগ কিছুতেই কমিতেছে না, রোগীর অবস্থা দিন দিন অতিশয় মন্দ হইতেছে, কত প্রকার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না! বিজয় বাবু অতিশয় চিন্তিত—বাটীর সকলেই দুঃখিত! এই এক মাসের মধ্যে—রোগীর অবস্থা আজ অপেক্ষাকৃত একটু ভাল,—ইহার মধ্যে এক দিনও ঘুমায় নাই—কেবল রোগের যন্ত্রাণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে, কিন্তু আজ অঘোরে ঘুমাইতেছে; বিজয় বাবু তাহাকে জাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় এই নিমিত্ত বাতাস করিতে এবং হাত বুলাইতে আদেশ দিয়াছেন। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল—বৃদ্ধা নীরবে উঠিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া নিকটে লইয়া বসিয়া রহিলেন; নিদ্রা ভাঙ্গিলে খাওয়াইয়া দিবেন। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা গভীর নিদ্রার পর রাজকুমার নয়ন উন্মীলন করিলেন—তাঁহার শরীর যেন এখন অনেক ভাল—বদন যন্ত্রণাহীন—নয়ন প্রশান্ত; তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া, পার্শ্বে অপরিচিত লোক, অপরিচিত গৃহ দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন এবং উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দৌর্ব্বল্য বশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না; পুনরায় চক্ষু মেলিলেন—গোলাপের গোলাপী অধরে তাঁহার নয়ন পতিত হইল তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে গা?"

গোলাপ অবনত বদনে উত্তর করিল—"আমি গোলাপ!"

গোলাপ?—গোলাপ কে? গোলাপকে ত তিনি কখন দেখেন নাই; পুনরায় চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"গোলাপ কে?" কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি এখানে কেন?"

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] ফাল্গুন, ১২৯৬ সাল। [১১ সংখ্যা

রাজকুমার।

"আপনি পীড়িত হইয়া এখানে আসিয়াছেন!"

"এখানকার নাম কি?"

"মুরশিদাবাদ।"

"আমি কত দিন এখানে আছি?"

"প্রায় এক মাস হইবে।"

"আমাকে আপনারা এই এক মাস স্থান দিয়াছেন?"

গোলাপ কোন উত্তর দিল না অবনত মুখে বসিয়া রহিল।

রাজকুমার পুনরায় কহিলেন—"আপনারা দেবতা—আমি নিরাশ্রয় —বিপদে পড়িয়াছিলাম—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন—এ ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিব?"

"আপনি বেশী কথা কহিবেন না—আপনি অতিশয় দুর্ব্বল—পুনরায় মূর্চ্ছা হইবার সম্ভব!"

"না আমি বেশী কথা কহিব না—তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—

আমায় আপনারা কোথায় পাইয়াছিলেন, আর আমার মাথায় কিসের আঘাত লাগিয়াছে, এইটী আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে।”

“আমি সবিশেষ সকল জানি না—আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি শীঘ্র বাবাকে ডাকিয়া আনিতেছি”—এই বলিয়া গোলাপ দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। রাজকুমার পুনরায় চক্ষু মুদিয়া পুর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। গোলাপ রাজকুমারের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া বরাবর বৈঠকখানায় তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইল, গিয়া দেখে ডাক্তার বাবু এবং তাহার পিতা উভয়ে বসিয়া রোগী সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতেছেন; তাহাকে ত্রস্তে আসিতে দেখিয়া বিজয় বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেন মা এত তাড়াতাড়ি আ'সছ?”

গোলাপ রোগীর চৈতন্য এবং তাহার সহিত যে যে কথা হইয়াছিল এবং এখন যে অবস্থায় আছে সকল বিষয় তাঁহাকে বলিল। বিজয় বাবু রোগীর চৈতন্য হইয়াছে শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সত্বর রোগীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার দুই জন ভদ্র লোক্‌কে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া ডাক্তার তাঁহাকে কহিলেন—“আপনি উঠিবেন না—উঠিবার কোন আবশ্যক নাই—শুইয়া থাকুন—আমরা ঐই খানেই বসিতেছি।” এই বলিয়া উভয়ে তাঁহার শয্যা পার্শ্বে বসিলেন। বিজয় বাবু রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার শরীর এখন কিছু সুস্থ বোধ হইয়াছে কি?”

“আজ্ঞা হাঁ—”

“আন্তরিক আর কোন যন্ত্রণা নাই?”

“আজ্ঞা না—”

বিজয় বাবু তখন ডাক্তার বাবুকে পরীক্ষা করিতে কহিলেন। ডাক্তার বাবু উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—“এখন যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে আর জ্বর হইবার সম্ভব নাই এবং নাড়ীতে যে সমস্ত গোলমাল ছিল তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছে, যদি সমস্ত দিবস এইরূপ থাকে তাহা হইলে কল্য রোগীকে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।” পরে অন্যান্য কথা

বার্ত্তার পর ডাক্তার বাবু প্রস্থান করিলেন। ডাক্তার প্রস্থান করিলে বিজয় বাবু রোগীর নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং গায় হস্ত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্ষুধা বোধ হইয়াছে কি ?"

রাজকুমার তাঁহার এই দয়া এবং স্নেহ দেখিয়া করজোড়ে কহিলেন—"মহাশয় আপনি আমাকে যেরূপ অবস্থায় আশ্রয় দিয়াছেন এবং বিদেশী অপরিচিত বলিয়া ঘৃণা না করিয়া যে রূপ সন্তানের ন্যায় যত্নে ও স্নেহে আমার চিকিৎসা করিয়াছেন —সেরূপ কেহ করে না। আপনি দেবতা —আমার জীবন দাতা পিতা—যে রূপ জনক জননীর ঋণ পরিশোধ করা যায় না—তদ্রূপ আপনার ঋণ আমার অপরিশোধ্য ; কিন্তু আমি ভিখারী —পৃথিবীতে আমার কেহই নাই!" এই বলিয়া রাজকুমার সজল নয়নে তাঁহার মুখের দিগে চাহিয়া রহিলেন।

বিজয় বাবু তাঁহার এইরূপ কাতরতা দেখিয়া কহিলেন—"বাপু, মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্যই লোকের উপকার করা—শুদ্ধ শরীর পরিস্কার রাখিয়া গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া—আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইবার নিমিত্ত ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করেন নাই!—পৃথিবীতে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবার জন্যই সৃজিত হইয়াছে ; যে কারণে—মনুষ্য জীবন—তাহাই যদি না করিতে পারিব তবে সংসারে থাকিয়া ফল ?—যে অর্থ দ্বারা বিপন্ন বা দরিদ্রদিগের সাহায্য না হইল তবে সে অর্থের প্রয়োজন ? মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্মই হইল অর্থ এবং সামর্থ্য দ্বারা লোকের উপকার করা—আমি সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি—অধিক কিছুই করি নাই!"

"লোকের উপকার বা সাহায্য করা যে কি সুখ ও আনন্দ তাহা জানিতে পারিলাম না, সমস্ত থাকিতেও চিরকাল লোকের দ্বারস্থ ও উপকৃত হইতেছি; আপনারাই ধন্য—আপনাদিগের মনুষ্য জন্মও সার্থক! আমাদের জীবন ধারণ কেবল অপরের গলগ্রহ হইবার নিমিত্ত!" এই বলিয়া তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

"তোমরা কি বড় মানুষ ছিলে ?"

"শুনিয়াছি আমার পিতা অতিশয় ধনী ছিলেন—কিন্তু আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না!"

"কেন—তোমার পিতা কি সমস্ত নষ্ট করিয়া গিয়াছেন ?"

"না—তিনি কিছুই নষ্ট করেন নাই,—তাঁহার যখন মৃত্যু হয় তখন আমি নিতান্তই বালক ছিলাম, সুতরাং মৃত্যুর পর যাহাদিগের হস্তে বিষয় ছিল তাহারাই ফাঁকি দিয়া লইল !"

"তোমার জননী নেই ?"

"পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ।"

"তোমার পিতার নাম কি ?"

"নগেন্দ্রনাথ মিত্র ।"

"কোথাকার ?"

"নারাণপুরের—"

"নারাণপুরের নগেন্দ্রনাথ মিত্রের ছেলে তুমি ?—তোমার নাম রাজকুমার ?"

"আজ্ঞা হাঁ—আপনি কি তাঁহাকে জানেন ?"

"পরে বলিতেছি—তোমার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে ?"

"আজ্ঞা—হাঁ—"

"কি পীড়া হইয়াছিল ?"

"শুনিয়াছি মা জ্বর বিকারে এবং পিতা বিসূচিকায় মরিয়াছেন ।"

"কত দিবস হইবে ?"

"প্রায় দশ বৎসর !—"

"দশ বৎসর ?—এত দিবস ?—"

"আজ্ঞা হাঁ—"

"বিষয় কি রাজীবলোচন সমস্তই ফাঁকি দিয়া লইয়াছে ?"

"আজ্ঞা হাঁ—আপনি সমস্তই অবগত আছেন দেখিতেছি ?"

"আমি সমস্তই জানি—তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন ; তোমার অন্নপ্রাশনের সময় আমরা সকলেই তোমাদিগের বাটীতে গিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমাকে দেখিয়া আসি ; তৎপরে তিনিও ৩।৪ বার আমাদের বাটী আসিয়াছিলেন কিন্তু ৮।১০ বৎসর মধ্যে আর আইসেন নাই ; ভাবিয়াছিলাম বোধ হয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। রাজীবলোচন বিষয় ফাঁকি দিয়া লইলে গ্রামের লোকে কিছু বলিল না ?"

"তাহাদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়াছে।"

"তবে ত তুমি অতিশয় কষ্ট পাইয়াছ?"

"আজ্ঞা হাঁ—বিশেষ রূপ কষ্ট পাইয়াছি।"

"কি রূপে সংসার চলিত?"

রাজকুমার তখন পিতার মৃত্যু হইতে এ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আমূল পরিচয় দিলেন। তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া বিজয় বাবুর সরল হৃদয় বিগলিত হইল—নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল—তিনি কহিলেন—"আর বলিতে হইবে না—আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি আরোগ্য লাভ কর—পরে দেখিব কেমন করিয়া রাজীবলোচন বিষয় ভোগ করে; গ্রামে তোমার কেহ সাপক্ষ আছে?"

"আজ্ঞা না—"

"আচ্ছা—যে রূপে পারি বশীভূত করিব, তার জন্য চিন্তা নাই। ঈশ্বর ইচ্ছায় তুমি সত্বর আরোগ্য লাভ করিলে হয়।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর রাজকুমারকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে রাজকুমার আরোগ্য লাভ করিলেন, শরীরে বলাধান হইল; তিন চারি মাস অতীত হইলে শরীর উত্তম রূপ সুস্থ হইলে বিজয় বাবু তাঁহাকে স্কুলে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মনের কথা।

প্রায় তিন চারি বৎসর অতীত হইয়াছে, রাজকুমার এখানে অবস্থান করিতেছেন; বিজয় বাবু এবং তাঁহার পরিবারগণের স্নেহে পূর্ব্ব দুঃখ বিস্মরণ হইয়াছেন; আন্তরিক যত্নের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। তাঁহার মধুর বচন এবং শান্ত স্বভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে, তিনি নিজ গুণে সকলেরই প্রিয় পাত্র হইয়াছেন।

এক দিবস সন্ধ্যার পর রাজকুমার এবং বিজয় বাবুর দুই ছেলে বসিয়া পড়িতেছেন, পার্শ্বে বিজয় বাবু এবং দুই তিন জন প্রতিবেশী বসিয়া গল্প

করিতেছেন ; ক্রমে অধিক রাত্র হইল—প্রতিবেশীরা উঠিয়া গেলে বিজয় বাবু রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"রাজকুমার আমি কাল বর্দ্ধমান রাজবাড়ী যাইব, ইচ্ছা করিয়াছি এই সুযোগে তোমার বিষয় উদ্ধারের চেষ্টা করিব ; অতএব তোমায় কল্য আমার সহিত বর্দ্ধমান যাইতে হইবে ; এক্ষণে যাও রাত্রি অধিক হইয়াছে, শয়ন করগে, কল্য প্রত্যূষে উঠিতে হইবে।"

রাজকুমার অবনত বদনে—"যে আজ্ঞা" বলিয়া উঠিয়া শয়ন করিতে গেলেন। বিজয় বাবু পুত্র দুইটী লইয়া নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমার শয়ন করিলেন বটে কিন্তু নিদ্রা হইল না, নানাবিধ চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিল ; বিষয়ের ভাবনা—গ্রামের লোককে কি রূপে বশীভূত করিবেন—সেই ভাবনা,—কি রূপে গ্রামে প্রবেশ করিবেন হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলে গ্রামের লোকে কি রূপ ব্যবহার করিবে—তাহা-দিগের সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন,—সেই সকল স্মরণ হওয়াতে তাঁহার দুঃখের সহিত হাসি আসিল, তিনি ভাবিলেন—"আমি কি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি ?—যখন সেই বিপদে আমাকে কেহ সাহায্য করিল না, তখন ও রূপ না করিলে—আম কি রূপে সেই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইতাম ? আর কমল যদি সাহায্য না করিত"—কমলের কথা মনে হওয়াতে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—তাহার স্নেহ—ভালবাসা মনে হইল—নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত হইয়া উপধান সিক্ত হইয়া গেল তিনি আর শুইতে পারিলেন না—উঠিয়া বসিয়া ভাবিলেন—"এই চারি বৎসর কমলের সহিত দেখা হয় নাই,—কমল এখন কত বড় হইয়াছে—তাহার রূপ রাশি এখন দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে—হৃদয়ও তৎসঙ্গে করুণা পূর্ণ এবং সরলতাময় হইয়াছে। কমল আদর্শবালিকা—হৃদয়ের এত স্নেহ এত দয়া আমি কখন দেখি নাই ; কমল কি এত দিন আমায় বিস্মৃত হই-য়াছে ? অসম্ভব !—তাহার বালিকা বয়সের হৃদয়ের ভাব যখন এত দৃঢ় এত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ—তখন কখনই সে আমায় ভুলিবে না। হয় ত হঠাৎ আমায় দেখিয়া কত আনন্দিত হইবে ?—আমার কষ্টের কথা শুনিয়া কত দুঃখিত হইবে !"—আবার ভাবিলেন—"কমলের বয়স এখন ১২।১৩ বৎসর হইয়াছে—সে কি এখন আর বাহিরে আসে ?—তবে কি হইবে ?—কেমন

করিয়া দেখা করিব? আমি ত আর বাটীর ভিতর যাইতে পারিব না?
কিম্বা যদি তার বিবাহ হইয়া থাকে”—বিবাহ হইয়া থাকে? তাঁহার হৃদয়ে
সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল—উষ্ণ শোণিত শিরায় শিরায় ছুটিতে লাগিল
—তিনি অধৈর্য্য হইলেন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—উঠিয়া গৃহ
মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন। বাতায়ন উন্মুক্ত পথে মৃদু মন্দ বায়ু
আসিয়া তাঁহার গাত্রে লাগিল তিনি কতক শান্তি বোধ করিলেন। পদ-
চারণা করিতে করিতে তিনি বাতায়ন পথ দিয়া দেখিতে পাইলেন তাঁহার
শয়ন গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় জ্যোৎস্নালোকে একটী মানবছায়া তাঁহার
গৃহ মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি বিস্মিত হইলেন এবং নিঃশব্দে ধীরে
ধীরে দ্বার অর্গল উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন; বাহিরে আসিয়া তিনি
যাহা দেখিলেন তাহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। তিনি দেখিলেন বিজয়
বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা গোলাপ বাতায়নে ভর দিয়া এক দৃষ্টে গৃহ মধ্যে চাহিয়া
আছে; তিনি বিস্মিত স্বরে ডাকিলেন—“গোলাপ!”

গোলাপ চমকিত হইয়া উঠিলেন, লজ্জায় সমস্ত মুখ আরক্তিম হইল,—
বদন হইতে বাক্যস্ফূরণ হইল না—অবনত বদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“গোলাপ এত রাত্রে তুমি এক-
লাটী দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ? এখনও নিদ্রা যাও নাই?”

গোলাপ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি কি কাল বাড়ী
যাইবেন?”

“বাড়ী?—বাড়ী কোথায় গোলাপ?”

“বাবার মুখে শুনিতেছিলাম আপনি তাঁহার সঙ্গে কাল বর্দ্ধমান
যাইবেন!”

“হ্যাঁ—বর্দ্ধমান যাইব বটে?”

“সেখানে কি আপনার বাড়ী নহে?”

“ছিল বটে—কিন্তু এখন আমি নিরাশ্রয়—যেখানে অবস্থান করি সেই
আমার বাড়ী!” বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন জল ভারাক্রান্ত হইল।

তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া গোলাপ অপ্রস্তত হইয়া কহিল—“ক্ষমা করি-
বেন; পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া আপনাকে বৃথা কষ্ট প্রদান করিলাম—”

"তোমার অপরাধ কি গোলাপ?—জগদীশ্বর আমাকে কষ্ট প্রদান করিতেছেন!"

"আপনি বাবার সঙ্গে আবার ফিরিয়া আসিবেন ত?"

"সে কথার স্থির উত্তর আমি ত এখন দিতে পারি না,—যে কার্য্যের নিমিত্ত যাইতেছি—তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হই—তাহার ঠিক নাই; বোধ হয় আসিতে কিছু বিলম্ব হইবে; সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

"অধিক দিবস এক সঙ্গে থাকিলে মমতা জন্মে—সেই কারণেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"গোলাপ—তোমাদিগের গুণ আমি বিস্মৃত হইতে পারিব না, যত দিবস জীবিত রহিব, তত দিবস তোমাদের দয়া—স্নেহ—ভালবাসা আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইবে!—তোমরা আমার জীবন দাতা—তোমরা না আশ্রয় দিলে এত দিবস আমার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত;—জীবন তোমাদের নিকট বিক্রীত!"

"আমি আমাদিগের সুখ্যাতি শুনিতে এই গভীর রাত্রে আপনার নিকট উপস্থিত হই নাই; আর আমরা এমন কোন নূতন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে আপনি অত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন; লোকে সচারাচার যাহা করিয়া থাকে, আমরাও তাহাই করিয়াছি, তাহাতে মহত্ব কিছুই নাই।"

"মহান্ ব্যক্তিদিগের কথাই ঐরূপ!—দাতা কি নাম কিনিবার নিমিত্ত দান করেন?—যা'ক সে বিষয় আর আমি কিছু ববিল না। এখন তুমি কি জন্য ওখানে দাঁড়াইয়াছিলে বল?"

"আমি যে কর্ম্মের জন্য আসিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়াছে—এখন আমি চলিলাম—"

"কি কর্ম্মের জন্য আসিয়াছিলে তাও বলিলে না?"

"আমি যাহার জন্য আসিয়াছিলাম—তাহা আপনার শুনিবার যোগ্য নহে—" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া রাজকুমার তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—

"না বলিলে আমি কিছুতেই যাইতে দিব না—"

কর স্পর্শে গোলাপের শরীর শিহরিয়া উঠিল—তাড়িত প্রবাহে ধমনিতে

শোণিত সঞ্চালন হইতে লাগিল—অঙ্গ অবশ হইল তিনি মনে মনে বলিলেন—"রাজকুমার কি কায করিলে, কেন এক দিনের তরে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আমার হৃদয়ানল বর্দ্ধিত করিলে? এ অনল কি নিবাইতে পারিবে? —যদি না পারিবে, তবে কেন আমাকে এ সুখ দেখাইলে?"—তাঁহার নয়ন যুগল আর্দ্র হইল; তাহা হইতে মুক্তা ফলের ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ড বহিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিল।

তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া রাজকুমার বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন, বোধ হয় হস্ত ধারণে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতেই তিনি রোদন করিতেছেন,—এই ভাবিয়া তিনি হস্ত ছাড়িয়া দিলেন এবং বিনীত বচনে বলিলেন—"গোলাপ আমি না জানিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি, আঘাত লাগিবে জানিলে আমি হস্ত ধারণ করিতাম না। অতএব আমায় ক্ষমা কর —আর রোদন করিও না!"

তাঁহার এইরূপ বচন শুনিয়া গোলাপের অশ্রু দ্বিগুণ প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি মনে মনে ভাবিলেন "হৃদয়েশ! কি সামান্য আঘাত? যে আঘাত হৃদয়ে হইয়াছে তাহা কাহাকে বলিব?—তুমি আমার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলে না এই আমার দারুণ কষ্ট! তোমারি বা কি অপরাধ দিব? আমি যে তলে তলে দগ্ধ হইতেছি তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিবে?"

তাঁহাকে নীরবে রোদন করিতে দেখিয়া রাজকুমার কহিলেন—"গোলাপ, দুষ্কর্ম্মের কি ক্ষমা নাই?"

"না রাজকুমার তুমি যে আঘাত করিয়াছ তাহার ক্ষমা নাই? রাজকুমার! আমি যে যাতনা প্রাণে সহ্য করিতেছি তাহা কাহাকে বলিব—হৃদয়ে যে অনল জ্বলিতেছে' তাহা কাহাকে দেখাইব? হৃদয় দেখাইবার উপায় নাই—নহিলে হৃদয় খুলিয়া দেখাইতাম যে হৃদয়ের স্তরে স্তরে কি ভীষণ অনল জ্বলিতেছে! রাজকুমার, ভাবিয়াছিলাম অন্তরের কথা অন্তরেই থাকিবে কিন্তু তাহা পারিলাম না; ক্ষুদ্র হৃদয়ে অসহ্য হইয়াছে!—কি কুক্ষণেই তোমাকে দেখিয়াছিলাম—দেখিয়া অবধি হৃদয়ের শান্তি হারাইয়াছি,—দারুণ অনলে অহর্নিশি জ্বলিতেছি;—রাজকুমার বুক চিরিয়া দেখ—

তথায় তোমার প্রতিমূর্ত্তি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত! সমস্ত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখ—ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় তোমার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত! তুমি আজ আমাকে দেখিতে পাইলে, জাগ্রত ছিলে বলিয়া, কিন্তু প্রত্যহ আমি তোমার বাতায়নে দাঁড়াইয়া থাকি! তুমি নিদ্রিত থাক—সুধাংশুর কিরণ আসিয়া তোমার চরণে পতিত হয়—পবন মৃদু হিল্লোলে তোমার সেবা করে—আমি দাঁড়াইয়া দেখি, আর ভাবি কেন আমি চন্দ্র-কিরণের ন্যায় তোমার চরণে পতিত হইতে না পাই? কেন বা পবনের ন্যায় স্বাধীন ভাবে তোমার সেবা করিতে না পারি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্র এই খানে কাটিয়া যায়—প্রভাতে শয়ন করি, আর নিদ্রা হয় না! এত দিবস যাহা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল—আজ তুমি অঙ্গ স্পর্শ রূপ ফুৎকারে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিলে! রাজকুমার যে সুখ আমার স্বপ্নের অগোচর—তাহা কেন তুমি আজ আমাকে প্রদান করিলে?—আমি বালিকা, অধিক জানি না; তবে এইমাত্র জানি যে পাণিগ্রহণ করিলে বিবাহ হয়! আজ তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ—সুতরাং তুমি আমার স্বামী!—তুমি আমাকে গ্রহণ কর আর নাই কর—কিন্তু আমি চিরদিন তোমার চরণ ধ্যান করিয়া জীবন যাপন করিব—অপর পাত্র গ্রহণ করিব না—করিলে দ্বিচারিণী হইব!” এই বলিয়া কমল দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজকুমার স্তম্ভিত হইলেন!—গোলাপের প্রত্যেক কথা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল। কমলকুমারীর চিন্তা তাঁহার অন্তর হইতে প্রস্থান করিল—তাঁহার হৃদয় গোলাপময় হইয়া উঠিল। তিনি নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিলেন। রাত্র শেষ হইয়াছিল, প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণে তাঁহার অঙ্গ শীতল হইল—শয়নমাত্রেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

নিদ্রাবস্থায় রাজকুমার স্বপ্ন দেখিলেন,—“একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর, তিনি একটী যোগিনীর পশ্চাৎ যাইতেছেন; যোগিনীর আলুলায়িত কেশদাম জটায় পরিণত হইয়াছে, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদন প্রভা মলিন হইয়া গিয়াছে,—দেহে মাংস নাই, অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট; কিন্তু সেই বিমলিন বদন হইতে যে এক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে তাহাতে ত্রিলোক বশীভূত হয়! ভীষণ ত্রিশূল হস্তে যোগিনী অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, আর রাজকুমার মন্ত্রমুগ্ধের

ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন ; যোগিনী—কমলকুমারী। খানিক দূর যাইলে কমল একটী প্রস্তর খণ্ডের উপর দাঁড়াইলেন ; তথা হইতে তিন ক্রোশ নিম্নে একটি স্রোতস্বতী ভীষণ বেগে পর্ব্বত প্রদেশ কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে ; সেই উপল খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া কমলকুমারী রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'রাজকুমার, কেন বৃথা তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ ?—ফিরিয়া যাও।—এ জীবনে তোমায় আমায় আর মিলন হইবে না !—স্বর্গে, যেখানে চিরমিলন—বিচ্ছেদ নাই—সেইখানে আমি চলিলাম—সেখানে আমি তোমার ধ্যানে মগ্ন থাকিব—তুমি সংসারের কাজ সারিয়া আমার পশ্চাৎ আইস !'—রাজকুমার যেন বলিলেন—'কমল তোমা ভিন্ন সংসার অন্ধকার !—বাল্যকাল হইতে হৃদয় বিনিময়—হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার নামাঙ্কিত ; অনেক কষ্ট পাইয়াছি—তুমিও পাইয়াছ—এখন সুখের সময়—চল উভয়ে মিলিয়া সুখী হই ! তোমার পায়ে পড়ি চল—আর আমায় কষ্ট দিও না—' এই বলিয়া তিনি যেমন তাঁহার হস্ত ধরিবেন,—অমনি কমল—'নিষ্ঠুর !'—এই কথা বলিয়া সেই স্থান হইতে ঝাঁপ দিয়া নিম্নে নদীগর্ভে পতিত হইলেন ;—রাজকুমার ভয়ানক চীৎকার করিয়া—'কমল কি করিলে ?'—বলিয়া তাহার সঙ্গে পড়িতে যাইবেন, অমনি কে আসিয়া তাঁহাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিল—আর পড়িতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন ধৃতকারী—গোলাপ ! তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখিলেন প্রভাত হইয়াছে ; তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া বর্দ্ধমান যাইবার বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া দেখেন বিজয় বাবু তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আসিলে উভয়ে যাত্রা করিয়া বাহির হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

জন্মভূমি।

বিজয় বাবু রাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া যথাসময়ে বর্দ্ধমান রাজবাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। মহারাজা তাঁহাকে বিশেষ সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। বিজয় বাবুর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর মহারাজা রাজকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; বিজয় বাবু একে একে তাঁহার সমস্ত পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন—"আপনার নিকট আমার আসিবার উদ্দেশ্য এই, যাহাতে অনাথ বালকের কিছু উপায় হয় ও উহার অপহৃত বিষয় পুনঃ-প্রাপ্ত হয় আপনার তাহা করিতে হইবে।"

মহারাজা কহিলেন, "উহার দলিল পত্র সমস্ত আছে কি?"

রাজকুমার। আজ্ঞা হাঁ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সকল আছে কি না, তাহা আমি দেখি নাই; তবে এই মাত্র শুনিয়াছি যে সমস্ত দলিল খোয়া গিয়াছিল এবং যাহা জাল হইয়াছিল তাহা সমস্তই আছে।

রাজা। সে সকল কি তোমার সঙ্গে আছে?

রাজকুমার "আজ্ঞা না"—এই বলিয়া যে অবস্থায় দলিল আছে আনু-পূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

রাজা সমস্ত শুনিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তুমি যাইয়া সমস্ত দলিল লইয়া আইস—দেখা যাউক—পরে যুক্তি করিয়া যাহা ভাল হয় করা যাইবে।"

এই পরামর্শ স্থির হইলে, পর দিবস প্রাতে রাজকুমার নারায়ণপুর যাত্রা করিলেন। বিজয় বাবু সঙ্গে লোক লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করি-লেন, তাহাতে তিনি কহিলেন,—"লোক সঙ্গে করিয়া যাইলে গোল হই-বার সম্ভব, সমস্ত দলিল আমার নিকট আছে, রাজীবলোচন যদি এ কথা অনুমাত্র জানিতে পারে, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে হউক তাহা ছিনা-ইয়া লইবে এবং অবিলম্বে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে, অতএব আমার গোপনে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়; তবে রিক্তহস্তে না যাইয়া একখানা অস্ত্র লইয়া যাইলে ভাল হয়।"

বিজয় বাবু একখানি অস্ত্র আনিয়া দিলেন; রাজকুমার তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বর্দ্ধমান হইতে নারায়ণপুর আসিতে তাঁহার সন্ধ্যা হইল। জন্মভূমির কি অনির্ব্বচনীয় মোহিনী শক্তি!—সে শক্তিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মুগ্ধ!—জন্মভূমি উষ্ণ হইলেও শীতল—মরুভূমি হইলেও শস্যশালিনী—চতুর্দ্দিগে নদনদী কিম্বা গহন কানন পরিবেষ্টিত হইলেও শান্তিময়ী—স্বর্গাদপি গরীয়সী!—জন্মভূমি সুজলা—সুফলা—মলয় প্রবাহিতা;—ভূমণ্ডলে সহস্র সহস্র উত্তম—স্বাস্থ্যকর স্থান আছে—কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র গহন বেষ্টিত স্থান—আমাকে যে সুখ—যে আনন্দ—যে স্বাস্থ্য প্রদান করিবে—তেমন আর কোন দেশ পারিবে না—জন্মভূমির এমনি মহিমা! রাজকুমার দূর হইতে গ্রামের বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইলেন—মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল—হৃদয় আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিল—নয়নে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল,—যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার মন ততই চঞ্চল হইতে লাগিল—সামান্ত দূর থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল দৌড়িয়া গিয়া গ্রামে প্রবেশ করেন—কিন্তু যাইবেন কোথায়? দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?—তিনি ধীরে ধীরে গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

গ্রামে প্রবেশ করিতে তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল—হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল—প্রতি পদ বিক্ষেপে তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইতে লাগিল;—তিনি অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অধিক দূরে যাইতে হইল না, কিয়ৎ দূর যাইলেই তিনি তাঁহার পিতার ভগ্ন অট্টালিকা স্তূপ দেখিতে পাইলেন!—তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল!—তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন—বাড়ী এবং তাহার চতুর্দ্দিগে ভয়ানক বন হইয়াছে, রাত্রে তাহাতে প্রবেশ করা দূরে থাক—বোধ হয় দিবা ভাগেও তাহাতে প্রবেশ করিতে লোকে সঙ্কুচিত হয়। রাজকুমার যে পথে বাড়ী প্রবেশ করিতেন তথায় আসিয়া দেখিলেন তাহাও নানাবিধ কণ্টক এবং অপরাপর জঙ্গল দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, সহজে যাইবার উপায় নাই। তাঁহার নিকট অস্ত্র ছিল—তিনি তাহা দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার বন কর্ত্তনের শব্দ

পাইয়া চতুর্দ্দিক হইতে শৃগাল দলে দলে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

হায়! নগেন্দ্রনাথের সুধা ধবলিত অট্টালিকা—বহুজন পরিপূরিত আবাস—আজ শৃগালের বাসস্থান হইয়াছে!—রাজকুমার অনেক কষ্টে—জঙ্গল ছেদন করিয়া বাটীর ভিতর—যেখানে তাঁহার কুটীর ছিল—যাহা দগ্ধ করিয়া তিনি আজ আশ্রম শূন্য!—তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হইয়া দেখিলেন—চারি বৎসর পূর্ব্বে যে অবস্থায় তিনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেই রূপই আছে;—বৃষ্টির জলে ধুইয়া—ঘরের পোতা পরিষ্কার রহিয়াছে—একটী তৃণ মাত্র হয় নাই। তিনি সেই চির পরিচিত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার বাল্যকালের সমস্ত ঘটনা একে একে মনে পড়িল—নয়ন আসারে পূর্ণ হইল—তিনি সেইখানে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রু অমূল্য ধন!—দগ্ধ হৃদয় শান্ত করিবার অমন জিনিষ পৃথিবীতে আর নাই! পুত্রহীনা জননী—পতি-বিয়োগ-বিধুরা রমণী যখন পতি-পুত্র-শোকে অধীর হইয়া রোদন করেন—তখন কে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে সক্ষম হয়?—সে অশ্রু—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত,—সুখে দুঃখে—বিপদে সম্পদে—সকল সময়েই—অশ্রু আমাদিগের সহায়—দগ্ধ হৃদয়ের শান্তি দাতা—আবার সুখের প্রাগাঢ়তা জ্ঞাপন কারক! এমন সহায়—এমন অমূল্য ধন জগতে আর কি আছে?

রাজকুমার অনেকক্ষণ রোদন করিলেন,—অশ্রুজলে হৃদয়ের কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ হইল—তিনি চক্ষু মর্দ্দন করিয়া উঠিলেন এবং যে স্থানে বিষয়ের কাগজ পত্র প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তথা হইতে তাহা বাহির করিয়া—উত্তম রূপে বন্ধন করিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।—বাহিরে আসিয়া তিনি কমলকুমারীর বাটীর নিকটে আসিলেন—এবং যে যে স্থান হইতে কমলকে দেখিতে পাওয়ার সম্ভব, সেই সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থান হইতে দেখিতে পাইলেন না—একটী আলোক পর্য্যন্ত তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল না বা কাহার সাড়া শব্দও প্রাপ্ত হইলেন না। তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন—কিছু অনুধাবন করিতে না পারিয়া—অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া ঘুরিয়া

বেড়াইলেন—যে যে স্থানে কমলের সহিত খেলা করিতেন—সেই সেই স্থানে বেড়াইলেন—অবশেষে রাত্রি অধিক হইল, তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বাজারের সরাইয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আহারাদি করিয়া—শয়ন করিলেন এবং কথায় কথায় দোকানদারকে গ্রামের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত শুনিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের জমিদাদের মেয়ের বিয়ে হ'য়েছে?"

"কোন্ জমিদার?"

"রাজীবলোচন বাবু!"

"না, তাঁর বাড়ীতে বড় বিপদ!—"

"কি বিপদ?—"

"তাঁর মেয়েটীর বড় বিয়ারাম।—"

"কি বিয়ারাম?—"

"তা বলিতে পারি না—"

"চিকিৎসা হইতেছে না?—"

"হইতেছে কিন্তু বিয়ারামের নির্ণয় হয় নাই!—"

"কত দিবস হইয়াছে?—"

"এক বৎসরের উপর হইবে—"

"এত দিবস!—কবিরাজেরা কি বলিতেছে?—"

"তাহারা আসিতেছে—চিকিৎসা করিতেছে—টাকা লইয়া চলিয়া যাইতেছে,—রোগের ত নির্ণয় করিতে পারিল না!—"

"এত দিবস চিকিৎসায় রোগের কিছু উপশম হয় নাই?"

"কিছুই না—বরং ঔষধ খাইয়া বৃদ্ধি হইয়াছে—এখন শেষ অবস্থা!—"

"শেষ অবস্থা!"—রাজকুমারের হৃদয় মথিত হইল—নয়ন হইতে দরবিগলিতধারে সলিল নিপতিত হইয়া বক্ষস্থল সিক্ত হইয়া গেল—রাত্রি বলিয়া দোকানদার তাহা দেখিতে পাইল না, অনেক কষ্টে অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবিরাজেরা কি বলে?"

"কেহ বলে কোন প্রিয় বস্তুর অদর্শন জনিত চিন্তায় এই রোগ হইয়াছে—

কেহ বলে হৃদ্‌রোগ—কেহ রক্তপিত্ত—ইত্যাদি যাহার যাহা অনুমান হই-তেছে—তিনি তাহাই বলিতেছেন।”

“প্রিয় বস্তুর অদর্শন জনিত চিন্তায় এই রোগ হইয়াছে!”—এই কথা রাজকুমারের মজ্জায় মজ্জায় আঘাত করিল—হৃদয়ে তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল,—তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন “দৌড়িয়া গিয়া কমলকে দেখিয়া আসি!—” কিন্তু রাজীবলোচনের অমানুষিক ক্রোধ—বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠার কথা মনে পড়িল—সে চিন্তা অন্তর মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরিশেষে ভাবিলেন “আমি একলা গিয়াই বা কি করিব? বরং বিজয় বাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইলে উপকার হইবার সম্ভাবনা। তিনি এক জন বিখ্যাত অবধৌতিক চিকিৎসক—দেখি যদি তিনি কমলকে বাঁচাইতে পারেন!” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি শয়ন করিলেন; কিন্তু সমস্ত রাত্রের মধ্যে একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারি-লেন না—চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। কমলের ভালবাসা—মধুর বচন—বিদায় কালীন সমস্ত কথা—একে একে তাঁহার মন মধ্যে উদয় হইতে লাগিল—মন চঞ্চল হইল—শয্যায় কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল—তিনি উঠিয়া বসিলেন। এইরূপ শোয়া বসা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; পূর্ব্বদিক্ পরিস্কার হইবা মাত্র তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর্দ্ধমান আসিয়া পৌঁছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কুসুমে কীট।

এই অনন্ত জগতে ভালবাসা একটী অমূল্য রত্ন! এমন প্রাণী নাই—যাহার হৃদয়ে ভালবাসার বীজ উপ্ত হয় নাই! ভালবাসায় জগৎ চলি-তেছে;—বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ভালবাসার দাস! ভালবাসা না থাকিলে সংসার শ্মশান হইত!—কিন্তু ভালবাসার পরিণাম বড় ভয়ানক! ইতিহাস পড়—উপন্যাস পড়—দেখিবে যে ভালবাসিয়া কত লোক সংসার ত্যাগ করিয়াছে, কেহ উন্মাদ, কেহ বা সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সেই এক

মাত্র ভালবাসিত ব্যক্তিকে ধ্যান করিতেছে, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পায় নাই কিম্বা তাহার সহিত কথা কহিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিতে পারে নাই, কি তাহার সহিত হয়ত এ জনমে সাক্ষাৎ হইবে না—কি তাহাকে পাইবে না ইহা জানিয়াও সে ভালবাসিতে বিমুখ হয় না! ভালবাসার আদান প্রদান না হইলে ভালবাসিয়া সুখী হওয়া যায়-না।

যে দিবস গৃহদাহ করিয়া রাজকুমার প্রস্থান করিলেন, তাহার পর দিবস কমলকুমারী তাঁহাকে বিস্তর অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইলেন না; শেষ ভাবিলেন—হয়ত রাত্রে আসিবে—দিনমানে অনেক স্থানে থাকিতে পারা যায় কিন্তু রাত্রে থাকিবার স্থান পাওয়া দুষ্কর; এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি স্থির হইয়া রহিলেন; কিন্তু সে রাত্রি, তাহার পর কত রাত্রি অতিবাহিত হইল কিন্তু রাজকুমার ফিরিলেন না!—দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ—মাসের পর মাস চলিয়া গেল—কিন্তু রাজকুমার ফিরিলেন না;—তাঁহার অদর্শন যাতনায় কমলের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল,—শয়নে—ভোজনে—উপবেশনে—ক্রীড়ায় রাজকুমার তাঁহার সঙ্গী—বাল্যকাল হইতে তিনি রাজকুমার ভিন্ন অপর বালক বালিকার সহিত কখন খেলা করেন নাই;—আজ সেই বাল্য সহচর—হৃদয় দেবতা—ভালবাসার বস্তু—অদৃশ্য হইয়াছে—তিনি দীন নয়নে চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন—কিন্তু সেই বাল্য বন্ধুর দেখা পাইতেছেন না। ক্রমে যত দিন গত হইতে লাগিল—ততই তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইতে লাগিল—তাঁহার কোমল হৃদয় কোরকে চিন্তা কীট প্রবেশ করিল; দিন দিন তাঁহার মুখশশী ম্লান—ইন্দীবর বিনিন্দিত নয়ন যুগল কোটরগত—সোণার বরণ মলিন হইতে লাগিল—তিনি সর্ব্বদাই বিরলে বসিয়া রোদন করেন—এক দণ্ডের তরে নয়ন জল শুষ্ক হয় না—ক্রমে আহারে অরুচি হইল—শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল।—হঠাৎ দেখিলে কঠিন পীড়াগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার জননী এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন—কি জন্য কন্যার শরীর এ প্রকার হইতেছে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। এক দিবস বৈকালে কমলকুমারীকে কোলে করিয়া তিনি ছাদের উপর (যে স্থানে পূর্ব্বে একদিন কমল ও রাজকুমার বসিয়াছিলেন) বসিয়া

সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা কমল, তোমার কি কোন অসুখ হ'য়েছে?"

"না মা—আমার তো কিছু অসুখ হয় নাই!"

"তবে তোমার শরীর দিন দিন এরূপ ক্ষীণ হইতেছে কেন? মুখশ্রী মলিন হইতেছে,—ভাত খাইতে পার না,—সেরূপ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও না,—সর্ব্বদাই বিষণ্ণ—সর্ব্বদাই ভাবনাযুক্ত—তোমার কি ভাবনা মা?"

কমলকুমারী কথা কহিলেন না, নীরবে অধোবদনে বসিয়া রহিল। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া জননী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল মা—বল—কেন বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাক?—কেন আগেকার মতন হাসিয়া বেড়াও না?"

কমল কি বলিবেন?—একে একে সকল কথা তাঁহার মনে পড়িল,—রাজকুমারের ভালবাসা—স্নেহ—তাঁহার সুমিষ্ট বচন—সেই রজনী—যে রজনীতে রাজকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কমল তুমি কি আমায় ভালবাস?" সেই স্থান—সেই নীলাম্বরে শশধর বিরাজিত—সেই বাঁকা, মৃদু পবন হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে তর তর শব্দে চলিয়াছে—সব সেই—কিন্তু সে কোথায়? যাহার কোলে মস্তক রাখিয়া এই সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন—কোথায় সে?—যাহার বদনের সহিত তুলনায় শশধর পরাজিত হইয়াছিল? আজ সে ৩।৪ বৎসর নিরুদ্দেশ—কমলের আদরের রাজকুমার পৃথিবীতে আছে কি না, কে বলিতে পারে?

একে একে এই সকল কথা তাঁহার মনে হইল—হৃদয় ব্যথিত হইল—প্রভাতে শিশিরসিক্ত গোলাপের ন্যায় তাঁহার নয়ন পল্লব আর্দ্র হইল—বক্ষস্থল অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া গেল। হঠাৎ তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহার জননী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন মা কাঁদিলে কেন? কি কথা মনে হইল তাই চক্ষে জল আসিল?" এই বলিয়া তাঁহার গণ্ডে শত শত চুম্বন করিলেন।

কমল কথা কহিলেন না—জননীর কোলে মস্তক রাখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মাতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ মা বলিলে না?"

"কি বলিব মা ?—"

"কেন তোমার শরীর এমন হইতেছে ?"

"তা জানি না—"

"আগে যেমন হাসিয়া খেলাইয়া বেড়াইতে, এখন তেমন কর না কেন ?"

"কা'র সঙ্গে খেলা করি ?—"

"কেন তোমার সমবয়সীদিগের সঙ্গে !"

"আমি কি কখন তাদের সঙ্গে খেলা করিয়াছি ?"

এই কথা শুনিয়া কমলের মাতার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—তিনি, এতক্ষণে সমস্ত বুঝিতে পারিলেন ; বুঝিলেন—কমলের বিমর্ষতা—স্বর্ণকান্তি মলিন —নয়নে নয়ন-নীরের কালিমা রেখা—শরীর বিশুষ্ক হইবার এক মাত্র কারণ —রাজকুমারের অদর্শন ! তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কমলের বদন প্রতি চাহিলেন —দেখিলেন তাহার প্রতি শিরায় শিরায়—ধমনিতে ধমনিতে—প্রতি লোম-কূপে—রাজকুমারের অদর্শনের প্রবল যাতনা বিরাজ করিতেছে—প্রতি নিশ্বাসে—হৃদয় যাতনার পরিচয় দিতেছে—তিনি আকুল হইলেন এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার অঙ্গ শিহরিল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি কহিলেন—"মা তুমি কা'র জন্য ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—কিন্তু তা'কে কি আর পাইবে ?—কেন ভাবিয়া আপনার শরীর নষ্ট করিতেছ ?"

অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল—এই কথায় কমলের শোকাবেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল—নয়ন হইতে উৎসের ন্যায় বারি নির্গত হইতে লাগিল, তিনি জননীর কোলে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার জননী অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে প্রবোধ দিতে পারিলেন না ; তখন অন্য উপায় না পাইয়া কমলকে লইয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন।

সেই রাত্রে রাজীবলোচন শয়ন করিতে আসিলে, কমলের মাতা কমলের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন ; এবং আসল কথা না ভাঙ্গিয়া কহিলেন "পুত্র হইল না—কমলই আমার সব ; অতএব কন্যার বিবাহ দিয়া পুত্র মুখ দর্শন করিব ; দুইটীতে খেলা করিবে—আমোদ করিয়া বেড়াইবে,

দেখিয়া সুখী হইব, অতএব যাহাতে শুভ কার্য্য সত্বর সম্পাদন হয় তাহা কর!"

রাজীবলোচনও সম্মত হইলেন এবং যত শীঘ্র হয় একটী ভাল পাত্র দেখিয়া কমলের বিবাহ সত্বর দিবেন এইরূপ পরামর্শ স্থির হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

কমল জানিলেন—কমল শুনিলেন—তাঁহার বিবাহ!—আজ পাকা দেখিতে আসিবে, তাই আজ ভারি জাঁক; নানাবিধ খাবার প্রস্তুত হইতেছে,—বৈঠকখানা পরিস্কার করিয়া তাহা সজ্জিত হইতেছে—বাটীর সকলেই আজ একটু ব্যস্ত—একটু আহ্লাদিত। কমল বিষণ্ণ!

বৈকাল বেলা কমলের মাতা কমলকে ডাকিয়া কহিলেন—"মা আজ তোমাকে দেখিতে আসিবে—এস তোমার চুল বাঁধিয়া দি—" এই বলিয়া তাঁহাকে লইয়া চুল বাঁধিতে বসিলেন। চুলে হাত দিয়া তিনি অবাক হইয়া রহিলেন—নিতম্ব লম্বিত কেশ জটায় পরিণত হইয়াছে; দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও তিনি সে জট পরিস্কার করিতে পারিলেন না, তখন হতাশ হইয়া তাহাই এক রূপে বাঁধিয়া দিয়া নিজ কর্ম্ম শেষ করিলেন।

যথা সময়ে পাত্র পক্ষীয় লোকেরা কমলকে দেখিতে আসিল—এবং দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া চলিয়া গেল।

দিন স্থির হইল কমলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; পূর্ব্বে কেবল রাজকুমারের ভাবনা ছিল, এখন দুই চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বিশেষ বিবাহের ভাবনা তাঁহার প্রবল হইল! কিরূপে এই আশু বিপদ হইতে মুক্ত হইবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রে শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না, কেবল বিবাহের ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিলেন—"যখন একজনকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছি তোমা ভিন্ন আর কাহার নই—পাত্রান্তর গ্রহণ করিলে দ্বিচারিণী হইব—তখন কিছুতেই অপরকে দেহ দান করিব না—ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকু;

পিতার অবাধ্য হইলে যদি তিনি রুষ্ট হইয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহাও স্বীকার—দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া খাইব—বৃক্ষ তলায় আশ্রয় গ্রহণ করিব—সেও ভাল, তথাপি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।" পরিশেষে স্থির করিলেন—"মাকে সমস্ত বলিব এবং তিনিও কতক জানিতে পারিয়াছেন —দেখি যদি তাঁহার দয়ায় এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই,—যদি তিনি কোন উপায় না করেন তাহা হইলে পলাইয়া যাইব।"—এইরূপ স্থির করিয়া পর দিবস প্রাতে জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মনের কথা বলিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন—কিন্তু কথা ফুটিল না—কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; নয়ন হইতে অবিরল ধারে বারি বরিষণ হইতে লাগিল। তাঁহাকে এইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহার মাতা সস্নেহে চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে মা—কেন রোদন করিতেছ?"

কমল কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না—পুনরায় নয়ন নীরে বক্ষঃস্থল ভাসিল।

তাঁহার মাতা সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে? —কাঁদিতেছ কেন?"

অনেক কষ্টে—অনেক সান্ত্বনার পর কমল তাঁহার মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কহিলেন—"আমি বিয়ে করিব না!"

তাঁহার মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কেন?"

"কেন তা আমি জানিনা—কিন্তু আমি বিবাহ করিব না!"

"সেকি কথা! পরশু তোমার গায়ে হলুদ হবে, আর আজ বলিলে বিয়ে করিব না? এ পাগলামি হ'ল কেন?"

"পাগলামি না মা—আমি কখন এ বিয়ে করিব না!"

"তবে কোন্ বিয়ে করিবে?—এরা খুব বড় মানুষ—অনেক গহনা দেবে —ছেলেটী টুক টুকে সুন্দর—শ্বশুর শাশুড়ী আছে, এ বিবাহ তোমার অমত কিসে?"

"তা হ'ক্ আমি গহনা চাইনে—বড় মানুষ চাইনে—আমি ভিক্ষে ক'রে খা'ব!"

"তুমি ছেলে মানুষ তাই ও কথা ব'ল্‌ছো!"

"না মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আর আমায় কাঁদিও না, আমি বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁ'চ্‌বো না!"

তাঁহার জননী একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন "তোমাকে কি একটা জানোয়ার ধ'রে বিয়ে দিচ্ছি, না একটা গরিবকে কি একটা সতীনের উপর দিচ্ছি তাই ও সব কথা ব'ল্‌ছো? লোকে সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনাই করে, আমি তোমাকে সুখী করিব বই অসুখী করিব না; তুমি পরে বুঝিতে পারিবে যে আমি তোমার ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি!"

"আমি সে কথা বলিতেছি না।—তবে আমার মন বড় খারাপ তাই বলিতেছি!—যদি নিতান্তই না শুন—তবে একটা মাস বিয়ে বন্ধ রাখ, আমি মন স্থির করিয়া নেই।"

"না আমি তোমার ও কথা শুনিতে চাই না—ঐ দিনেই বিবাহ দেব; তোমার কথায় তো আর কায হইবে না?"

কমল তখন মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—"মা আমি তোমার সন্তান, আমার উপর রাগ করিও না—তুমি রাগ করিলে আমি কার কাছে যাব?—তোমার পায় ধরি একটা মাস আমার সময় দাও, তার পর তুমি যা বলিবে আমি তাই করিব!"

কমলকে উঠাইয়া কোলে করিয়া তাহার জননী কহিলেন—"মা তুমি লেখা পড়া শিখিয়া নির্ব্বোধের মত কথা বলিতেছ কেন? ভদ্র লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে—বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে—পরশু গায় হ'লুদ—এখন কি বিবাহ বন্ধ হয়? আর আমিই বা কি করিয়া বন্ধ করিব? কর্ত্তাকে বলিলে তিনি অতিশয় কুপিত হইবেন—সকল দিগেই মন্দ হইবে, সকলেই নিন্দা করিবে, অতএব তুমি আর ও বিষয়ে কিছু ভাবিও না, মন স্থির কর; আহ্লাদের কায, আহ্লাদ করিয়া বেড়াও, বিবাহ বন্ধ হইবে না।"

কমল আর কথা কহিলেন না—নীরবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কমল চলিয়া গেলে তাঁহার জননী মনে মনে বলিলেন "কমল রে, তুই আমার একমাত্র সন্তান, তোর মনের বেদনা কি আমি বুঝিতে পারিনি? যে জন্ত তুই বিবাহ বন্ধ করিতে বলিতেছিস্ তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু রাজকুমার কি আর আসিবে?—আর যদিও আসে তাহা হইলে এ সংসারের সঙ্গে

তাহার যে সম্বন্ধ তাহাতে কিছুতেই বিবাহ হইবে না, তাই এখন বিবাহ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত—ক্রমে মন স্থির হইতে পারে। কমলকে সর্ব্বদা চ'খে চ'খে রাখিতে হইবে, কি জানি যদি পালাইয়া যায়, তাহা হইলে বড় বিপদ হইবে!" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

কমল ভাবিলেন—মা আমার দুঃখ বুঝিলেন না—কথাও শুনিলেন না—বাবা তো শুনিবেনই না—তখন এখানে আর থাকিব না—আজই পলাইব!" এই সংকল্প করিয়া রহিলেন।

রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে—সদলে নিশামণি গগনে বিরাজিত! ঝিঁ ঝিঁ পোকারা যাত্রার দলের ছোকরার ন্যায় অবশ অঙ্গে—ভাঙ্গা গলায় ঝিঁ ঝিঁ রব করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া দুই একটী পাখী—চ'খ্ গেল—চ'খ্ গেল বলিয়া অন্যায় চিৎকার করিতেছে—আর সব নিস্তব্ধ। এমন সময় কমল উঠিলেন; উঠিয়া ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া উপর হইতে নীচে নামিতে লাগিলেন—ক্রমে সিঁড়ির দরজার নিকট আসিলেন—আসিয়া দেখেন দরজা বন্ধ, দরজা ধরিয়া টানিলেন—বাহির হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল—

"কেগা—কে দরজা ঠেলে?"

কমল হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন—বসিয়া ঊর্দ্ধ বদনে করজোড়ে কহিলেন "জগদীশ্! কি করিলে—আমার সকল পথ বন্ধ করিলে?" কমল উঠিলেন—উঠিয়া ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

প্রভাত হইল—বাড়ীর সকলেই উঠিল—কিন্তু কমল উঠিলেন না; ক্রমে বেলা হইল—তখনও কমল উঠিলেন না। তাঁহার মা ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে গেলেন, দেখেন দরজা বন্ধ,—ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না—পুনরায় ডাকিলেন—তবুও উত্তর পাইলেন না—তখন সন্দিগ্ধ হইয়া বাটীর সকলকে ডাকাইলেন এবং দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

দরজা ভাঙ্গিয়া দেখিলেন—ঘর শোণিতময়—বিছানায় রক্তের ঢেউ খেলিতেছে—কমল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি ইহা দেখিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বাহিরে সংবাদ গেল—কর্ত্তা ছুটিয়া আসিলেন—আসিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিল না—তিনি স্বয়ং দৌড়িয়া ডাক্তার আনিতে গেলেন।

কমলের মাতা তাঁহাকে বিছানা হইতে তুলিতে গিয়া দেখেন তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতেছে—তিনি তাঁহাকে কোলে করিলেন—কমলের বদন বিনির্গত শোণিতে তাঁহার দেহ ডুবিয়া গেল—তিনি পুনরায় কাঁদিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"ইহা রক্তপিত্ত পীড়া—অনেক দিবস হইয়াছে—এত দিবস অল্প অল্প ছিল হঠাৎ কোন মানসিক যন্ত্রণায় বৃদ্ধি হইয়াছে, যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর, আর আমার দ্বারা এ রোগের কোন প্রতিকার হইবে না; তবে এখনকার উপসর্গ রক্ত বমন আমি নিবারণ করিয়া দিতেছি—"এই বলিয়া তিনি ঔষধ দিলেন এবং ভাল কবিরাজকে দেখাইতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঔষধে রক্ত বন্ধ হইল বটে কিন্তু মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না।

তার পর কত ডাক্তার কত কবিরাজ দেখিল কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না; তবে উপকারের মধ্যে এই হইল—যে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইল—কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই, এমনই দুর্ব্বল—পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়। তাঁহার জননী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিলেন। সাধের কমল অকালে শুকাইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দীপ নির্ব্বাণ।

ডাক্তার কবিরাজ অনেক দেখিল—কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না, সকলেই জবাব দিল; বাকি, অবধৌতিক মতে চিকিৎসা—সে বিষয়ে পারদর্শী এক মুরশিদাবাদের বিজয় বাবু—কিন্তু তিনি মহা ধনী সুতরাং দাতব্য চিকিৎসা করেন; তিনি কি এতদূর দয়া করিয়া আসিবেন? অনেক যুক্তি ও তর্কের পর তাঁহাকে আনিতে পত্র লইয়া লোক গেল—কিন্তু দেখা পাইল না; ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"তিনি বর্দ্ধমান রাজবাড়ীতে আসিয়াছেন।"

পর দিবস—বৰ্দ্ধমান লোক যাইল,—যাইতে যাইতে পথে তাঁহাদিগের সঙ্গে দেখা হইল।

পাঠকের স্মরণ আছে—রাজকুমার বিজয় বাবুকে আনিবার কথা মনে করিয়াছিলেন,—যথা সময়ে তিনি বৰ্দ্ধমান উপস্থিত হইয়া, দলিল পত্র মহারাজের হস্তে দিয়া বিজয় বাবুকে কহিলেন—"আমার একটী আত্মীয়ার সঙ্কট পীড়া—বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না—সকলেই হতাশ হইয়াছে—এখন কেবল একবার আপনাকে দেখাইলেই হয়—ভরসা আছে, আপনার দ্বারা উপকার হইবে।"—বিজয় বাবু দেখিতে স্বীকৃত হইলেন এবং পর দিবস প্রাতে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন! পথে রাজীবলোচন-প্রেরিত লোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল।

আসিতে আসিতে রাজকুমার কমলের পীড়ার কথা সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন; সে যাহা জানিত, তাহাই বলিল,—তাহাতে রাজকুমারের সন্দেহ ঘুচিল না—কারণ তিনি যে কথা জানিবার নিমিত্ত উৎসুক, তাহা জানিতে পাইলেন না,—সেও সে বিষয়ের কিছু জানিত না—কারণ তাহা অপ্রকাশ ছিল। যাহা হউক বেলা দুই প্রহরের সময় তাঁহারা আসিয়া নারায়ণপুর পৌঁছিলেন।

রাজীবলোচন বিজয় বাবুকে বহুল সমাদর ও অভ্যর্থনা করিল কিন্তু রাজকুমারকে চিনিতে পারিল না! কেমন করিয়া চিনিবে?—যাহাকে দরিদ্রাবস্থায় জীর্ণ শীর্ণ মলিন কান্তি দেখিয়াছিল—আজ ৩।৪ বৎসর পরে তাহাকে সবল কান্তি দেখিলে কি হঠাৎ চেনা যায়?—কিন্তু সে বদন—রাজীবলোচন যেন কোথায় কতবার দেখিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। রাজকুমার নিজের পরিচয় গোপন করিয়া বিজয় বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন, বিজয়-বাবুও তাহাই বলিলেন! এ পরামর্শ পূৰ্ব্বে হইয়াছিল। রাজীব ভাবিল "মানুষের মত কি মানুষ হয় না?—"

আহারান্তে—বৈকালে—সকলে রোগী দেখিতে যাইলেন, প্রতিবেশীও ২।৪ জন আসিয়াছিল—তাহারাও সঙ্গে যাইল।

সিঁড়িতে উঠিতে রাজকুমারের পা কাঁপিতে লাগিল,—বুকের ভিতর যেন কি রকম করিতে লাগিল,—প্রতিপাদ বিক্ষেপে পদস্খলন হইবার উদ্যোগ

হইতে লাগিল,—অতি সাবধানে—অনেক ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তিনি উঠিতে লাগিলেন।

কমল তাঁহার মাতার কোলে মস্তক রাখিয়া শুইয়া আছেন—দেখিলে বোধ হয় যেন স্বর্ণলতা শুকাইয়া বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে;—আস্তে আস্তে দুই একটী কথা কহিতেছেন—পূর্ব্বাপেক্ষা কমল আজ অনেক সুস্থ—অনেক সবল—রোগের যন্ত্রণাও কম! তাঁহার মাতা আজ একটু আহ্লাদিত। রাজীবলোচন গৃহে প্রবেশ করিয়া কমলের কথা জিজ্ঞাসা করায় কমলের মাতা কহিলেন—"কমল আমার আজ অনেক ভাল আছে!"

ইহা শুনিয়া "বিজয় বাবু আসিতেছেন"—বলিয়া রাজীব বাহিরে যাইয়া সকলকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। অনেক লোক গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কমল নয়ন মুদ্রিত করিয়া জননীর কোলে শুইয়া রহিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া, রাজকুমারের ধৈর্য্য ধারণ করা দুষ্কর হইল—কমলের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল—নয়নে জল ধারণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল—তাঁহার ইচ্ছা হইল—এই কঙ্কালসার বালিকাকে একবার বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করেন; কিন্তু প্রকাশ হইবার ভয়ে হৃদয় বেগ হৃদয়ে সম্বরণ করিতে হইল—মনে মনে ভাবিলেন—"জগদীশ্বর! আমি বিষয় চাহিনা—টাকা চাহিনা—কিছুই চাহিনা—চাহি—কমলকে,—আমার কমলকে আরোগ্য কর! আমি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া সুখী হইব!"

বিজয় বাবু রোগীকে একবার ভাল করিয়া দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; রাজীবলোচন তাহার সহধর্ম্মিণীকে সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার আদেশ করিল; কিন্তু তিনি উঠিতে পারিলেন না, কারণ কমলের মস্তক তাঁহার কোলে রহিয়াছে, নাড়া চাড়া পাইলে যদি অসুখ বৃদ্ধি হয়!—তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া রাজকুমার কহিলেন—"মা, আপনি উঠুন—আমি আপনার কন্যাকে ধরিতেছি!"

স্বর শুনিয়া কমলের জননী—রাজকুমারের মুখের দিগে চাহিলেন—তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল—তাঁহার নয়ন অশ্রুতে প্লাবিত হইল—

কিন্তু তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছেন তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়া গেলেন —তাঁহার মনঃসন্দেহ দোলায় দুলিতে লাগিল।

তিনি উঠিয়া গেলেন, রাজকুমার আসিয়া তাঁহার স্থলে বসিলেন। বিজয় বাবু পরীক্ষা করিলেন। উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি রাজীবলোচনকে ডাকিয়া লইয়া বাহিরে গেলেন। আর আর সকলেই গৃহ মধ্যে রহিল।

এই অবকাশে—রাজকুমার মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"কমল!"

কমলের হৃদয়ের অন্তস্তলে সে স্বর প্রতিধ্বনিত হইল—কমল সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নয়ন মেলিলেন—মেলিয়া দেখিলেন—সেই মুখ—যে মুখ দেখিলে কমল সংসার ভুলিয়া যাইতেন—তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তম—তাঁহার হৃদয়ের ধন রাজকুমার তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন।

যার জন্য কমলের এই দশা—যে মুখ ভাবিয়া কমল এত দিন জীবন ধারণ করিয়া আছেন—যাহাকে পাইলে কমল সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারেন—সেই রাজকুমার—তাঁর প্রাণের রাজকুমার আজ বহুদিনের পর আসিয়াছে!—কমল ভাবিলেন সেই এক দিন, আর আজ এক দিন—সে দিন কত সুখ—যে দিন ছাদের উপর রাজকুমারের কোলে মস্তক রাখিয়া ভাগীরথীর শোভা দেখিয়াছিলেন—আকাশে চাঁদ দেখিয়াছিলেন—আর আজ কি দেখিতেছেন?—আজ দেখিতেছেন মৃত্যুর ভীষণ ছায়া তাঁহার চক্ষের উপর নাচিয়া বেড়াইতেছে! কমল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে মনে ডাকিলেন "জগদীশ্‌!—আর একবার—আর একবার মাত্র—আমাকে জীবন দান কর—কিছুক্ষণের নিমিত্ত, আমার দেহে বল দাও—আমি প্রাণ ভরিয়া হৃদয় বাঞ্ছিত ধনকে—চিরকালের মত দেখিয়া লই!"—কমলের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইল—শুষ্ক গণ্ডস্থল বহিয়া দর দর ধারে—নয়ননীর রাজকুমারের পদদ্বয় সিক্ত করিল।

কমলকে রোদন করিতে দেখিয়া—রাজকুমারের রুদ্ধ শোক দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল—নয়নে আর জল ধরিল না—উত্তপ্ত নয়নাশ্রু কমলের বক্ষে আসিয়া পড়িল। রাজকুমার পুনরায় ডাকিলেন—"আমার কমল!" কমল তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কমলের জননী নিকটেই ছিলেন—তাঁহার

রোদন শব্দে ছুটিয়া আসিলেন—বাহির হইতে রাজীবলোচন ও বিজয় বাবু আসিলেন। গৃহের সমস্ত লোক স্তম্ভিত হইল। কমল সহজ মানুষের ন্যায় শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন!—যাহাকে পাশ ফিরাইয়া দিতে হইত সে আজ অনায়াসে উঠিয়া বসিল—তাহার দেহে যেন আর এখন কিছু মাত্র পীড়া নাই—ধন্য প্রেমের মহিমা!

কমল বসিলেন—বসিয়া কহিলেন—"রাজকুমার!—"

রাজকুমারের নাম শুনিয়া—সকলেই আশ্চর্য্য হইল—এতক্ষণ কেহই চিনিতে পারে নাই—অপরের কথা দূরে থাক—যে তাঁহার অন্নে জীবন ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে—যাঁহার ধনে আজ সে ধনী—সেই রাজীবলোচনও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই!—কিন্তু কমল—যাঁহার হৃদয়ে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দিবানিশি অঙ্কিত রহিয়াছে—যিনি শয়নে স্বপনে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন—তাঁর কাছে কি লুকাইবার যো আছে?—তিনি দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন।

কমল কহিলেন—"রাজকুমার তুমি কি নিষ্ঠুর!—এত দিবস কি করিয়াছিলে?—দেখ তোমার জন্যে ভাবিয়া ভাবিয়া আজ আমার অন্তিমকাল—তোমার অদর্শন যাতনাই আমার পীড়া—তোমার আশা পথ চাহিয়াই এত দিবস আমি জীবিত ছিলাম; তুমি আসিয়াছ বটে—কিন্তু শেষকালে! —যদি আগে আসিতে তাহা হইলে বোধ হয় আমি বাঁচিতাম—কিন্তু আর উপায় নাই—যাহা হউক তাহাতে আমার ক্ষোভ রহিল না—কারণ মরিবার সময় তোমাকে একবার দেখিতে পাইলাম,—এই আমার যথেষ্ট—দগ্ধ হৃদয়ে ইহাই আমার শান্তি দান করিল। ইচ্ছা ছিল সংসারে সুখী হইব—কিন্তু বিধাতা আমার স্বর্গীয় সুখ নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন—রাজকুমার আমি চলিলাম—তুমিও সত্বর আসিও—আমরা দুজনে সেইখানে—যে থানে চির সুখ—চির মিলন—হিংসা দ্বেষ নাই—সেই মধুময় স্থানে যাইয়া সুখী হইব; —সেখানে সমাজ বন্ধন নাই—অত্যাচারীর ভ্রূকুটী নাই—সব সমান—সকলেই আপন ইচ্ছায় চালিত—ঐ দেখ সেই স্থান—"

রাজকুমার শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার সেই রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। কমলের আর কথা সরিল না—অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর অবশ হইয়া আসিল—বদন হইতে পুনরায় শোণিত নির্গত হইল—কমল অজ্ঞান হইয়া রাজকুমারের কোলে পড়িলেন—কমলের নয়ন ঊর্দ্ধগামী—বদন স্বর্গীয় প্রভায় উজ্জ্বলিত!—সে ভাব দেখিয়া সকলেই ভীত হইল!

বিজয় বাবু হাত দেখিয়া কহিলেন—"আর কেন—সব শেষ হইয়াছে! জীবন প্রদীপ নিবিয়াছে!—"

(ক্রমশঃ)
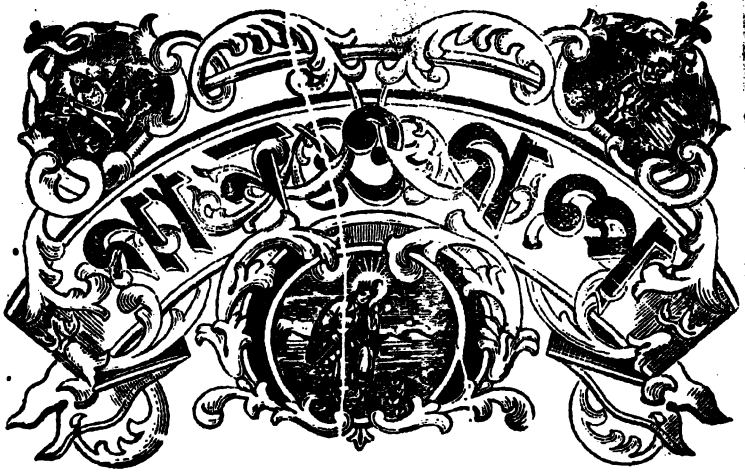
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

২য় খণ্ড] চৈত্র, ১২৯৬ সাল। [১২শ সংখ্যা

রাজকুমার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের ফল।

রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ কমলের মুখের দিগে চাহিয়া রহিলেন,—তাঁহার নয়ন জলশূন্য—তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে—সমস্ত বদন আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে! তিনি কমলকে বক্ষে ধারণ করিয়া সবেগে—গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সেই ভীষণ ভাব দেখিয়া কেহই তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিল না। কেবল একবার রাজীবলোচন কমলকে তাঁহার নিকট হইতে আনিবার জন্য গিয়াছিল—তাহাতে তিনি হুহুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন—রাজীবলোচন ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিল। আর কেহ অগ্রসর হইল না!

রাজকুমার মৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া দাঁড়াইয়াছেন—কমলের সুদীর্ঘ কেশদাম আলুলায়িত হইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়াছে—বদন নিম্নগামী—হস্তদ্বয়

রাজকুমারের কঙ্কাল স্পর্শ করিয়াছে—দেখিলে বোধ হয়—দক্ষ গৃহে মহাদেব যেন সতী দেহ স্কন্ধে করিয়া দণ্ডায়মান।

রাজকুমার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বিকট স্বরে উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন—"কমল রে!"—সে ভীম রবে গৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত কম্পিত হইল!—রাজকুমার উন্মাদ!

রাজকুমারের সে ভাব দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইল—বিজয় বাবুর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি অনেক কষ্টে কমলকে তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন, রাজকুমার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কমলকে লইয়া গেল; বিজয় বাবুও রাজকুমারকে লইয়া তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধমান প্রস্থান করিলেন।

রোদনেই হৃদয়ের শমতা হয়—চোকের জলেই শোকের আগুন নির্ব্বাপিত হয়—যে কাঁদিল তাহার শোক সেইক্ষণ হইতে কমিতে আরম্ভ হইল, কিন্তু যে না কাঁদিল তাহার হৃদয়ে শোকাগ্নি জ্বলিতে লাগিল—আর তাহাতেই হৃদয়ের স্তরে স্তরে দগ্ধ হইতে লাগিল।—কমলকে হারাইবার পর কমলের মাতার ক্রন্দন কেহ শুনে নাই!

প্রথম প্রথম দিন কত কমলের মাতা উঠিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু স্নান আহার করিতেন না, বাটীর সকলেই আহার করিবার নিমিত্ত জেদ করিলে তিনি বলিতেন—"কমল আমার দেড় বছর ভাত খায় নাই—দেড় বছর স্নান করে নাই, আমি কেমন করিয়া খাইব?" এইরূপে ১০।১৫ দিন গত হইল ক্রমে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। পীড়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল দেখিয়া সকলেই ভীত হইয়া ডাক্তার আনিলেন—ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়া গেল বটে কিন্তু কেহই তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইতে পারিল না; তিনি কহিলেন "আমার কমল যে পথে গিয়াছে আমিও সেই পথে যাইব; আমায় কেহ ঔষধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিও না—করিলে মন্দ বই ভাল হইবে না!" তবুও ২।৪ দিন সকলে যত্ন চেষ্টা করিল—পরে হতাশ হইয়া বিরত হইল।

আর ১০।১২ দিন গেল—এক দিবস প্রাতঃকালে রাজীবলোচনকে ডাকাইয়া তিনি কহিলেন—"আমি আজ মরিব—এই আসন্ন কালে আমার একটী অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে।"

রাজীবলোচন জিজ্ঞাসা করিল "কি অনুরোধ ?"

"অনুরোধ এই যে,—রাজকুমার—যাহার বিষয়ে আজ তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য—যাহার অন্নে তুমি প্রতিপালিত হইয়াছ—সে আজ পথের ভিখারী হইয়া—দোরে দোরে বেড়াইতেছে—তাহাকে আনিয়া প্রতিপালন কর—তাহাতে তোমার পুণ্য বই পাপ হইবে না ;—ভাবিয়া দেখ—তোমার কি অবস্থা ছিল—কিরূপ সময়ে তুমি উহাদিগের দ্বারা আশ্রয় পাইয়াছিলে ! সেই কথা মনে করিয়া—ধর্ম্মের দিগে তাকাইয়া—উহাকে আশ্রয় দাও এবং যাহাতে তাহার সংসার নির্ব্বাহ হয় তাহা কর—এই আমার শেষ অনুরোধ ও এই শেষ ভিক্ষা—আর কিছু চাহিনা !"

যে পাপী, তাহার পাপের কথাতে সে কি সন্তুষ্ট হয় ?—যে চোর তাহাকে চোর বলিলে সে কি সুখী হয় ?—যে পূর্ব্বে দরিদ্র ছিল—জুয়াচুরি করিয়া—পরের বিষয় ফাকি দিয়া লইয়া এখন বড় মানুষ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলে, সে কি তাহা সহ্য করিতে পারে ?—কখনই নয় !—সে বরং দ্বিগুণ কুপিত হয়।

রাজীব মুমূর্ষু স্ত্রীর উপদেশ শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং কর্কশস্বরে কহিতে লাগিল—"তোমার আর ধর্ম্ম কথা শুনাতে হবে না, আমার বিবেচনায় যা ভাল হয় তাই করিব—তুমি চলিলে, তোমার সঙ্গে এখন আমার আর সম্পর্ক কি ? তোমার নিজের ধর্ম্ম নিজে দেখ। আমায় আর উপদেশ দিতে হবে না।" এই বলিয়া দুরাত্মা ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ইহারই কয় দণ্ড পরে কমল-জননীর জীবন বায়ু বহির্গত হইয়া গেল—আত্মা, পরমাত্মায় মিলিত হইল। রাজীবলোচন লক্ষ্মীহীন হইল।

বিজয় বাবুর সহিত যাইতে যাইতে পথে রাজকুমারের চৈতন্য হইল—চৈতন্য হইলে তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। বিজয় বাবু তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কোন মতেই কান্না থামাইতে পারিলেন না।

বিজয় বাবুর অনুরোধ শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন—"আপনি পিতার বন্ধু—আমার পিতৃতুল্য—আমার জীবন দাতা,—আপনার নিকট আমি কিছুই চাহিনা—আমার বিষয় যাউক—টাকা যাউক—সব যাউক—কিছুই চাহিনা—কেবল—এক বারটী আমার কমলকে দেখান—আমি চার বছর তাহাকে

দেখি নাই—একবার ভাল করিয়া দেখিয়া চলিয়া আসিব—আর যাইব না!—আপনার পায় পড়ি—একবারটী দেখান!"

বিজয় বাবু কহিলেন, "কি দেখিবে?—সে কি আর আছে তাই দেখিবে?"

রাজকুমার। আমি তাহার মৃত দেহই দেখিব—তাহাতেই হৃদয় শান্ত হইবে!

বিজয়। মৃত দেহ কোথায় পাইবে?—সে এতক্ষণ ভস্ম হইয়া গিয়াছে!

রাজকুমার। সেই ভস্ম মাখিব—তাহার চিতায় শুইয়া হৃদয়ের চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিব!—মহাশয়, আমায় ছাড়ুন, আমার প্রাণ বুঝি ফাটিয়া যায়!"

বিজয়। সে তোমার কে হয়—কেন তার জন্যে এত করিতেছ?

রাজকুমার। কে হয়?—কে হয় তা জানিনা—তবে এই জানি—সে দেহ—সে আমার জীবন—সে রক্ত—সে মাংস—সে অস্থি মজ্জা—শরীরে যা আছে—সে আমার সব; সে আমার অমূল্য রত্ন—আমি আজ সেই রত্ন হারাইয়া—সামান্য ছাই ভস্মের নিমিত্ত ছুটাছুটি করিতেছি—আমি কি?—আমি!—আমি ত আজ বাঁকার তীরে বিসর্জ্জন দিয়াছি!—তবে আমি—আমি কে হে?—হুঁ!—আমি—কোথায় আমি?—সেই—সেই—সেই বাঁকার তীরে—অনন্ত শয্যায়,—তবে আমি এখানে কেন?—আমার কমল—আমার জীবন সর্ব্বস্ব কমল!—কোথায় কমল?—হায়রে!—হা জগদীশ্বর! যার মুখ দেখিয়া এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি—যাহাকে ভাবিয়া এ ঘোর দরিদ্রতায় সুখে কাটাইয়াছি—সেই সুখের নিধি—দরিদ্রের অমূল্য ধন—হৃদয়ের ধ্রুব তারা—আজ কেন কাড়িয়া নিলে দেব!—সর্ব্বস্ব নিয়াছ—ছিল জীবন, তাহাও কি সহ্য হইল না?—বিজয় বাবু, আপনার পায় পড়ি একবার পাল্কি ফিরাইতে বলুন—না হয়—আমায় ছাড়িয়া দিন—আমি দৌড়িয়া গিয়া—কমলের শেষ—সেই ভস্ম—দেখিয়া আসি;—আহা!—সে মুখ—সে দেহ কি পোড়াইবার জিনিষ?—নিষ্ঠুর—সব নিষ্ঠুর!—কে আমার নিকট হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইল?—বিজয় বাবু—আপনি—আপনি আমার জীবন সর্ব্বস্বকে কাড়িয়া লইয়াছেন—অন্য কেহ হ'লে—কখনই পারিত না;—আপনার পায় পড়ি একবার আমায় ছাড়িয়া দিন।"

বিজয় বাবু রাজকুমারের এইরূপ খেদোক্তি শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"যদি নিতান্তই সেখানে যাইতে হয় তবে প্রভাত হউক যাইও, এখন ভয়ানক অন্ধকার, আর রাত্রও অনেক হইয়াছে!"—তাঁহাকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া বাহকদিগকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া এবং পথ হইতে নূতন বাহক করিয়া লইয়া সত্বর যাইবার আদেশ দিলেন। তাঁহার এইরূপ প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন—"আপনি অন্ধকারের ভয় দেখাইতেছেন?—যে তমোরাশি আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে—তাহার কাছে এ ত সামান্য অন্ধকার!—ভয়ানক অন্ধকার!—অন্ধকারে কি ভয়?—যে দিবস সেই অবিরল বৃষ্টিধারা—ঘন চিকুর সমন্বিত বজ্রাগ্নি মস্তকে ধারণ করিয়া—সেই আশ্রয় হীন—জনশূন্য মাঠের মাঝখান দিয়া—একাকী সেই গভীর রাত্রে দৌড়িয়াছিলাম—সেই এক দিন—সেই এক ভয়ানক দিন—কিন্তু সে দিনেও—সে দুর্য্যোগেও হৃদয় কম্পিত হয় নাই—সে অন্ধকারেও পথভ্রষ্ট হই নাই—সে দিনে হৃদয়গগনে একটী সুখের রবি উদিত ছিল—সেই আলোকে পথ দেখিতে পাইয়াছিলাম!—কিন্তু আজ!—আজ এই সামান্য অন্ধকারে আমার গাঢ় বলিয়া বোধ হইতেছে—আজ আমার হৃদয়ের সে সুখরবি নাই—আজ সে চিরদিনের মত অস্তাচলে গিয়াছে!—আর কি রজনী প্রভাত হইবে?—কেমন করিয়া হইবে? আর ত সে রবি নাই!—কি সে—কার জ্যোতিঃতে হৃদয়ের এ ঘোর তমরাশি বিদূরিত হইবে?—হায়! হায়! জগদীশ!—"

রাজকুমার আর বলিতে পারিলেন না—তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল—নয়ন হইতে পুনরায় দ্বিগুণ বেগে অশ্রুরাশি নির্গত হইতে লাগিল—তিনি দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বিজয় বাবু রাজকুমারকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; তাঁহার মুখে পুনঃ পুনঃ এইরূপ খেদোক্তি শুনিয়া তিনি অতিশয় ব্যথিত হইলেন,—তাঁহারও নয়ন হইতে অশ্রুবারি নির্গত হইতে লাগিল। তিনি আর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। উভয়েই নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

নূতন বেহারা পুরস্কারের লোভে তিন চারি ঘণ্টা রাত থাকিতে পাল্কি

আনিয়া রাজবাড়ী পৌঁছিয়া দিল। বাসায় আসিয়া রাজকুমারকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে রোদনে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। রজনী প্রভাত হইল—রাজকুমারের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইল।

এইরূপে প্রায় এক মাস গত হইল,—রাজকুমারের শোক কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইল;—রাজার যত্নে—বিজয় বাবুর স্নেহে—রাজকুমার অনেকটা সুস্থ হইলেন। বাহ্যিক ভাব দেখিলে তাঁহার শোকের শমতা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়!—কিন্তু হৃদয় স্থির কি?—কে বলিতে পারে?—তবে এক এক সময় তাঁহার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস শুনিলে হৃদয়ে ভস্মাবৃত বহ্নির ন্যায় শোক আচ্ছাদিত আছে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কোনরূপে ফুৎকার পাইলেই যে আবার জ্বলিয়া উঠিবে তাহা জানিতে পারা যায়।

এক মাসের উপর বিজয় বাবু বর্দ্ধমান আসিয়াছেন, আর অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তিনি সত্বর কার্য্য শেষ করিয়া বাটী যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। এক দিবস রাজকুমারকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"প্রায় এক মাসের উপর হইল আমি এখানে আসিয়াছি—আর আমি থাকিতে পারি না—অতএব আমি ইচ্ছা করিয়াছি সত্বর তোমার বিষয় উদ্ধারের একটা বন্দোবস্ত করিয়া বাটী যাত্রা করিব; বোধ হয় কল্যই মকদ্দমা রুজু হইবে, আজ লেখা পড়া সব শেষ হইবে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে?"

"আপনি আমার পিতৃতুল্য—আপনি যাহা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহা কেহ করে না—আপনি যাহা করিবেন তাহাতে আমার কোন কথা বলিবার নাই; তবে এইমাত্র বলি—আমার মন বড় খারাপ—কোন সম্বন্ধে কোন কথা আমাকে না জিজ্ঞাসা করাই ভাল—উহাতে আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই—সংসারেও ইচ্ছা নাই—তবে আমার পিতার বিষয়—অপরে খাইতেছে, উদ্ধার করিয়া দিন—আমি তাহার সদ্ব্যয় করিব।"

বিজয় বাবু রাজকুমারের কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলেন, তখন আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজার

প্রাসাদে লইয়া যাইলেন। তথায় রাজা এবং তাঁহার উকিল বসিয়াছিলেন; রাজকুমার যাইলে তাঁহার নিকট হইতে ওকালত নামা লিখিয়া সই করাইয়া লইলেন এবং দরখাস্তেও সই করাইয়া লইলেন। পর দিবস মকদ্দমা রুজু হইল এবং যথা সময়ে রাজীবলোচনকে শমন ধরান হইল।

রাজীবলোচন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে রাজকুমার মানুষ হইয়া তাহার নামে নালিশ করিবে;—সে প্রথমে কিছু হতবুদ্ধি হইল—পরে বিবেচনা করিল—"তাহার কি আছে?—কি দলিলের জোরে সে আমার নামে নালিশ করিতে উদ্যত হইল?—যদি বিজয় বাবু অর্থ দ্বারা তাহার সাহায্য করে কিন্তু সাক্ষী পাইবে কোথায়?" এইরূপ মনে মনে ঠিক করিয়া সে তাহার পুরাণ সাক্ষীদিগকে এই সংবাদ দিবার নিমিত্ত তাহাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইল। এখন আর তাহার সে সময় নাই—প্রথমে যখন বিষয় জাল হয়, তখন যে সকল ব্যক্তিদিগকে অর্থ দ্বারা এবং তোষামোদ করিয়া বশীভূত করিয়াছিল—পরে বিষয় দখল করিয়া লইল—আবার রাজকুমারও নিরুদ্দেশ হইল—তাহার কণ্টক ঘুচিয়া গেল—তিন চারি বছর তাহার দেখা নাই,—সে ভাবিল "আর ভয় কারে? কণ্টক ত ঘুচিয়া গেল—তবে আর লোকের খোষামোদ কেন?—কেনই বা অনর্থক অর্থ ব্যয় করি?" এইরূপ ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে সে সকলের সহিত মনান্তর আরম্ভ করিল,—শেষে খোষামোদের ফল দুই পা দিয়া দলিল। তাহার ব্যবহারে সকলেই কুপিত হইল—প্রজাপীড়নে প্রজারা খাজনা বন্ধ করিল—এইরূপ চলিতেছিল—ইহার মধ্যেই এই সকল ঘটনা হইয়া গেল, কিন্তু সে এক দিনের তরেও ভাবে নাই যে পুনরায় তাহাদিগের দ্বারে যাইতে হইবে—আবার তাহাদিগকে খোষামোদ করিতে হইবে!—যত গোল বাঁধিল রাজকুমার ফিরিয়া আসিল বলিয়া।

আজ রাজীবের পূর্ব্ব দশা উপস্থিত—আজ আবার গলায় কুঠার বাঁধিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইল! কিন্তু কেহই তাহার মতে মত দিল না—বরং তাহাকে উচিত মত অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। সে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং মনে মনে ভাবিল—"যদি প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার—তবু, আর কাহার খোষামোদ করিব না" এইরূপ স্থির করিয়া সে পর দিবস

বর্দ্ধমান আসিয়া উকিল নিযুক্ত করিয়া—মকদ্দমার তদ্বির করিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

মকদ্দমার আগের দিন সে দলিল বাহির করিতে গেল, কিন্তু কোথায় দলিল?—তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল,—সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল কিন্তু দলিল সম্বন্ধীয় এক টুকরা কাগজও পাইল না।

পর দিবস মকদ্দমা—সে ভাবিল "আমি পলাই"—আবার ভাবিল "ইংরাজের মুলুক—কোথায় পলাইব?—যেখানে যাইব ধরিয়া আনিবে—দুরবস্থার এক শেষ করিবে—তবে মিছে মিছে কেন পালাইব? উপস্থিত হই—অদৃষ্টে যা থাকে হইবে।"

যথা সময়ে আদালতে আসিল—আসিয়া দেখে তাহার গ্রামের যে সমস্ত লোক পূর্ব্বে তাহার স্বপক্ষে ছিল—এখন সকলেই তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে, ইহা দেখিয়া সে আরো চঞ্চল হইল—তাহার মন বড় উদাস হইল—সে ভাবিল—"এবার ত নিস্তার নাই—কিন্তু আমি কি একলা যাইব?—না—তা কখনই হইবে না,—যে সমস্ত লোক আমার সহায় ছিল, সকলকে সঙ্গে লইব"—এই সিদ্ধান্ত করিয়া রহিল।

মকদ্দমার ডাক হইল—রাজীবলোচনের উকিল তাহার নিকট কাগজ পত্র চাহিল—কিন্তু রাজীব দিতে পারিল না। উকিল কহিল—"আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি এক জন জালিয়াৎ—জাল করিয়া এত দিবস পরের বিষয় ভোগ করিতেছিলে,—কিন্তু তোমার আর রক্ষা নাই—তোমার সমস্ত দলিল আদালতে আসিয়াছে, নিজে বর্দ্ধমানের মহারাজা তোমার বিপক্ষে, তোমার পাপের ফল আজ ফলিবে!—"

রাজীবলোচনের মুখ শুকাইয়া গেল—তাহার স্ত্রীর মুমূর্ষু কালের উপদেশ তাহার স্মরণ হইল—প্রাণ অস্থির হইল—সে বেগে আদালত গৃহে প্রবেশ করিয়া জজের সম্মুখে সমস্ত দোষ স্বীকার করিল এবং যে যে ব্যক্তি সে বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল সকলের নাম করিল, তাহার মধ্যে সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিল, কেবল যে জাল করিয়াছিল—সে ছিল না; তৎক্ষণাৎ তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

রাজকুমারের মকদ্দমার ডিক্রি হইল—রাজীবলোচন ও অপরাপর যাহাদিগের নাম করিয়াছিল সকলেই সেসন সোপরদ্দ হইল। যথা সময়ে সেসনের বিচারে সকলেই খালাস পাইয়াছিল, কেবল রাজীবলোচনের যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নব সঙ্গিনী।

রাজকুমার যে দিবস মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতে গোলাপ বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার খেলা গেল—আমোদ আহ্লাদ সব গেল—রহিল কেবল চিন্তা!—প্রথম চিন্তা রাজকুমার আর আসিবেন কি না?—যদি না আসেন তাহা হইলে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না—গোলাপের এই ভাবনাই প্রবল। তিনি কিছুই চাহেন না—কেবল দিনান্তে একবার করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে চাহেন—তাহাও প্রকাশ্যে নহে—সেইরূপ রাত্রে—যখন তিনি ঘুমাইয়া থাকিবেন উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া—সেই রূপে লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিবেন—দেখিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবেন—গোলাপ তাহাতেই সুখী!

সেই সুখ গেল বলিয়া গোলাপ বিষণ্ণ হইলেন। গোলাপের চক্ষে নিদ্রা নাই—সমস্ত রাত্রের মধ্যে গোলাপ একবার চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন না, যদি নিদ্রা আসে তাহা রাজকুমারের স্বপ্নে পরিপূরিত।

এইরূপে—দিন কাটিতে লাগিল—গোলাপ ক্রমেই শুকাইতে লাগিলেন। এক দিবস সন্ধ্যার পর, গোলাপ গা ধুইয়া বাড়ী আসিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, বাগানের মধ্যস্থলে কে এক জন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; দূর হইতে দেখিয়া তিনি কিছু ভীত হইলেন; কিন্তু নিকটে আসিয়া তাঁহার ভয় বিদূরিত হইল; তিনি দেখিলেন তাঁহারই সমবয়স্কা একটী বালিকা। গোলাপ অনেক মেয়ে দেখিয়াছেন—কিন্তু এমন ভুবন আলো করা রূপ কখন দেখেন নাই;—বালিকা যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, সে স্থান যেন আলো করিয়া রহিয়াছে। গোলাপ বিস্মিত হইয়া তাহার সেই রূপ রাশি দেখিতে লাগিলেন।

গোলাপকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বালিকা হাসিল—তাহার সেই হাসিতে শত সৌদামিনী খেলা করিল।

তিনি অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কেগা ?"

বালিকা হাসিয়া উত্তর করিল—"আমি—পঙ্কজিনী !"

"তোমার বাড়ী কোথায় ?—এখানেত তোমারে কখন দেখি নাই ?"

"আমার বাড়ী এখানে নয়—আমি এখানে বেড়াতে এসেছি।"

"কাদের বাড়ী ?"

"নাম জানি না !"

"নাম জান না ?"

"না—আমি এখানে কখন আসি নাই—এই নূতন এসেছি, আমি জিজ্ঞাসা করি নাই কাদের বাড়ী—আজি আসিয়াছি।"

"যে বাড়ীতে তুমি এসেছ সে বাড়ী এখান থেকে কত দূর ?"

"দূর ?—দূর বড় বেশি নয় !—ঐ যে—ঐ দেখা যাচ্ছে !" এই বলিয়া পঙ্কজিনী একটী বাড়ী দেখাইয়া দিল।

গোলাপ কহিলেন—"ঐ বাড়ী—ওঃ বুঝেছি—বোসেদের বাড়ী ?"

"তা হবে ?"

"এখানে এলে কেমন ক'রে ?"

"বড় গরম, তাই সন্ধ্যা বেলা এই দিগে বেড়াতে এসেছিলাম—দেখিলাম এ বাগানটী বেশ নির্জ্জন ও শীতল, তাই এখানে ঢুকিলাম, আর তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এ বাগান কি তোমাদের ?"

"হ্যাঁ—আমাদের বাড়ী চল !"

"না—আবার দেরি হ'লে খুঁজবে !"

"তবে কাল সকালে আ'সবে ?"

"আ'সব, কিন্তু সকালে নয়—এই সময়—এই স্থলে—তোমাদের বাড়ী যাইব না !"

"বাড়ী যাইবে না কেন ?"

"আমার তাহাতে কিছু প্রতিবন্ধক আছে।"

"আচ্ছা তবে এখানে আ'সবে ?"

"হ্যা আ'সব।"

গোলাপ চলিয়া গেলেন—পঙ্কজিনী কিয়ৎক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল!

পর দিবস সন্ধ্যার পর পঙ্কজিনী আসিল, গোলাপের সঙ্গে অনেক কথা-বার্ত্তা হইল—পরে উভয়ে চলিয়া গেলেন।

এই রূপে প্রত্যহই উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল, ক্রমে সখীত্ব গাঢ় হইল। ৫।৭ দিন পরে এক দিন গোলাপ হাসিতে হাসিতে পঙ্কজকে কহিলেন—"তোমার বেশ চেহারা—অনেক সুন্দরী দেখেছি—কিন্তু তোমার মত সুন্দরী আমি কখন দেখিনি ভাই!"

পঙ্কজিনী হাসিয়া উত্তর করিল—"কি জানি ভাই—আমি রূপের অত শত বুঝিনা!—আমি পঙ্কজিনী—জলে বাস করি,—জলে ফুটিয়া জলেই আবার ডুবিয়া যাই—কেহ ফিরিয়াও দেখেনা, আর তুমি গোলাপ—ফুলের রাণী—বাগানের শোভা বৃদ্ধি কর—লোকের হৃদয় তৃপ্তি কর—আপনার গরবে আপনি ফুট—আপনার সোহাগে—আপনি ঢলিয়া পড়!—লোকে তোমাকে কত আদর করে—ভালবাসিয়া তুলিতে যায়—কিন্তু তুমি ভাই বড় দুষ্ট!—যে তুলিতে যায় তাহার হাতে কাঁটা ফুটাইয়া দাও!" এই বলিয়া—গোলাপের অধর ধরিয়া—আদর করিয়া কহিল—"ফুলের রাণী—তোমার মনটী এত বিষণ্ন কেন? প্রফুল্ল গোলাপে চিন্তাকীট প্রবেশ করিল কবে?"

গোলাপ লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"কৈ ভাই—আমার হৃদয়েত চিন্তা-কীট প্রবেশ করে নাই!"

"আর লুকাইতে হবে না—তোমার বদন আমায় বলিয়া দিতেছে—যে তুমি দিন রাত ভাব, ভাবিয়া ভাবিয়া তোমার সোণার অঙ্গ কালী হইতেছে!"

"না ভাই, তোমার ও মিছে কথা!"

"মিছে কথা! আমি গুণিতে জানি!"

"ওরে আমার গণক ঠাকরুণ—বল দেখি আমি কি ভাবি?"

"ব'লবো তুমি কি ভাব?—তুমি ভাব একজন লোককে—তার বাড়ী

এখানে নয়!—অনেক দূর!—সে তোমাদের বাড়ী আসিয়াছিল—অনেক দিন ছিল—এখন চলিয়া গিয়াছে—সে আবার আসিবে কি না তুমি তাই ভাব!"

গোলাপ আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিলেন "পঙ্কজ কি সত্য সত্যই গুণিতে জানে!"

পঙ্কজ হাসিয়া কহিল—"কি ভাই চুপ করিয়া রহিলে যে? আমি সত্য-সত্যই গুণিতে জানি!"

"তোমার ও সব দমের কথা আমি বিশ্বাস করি না!"

"বিশ্বাস করনা?"

"না—"

"আচ্ছা আর কিছু বলিব কি?"

"আর কি ব'লবে?"

"তার নামটী!"

"কি বল দেখি?"

"ব'ল্‌বো?—(একটু চিন্তা করিয়া) তার নাম রাজকুমার!"

গোলাপের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—বদনে বিষাদের ছায়া পড়িল—নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল;—প্রফুল্ল গোলাপ যেন হঠাৎ আতপতাপে মলিন হইয়া গেল। সে দীন নয়নে পঙ্কজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে চাহনি দেখিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। গোলাপ এতক্ষণ স্থির হইয়াছিলেন—আর থাকিতে পারিলেন না—কাঁদিয়া ফেলিলেন; কোমল নয়ন পল্লব অশ্রুনীরে আর্দ্র হইল—তাহা হইতে মুক্তা ফলের ন্যায় গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া মাটীতে পড়িল। তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পঙ্কজ কহিল—"কেন ভাই, কান্না কেন?—আমার কথায় কি তোমার মনে ব্যথা লেগেছে?"

গোলাপ উত্তর করিলেন—"না পঙ্কজ! তোমার কথায় আমার কিছুই ব্যথা লাগে নাই;—আমি কাঁদিতেছি কেন তা বলিতেছি—ভাই তুমি যথার্থই গুণিতে জান্, তোমার কাছে আমি কোন কথা গোপন করিব না,—তুমি যা বলিলে, সকলই সত্য; বাস্তবিক আমি তাহাকে ভালবাসি,—কত ভালবাসি তা জানি না;—ভালবাসিয়া হৃদয় তৃপ্ত হয় না,—যেন আরও

ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়!—কিন্তু ভালবাসি কারে?—যারে ভালবাসি—যারে দেখিলে সুখী হই—সে কোথায়?—সে কি আর আসিবে?—তারে কি আর পাব?—ভাই তুমি গুণিতে জান, বল দেখি—তারে কি আর পাব?—সে কি আমার হবে?”

এইবার পঙ্কজ গম্ভীর হইল, সে আকাশ পানে চাহিল—আকাশে তারা জ্বলিতেছে—চাঁদ হাসিয়া হাসিয়া কাদম্বিনীর সহিত খেলা করিতেছে—একবার লুকাইতেছে—জগৎ অন্ধকার হইতেছে,—আবার বাহির হইল,—জগৎ হাসিল;—বায়ু সাগরে সন্তরণ দিয়া পাপিয়া মধুর স্বরে ঝঙ্কার দিয়া চলিয়া গেল, সে মধুর স্বর সমস্ত জগতে প্রতিধ্বনিত হইল।

পঙ্কজ এক দৃষ্টে গগন পানে চাহিয়া আছে—তাহার চক্ষু জ্বলিতেছে—বদন হাসিতেছে—কিন্তু গম্ভীর!

গোলাপ নিস্তব্ধ।

অনেকক্ষণ পরে পঙ্কজের দৃষ্টি ফিরিল—আকাশ হইতে ভূতলে নামিল; ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল—“গোলাপ আমার গণনা শেষ হইয়াছে;—দেখিলাম—তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—এত দিবস ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে;—আর এক জন তোমার মত—না তোমার মত নয়—তোমার চেয়েও শত গুণে—না—না—সহস্র গুণে—না তাও নয়—লক্ষ লক্ষ গুণে—ভালবাসিত। যার ভালবাসায় বিমোহিত হইয়া—রাজকুমার অপরকে দেখিত না, যে তাহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম ছিল;—তোমার সেই দুষ্ট গ্রহ অন্তর্হিত হইয়াছে!—ভালবাসিয়া—তাহার বিরহে সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে!—হতভাগিনী—না হতভাগিনী নয়!—মরিবার সময়—সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল—তাহার কোলে মাথা রাখিয়া—হৃদয়ের ধনকে দেখিতে দেখিতে জীবন ত্যাগ করিয়াছে;—সে নাই—তাই বলিতেছি তোমার গ্রহ সুপ্রসন্ন;—তোমার হৃদয়-দেবতাকে পাইবে; কিন্তু রাজকুমার এখন উন্মাদের ন্যায়; তা হউক!—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—তোমার দুঃখ দূর করিব—তোমার হৃদয় শীতল করিব—বিধাতা তোমার উপর সদয়!—ঐ দেখ—ঐ নক্ষত্র হাসিতেছে!—ঐ—ঐ—গোলাপ তুমি বাড়ী যাও—রাজকুমার আসিয়াছে!”

পঙ্কজ দ্রুত পদে সেখান হইতে প্রস্থান করিল—গোলাপ চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন কিন্তু কোথা দিয়া পঙ্কজ গেল তাহা বুঝিতে পারিলেন না;—তখন ধীরে ধীরে পঙ্কজের গণনার ফল ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

গোলাপ বাড়ী আসিয়া দেখিলেন তাঁহার পিতা আসিয়াছেন। সঙ্গে রাজকুমার আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট গিয়া বসিলেন, বসিয়া রাজকুমারের বিপদের কথা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা বাড়ী হইতে যাওয়া অবধি যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সমুদায় বর্ণনা করিলেন; গোলাপ পঙ্কজের গণনার সঙ্গে মিলাইয়া লইলেন; তাহার এক বর্ণও মিথ্যা হইল না। গোলাপ ভাবিলেন "পঙ্কজ কে? পঙ্কজ কি সেখানকার মেয়ে? যদি মেয়েও হয়, তবে আমার মনের কথা কিরূপে বলিল? সে কথাত আর কেউ জানে না! তবে সে নিশ্চয় গুণিতে জানে! পঙ্কজ যাহা বলিয়াছে. তাহার একটী কথা মিথ্যা নহে! ধন্য তাহার গণনা শক্তি!"

কিয়ৎক্ষণ পরে গোলাপ আবার ভাবিলেন—"আমার গ্রহ সুপ্রসন্ন, একথা পঙ্কজ গুণিয়া বলিয়াছে, যে রাজকুমারকে ভালবাসিত, আমার চেয়েও ভালবাসিত,—লক্ষ লক্ষ গুণ ভালবাসিত; ভালবাসিয়া রাজকুমারের বিরহে সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; ধন্য তাহার ভালবাসা—সেই ভালবাসিতে জানে! কিন্তু আমি কি জানিনা? জানি! যদি পাই—যদি রাজকুমারকে হৃদয়ে ধরিতে পাই—তবে দেখিব ভালবাসিতে পারি কি না? যদি না পাই—ভালবাসার জন্যে প্রাণত্যাগ করিতে পারি কি না, তাহাও দেখিব! সেই সময় সেই অন্তিম শয্যায় পঙ্কজকে বলিব—ও দেখাইব—আমিও ভালবাসিতে জানি কি না!"

তার পর তিন চারি দিন গত হইল—এই ৩।৪ দিনের মধ্যে—পঙ্কজিনী আসিল না। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া গোলাপ ভাবিলেন সে বুঝি বাড়ী গিয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হারানিধি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—আজ পূর্ণিমা বলিয়া শশধর সর্ব্বাগ্রেই উদিত হইয়াছেন। সহচরী নক্ষত্রগণ নিশামণিকে উদিত দেখিয়া সত্বর নিজ নিজ স্থানে আসিয়া বসিতে লাগিল; একটী দুইটী করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে গগন জুড়িয়া ফেলিল। সুমন্দ মলয়ানিল ফুলকুলের সুবাস হরণ করিয়া দিক্ দিগন্তরে ছড়াইতেছে, সেই হিল্লোলে মাতোয়ারা হইয়া কোন্ গাছের ভিতর হইতে একটা কোকিল কুহু কুহু রবে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, তাহার শব্দ পাইয়া পাপিয়া মধুর স্বরে সপ্তমে তান ধরিয়া বনস্থলী আমোদিত করিল।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী—ঠিক দিবসের ন্যায়—তবে তত উজ্জ্বল নয়, কিছু স্নিগ্ধ! গগনে প্রাণপতিকে উদিত দেখিয়া কুমদিনী হাসিতেছে, একটী বালিকা সরোবর সোপানে উপবিষ্ট হইয়া কি সেই হাসি দেখিতেছে? না! সরোবরে প্রস্ফুটিত ফুল্ল কুমদিনীর ন্যায় তাহার বদন কমলে গভীর চিন্তার রেখা পড়িয়াছে—দৃষ্টি সরোবরে নিপতিত বটে কিন্তু উদাস!—লক্ষ্যহীন!—এক প্রকার বাহ্যজ্ঞান শূন্য! নতুবা তাহার পশ্চাতে একটী ভৈরবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সে তাহা দেখিতে পাইতেছে না কেন? ভৈরবী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিল, পরে মৃদুস্বরে ডাকিল, "গোলাপ!"

গোলাপ চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একজন ভৈরবী—ভীষণ ত্রিশূল হস্তে—গেরুয়া বসন পরিধান—সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে আচ্ছাদিত—দীর্ঘ জটারাজি মস্তক হইতে পদ চুম্বন করিতেছে—বয়স অনুমান ১৭।১৮ বৎসর। বদন ভস্মাচ্ছাদিত ছিল না—গোলাপ দেখিবা মাত্র এই যৌবনে যোগিনীকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু হঠাৎ ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যোগিনীর বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে বিস্মিত দেখিয়া যোগিনী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি গোলাপ চিনিতে পারিলে না?"

"চিনিতে অনেকক্ষণ পারিয়াছি—ওরূপ যে একবার দেখিয়াছে সে কি আর ভুলিতে পারে?"

"তবে ও রকম করিয়া চাহিয়া রহিয়াছ কেন?"

"তোমার যৌবনে যোগিনী বেশ দেখিয়া! তুমি এ কদিন কোথায় ছিলে? কোথা হইতে যোগিনী সাজিয়া আসিলে?"

যোগিনী হাসিয়া কহিল, "গোলাপ, আমার এ বেশ নূতন নয়! এই আমার পুরাণ বেশ। তুমি আর আমার যে বেশ দেখিয়াছ তাহাই নূতন!"

"কেমন করিয়া জানিব ভাই, তোমার কি নূতন আর কি পুরাণ—আমার সঙ্গেও তো নূতন আলাপ! পঙ্কজিনী নামটীও কি নূতন?"

"নূতন নয়—পুরাতনও নয়—নামের অপভ্রংশ মাত্র!"

"ধন্য ভৈরবী ঠাকরুণ—প্রণাম!"

"মনস্কামনা সুসিদ্ধ হ'ক!"

"আমায় তোমার সঙ্গিনী ক'ত্তে পার?"

"আমার সঙ্গিনী হ'লে কি হবে ভাই! যার সঙ্গিনী হবার জন্যে ব্যস্ত—যার সঙ্গিনী হবার জন্যে দিন রাত ভেবে ভেবে শরীর মাটি ক'চ্ছো!—যার সঙ্গিনী হ'লে তোমার দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়—মনের বাসনা পূর্ণ হয়—আজ আমি তোমায় তার সঙ্গিনী করে দেব!"

"আজকের গণনায় কি এতগুলো কথা লিখেছে?"

"কেন আমার গণনার কি কিছু ভুল পেয়েছ?"

"ভুলের কথাত আমি কিছু ব'ল্‌ছি না—আমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি গণনার ফলাফল কি আজি জানা যাবে?"

"আজ কি, এখনই জানিতে পা'রবে!"

"বেশ্!"

"বেশ্ কি? আমার কথাটা কি বিশ্বাস হ'ল না?"

"আমি কি অবিশ্বাস ক'চ্ছি?"

"আমিও তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি! দেখ দেখি কে আ'সছে!"

গোলাপ চাহিয়া দেখিলেন রাজকুমার ধীর পাদবিক্ষেপে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই দিগে আসিতেছেন। দেখিয়া তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—উষ্ণ শোণিত শিরায় শিরায় ছুটিতে লাগিল, অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল—গায় ঘর্ম্ম নির্গত হইল। তিনি শুষ্ক কণ্ঠে পঙ্কজকে কহিলেন "ভাই তুমি থাক, আমি

চলিলাম!” এই বলিয়া তিনি উঠিলেন! তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া পঙ্কজ দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল—“কোথায় যাবে? আমার গণনার ভুল হয় না!” পরে হাসিয়া কহিল, “তুমি ভাই বেশ লোক! আমি তোমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছি আর তুমি আমাকে ফেলে পালাচ্ছো, রাজকুমার তোমাদেরই—আমার ত কেউ নয়—তাতে আবার অপরিচিত—তোমার ভাই কেমন বিবেচনা বুঝ্‌তে পারিনে!”

পঙ্কজের কথায় গোলাপ লজ্জিত হইলেন এবং বিনয় বচনে কহিলেন “ভাই আমার অপরাধ হইয়াছে, আমি যাইব না! এই বসিলাম” বলিয়া সেখানে বসিলেন; পঙ্কজও তাঁহার পাশে বসিল।

রাজকুমার অন্যমনস্ক ভাবে বেড়াইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি সরোবর সোপানে পঙ্কজ ও গোলাপের উপর পতিত হইল। তিনি দেখিলেন সরোবরে নলিনী আর মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত সরোবর সোপানে শ্বেত ও রক্ত বর্ণের নলিনী ফুটিয়া রহিয়াছে; এই পাষাণে নলিনী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ও কৌতূহল বিশিষ্ট হইয়া তিনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার উপস্থিত হইলে গোলাপের বদন আরক্তিম হইল—নয়ন অধোগামী হইল।

ক্রমে রাজকুমারের দৃষ্টি ভৈরবীর উপর নিপতিত হইল—তিনি ভৈরবীর আপাদ মস্তক দৃঢ় রূপে নিরীক্ষণ করিয়া সংসার অন্ধকার দেখিলেন—সমস্ত সংসার তাঁহার চক্ষে ঘূরিতে লাগিল—পদদ্বয় দেহভার বহনে অশক্ত হইল—তিনি চিৎকার করিয়া পতিত হইলেন।

বিদ্যুৎগতিতে পঙ্কজ আসিয়া রাজকুমারের মস্তক ধারণ করিল, নতুবা চূর্ণ হইয়া যাইত।

রাজকুমার মূর্চ্ছিত হইয়াছেন—পঙ্কজ তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহ কোলে করিয়া সোপানোপরি বসিল ও গোলাপকে জল আনিতে কহিল; গোলাপ ক্ষুদ্র কর পল্লবে করিয়া জল আনিয়া তাঁহার মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে ২।১ ফোঁটা নয়নজলও মিশিল। গোলাপের মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; একবার মূর্চ্ছিত হইয়া রাজকুমার কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন, আবার কি হয় সেই ভাবনায় তাঁহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন যে ওরূপ হইল তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

পঙ্কজ রাজকুমারের মস্তক নিজ ক্রোড়দেশে লইয়া বসিয়া আছে, তাহার নয়ন হইতে দর দর ধারে অশ্রু নির্গত হইয়া রাজকুমারের মলিন বদন সিক্ত করিতেছে—সে অশ্রু হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে নির্গত হইতেছে; গোলাপ তাহা দেখিতে পাইলেন না। উভয়ের শুশ্রূষায় রাজকুমারের চৈত্যন্তোৎপাদন হইল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন—আবার পঙ্কজের বদন তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল—তিনি তীর বেগে উঠিয়া পঙ্কজকে ধরিতে গেলেন, পঙ্কজ সরিয়া বিংশতি হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমার উন্মাদের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন—পঙ্কজ আবার সরিয়া গেল।

রাজকুমার দাঁড়াইলেন—দাঁড়াইয়া—দুই হস্তে চক্ষু মর্দ্দন করিয়া—আবার দেখিলেন—আবার চক্ষু মর্দ্দন করিলেন—আবার দেখিয়া করজোড়ে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কহিলেন "জগদীশ! অপার মহিমা তোমার! তোমার লীলা, আমি মানব, কেমন করিয়া বুঝিব দেব? প্রভো! একি আমার ভ্রম? যদি ভ্রম হয়—যদি জাগিয়া এই স্বপ্ন আমি দেখিয়া থাকি। তবে দয়াময়! —এ ভ্রম যেন আমার না ঘুচে! এ স্বপ্ন যেন আমার না ভঙ্গ হয়!" তিনি আবার চক্ষু মর্দ্দন করিলেন—পঙ্কজকে আবার দেখিলেন—দেখিয়া করজোড়ে কহিলেন—"দেবি, আপনি ভৈরবী!—আমি অজ্ঞান বশতঃ আপনার অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম,—সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন; যে ভাবিয়া আপনার দেহে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম—সে ঠিক্ আপনার ন্যায়: সে যদি বাঁচিয়া থাকিত—আর যদি আপনার নিকটে দাঁড়াইত—তাহা হইলে উভয়কে প্রভেদ করা দুষ্কর হইত। কিন্তু সেত নাই!—আমার এই দগ্ধ হৃদয়ের একটি অমূল্য রত্ন ছিল—দুরন্ত কাল তাহাকে কাড়িয়া লইয়াছে! আমি তাহাকে জন্মের মত বাঁকার তীরে বিসর্জ্জন দিয়াছি!—আমার সে আর নাই,—আমার সুখের শশী চির অস্তমিত;—তাই বলিতেছিলাম সে আর নাই!—থাকিলে দেখাইতাম—আপনার সঙ্গে আর তার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই! আজ আপনার বদন দেখিয়া তাহার সেই মুখ মনে পড়িল; তাহার সে মুখ অনেক দিন দেখি নাই—অনেক দিন সে চারু বদন—এ বক্ষ-স্থলে স্থান পায় নাই—অনেক দিন পরে একবার দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে দুই দণ্ডের জন্য!—তার পর—তার পর আবার এ জন্মের মত হারাইয়াছি

—আর দেখিতে পাইব না!”—রাজকুমার কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার রোদনে সকলেই কাঁদিল—সে খেদোক্তিতে সরসী হিল্লোল বিহীন হইল—বৃক্ষ—লতা—পুষ্প—শিশির ছলে—অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিল। কেবল তারকারাজি বিদ্রূপ করিয়া মাথার উপর হাসিতেছে।

পঙ্কজিনী—অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—“মহাশয়! আপনার দুঃখের কথা শুনিয়া হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা পাইলাম, কিন্তু আপনার কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীনতা দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়াছি; আপনি জ্ঞানী, বিবেচক, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—সামান্য একটা রমণীর নিমিত্ত এত দূর উন্মত্ত হওয়া কি উচিত? আর বিশেষতঃ যে মরিয়াছে তাহার জন্যই বা এত শোক কেন?”

“সে মরিয়াছে!—সত্য; সে মরিয়াছে—কিন্তু আমিত মরি নাই! আমার হৃদয়ে তাহার মূর্ত্তি দৃঢ় রূপে অঙ্কিত ছিল—যম সেই সেই মূর্ত্তি—আমার হৃদয় ছিন্ন করিয়া কাড়িয়া লইয়াছে, যত দিন বাঁচিব—তত দিন এ বেদনা থাকিবে,—তত দিন এ জ্বালা নিবিবে না; তুমি—সন্ন্যাসিনী—তুমি কি বুঝিবে দিবা নিশি যে যাতনা আমি ভোগ করিতেছি? সে সামান্য রমণী?—তোমার বিবেচনায় হইতে পারে! কিন্তু আমার সে দেব দুর্ল্লভ—পৃথিবীর অমূল্য রত্ন!—আমি যখন দরিদ্র ছিলাম,—তখন সে রত্ন আমার ছিল;—এখন আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তাহা হারাইয়াছি; অমি ধন সম্পদ কিছুই চাহিনা—আবার দরিদ্র হই—আবার সেই রূপ জঠর জ্বালায় দেশ বিদেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারি—যদি সে আমার ফিরিয়া আসে! তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে কেন উন্মাদ!—যদি সে থাকিত—তবে বুঝিত পারিত! এ হৃদয় বেদনা বুঝিবার আর কেহ রহিল না!” রাজকুমার আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

“কেন থাকিবে না?—এক জন আছে!—হয়ত যার জন্যে আপনি পাগল—তাহা অপেক্ষা কিম্বা তদ্রূপ ভালবাসে—হৃদয়ের সহিত ভক্তি করে অদর্শনে মলিন হয়—বিচ্ছেদে কাতর হইয়া দিবা নিশি রোদন করে—এমন জন আছে! আপনি তাহাকে দেখিতে চান?”

পঙ্কজের কথা শুনিয়া রাজকুমার হাসিয়া কহিলেন,“সেরূপ কেহ কিপারে?”

পঙ্কজের ভীষণ ত্রিশূল উন্নত হইল—নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল,—মস্তকের জটারাশি নড়িয়া উঠিল—সে জলদ্ গম্ভীর স্বরে কহিল —"রাজকুমার! তুমি রমণী হৃদয় জাননা! আমি জানি!—আমি গুণিতে জানি,—গণনায় দেখিয়াছি, দুইটি রমণী সমতুল্য ভাবে তোমায় ভালবাসে! তাহার মধ্যে একটীর ধৈর্য্য কম—সে অধৈর্য্য হইয়া অকালে জীবন ত্যাগ করিল, তাহার সাধ মনেই রহিয়া গেল। আর এক জন—তাহারও ধৈর্য্য কম, যদি অধিক দিবস অদর্শন হয় বোধ হয় সেও জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম—যে গিয়াছে তাহার জন্য আর শোক করিয়া কি হইবে? এখন যে আছে তাহাকে সন্তুষ্ট কর—নতুবা সেও বুঝি যায়!—রাজকুমার!—দেখ চাঁদ হাসিতেছে—তারা হাসিতেছে—সরোবরে নলিনী হাসিতেছে!—আর দেখ!—এই গোলাপ!—দুখিনী গোলাপের নয়ননীরে পাষাণ বিদীর্ণ হইতেছে—হতভাগিনী অন্ধ আশ্বাসে প্রাণ ধারণ করিয়া আছে! রাজকুমার, এই প্রস্ফুটোন্মুখ কোমল পুষ্পকে কেন দগ্ধ করিতেছ? আমার অনুরোধ—এই বালিকার হৃদয়ের অতৃপ্ত আশাকে পরিতৃপ্ত কর!"

পঙ্কজ আকাশে চাঁদ দেখাইল—তারা দেখাইল—সরোবরে নলিনী দেখাইল —আবার গোলাপের মলিন বদনও দেখাইল কিন্তু রাজকুমার তাহার কিছুই দেখিলেন না, তিনি এক দৃষ্টে ভৈরবীর বদন দেখিতেছিলেন—এক মনে স্বর শুনিতেছিলেন—সে স্বর তাঁহার পরিচিত—সে মুখ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত;—যার জন্য তাঁহার হৃদয় অন্ধকার!—সংসার শ্মশান!—তাঁহার সেই চির আনন্দদায়িনী—কমল—তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! তিনি যেন তাহা দিব্য চক্ষে—চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন; আর থাকিতে না পারিয়া তিনি দৌড়িয়া পঙ্কজের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—"তুমি কে আমায় বল! তুমি কি সেই? যার জন্যে আমি পাগল! যে আমার অন্তরের ধন!—যার অদর্শনে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি—তুমি কি সেই? তুমি কি আমার সেই কমল? আমার হারানিধি জীবন সর্ব্বস্ব কমল? যদি হও, তবে বল,—বলিয়া আমার এ দগ্ধ হৃদয় শীতল কর!—অন্তর পুড়িতেছে, দিবানিশি পুড়িয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে—সে জ্বালার উপর আর আমায়

জ্বালাইও না ; যদি না বল—যদি এইরূপ দগ্ধ কর, তবে ধর্ম্ম সাক্ষী—আমি এই সরসিজলে ঝাঁপ দিয়া সকল জ্বালার শেষ করিব! বল সন্ন্যাসিনি—বলিয়া আমার সন্দেহ দূর কর!"

পঙ্কজ কহিল—"রাজকুমার, আমি কমল নহি—তোমার দেখিবার ভ্রম হইয়াছে—আমার পা ছাড়িয়া দাও!" তাহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ।

রাজকুমার কহিলেন—"তুমি কমল নও!—তবে তুমি কে? ভৈরবি! রাক্ষসি!—আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা? যে মুখ দিবানিশি অন্তরে জাগিতেছে, যে আমার জপমালা,—যাহাকে ধ্যান করিয়া আমি জীবন ধারণ করিতেছি, সেই তুমি—আমার সঙ্গে ছলনা করিতেছ? কমলরে, আর আমাকে কাঁদাস্‌নে? আমি অনেক কাঁদিয়াছি! তুমি ত জান—আমি চিরজীবন কাঁদিতেছি!—জানিয়া শুনিয়া এত কষ্ট কেন দিতেছ?—চার বছর কাঁদিয়াছ বলিয়া কি আজ তাহার শোধ তুলিতেছ? যদি সে প্রতিশোধ দিবার ইচ্ছা থাকে, যথেষ্ট হইয়াছে—তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে; আর না—আর কাঁদাইও না; তোমার পায়ে পড়ি আমায় এ যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত কর!" রাজকুমারের নয়ন জলে পঙ্কজের পদদ্বয় সিক্ত হইল।

এইবার পঙ্কজ কাঁদিল—আর তাহার চক্ষে জল থাকিল না—কাঁদিয়া কহিল—"রাজকুমার—প্রাণেশ্বর!—তোমার অনুমান মিথ্যা নয়!—আমি কমল—আমি সেই হতভাগিনী—কমল!—মরিয়াছিলাম—মরিয়াও মরিতে পারিলাম না; কাল্ আমায় পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া গেল! আমার শোকে জননী প্রাণত্যাগ করিলেন! রাজকুমার, আমি বাঁচিলাম কিন্তু আমার মা কোথায়? কার মুখ দেখিয়া সংসারে থাকিব? কে আমায় স্নেহ করিবে? আমার মা নাই! পিতা কারাগারে!—কে আর আমার আছে?—বিধাতা আমায় এ সমস্ত দেখিবার জন্য কি শ্মশান হইতে বাঁচাইয়া দিলেন! রাজকুমার আমি আর সংসারে ফিরিব না! আমি এই রূপেই জীবন কাটাইব—এইরূপেই পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিব—দুর্ভেদ্য শৈলশৃঙ্গে বসিয়া তপস্যা করিব—স্থির করিয়াছি। তুমি আমার চিন্তা ত্যাগ কর—ভাব, আমি মরিয়াই গিয়াছি; আমার নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হউক। বৃথা ভাবিয়া তোমার শরীর নষ্ট করিও না। রাজকুমার তুমি কি আমায় আর দেখিতে

পাইতে? কখনই নয়!—কেবল এই গোলাপের নিমিত্ত পাইলে! গোলাপ তোমার জন্যে আকুল—দেখিলাম—আমার ন্যায় এও যায়, তাই তাহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত আর তোমার সঙ্গে ইহার মিলনের নিমিত্ত আছি ও আবার দেখা দিয়াছি! অতএব রাজকুমার আমার আশা ত্যাগ কর—আমার অনুরোধ রক্ষা কর!"

"কি বলিলে কমল!—তোমার আশা ত্যাগ করিব? জগতে এমন কি প্রিয় বস্তু আছে যাহার বিনিময়ে তোমায় ত্যাগ করিতে পারি? জীবন? তুচ্ছকথা, এখনি ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারি না!—কমল তুমিই বলিয়াছিলে—'স্বর্গে যেখানে চির মিলন, বিচ্ছেদ নাই—সেই খানে তোমায় আমায় মিলিব!' সেই আশায়—সেইখানে যাইয়া দুইজনে মিলিব—সেও স্বীকার, তথাপি তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না! আমার কে আছে কমল? শৈশবে পিতৃমাতৃহীন—বিষয় হীন; এক মুষ্টি অন্ন দেয় বা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে এমন কেহ ছিলনা—এখনও নাই! সেই দুঃসহ দরিদ্র যন্ত্রণার মধ্যে কেবল তোমায় দেখিয়া আমি বাঁচিয়াছিলাম। কমল!—তুমি কি সেই?—যে আমার রোদনে রোদন করিত—বিষাদে বিষাদিনী হইত—সেই কমল কি তুমি?—যে বলিয়াছিল, 'তুমি রাজা হইয়া রাজকন্যা বিবাহ করিয়া সুখী হও—সেই সুখের সময় স্মরণ করিও কমল তোমার আশাপথ চাহিয়া জীবিতা থাকিবে;' তুমি কি সেই কমল? তবে আজ এত নিষ্ঠুর কেন? কমলরে, তুমি নিষ্ঠুর হইলে সংসারে আর কার মুখ দেখিয়া থাকিব?—কার মুখ দেখিয়া এই দগ্ধ হৃদয় শীতল করিব? বল কমল আমার আর কে আছে?"

কমল আবার কাঁদিয়া কহিলেন—"রাজকুমার আমি নিষ্ঠুর? না তুমি নিষ্ঠুর?—বাল্যকাল হইতে ভালবাসি—তোমার প্রণয়ে হৃদয় পরিপূর্ণ—তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ আকুল হইত তাকি তুমি জানিতে না? জানিয়াও তুমি আমাকে কত কষ্ট দিয়াছ!—এক দিন না দেখিলে সংসার শূন্য বোধ হইত, তুমি চার বৎসর আমাকে কাঁদাইলে?—শেষ জীবনে নষ্ট করিলে, তুমি এমনি নিষ্ঠুর!"—কমলের দুই নয়নে অবিরল ধারে অশ্রু বারি নির্গত হইতে লাগিল।

রাজকুমার কহিলেন—"কমল আমি দোষী—সহস্র দোষে দোষী স্বীকার করিতেছি, কিন্তু কমল আমিও সুখে ছিলাম না! এই চারি বৎসর আমার যে কষ্ট গিয়াছে, যেরূপ ভয়ানক ভয়ানক বিপদে আমি পড়িয়াছিলাম তাহা জগদীশ্বর জানেন। আর যদি বিজয় বাবুর বাড়ীতে আসিয়া না পৌঁছিতাম তাহা হইলে বোধ হয় এত দিবস আমাকে পর জগতে বাস করিতে হইত! কমল আমি সুখে ছিলাম না!—তোমাপেক্ষাও অনেক কষ্টে দিনপাত করিয়াছি! সে সব কথা পরে বলিব—এখন চল বাড়ী যাই।"

কমল আর কথা কহিলেন না—গোলাপের হস্ত ধারণ করিয়া নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজকুমারের আনন্দের সীমা নাই—যাহাকে হারাইয়া তিনি পাগল হইয়াছিলেন—যাহার জন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন —তাঁহার সেই হারানিধি—জীবনের জীবন—হৃদয় সর্ব্বস্বকে পাইলেন! বিশেষতঃ যে মরিয়াছিল সে পুনর্জ্জীবিতা হইল!—যাহা অভাবনীয়—অসম্ভব—সংসারে ঘটে না, ইহাতে যে কি আনন্দ—মনে যে কত আহ্লাদ—তাহা লিখিয়া জানান দুষ্কর।

সকলে বাড়ীতে আসিলেন, রাজকুমার দৌড়িয়া গিয়া বিজয় বাবুকে কমলের সংবাদ প্রদান করিলেন। বিজয় বাবু শুনিয়া স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিগে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন "রাজকুমার কি আবার উন্মাদ হইল?"

রাজকুমার তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "আপনি অবিশ্বাস করিতেছেন? কিন্তু আমি মিথ্যা বলি নাই, সত্য মিথ্যা উঠিয়া আসিয়া দেখুন।"

বিজয় বাবু উঠিয়া বাটীর ভিতর যাইলেন এবং প্রাঙ্গণে জটাজুট ধারিণী —গৈরিক বসন পরিধানা যোগিনীকে দেখিলেন, দেখিয়া চিনিলেন!—সেই কমল—যাঁহাকে তিনি স্বচক্ষে মৃতা দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি অতীব বিস্মিত হইলেন—তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল; তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন—"ধন্য জগদীশ্বর!—তোমার অপার মহিমা—তোমার লীলা মানবের বুঝিবার সাধ্য কি?"

তিনি কমলকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা তুমি কেমন করিয়া জীবন লাভ করিলে আমায় বলিতে হইবে! আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে!" কমল তাঁহার পুনর্জ্জীবনের ঘটনা বলিতে লাগিলেন।

কমল কহিলেন—"আমার মৃত্যুর সময় আপনি ছিলেন, সে সময়ের ঘটনা আর কি বলিব? পরে কখন দাহ করিতে লইয়া গিয়াছিল তাহা জানিনা, যখন আমার জ্ঞান হইল—চাহিয়া দেখিলাম—আমার সম্মুখে এক জন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার তেজঃ পুঞ্জ শরীর—উজ্জল চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম এবং অপরিচিত স্থান দেখিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, উঠিয়া বসিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না,—কেন পারিলাম না তা আমার স্মরণ হয় না; আমার এই বৃথা চেষ্টা দেখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর একটু হাসিলেন, এবং উঠিয়া একটী ঔষধের বড়ি মুখে দিলেন, আমি তাহা খাইয়া আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম; তিন দিবস পরে আমার জ্ঞান হয়; —জ্ঞান হইয়া দেখিলাম আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ, আমি দেহে অনেক বল পাইয়াছি; আমি উঠিয়া বসিলাম—সন্ন্যাসী আমায় নানাবিধ উত্তম উত্তম খাদ্য আনিয়া দিলেন, আমি তাহা খাইলাম, পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কে?—আর আমিই বা এখানে কেন? আমার মা বাপই বা কোথায়?'

"তিনি উত্তর করিলেন—'তুমি মরিয়া গিয়াছিলে, তোমাকে দাহ করিবার নিমিত্ত শ্মশানে আনিয়াছিল, ঘটনাক্রমে আমি সেই খানে উপস্থিত হইলাম, রজনী ঘোর অন্ধকার—অন্ধকারে আমার এই দীর্ঘ বপু—লম্বিত জটারাশি দেখিয়া, তোমাকে যাহারা দাহ করিতে আনিয়াছিল, তাহারা ভূত ভাবিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। আমি তখন বিষম বিপদে পড়িলাম, চলিয়া আসিতে পারিলাম না, কারণ তাহা হইলে তোমাকে শৃগাল কুক্কুরে খাইবে! আমার জন্যই তোমার দাহ হইল না, তখন সে পাপ আমার হইবে, সুতরাং আমিই দাহ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলাম। চিতা সাজান ছিল তাহাতে শুয়াইবার নিমিত্ত তোমার দেহের আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিলাম, সেই অন্ধকারে তোমার মুখের জ্যোতিঃ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম এবং অন্তরে

দয়ায় সঞ্চার হইল। আমি ভাল চিকিৎসা করিতে জানি, তখন তোমার নাড়ী পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম তোমার মৃত্যু হয় নাই, অনেক দিবস ব্যাধিগ্রস্ত ছিলে, হঠাৎ কোন কারণে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে, উহারা বুঝিতে পারে নাই, তোমার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া দাহ করিতে আনিয়াছিল। আমি তখন তোমাকে গৃহে আনিলাম এবং তোমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলাম; তুমি নয়ন মেলিলে এবং উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলে, কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া পারিলে না, আমি দেখিয়া হাসিলাম—তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভাবিলাম, তুমি পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইয়া গিয়াছ, পরে তোমার পীড়ার ঔষধ দিলাম, তুমি আবার অজ্ঞান হইলে; কিন্তু আমি ঔষধ দিতে ছাড়ি নাই, আমাদিগের দৈব ঔষধে এক দিবসেই পীড়া আরোগ্য হয়,—তোমারও হইয়াছে; এখন দুর্ব্বল কিন্তু অধিক দিবস এ দুর্ব্বলতা থাকিবে না, সত্বর সবল হইবে; ২।৪ দিবসের মধ্যেই পূর্ব্বের ন্যায় দেহ হইবে।'

"আমি তাঁহারই অপার দয়ায়, জীবন লাভ করিয়াছি জানিতে পারিয়া গললগ্নকৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলাম—'পিতা, আপনি আমার জীবনদাতা—আমাকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়াছেন, যদি আপনি তথায় না যাইতেন তাহা হইলে আমি জীবন্ত দগ্ধ হইতাম! এ জীবন আপনার এবং আমিও আপনার কন্যার ন্যায়; কিন্তু আপনার শ্রীচরণে আমার একটী ভিক্ষা এই যে আমার পিতা মাতা আমার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন। অতএব একবার তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনুন।

"তিনি কহিলেন—'এখন তোমাকে লইয়া যাইতে পারি না,—তুমি মরিয়া গিয়াছ—তোমার জন্য সকলে কাঁদিয়া আকুল, এখন হঠাৎ তোমাকে দেখিলে হর্ষ বিষাদে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, অতএব একমাস অপেক্ষা কর, আমি সময় বুঝিয়া লইয়া যাইব।' তদবধি আমি তাঁহার নিকটে থাকিলাম। এক মাস পরে শুনিলাম, মা মরিয়া গিয়াছেন—পিতা কারাগারে! আর বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইল না।

"যোগী এক জন উত্তম গণক—তিনি গণিয়া আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিবে তাহা সমস্ত বলিয়া দিয়াছেন, তিনিই গণনায় এই খানে রাজকুমারের সঙ্গে দেখা হইবে বলিয়া দিয়াছেন; এবং আরও অনেক কথা বলিয়া

দিয়াছেন। তিনিই আমাকে এই বেশে দেখা করিতে বলিয়া দেন। এ জটা আমার কৃত্রিম—" এই বলিয়া কমল জটা ধরিয়া টানিলেন, কৃত্রিম জটা মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল—কাদম্বিনীর ন্যায় কেশদাম পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িল। গোলাপ বস্ত্র আনিয়া দিলেন, গেরুয়া বসন পরিত্যাগ করাইলেন, ত্রিশূল ফেলিয়া দিলেন, হস্তের রুদ্রাক্ষ মালার পরিবর্ত্তে উত্তম সুবর্ণ বলয় পরাইয়া দিলেন, নিমেষ মধ্যে যোগিনীর বেশ পরিবর্ত্তন হইল। বাটীর সকলেই আনন্দিত হইল, সংসার আনন্দে ভাসিতে লাগিল। পর দিবস প্রাতে উঠিয়া রাজকুমার সেই সন্ন্যাসীর সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার কুটীরে উপনীত হইলেন, কিন্তু দেখিলেন সন্ন্যাসী তথায় নাই, গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কমল তাঁহার জন্য অনেক কাঁদিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ রহস্য।

সাধ মিটিল। এত দিনের মনের বাসনা—অন্তরের আশা আজ তাঁহার পূরণ হইল। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সন্ন্যাসীর দয়ায়, রাজকুমার তাঁহার হারানিধি—হৃদয়ের ধন কমলকে পাইলেন, কমলও তাঁহার বাল্য সহচর—জীবনের সখা—প্রাণের অধিক প্রিয়তম—যাহার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতে বসিয়াছিলেন, সেই রাজকুমারকে পাইলেন, উভয়েই সুখী হইলেন। কিন্তু অভাগিনী গোলাপ—তাঁহার কি হইল? গোলাপ কমলের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ান, তাঁহার কথায় হাসিয়া প্রতি উত্তর দেন, কিন্তু সে হাসি আন্তরিক নয়—মৌখিক! তাঁহার অন্তরে দ্বিগুণ চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে, রাত্রে তাঁহার নয়ন জলে বিছানা ভিজিয়া যায়। কমল তাঁহার সে শুষ্ক হাসি বুঝিতে পারেন, কারণ তিনি ভুক্তভোগী। তিনি বুঝিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া অন্তরে অন্তরে হাসেন—আর ভাবেন "এ শুষ্ক হাসির শোধ তুলিব!"

এইরূপে ২।৩ মাস গত হইল। রাজকুমারের পৈতৃক বাটী পুনরায় প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি তথায় যাইবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন এবং বিজয় বাবুর নিকট বিদায় চাহিলেন।

বিজয় বাবু যাইতে সম্মতি দিলেন না, কহিলেন—"তোমার বিবাহ এখানে না দিয়া আমি যাইতে দিব না।"

রাজকুমার আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। এ সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছিল। পরদিবস পুরোহিত ডাকাইয়া বিবাহের দিন স্থির হইল। বাটীর সকলে নূতন আমোদে উল্লাসিত হইল।

বিবাহের দিন স্থির হইলে কমলের একটি নূতন ভাবনা আসিয়া জুটিল; সে ভাবনা "কি করিয়া তিনি গোলাপের মন বাসনা পূর্ণ করেন?" তিনি অপরের দ্বারা চেষ্টা করিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু দেখিলেন তাহাতে অনেক গোল, তখন অন্য উপায় না দেখিয়া নিজেই ঘটকালী করিবেন মনস্থ করিলেন।

এক দিবস সন্ধ্যার পর গোলাপের জননীকে নিভৃতে ডাকিয়া কমল কহিলেন—"মা আমার একটী অনুরোধ আছে, যদি আপনি শুনেন, তবে বলি!'

"কি মা, কি অনুরোধ বল—কেন শুনিব না?"

"যে দিবস আমার বিবাহ হইবে, সেই দিবস গোলাপেরও বিবাহ দিতে হইবে, এই আমার অনুরোধ।"

"তা কেমন ক'রে হবে মা?—গোলাপের ত এখনও পাত্র দেখা হয় নাই, তোমার বিবাহেরও আর বেশি দিন নাই।"

"পাত্র আমি দেখিয়াছি! যদি তাহার সহিত বিবাহের আপনি মত করেন, তাহা হ'লে আমি তাহাকে দেখাতে পারি!"

"আচ্ছা যদি ভাল হয় তাতে আপত্তি কি?"

"ও কথা আমি শুন্‌বো না, যদি ঐ দিনে গোলাপের বিয়ে না দেন, তা হ'লে আমার বিয়ে বন্ধ থাকবে?"

"এত জেদ কেন মা? কিছু হ'য়েছে নাকি?"

"না কিছু হয় নি,—গোলাপ আপনার মেয়ে, আমিও তদ্রূপ; আমার মা নেই, বাপ নেই—কেউ নেই, এখন আপনারাই সব, যদি আপনি সেই রূপ বিবেচনা করেন, তবে আমি যা বলিলাম, এ বিষয়ে মত করিতে হইবে, গোলাপ আমার সমবয়স্কা সুতরাং দুই জনের এক সঙ্গে বিবাহ হওয়া উচিত, তা যদি না হয় তবে বিবাহ বন্ধ থাক।"

"দেখ মা—তুমি বলিতেছ,—আমারও ইচ্ছা গোলাপের বিবাহ দেই কিন্তু মনোমত পাত্র না পাওয়াতে বিবাহ দিতে পারিতেছি না; তুমি যে পাত্রের কথা বলিলে তাহার বয়স কত?"

"কুড়ি একুশ বছর হবে!"

"দেখিতে কেমন?"

"যেরূপ আপনি খোঁজেন—তার কোন খুঁত নেই!"

"বাড়ী কোথায়?"

"আমাদের গ্রামে!"

"বিষয় আশয় আছে?"

"অতুল ঐশ্বর্য্য—গোলাপ রাজরাণী হবে!"

"তা যদি হয় তা হ'লে আমার কোন আপত্তি নাই, কাল তবে লোক পাঠাব!"

"লোক পাঠাতে হবে না, সে পাত্র এখানে উপস্থিত আছে!"

"এখানে উপস্থিত আছে?"

"হ্যাঁ—"

"এখানে কাদের বাড়ীতে আছে?"

"আপনাদের বাড়ী!"

"আমাদের বাড়ী?"

"হ্যাঁ—আপনাদের বাড়ীতে আছে!"

"কে বল দেখি?"

"রাজকুমার!"

"রাজকুমার!"—তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

"হাসিলেন যে?"

"তুমি কি রহস্য করিতেছ?"

"এও কি সম্ভব?—আমি আপনাকে মা বলিয়া ডাকি—আপনার সহিত আমি রহস্য করিব?"

"রাজকুমারের ত তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে? তবে তুমি এ বিবাহে সম্মত নও?"

"কে ব'ল্লে আমি সম্মত নই ?"

"তবে একথা বলিতেছ যে ?

"বলিতেছি তাহার কারণ আছে !"

"কি কারণ আমায় ভাঙ্গিয়া বল !"

কমল তখন আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় দিয়া কহিলেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে দিব, যদি এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তা হ'লে—আমি আবার সন্ন্যাসিনী হব।"

"রাজকুমার সম্মত হবে ?"

"সে ভার আমার—এখন আপনার মত কি বলুন ?"

"আমার উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে, রাজকুমারের ন্যায় সুপাত্র পাওয়া দুষ্কর; দোষের মধ্যে সতীন,—কিন্তু তোমার ন্যায় সতীনের উপর, আমার যদি শত মেয়ে থাকিত তাহাও দিতে পারিতাম।"

কমল অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"আমি আপনার কথায় অতীব আহ্লাদিত হইলাম। যদি আপনি এ বিষয়ে অমত করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি আবার সংসার ত্যাগ করিতাম। ঐ বিষয়ে আমার দারুণ ভাবনা ছিল, আজ তাহা মোচন হইল। কিন্তু এক কথা—এ বিবাহের কথা গোলাপ যেন না শুনে !"

"আচ্ছা, তোমারই ইচ্ছামত কাজ হইবে" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রাত্রে বিজয় বাবু একথা শুনিলেন, এবং তিনিও আহ্লাদের সহিত ইহাতে সম্মত হইলেন।

পর দিবস গোলাপের বিবাহের কথা রটিল। কিন্তু কাহার সঙ্গে হইবে একথা কেহ জানিতে পারিল না। কেবল এই মাত্র জানিল—"এক দিনে দুইটী বিবাহ হইবে, পাত্র এখানকার কোন এক বড় লোকের ছেলে।" একথা কমল রটাইলেন !

ক্রমে একথা গোলাপ শুনিলেন, তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার যে শুষ্ক হাসিটুকু ছিল এত দিনের পর তাহাও গেল। সর্ব্বদা নিজের ঘরে বসিয়া থাকেন, ঘরের বাহির হন না, আহার প্রায় বন্ধ হইল। কেবল দিবারাত্রি চিন্তা ও রোদন করিতে লাগিলেন !

কিন্তু তাহাতেও স্বস্তি নাই! পোড়ারমুখী কমল আসিয়া বড় জ্বালাতন করে। গোলাপের এখন যত রাগ কমলের উপর;—"কমল যদি না বাঁচিত, তাহা হইলে রাজকুমার তাহার হইতেন।—আর বাঁচিল যদি, তবে এখানে আসিল কেন?—যদি আসিল তবে তাহার সুখের পথের কণ্টক হইল কেন?" এই সমস্ত ভাবিয়া—কমলের উপর গোলাপ বড়ই চটিয়াছেন; আবার তাঁহার উপর কমলের তামাসা, তাঁহার হৃদয়ে যেন বিষ ঢালিয়া দেয়; পাশে থাকিলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন না। কিন্তু গোলাপের মনের ভাব কমলের বুঝিতে বাকি নাই, বুঝিয়াও কিন্তু কমল তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও তাহাতে ফুৎকার দেন! বিবাহের কথা তুলিয়া রহস্য করেন, বিবাহের পর বরের সঙ্গে গোলাপ কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাঁহা জিজ্ঞাসা করেন, এসকল কথা গোলাপের প্রাণে সহ্য হয় না।

পাঁচ দিন সহিয়া গোলাপ এক দিবস রাগের সহিত কমলের সহিত ঝগড়া বাঁধাইয়া দিলেন। গোলাপ কহিলেন—"তুই পোড়ারমুখী কোথা থেকে এসে আমারে জ্বালাতন করিতেছিস!—যখন এলেন তখন নিপাট ভাল মানুষ—কখন যোগিনী—কখন ছাই ভস্ম সেজে—কখন গণক সেজে—'আমি গুণিতে জানি—আমি হেন জানি—তেন জানি' "—গোলাপ আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই নয়নে শতধারা বহিল।

কমল হাসিয়া উত্তর করিলেন—"কেন ভাই?—পোড়ারমুখীর গণনার কি ভুল দেখিলে?"

কমলের হাসি দেখিয়া গোলাপের অঙ্গ জ্বলিয়া গেল, ক্রোধে তাঁহার বদন রক্তবর্ণ হইল; তিনি রাগিয়া কহিলেন "তুই যা, আমার সঙ্গে কথা ক'সনে!" কমল আবার হাসিলেন—হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"কেন ভাই আমি মন্দ কথাত কিছু ব'লছি না, তোমার বিয়ে হবে, আমোদের কথা; সমবয়েসী থাকিলেই মনের কথা জিজ্ঞাসা করে, তাতে অত রাগ কর কেন?"

অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল, বিবাহের কথায় গোলাপ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিলেন ও সক্রোধে কহিলেন—"তুই দূর হ আমার সুমুখ থেকে, তোর আর অত আত্মীয়তা দেখাতে হবে না!"

গোলাপের কথা শুনিয়া—কমলের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল—তিনি বিরস বদনে কহিলেন—"আচ্ছা ভাই তবে চল্লুম! বোধ হয় তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আমাকে ক্ষমা করিও, আমার দোষ মার্জ্জনা কর, ৪।৫ মাস এক সঙ্গে ছিলাম, স্নেহ হইয়াছে, সেই জন্যে ২।১টা তামাসা করিয়াছি, তাহাতে যদি মনে কষ্ট পাইয়া থাক তবে তাহা ভুলিয়া যাও, আর তোমাকে বিরক্ত—" এই বলিয়া কমল কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু অন্তরে হাঁ...

কমলের বিরস বদন—তাঁহার নয়নে জল গোলাপ দেখিয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহার কথায় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ বেদনাও পাইলেন; কিন্তু ক্রোধে তাহা ভাসিয়া গেল। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ হাসি কান্নার উভয়ের গায় হলুদ হইয়া গেল, বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় মহাসমারোহে বর আসিল, সকলে দৌড়িয়া বর দেখিতে গেল। কেবল গেলেন না, গোলাপ আর কমল! গোলাপের মনে সুখ নাই, তাই তিনি গেলেন না, আর কমল, তাঁহার ত দুই বরই দেখা আছে, সুতরাং তিনি না গিয়া গোলাপকে চৌকি দিবার জন্য রহিলেন। যদি মনের দুঃখে গোলাপ কিছু করিয়া বসেন, সেই জন্য তিনি এক দণ্ড তাঁহার কাছ ছাড়া হইতেন না, সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন, কিন্তু একথা কেহ জানিত না।

যথা সময়ে বিবাহ হইয়া গেল, বর কন্যাদ্বয় ঘরে যাইল, গোলাপ তখন পর্য্যন্ত দেখেন নাই যে কিরূপ পাত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হইয়াছে, তিনি আপনার মনের দুঃখে আপনি কাঁদিতেছেন।

যে ঘরে বর যাইল সে ঘরে কাহারও যাইবার অনুমতি ছিল না, কেবল কমল, গোলাপ আর বর।

ঘরে গিয়া কমল ধীরে ধীরে গোলাপের ঘোমটা উত্তোলন করিয়া কহিলেন "গোলাপ, বর দেখ!"

গোলাপ লজ্জায় জড় সড় হইয়া—মাথার কাপড় উত্তমরূপে টানিয়া দিলেন।

কমল পুনরায় তাঁহার ঘোমটা খুলিয়া—অশ্রুবারি সিক্ত বদনে চুম্বন করিয়া কহিলেন—"গোলাপ, চেয়ে দেখ, আমার গণনায় ভুল হয় না!"

গোলাপ চাহিলেন, চাহিয়া বর দেখিলেন, দেখিলেন, বর—"রাজকুমার!"

গোলাপ কথা কহিতে পারিলেন না, আনন্দে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল, নয়ন হইতে প্রবল বেগে আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল, তিনি কমলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—"পোড়ারমুখী তুমিই যত নষ্টের মূল!"

কমল হাসিয়া কহিলেন—"আমি এখন পোড়ারমুখী নই—
সতীন!"

"অমন সতীন আমি মাথায় করিয়া রাখি!"

"তাইতে সুমুখ থেকে দূর ক'রে দিচ্ছলে!"

...জ্জিত হইয়া কহিলেন—"দিদি!—আমায় ক্ষমা কর...
...!"

...াপকে বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া কহিলেন—"গোলাপ আজ এক-
...িয়া হাস—তোমার সরল হাসি আমি অনেক দিন দেখি নাই!"
...াসিলেন না—কেবল কমলের বক্ষস্থলে মুখ লুকাইয়া রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল, এদিগে রাজকুমারের পৈতৃক বাটীও নির্ম্মাণ হইল। যে দিবস রাজকুমার মকদ্দমার ডিক্রি পাইয়াছিলেন, সেই দিবসই তিনি নিজ গ্রামে যাইয়া তাঁহার পিতার সময়ের পুরাতন আমলাদিগকে বাহাল করিলেন এবং পর দিবস প্রত্যেক প্রজার বাড়ী বাড়ী নিজে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার পরিচয় দিয়া আসিলেন। প্রজারা পাপিষ্ঠ রাজীবলোচনের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া খাজনা বন্ধ করিয়াছিল, একণে নিজ স্বামীকে পাইয়া অহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং সন্তোষের সহিত পাঁচ বৎসরের বাকি খাজনা প্রদান করিল। তিনি সেই অর্থ নায়েবকে দিয়া নিজের বাটী প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া, মুরশিদাবাদ আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পৈতৃক বাটী বিজয় বাবুকে দিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইবেন। কিন্তু বিধাতার সে ইচ্ছা নয়—তাই কমলকে জীবিত করিয়া পুনর্ম্মিলন করাইয়া দিলেন।

শুভদিনে—শুভক্ষণে রাজকুমার নিজের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাটী আসিয়া তাঁহার প্রজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। প্রায় তিন সহস্র প্রজা তাঁহার মঙ্গলগান করিতে করিতে প্রস্থান করিল। বাড়ীতে পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াকলাপ চলিতে লাগিল, বিষাদময় নারায়ণপুর আনন্দধাম হইল।

রাজকুমার এখন দরিদ্রের সহায়—পীড়িতের সেবক—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তাঁহার সদ্‌গুণে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মুগ্ধ। তাঁহার যশঃসৌরভ দিক্‌-দিগন্তরে প্রবাহিত হইতেছে।